

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ষষ্ঠ কল্পের দ্বিতীয় ভাগের নির্ঘণ্ট পত্র।

বৈশাখ ২৪৯ সংখ্যা।	পৃষ্ঠা
নববর্ষের স্তোত্র	১
মনোবিজ্ঞান (উপকরণিকা) ..	৩
মেদিনীপুর অটোদশ সাংসারিক সমাজের বক্তৃতা	৬
অনুষ্ঠানের আবশ্যিকতা (প্রাপ্ত) ..	১২
সংবাদ	১৩
জ্যৈষ্ঠ ২৫০ সংখ্যা।	
নিশীথ সময়ে সাধারণের ব্রাহ্মের স্তোত্র প্রকাশ্য প্রচার	১৭
মনোবিজ্ঞান	১৮
প্রাক্ষিপিক	২৩
প্রাক্ষিপিকের সাধারণ সভা	২৭
অনুষ্ঠানের আবশ্যিকতা (প্রাপ্ত) ..	৩০
সংবাদ	৩১
আষাঢ় ২৫১ সংখ্যা।	
প্রাক্ষিপিকের সাধারণ	৩৩
প্রাথমিক চিন্তা	৩৬
রাজ-তরঙ্গিণী	৪০
মনোবিজ্ঞান	৪১
সংবাদ	৪১
শ্রাবণ ২৫২ সংখ্যা।	
প্রাক্ষিপিকের সাধারণ	৪২
প্রাথমিক চিন্তা	৪৩
মনোবিজ্ঞান	৪৬
কোম্পার প্রাক্ষিপিকের বক্তৃতা	৪৭
অনুষ্ঠানের আবশ্যিকতা (প্রাপ্ত) ..	৪৮
সংবাদ	৪৯
ভাদ্র ২৫৩ সংখ্যা।	
কলিকাতা প্রাক্ষিপিকের বক্তৃতা ..	৪৫
উপাসনা	৬৩
মনোবিজ্ঞান	৭৫
অনুষ্ঠানের আবশ্যিকতা (প্রাপ্ত) ..	৭৭
সংবাদ	৭৮
আশ্বিন ২৫৪ সংখ্যা।	
বিপদ কালে ব্রহ্ম স্তোত্র	৮১
উপাসনা	৮২
কলিকাতা প্রাক্ষিপিকের বক্তৃতা ..	৮৭
মনোবিজ্ঞান	৯০
রাজ-তরঙ্গিণী	৯১
অনুষ্ঠানের আবশ্যিকতা (প্রাপ্ত) ..	৯৪
নূতন পুস্তক প্রাপ্ত	৯৫
কার্তিক ২৫৫ সংখ্যা।	
কলিকাতা প্রাক্ষিপিকের বক্তৃতা ..	৯৭
নিবোধী চতুর্দশ সাংসারিক প্রাক্ষিপিকের বক্তৃতা	১০০

রাজ-তরঙ্গিণী	১০৩
ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উপদেশ ১ সংখ্যা	১০৭
অগ্রহায়ণ ২৫৬ সংখ্যা।	
ঈশ্বরের সহিত অগতির সঙ্গ	১১৩
খ্রিস্টোডোর পার্করের পত্র	১১৫
ডুইড মন্ড	১১৫
রাজ-তরঙ্গিণী	১২৩
ঈশ্বর	১২৩
ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উপদেশ ২ সংখ্যা	১২৫
মহাশয় প্রাক্ষিপিকের উপদেশ ইংরাজিতে	১২৭
পৌষ ২৫৭ সংখ্যা।	
সাক্ষ্য মন্ড	১২৯
খ্রিস্টোডোর পার্করের পত্র	১৩১
ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উপদেশ ৩ সংখ্যা	১৩৩
মহাশয় প্রাক্ষিপিকের উপদেশ ইংরাজিতে	১৩৫
মার্গ ২৫৮ সংখ্যা।	
খ্রিস্টোডোর উপদেশ	১৪০
খ্রিস্টোডোর পার্করের পত্র	১৪১
ইজিপ্টীয় মন্ড	১৪৭
ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উপদেশ ৪ সংখ্যা	১৪৯
প্রাক্ষিপিক ও প্রাক্ষিপিকের পৌষিকতা ইংরাজিতে	১৫২
ফাল্গুন ২৫৯ সংখ্যা।	
প্রাক্ষিপিক সাংসারিক প্রাক্ষিপিক ..	১৬১
ইজিপ্টীয় মন্ড	১৬০
খ্রিস্টোডোর রচিত প্রার্থনা	১৬১
নূতন পুস্তক প্রাপ্ত	১৬২
বৈশাখ ২৬০ সংখ্যা।	
মেদিনীপুর প্রাক্ষিপিকের উপদেশ প্রাক্ষিপিক	১৬৫
খ্রিস্টোডোর পার্করের পত্র	১৬৬
ইজিপ্টীয় মন্ড	১৬১
প্রার্থনা ও মন্ড	১৬২
ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উপদেশ ৫ সংখ্যা	১৬৪
মেদিনীপুর উনত্রিংশ সাংসারিক প্রাক্ষিপিক	১৬৯

১০. অকারাদি বর্ণক্রমে ষষ্ঠ কন্মের দ্বিতীয় ভাগের নির্ধক পত্র।

সংখ্যা	পৃষ্ঠ	সংখ্যা	পৃষ্ঠ
অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা (প্রাপ্ত) ..	২৪৯ .. ১২	ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান ..	২৫১ .. ৩১
অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা (প্রাপ্ত) ..	২৫০ .. ৩০	ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান ..	২৫২ .. ৪৯
অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা (প্রাপ্ত) ..	২৫২ .. ৬১	ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজের পৌষকতা	
অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা (প্রাপ্ত) ..	২৫৩ .. ৭৭	ইংরাজিতে ..	২৫৮ ... ১৫২
অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা (প্রাপ্ত) ..	২৫৪ .. ৯৪	বিপদ কালে ব্রহ্মস্টোত্র ..	২৫৪ .. ৮১
আচার্যের উপদেশ ..	২৫৮ ... ১৪১	বিভিন্ন পুস্তকের বিবরণ ..	২৬০ .. ১৫২
আজ-চিন্তা ..	২৫২ .. ৫১	ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উপদেশ	
আয় বায় বিবরণ ..	২৫০ .. ৩০	১ সংখ্যা ..	২৫৫ .. ১০৯
আয় বায় বিবরণ ..	২৫১ .. ৪৮	ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উপদেশ	
আয় বায় বিবরণ ..	২৫৩ .. ৮	২ সংখ্যা ..	২৫৬ .. ১২৫
আয় বায় বিবরণ ..	২৫৭ .. ১০	ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উপদেশ	
আয় বায় বিবরণ ..	২৫৮ .. ১০৭	৩ সংখ্যা ..	২৫৭ .. ১৩৭
আয় বায় বিবরণ ..	২৬০ .. ১০৯	ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উপদেশ	
ইঙ্গিত ..	২৫১ .. ১৫৭	৪ সংখ্যা ..	২৫৮ .. ১৫৯
ইঙ্গিত ..	২৫২ .. ১৬০	ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উপদেশ	
ইঙ্গিত ..	২৫৩ .. ১৬১	৫ সংখ্যা ..	২৬০ .. ১৬৪
ইঙ্গিত ..	২৫৪ .. ১৬২	মনোবিজ্ঞান (উপক্রমিকা) ..	২৪৯ .. ৩
ইঙ্গিত ..	২৫৫ .. ১৬৩	মনোবিজ্ঞান ..	২৫০ .. ১০
ইঙ্গিত ..	২৫৬ .. ১৬৪	মনোবিজ্ঞান ..	২৫১ .. ১৫
ইঙ্গিত ..	২৫৭ .. ১৬৫	মনোবিজ্ঞান ..	২৫২ .. ২০
ইঙ্গিত ..	২৫৮ .. ১৬৬	মনোবিজ্ঞান ..	২৫৩ .. ২৫
ইঙ্গিত ..	২৫৯ .. ১৬৭	মনোবিজ্ঞান ..	২৫৪ .. ৩০
ইঙ্গিত ..	২৬০ .. ১৬৮	মনোবিজ্ঞান ..	২৫৫ .. ৩৫
ইঙ্গিত ..	২৬১ .. ১৬৯	মনোবিজ্ঞান ..	২৫৬ .. ৪০
ইঙ্গিত ..	২৬২ .. ১৭০	মনোবিজ্ঞান ..	২৫৭ .. ৪৫
ইঙ্গিত ..	২৬৩ .. ১৭১	মনোবিজ্ঞান ..	২৫৮ .. ৫০
ইঙ্গিত ..	২৬৪ .. ১৭২	মনোবিজ্ঞান ..	২৫৯ .. ৫৫
ইঙ্গিত ..	২৬৫ .. ১৭৩	মনোবিজ্ঞান ..	২৬০ .. ৬০
ইঙ্গিত ..	২৬৬ .. ১৭৪	মনোবিজ্ঞান ..	২৬১ .. ৬৫
ইঙ্গিত ..	২৬৭ .. ১৭৫	মনোবিজ্ঞান ..	২৬২ .. ৭০
ইঙ্গিত ..	২৬৮ .. ১৭৬	মনোবিজ্ঞান ..	২৬৩ .. ৭৫
ইঙ্গিত ..	২৬৯ .. ১৭৭	মনোবিজ্ঞান ..	২৬৪ .. ৮০
ইঙ্গিত ..	২৭০ .. ১৭৮	মনোবিজ্ঞান ..	২৬৫ .. ৮৫
ইঙ্গিত ..	২৭১ .. ১৭৯	মনোবিজ্ঞান ..	২৬৬ .. ৯০
ইঙ্গিত ..	২৭২ .. ১৮০	মনোবিজ্ঞান ..	২৬৭ .. ৯৫
ইঙ্গিত ..	২৭৩ .. ১৮১	মনোবিজ্ঞান ..	২৬৮ .. ১০০
ইঙ্গিত ..	২৭৪ .. ১৮২	মনোবিজ্ঞান ..	২৬৯ .. ১০৫
ইঙ্গিত ..	২৭৫ .. ১৮৩	মনোবিজ্ঞান ..	২৭০ .. ১১০
ইঙ্গিত ..	২৭৬ .. ১৮৪	মনোবিজ্ঞান ..	২৭১ .. ১১৫
ইঙ্গিত ..	২৭৭ .. ১৮৫	মনোবিজ্ঞান ..	২৭২ .. ১২০
ইঙ্গিত ..	২৭৮ .. ১৮৬	মনোবিজ্ঞান ..	২৭৩ .. ১২৫
ইঙ্গিত ..	২৭৯ .. ১৮৭	মনোবিজ্ঞান ..	২৭৪ .. ১৩০
ইঙ্গিত ..	২৮০ .. ১৮৮	মনোবিজ্ঞান ..	২৭৫ .. ১৩৫
ইঙ্গিত ..	২৮১ .. ১৮৯	মনোবিজ্ঞান ..	২৭৬ .. ১৪০
ইঙ্গিত ..	২৮২ .. ১৯০	মনোবিজ্ঞান ..	২৭৭ .. ১৪৫
ইঙ্গিত ..	২৮৩ .. ১৯১	মনোবিজ্ঞান ..	২৭৮ .. ১৫০
ইঙ্গিত ..	২৮৪ .. ১৯২	মনোবিজ্ঞান ..	২৭৯ .. ১৫৫
ইঙ্গিত ..	২৮৫ .. ১৯৩	মনোবিজ্ঞান ..	২৮০ .. ১৬০
ইঙ্গিত ..	২৮৬ .. ১৯৪	মনোবিজ্ঞান ..	২৮১ .. ১৬৫
ইঙ্গিত ..	২৮৭ .. ১৯৫	মনোবিজ্ঞান ..	২৮২ .. ১৭০
ইঙ্গিত ..	২৮৮ .. ১৯৬	মনোবিজ্ঞান ..	২৮৩ .. ১৭৫
ইঙ্গিত ..	২৮৯ .. ১৯৭	মনোবিজ্ঞান ..	২৮৪ .. ১৮০
ইঙ্গিত ..	২৯০ .. ১৯৮	মনোবিজ্ঞান ..	২৮৫ .. ১৮৫
ইঙ্গিত ..	২৯১ .. ১৯৯	মনোবিজ্ঞান ..	২৮৬ .. ১৯০
ইঙ্গিত ..	২৯২ .. ২০০	মনোবিজ্ঞান ..	২৮৭ .. ১৯৫
ইঙ্গিত ..	২৯৩ .. ২০১	মনোবিজ্ঞান ..	২৮৮ .. ২০০
ইঙ্গিত ..	২৯৪ .. ২০২	মনোবিজ্ঞান ..	২৮৯ .. ২০৫
ইঙ্গিত ..	২৯৫ .. ২০৩	মনোবিজ্ঞান ..	২৯০ .. ২১০
ইঙ্গিত ..	২৯৬ .. ২০৪	মনোবিজ্ঞান ..	২৯১ .. ২১৫
ইঙ্গিত ..	২৯৭ .. ২০৫	মনোবিজ্ঞান ..	২৯২ .. ২২০
ইঙ্গিত ..	২৯৮ .. ২০৬	মনোবিজ্ঞান ..	২৯৩ .. ২২৫
ইঙ্গিত ..	২৯৯ .. ২০৭	মনোবিজ্ঞান ..	২৯৪ ..

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

নবমের স্তোত্র ।

[illegible]

নবম সপ্তাহের পঞ্চম দিন
 নবম সপ্তাহের পঞ্চম দিন
 নবম সপ্তাহের পঞ্চম দিন

[illegible][illegible]

অবশেষে বঙ্গের নিবাস ভূমি পৃথিবী
পুনর্নির্মাণের সময় হইতে নিশ্চিত হইলেন।
মুম্বাই নগরীনাথের মন্দিরগুলি তারকাঘরে ও
নিপদ প্রমাণ মুকুটে অলঙ্কৃত হইলেন, পদ
প্রাঙ্গণের অঙ্গ মুকু ও শুভ হইলেন, পরিপক্ক
শ্রীমন্ত পদে মঙ্গল কলসের প্রণোদিত
হইলেন এবং পানকামী কলসের প্রিয় স্নেহ
কলিকাতা মহলে রাজার চিত্তকে বিশ্রামের
হিলেন এবং নৈব সঙ্কল পোড়ান মণ্ডি
জোয়ার সঙ্গম, বিদ্যমান দেবির এবং সঙ্ক
জোয়ারের জোয়ার সঙ্গম তার মহলে ও
সংকল সঙ্কল সঙ্কল হইল। শ্রীমন্ত

[illegible]

আমাদের এই কপ সমস্ত বুদ্ধিবশীলদের
বুদ্ধিবশীল আশাশীল বুদ্ধিবশীলদের বুদ্ধি-
বুদ্ধিকে বলাবলী করা, আমাদেরই বুদ্ধি-
বুদ্ধি মূল প্রশস্ত ও বুদ্ধিবশীল, তাই বুদ্ধি-
আমাদের সেই কপ সমস্ত বুদ্ধিবশীলদের
প্রকৃত মূল্য করা।

বিনীত হৃদয়ে বলবলে, যে অনার্থ নাথ।
তোমার নিকট এই নিবেদন করিতেছি, যে
আমাদের বুদ্ধি এই দুর্ভাগ্যমাতৃভূমি বুদ্ধি-
বুদ্ধির প্রতি কল্পনা প্রদর্শন করিও। তোমার
প্রকৃতি যেমন ইহার রোগ শোক শাস্তি হয়,
ইহার পাপ অপবিত্রতা দূর হয়, এবং সীমা
হইতে সীমাস্বর গর্যাস্ত যেমন ইহাতে ম-
তোর রাজ্য, ধর্মের রাজ্য, কুশলের রাজ্য
প্রতিষ্ঠিত হয়।

ও শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ।

মনোবিজ্ঞান।

উদ্ভাসিকা।

জগতে মানব জীবন এত প্রকার আ-
কর্ষ্য ও মনোহর পদার্থে পরিবৃত্ত যে, যে-
পর্যন্ত না আমাদেরই হৃদিস্থিত সহজজ্ঞান
বিশেষ রূপে সনাক্তোচিত হয় সে পর্যন্ত
জাননা পৃথিবীর অতীত অন্য কোন পদার্থে
দৃষ্টিপাত বা মনঃসংযোগ করিতে প্রবৃত্ত হই-
না। যেহেতু শারীরিক শৈশবাবস্থা আছে
সেই রূপ মানসিক শৈশবাবস্থাও দৃষ্ট হয়।
শারীরিক শৈশবাবস্থায় যেমন প্রতিজন জীব-
নের মস্তিষ্ক অজ্ঞান থাকে এবং জীবনের
মূল্য সহ্য করিয়া উন্নতির থাকিয়া অ-
নর্থক, অকিঞ্চিৎকর রাগা দীর্ঘাধা বাস্ত
হয়, মানসিক শৈশবাবস্থায় সেই রূপ প্রতি-
জন পৃথিবীর বাস্তব জীবনের বিষয় হইয়া তা-
হার জ্ঞানবানী সামান্য পদার্থের নিমিত্ত
কায়মনোবাক্যে পৃথিবীর কলহ, এবং অসু-

খ্যাতি আকর্ষণ বিষয় হইয়া পৃথিবীর কলহ
কল্পে জ্ঞানবান, পৃথিবীর কলহের কল-
হাত থাকে। উক্ত শৈশবাবস্থায় মানসিক
শৈশবাবস্থায় মনুষ্য পৃথিবীর ও জীবনের
পরস্পর সহজক্ষেপেই জীবনের আশ্রয় বোধ
করে। সংসারেই জীবনের উদ্দেশ্য, মান-
সকে সেবা করিবার জন্যই মানবজীবনের
হৃদয় হইয়াছে ইহা তদ্বাদিগের মূল বিশ্বাস।
মনুষ্যবোব জন্য সংসার, সংসারের জন্য মনুষ্য
নাহে এই মতটি এককালে বিশ্বাস হইয়া
লোকে এমন সময় পৃথিবী-স্থানসম্পত্তি-
কেই সর্বস্ব জ্ঞান করে। তাহারি জন্য
বিদ্যার্জন, তাহারি জন্য ধন ভান, তাহারি
জন্য ধর্ম প্রতিপত্তি, তদ্বাদিগের আর যাহা
কিছু সকলই স্বপ্নবৎ, মূল ব্যক্তিগণের ক-
ল্পনা মাত্র। ধর্মাত্মতা, ধর্মচিন্তা, কি
ধর্মের জন্য ভাগ স্বীকার এই সকল কেবল
রহস্যজনক বাস্তবতার ন্যায় বোধ হয়; মত-
নুসন্ধান, আত্মোন্নতি, পরকাল, কি মনের
গতি বিধি নিকপণ, কি তাহার সম্ভাবনা
ঐশ্বর্যের আনুমানিক তাহার প্রকৃত লক্ষ্য বি-
চার এ সকলই অর্থ শূন্য অসম্ভব প্রকল্প
মাত্র বোধ হয়। কিন্তু কাগ মনোহর যে কপ
শারীরিক শৈশবাবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া লৌকি-
ক পর্যায়ে পৌঁছায়, যৌবন ও প্রৌণবস্থায়
সমাগত হয়, এবং তাহারিগণের শরীর ক-
লাগত পুষ্ট বর্দ্ধিত ও বর্দ্ধমান হইতে থাকে,
জ্ঞান আশোচনার, ঘটনা পরস্পরায়, ও অ-
বস্থা পর্যায়ে সেই কপ তাহার। পৃথিবী প-
দার্থের প্রকৃত ভাব ও জীবনের বর্দ্ধাশঙ্ক্য
বুদ্ধিতে পারে, এবং তদ্বিত্ত অতীতের
মনো-রাজ্যের আভাস প্রাপ্ত হয়। এই
সময়ে বাস্তব জগৎ ও অসম্ভব জগতের প্রভেদ
অসুভূত হয়।

জ্ঞানোন্মেষের প্রথম মৌলিক চিহ্ন।
যে ব্যক্তি যে পরিমাণে স্বতন্ত্র এক বিবেক

মনোবিবেচনা ও একান্তর মনোভিত্তিক ক-
রিতে সমর্থ হয়েন, তিনি তদনুযায়িক সকল
বিষয়েরই সমর্থ গ্রহণে সমর্থ হয়েন, তদনু-
যায়িক তাঁহার জ্ঞান উন্নতি পায়।

জীবনের আরম্ভেই যেমন লোকে পা-
র্থিব বস্তু লইয়া বিব্রত হয়, জ্ঞানের প্রার-
ম্ভেও তাহারাই সেই রূপ প্রাকৃতিক পদার্থের
তত্ত্বানুসন্ধানে যত্নশীল হয়। এতদ্বিষয়ে ক-
তকদূর উন্নত হইলে পর তত্ত্বানুসন্ধায়ী মন
স্বভাবতই আপনার দিকে দৃষ্টিপাত করে।
অপিচ বিবিধ বাহ্যিক ঘটনা-কলাপে ভৌ-
তিক ও সাংসারিক পদার্থের অনিত্যতা
ক্রমশই ক্রমশে প্রতিপাত হইতে থাকে, এবং
মনুষ্য জীবনের প্রকৃত মহৎ উদ্দেশ্য অনুভূত
হয়। মনুষ্য বিশেষে যে রূপ উল্লিখিত
শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ শৈশবাবস্থা
লক্ষিত হইল, জাতি বিশেষে ও সাধারণত
সমস্ত মানবপরিবার সম্বন্ধেই তাহা সমান
রূপে লক্ষিত হইবে। বিশেষ বিশেষ মনুষ্যের
দৃষ্টান্তে এই রূপ বালকতা যে রূপে তিরে।
হিত হয়, সমস্ত জাতি সম্বন্ধে ও তাহা সেই
রূপে তিরোহিত হয়, মানব জাতি মাত্র
সম্বন্ধেই তাহা সেই রূপ। অতএব সর্ব
প্রথমেই মনুষ্য বাহ্য বস্তুর প্রতি দৃষ্টি করে,
অতঃপর ভিত্তিস্থায়ী ও ভিত্তিহীন মনঃসংযোগ
করে এবং পরিশেষে বাহ্য বস্তু অতীত যে মন
অথবা জ্ঞান পদার্থ তাহার অনুধ্যানে ও
আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়।

যত দিন আশ্বেদশীয়েরা কেবল বাহ্য
জগত লইয়া ব্যস্ত ছিলেন, সাংসারিক ক্রটি
প্রতিপত্তি, সাংসারিক আশা আনন্দ, সাং-
সারিক বস্তু নিরন্তরই যত দিন তাঁহাদিগের
সর্বস্ব ছিল, তত দিন জ্ঞান গোচর ইন্দ্রিয়-
ভীত কষ্ট সাধা মনো-বিজ্ঞান আলোচনার
প্রতি তাহাদিগের যত্ন বা প্রবৃত্তি মাত্র ছিল
না। বিশুদ্ধ জ্ঞান উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গেই ই-

দ্রুত বাহ্য জগৎ হইতে ভিত্তিস্থায়ী ও ভিত্তিহীন
তাঁহারা যথোচিত মনোনিবেশ করিয়াছি-
লেন, এবং সেই মনোনিবেশ হইতে পরিভ্রমের
রূপ স্বরূপ বিশিষ্ট উপকার লাভও করিয়া
ছিলেন। অধুনা ক্রমশই জ্ঞানের উন্নতি,
তত্ত্বানুসন্ধানের উৎকর্ষ লাভ হইতেছে।
লোকের মন বাহ্য জগতের দেবীপাশান
অথচ ক্ষণভঙ্গুর অস্থায়ী পদার্থ হইতে
বিরত হইয়া “মত্যান” লাভেই সমুৎসুক
হইয়াছে। আত্মানুসন্ধায়ী ধীর প্রকৃতি বীত
পাপ সুখীগণ মনুষ্য তত্ত্ব মনুষ্য মহত্ত্ব দর্শ-
নই ব্যাকুল হইয়াছেন। মনো-বিজ্ঞান,
অর্থাৎ মনের শক্তি প্রকৃতি প্রবৃত্তি গতি
বিধি বিচার করিবার শাস্ত্র, এক্ষণে সাপা-
রণের প্রিয় হইয়া উঠিতেছে।

কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিলেই প্রতীত হ-
ইবে যে বাহ্য জগৎ সম্বন্ধে মনুষ্যই মনুষ্য
জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। অনেকের অ-
বগত আছেন যে ঈশ্বরের মতিনা মহীয়ান
করায় আমাদিগের মনঃপ্রকৃতি লক্ষ্য।
কিন্তু প্রথমতঃ স্বীয় স্বীয় প্রকৃতিকে মহীয়ান
না করিলে সে লক্ষ্য কোন ক্রমেই সম্ভাবিত
হইতে পারে না। স্বকী বস্তু দেখিয়াই স্র-
ষ্টার বিচার সম্ভবে। যে পরিমাণে স্রষ্টা পদার্থ
মহৎ সেই পরিমাণে তাহার স্রষ্টা মহৎ; আর
যে পরিমাণে স্রষ্টি অপকৃষ্ট সেই পরিমাণে স্র-
ষ্টাও অপকৃষ্ট। চরুস্ত অসদাচারী পাপী
লোকের ব্যবহার দেখিয়া যদি পরমেশ্বরের
সত্ত্বা ও স্বরূপ নির্ণয় করিতে হইত তাহা
হইলে তিনি জ্ঞান প্রীতি মঙ্গল ভাব বিব-
জ্জিত দৈত্যের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেন।
সাংসারিক লোক ভিন্ন ধার্মিক লোক জ-
গতে যদি নিবাস না করিত, তাহা পরম-
শিষ্টাকে ঘোর সাংসারিক বলিয়া বোধ হইত।
বাস্তবিক মনুষ্যস্বর্গই মনুষ্যের নিকট ঈ-
শ্বরের স্তূপ আদর্শ। সেই স্তূপ আদর্শকে

নিজ দেশের অপকৃষ্ট অবস্থাকে পরিষ্কার করে
আমাদের উন্নয়নকে আরো উৎসাহিত করিয়েছে
বটে, কিন্তু তাহাকে উৎসাহিত এবং উন্নত
করিয়েও আবার অনেকে মনুষ্য জন্মের স্ব-
গৌরবত্ব প্রদর্শন করিয়েছে এবং “সত্যের
জয়” পৃথিবী মধ্যে ঘোষণা করিয়েছে।
ঈশ্বরের জ্যোতিতে আত্মা উজ্জ্বল হয় এবং
আত্মার জ্যোতিতে আবার ঈশ্বরের মুখ
জ্যোতির্ময় বোধ হয়। সাধুতে এবং ঈশ্ব-
রেতে এই রূপ নিপুট সম্বন্ধ। অতএব
ঈশ্বরকে বাঁহারা আপনাদিগের জীবনের
উদ্দেশ্য মনে করেন, স্বীয় স্বীয় আত্মার
উৎকর্ষ সাধন করিয়া সেই সেই আত্মাতে
পরম পিতার স্বরূপের পরিচয় দেওয়াই তাঁ-
হাদের কর্তব্য।

কিন্তু সেই আত্মার তাবৎ প্রবৃত্তি এবং
গতিবিধি আলোচনার অভাবে যে ব্যক্তির
নিকট অপরিচিত রহিল, তন্নিহিত তাবৎ
মহত্বই বাহ্যিক বুদ্ধির অগম্য রহিল, বিস্ময়
বিচারে তাবৎ বাহ্যিক আত্মা আপনাদের “শ্রেষ্ঠ
কোষ মধ্যে” ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি না দেখিতে
পাইল তবে সেই হীন অনুন্নত পশুবৎ মনুষ্য
কি রূপে জীবনের লক্ষ্য সাধন করিবে,
কি রূপে ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইবে? অতএব
বিশিষ্ট ধর্মোন্নতির পক্ষে মনোবিজ্ঞান আ-
লোচনা যে কত দূর আবশ্যিক তাহা সহ-
জেই সকলের বোধগম্য হইবে।

সংসার মনুষ্যের উপলক্ষ্য, মনুষ্য সং-
সারের লক্ষ্য। ঈশ্বর মনুষ্যের লক্ষ্য, এবং
মনুষ্য ঈশ্বরের উপলক্ষ্য। ঈশ্বর ভিন্ন আর
সকল পদার্থ অপেক্ষাই আত্মা মহত্তর।
সেই রাজরাজেশ্বর কর্তৃক প্রেরিত হইয়া এই
প্রকাণ্ড বিশ্বরাজ্যে আত্মা রাজত্ব করিতেছে।
উপলক্ষ্যকে লক্ষ্য জ্ঞানে লোকে ঈশ্বরকে
বিস্মৃত হইয়া সমসারী হয়; এবং লক্ষ্যকে
উপলক্ষ্য জ্ঞানে লোকে ধর্মকার্য লীল্য কামনা

সকল পরিপূর্ণ করিয়া অতএব ঈশ্বরকে
প্রাপ্ত হইতে হইলে তাহার উপলক্ষ্য বরণ
আত্মার উন্নতিশীল প্রকৃতিচরকে ক্রমাগত
তাঁহার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে, এবং
তাঁহা কিগের তত্ত্ব নিকষণ করিয়া তন্মধ্যে
তাঁহার অঙ্গুলির চিহ্ন দেখিতে হইবে,
মনো-বিজ্ঞানই ইহার এক সর্বোৎকৃষ্ট
উপায়। যত দিন সংসারে আছি তত
দিন তত্ত্বপোষী অনেক কর্ম করিতে
হইবে বটে, কিন্তু জীবনের মাত্র কর্মই
আত্মোন্নতি সাধন করা। বাঁহারা সাংসারিক
অভাব এত যে, তিনি তাহার জন্য আপনাদের
হৃদয়ের দিকে দৃষ্টি করিতে অবসর পান না,
তিনি আত্মভ্রাতাগণ আর ঈশ্বর-প্রসাদে নাগর
সকল অবস্থাতে হীন পার্শ্বিক অভাব-সংকটে
বিশেষ রূপে অনুভূত হন না, তিনি সৌভাগ্য
সম্পন্ন। কিন্তু সকলেরই স্মরণ করা উ-
চিত যে, আত্মাই আত্মার লক্ষ্য সংসার নহে,
ঈশ্বরই আত্মার লক্ষ্য সংসার নহে। দু-
খের বিষয় এই যে, ব্রাহ্মধর্ম এ প্রদেশে
অবতীর্ণ হওয়া অসাধ্য ইহার ভ্রমাকাকার
ভ্রমশ্রম অপনীত হইতেছে। দুই অশ্রুত
উদ্দেশ্য দূর হইয়া ক্রমে জীবনের যথাযথ
লক্ষ্য অনেকের মনে প্রভুত্ব হইতেছে,
এবং উন্নতি-প্রকার জাতীয় ঈশ্বরবাদত্ব
অতিক্রান্ত হইয়া সাধারণের মনে প্রভুত্ব
মনুষ্যত্বের সম্প্রদায় হইতেছে। এমনতর
সময়ে মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রের সমাদর হইবে
তাহার আশ্রয় কি? যতএব এই দুঃস্থ
বিষয় পর্যালোচনা করিবার জন্য যদি আ-
মরা অগ্রসর হইতে সাহসী হই, বোধ করি
সাধারণের অস্বাভাব্য চেষ্টা হইবে না।
ফলত এতদ্বিষয়ে সাধারণের সম্মুখে আ-
মরা আপনাদিগের অনুপযুক্ততা স্বীকার
করিতেছি। আমরা বিশেষ রূপে অবগত
আছি যে সময়ে সময়ে একদা লোচনার আ-

পত্রাদিগের প্রজ্ঞাতাক্রান্ত রূপে বিপাকিত
হইবে। কিন্তু প্রশাসনিক দরাসীল বি-
দ্যান পাঠক বর্গের নিকট আমাদিগের
এই নিবেদন যে তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া
আমাদিগের অনভিজ্ঞতাগম্যত লোম স্না-
জনা করেন, কারণ যদিও আমাদিগের
আম ভাদ্রশ উন্নত না ততক আমাদিগের
উদ্দেশ্য বিস্তৃত।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা তির্যকানই ঈশ্ব-
রের পবিত্রাধিকা, ত্রাণধর্মের সহকারিণী।
“একমেবাদ্বিতীয়ম্” ঈশ্বর ভাব হৃদয়ের
দন, “একমেবাদ্বিতীয়ম্” ঈশ্বর ভাব
মস্তকের মুকুট। যখন যে প্রকার ভাবে
অকৃত্রিম হইয়াছে ঈশ্বর অনুমোদনই তাঁহার
মুখ্য উদ্দেশ্য এবং পক্ষ প্রচারই তাঁহার
মস্তক লক্ষ্য। এষ্ট বস্তু দেখে নানা ঘটনা-
প্রত্যয় অস্বাভাবিক হইতেছে, নানা বিপদ
পাপ ফল প্রভৃতি ক্রমেতে, কিন্তু অটুত
ভাবে চিত্তকল তত্ত্ববোধিনী সেই অদ্বৈত-
তত্ত্ব পরমেশ্বরের মনো কীর্তন করিয়া-
ছে। পুঁনি প্রোক্ত, বিচার বিজ্ঞান, প্রাণ
প্রজ্ঞার পুরাতন, সকলের মধ্য হইতে তাঁ-
হার অধিকার দেবীপামান প্রকাশ পাই-
য়াছে। পুঁনি এক মনন মনোবিস্তার বিষয়ে
আমরা আলোচনা করিতে অগ্রসর হইলাম,
তখনই তাঁহার মনো মনো প্রকাশ করিব, ত্রাণ
দান দান প্রকার, কারণ যে প্রকার মনো
হৃদয় মনো প্রকাশ পরমেশ্বরের মনো
মনো প্রকাশ প্রকাশ প্রচার। পাঠকবর্গের
আদর্শ এই নিবেদন সে মনন মনন উদ্ভা-
বিত মনো জ্যোতিতে যেন তাঁহারা সেই
মনোবিস্তারের মনো জ্যোতি মনোবিস্তার করেন,
এবং অগ্রসর মনো সংযোগ রাখিয়া যেন
তাঁহারা আমাদিগের সহিত এই চক্রে বিষ-
য়ের সমালোচনার প্রবৃত্তি হয়।

মেদিনীপুর ই অষ্টাদশ শতাব্দে

সরিক ব্রাহ্মসমাজের

বক্তৃত্তা।

২৬ শে মার্চ ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দ।

পৃথিবীর পুরাতন আলোচনা করিলে
প্রতীত হইবে যে, যখনই ধর্ম বিকৃতাবস্থা
ধারণ করিয়াছিল তখনই তাঁহার পরিবর্তন
জন্য লোকের অবল ইচ্ছা জন্মিয়াছিল ও
তজ্জনা প্রভৃতি আন্দোলন উপস্থিত হইয়া
লোক সমাজ বিপর্যাস হইয়াছিল। ধর্ম বি-
কৃতাবস্থা প্রাপ্ত করিয়া ধর্মের জীবন ঈশ্বর
পীড়িত যোড়ের হৃদয়ে অবস্থিতি করে না,
অর্থাৎ জিয়া কলাপের দ্বারা অলুপ্যমান
প্রতি তাঁহার মনো মনোবিস্তার দৃষ্ট এবং
তাঁহারা কেবল সেই মনোবিস্তার অনু-
মোদন মুক্তি এক মাত্র উপায় বলিয়া জ্ঞান
করে। তাহাদিগের মনো মনোবিস্তার জ্যোতি-
হৃদয় মনোবিস্তার হইয়া আইলে। এতে অবস্থাতে
লোকে ধর্ম বাজকদিগের একান্ত মনোবিস্তার
হয়। তাহারা মনোবিস্তার যে, সেই মনোবিস্তার
মনোবিস্তার ঈশ্বর ও মনোবিস্তার মনোবিস্তার
হয়। এমত বিশ্বাস করে যে, সেই মনোবিস্তার
ধর্ম মাজক ঈশ্বরকে মনোবিস্তার মনোবিস্তার
মনোবিস্তার। ধর্ম মাজকেরাও যোড়ের মনো
জ্যোতি মনোবিস্তার মনোবিস্তার উপায়
করিতে কটি করে না। তাঁহারা অর্থ প্র-
কাশ্য দ্বারা জিয়া-কলাপের মনোবিস্তার
করিতে যত্ন করে, তাঁহারা বিলক্ষণ জানে
যে, যতই জিয়া কলাপের মনোবিস্তার বর্ধিত হ-
ইবে ততই তাহাদিগেরই মুক্তাবস্থার পূরণ
কাছের প্রতি মনোবিস্তার করিবে। তাঁহারা
ধর্ম-মাজক জন্য লোককে পীড়িত করিতেও
মনোবিস্তার করে না। তাঁহারা শিষ্যদিগের ম-
নোবিস্তার হইয়া মনোবিস্তার হইয়া কেবল

[illegible]

বলু হার এক মাত্র অলঙ্কার। তাঁহাদিগের কুলীমক্ কোম মতালোকের রাজা কর্তৃক ইন্দ্র মতে, তাহা সেই রাজার রাজ্য কর্তৃক প্রদত্ত, তাঁহার সিংহাসন হুলাকে ও তুলোকে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এখন সেই মক্কেল পুরুষ তাঁহাদিগকে আপনার সমীপ-বর্তী কারবার নিমিত্ত মক্কেল কাম রহিয়াছেন, তখন তাঁহারা কি প্রধান ব্যক্তি নছেন? কাপি অগ মতী বিনষ্ট হয়, তথাপি এখন তাহারা বিদ্যমান থাকিবেন তখন তাঁহারা কি উচ্চপদাধিত ব্যক্তি নছেন? তাঁহাদিগেরই প্রদ-সাদন জন্য অম্বর কর্তৃক ভূত কালের ঘটনা-সকল বিহিত হইয়াছিল। তাঁহাদিগেরই জন্য রাজ্য সকল উদ্ভূত, উন্নত ও বি-বর্ধিত হইয়াছিল, ধর্ম্মাশ্রম মহাপুরুষ সকল ক্ষয় প্রতপ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগেরই প্রজ্ঞা জন্য ধর্ম্ম প্রভেদ ৪৮বিধা সকল ধর্ম্ম প্রথমে সকল রচনা কারিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগেরই অম্বল জন্য সম্রাট প্রবর্তকরা অন্য-নাগ্য কাম ও নিগ্রহ মতা ব্যবস্থা গিয়াছেন। গান (মাগর) অম্বলজন্য সেই বস্ত্র-প্রবর্তক প্রভেদে বস্তুজমিত ব্রহ্মদেবতা নির্দিষ্ট হইয়া-ছিল। তাঁহাদিগেরই অম্বল জন্য তাঁহাদের নিগ্রহ-নিয়মিত আশ্রিত ভূতলে পতিত হইয়াছিল। অতএব তাঁহারা আপনাদিগকে সকলই বীর ভাবে করেন না। তাঁহারা অ-ধর্ম্মাশ্রম হইয়া সংসার সমুদ্রে বিচরণ করেন। এখন অবশ্য কালে পার্থিক পুরুষেরা বিশ্বেরে উপাসনা করিয়া করেন, তখন তাঁহাদিগের অম্বলপাত বোধ-হরণ সত্যিও তজ্জিব অ-ন্যদেবতা বিজ্ঞান সকল দুষ্ট হয়। তাঁহারা যদ্যপি বোধবশতঃ কোন একটী ক্ষুদ্র কু-কর্ম্ম করেন তথা হইলেও তাঁহাদিগের মানসিক যাক্রমাব প্রারম্ভেই থাকে না, প্র-বল বাক্যের সময় সমুদ্র কি আন্দোলিত হয়? তাঁহাদিগের মন তখন এমন উদ্বেল

হইয়া উঠে। তাঁহারা তখন বিজ্ঞান-পক্ষে পতিত হইয়া এই আভিমান করেন যে “প্র-মত্তম বন্ধু তাঁহার মুখ আমার নিকটে হইতে লুক্কায়িত রাখিয়াছেন। এখন তাঁহার প্র-সাদ আমি হারাইয়াছি তখন আমার কি রহিল? হারিয়ে জীবন শরণে জীবনে কি কাজ আমার?” তাঁহারা উপাসনার সময় মনের একপ্রকার উদ্বেগতা প্রকাশ ক-রেন কিন্তু সাংসারিক কার্য সম্পাদন সময়ে তাঁহারা সম্পূর্ণ রূপে স্থিরত্বী থাকেন। আ-শ্চর্যের বিষয় এই যে, সাংসারিক কার্য সম্পাদন সময়ে একপ্রকার মনের স্থিরত্ব তাঁ-দিগের ব্রহ্মোদয় হইতেই উৎপন্ন হয়। মনের এই আবেগী মক্কেলপার অবল হইয়া অন্য ভাব সকলকে দূর করিয়া ফেলে। তাঁহাদের বাগ, দেহ, লোভ, ভয়, মক্কেল তাঁহাদের ব্রহ্মোদয়মাহের অবদান। হুত্ব তাঁ-হাদের নিকটে ভরানব নহে, আত্মীয় তাঁ-দের নিকটে মনোহর নহে। তাঁহাদিগের মন্য আন্দমন উল্লাস ও শোক আছে বটে কিন্তু তাহা সাংসারিক বস্তুর জন্য নহে। পরোপকার তাঁহাদের মনকে প্রস্তুত কর-ঠোর করে, তাঁহাদের হৃদয় হইতে ভয়-প্রসক্তি এবং লক্ষপাত দূরীকৃত করে এবং তাঁহাদের চিত্তকে বিপদ ও প্রলোভনের পরাক্রমের অতীত করে। তাঁহারা পৃথি-বীতে লৌহদণ্ডের ন্যায় গমন করেন। মনুষ্যের সঙ্গে তাঁহাদের সংস্রব আছে বটে, কিন্তু তাঁহারা মানবীয় ক্ষমতা-বের উপর, স্তম্ভ ছুঁতে আস্ত ও কল নবন্ধে তাঁহারা মতবৎ। তাঁহারা অস্ত্র দ্বারা শাস্ত হইয়েন না, বিশ্ব বিপত্তি দ্বারা প্রতাহত হইয়েন না। তাঁহারা ক্ষতিকে লাভ বোধ করেন, লজ্জা-কে গৌরব মনে করেন, এবং হুত্বকে জয় জ্ঞান করেন। তাঁহাদিগের চিত্ত মানবীয় ক্ষমতা বিষয়ে প্রস্তুতরং কঠোর কিন্তু এক

বিষয়ে তাহা অত্যন্ত কৌমল। মনুষ্যের পাপ জনা তাহা কি পর্যাপ্ত ব্যাখ্যাত হয় তাহা বর্ণনা করা যাইতে পারে না। পাপী মনুষ্যের পরিজ্ঞান জন্য তাঁহারা সর্বদাই কাতর চিত্তে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন। কোন ব্যক্তি যেমন তাহার আত্মার ছুরবস্থা জন্য ক্রন্দন করে তেমনি পতিত মনুষ্যের জন্য তাঁহারা সর্বদাই ক্রন্দন করেন। মনুষ্যের পাপ জন্য বিশাপেক্ষিত তাঁহাদিগের বস্তুভাৱে সর্বদাই উপলব্ধিত হয়। তাঁহারা কুসময়েই কুলোকপূর্ণ সমাজেই জন্ম গ্রহণ করেন। লোক সমাজের যে সকল দোষ ও ভ্রম সাধারণ লোক দ্বারা অনুভূত হয় না, সে সকল দোষ ও ভ্রম তাঁহারা স্বীয় অসাধারণ বীশক্তি দ্বারা অনুভব করেন। তাঁহাদের ভাগ্য কেবল অপবাদ নিন্দা ও নিগ্রহই ঘটিয়া থাকে। দুই লোকেরা তাঁহাদিগের সম্পূর্ণ শত্রুতা করে এবং যে পর্যাপ্ত তাঁহারা না নিহত হয়েন সে পর্যাপ্ত তাঁহাদিগকে শারীরিক অথবা সাংসারিক মন্ত্রণা দিতে কাস্ত হয় না। কিন্তু হত হইবার সময়েও তাঁহারা স্বীয় নিগ্রহদাতাদিগকে মনের সহিত আশীর্বাদ করিয়া আশ্রয়াদিগের স্বভাবের অসাধারণ উদায্য প্রকাশ করেন। এইকার বীরপুরুষেরা তাঁহা মনুষ্যাদিগের স্বহৃদে গমমাগমন জন্য নিজে কষ্টক স্বারা ক্ষতবিক্ষত পৌনিকাকুলন হইয়াও মহা কষ্টে দুর্গমস্থানে নুতন সুগম পথ প্রস্তুত করিতে যত্ন করেন। এই প্রকার মনুষ্যে দ্বারা জগৎ আন্দোলিত হয়। এতরূপ মহাত্মাদিগের ধর্মোপদেশের এত বল যে তাহা বর্ণনা করা যায় না। স্বর্গীয় অগ্নিদ্বারা তাঁহাদের জিজ্ঞাসা অপ্রিয় হয়, তাঁহাদের সুখী বিজ্ঞানের ন্যায় অজ্ঞা ধারণ করে, বস্তুগতবোধের সহিত তাঁহাদের দুঃ হইতে সত্য বিলম্বিত হয়।

যদি বাস্তবিক আশ্রয় তাঁহাদের ওতো-পরি আবির্ভূত হয়। যদি বিষয়ে বলি-বার সময় তাঁহারা কোন ভয়দ্বারা সঙ্কচিত হয় না। যদিও মেদিনী তাঁহাদিগের কথায় কম্পিত হয় তথাপি যে অগ্নি তাঁহাদিগের মস্তকে অন্তর্ভুক্ত তাহা একাধি না করিয়া কখনই ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না। তাঁহারা সকল সাংসারিক কার্য পরি-তাগ করিয়া ধর্ম প্রচার কার্যে প্রবৃত্ত হয়েন তাঁহারা যদি অন্য কার্যে প্রবৃত্ত হইতেন তাহা হইতেন যে যেন তাঁহাদের যে শাকর্মণ করিয়া তাঁহাদিগকে প্রচার কার্যে নিযুক্ত করে। তাঁহারা সেই কার্য সম্পাদন জন্য বিশ্রাম আশ্রয়ের আরাম ও প্রিয় বস্তুদিগের মনোরম সংসর্গ পরিত্যাগ করেন। ধর্ম প্রচার প্রবৃত্তি তাঁহাদিগকে নিঃসংশয় প্রিয় ও নিজের প্রতি মিষ্ট ব করে। সেই প্রবৃত্তি তাঁহাদিগকে নিজে হইতে বঞ্চিত করে ও গরজম বিষয়ে আশ্রয় শূন্য করে। তাঁহারা যদি স্বভাবতঃ ভীত ও কোমল প্রবৃত্তি হইতেন তথাপি তাঁহারা যেন মৈদ-বল দ্বারা অসাধারণ মাহী ও কষ্ট-সাধ্য হইয়া উঠেন। পৃথিবীতে শান্তি আন-নের অভিপ্রায়ে তাঁহারা এখানে আগমন করেন কিন্তু কার্যে যেটি হইতে উঠে না। তাঁহারা চতুর্দিকে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করেন আর যে পর্যাপ্ত না সেই অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয় তাঁহাদিগের মন প্রশান্ত থাকে। সকলে-রই সঙ্গে তাঁহাদের বিবাদ বিসমাদ উপস্থিত হয়। আপাততঃ এটি রূপ দেখে হয় তাঁহারা যেন কেবল সংহার করিতেই পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু বস্তুতঃ যেমন তাঁহারা পুরাতন অট্টালিকা বিনাশ করেন তেমনি নুতন অট্টালিকাও নির্মাণ করিয়া বান। যে পর্যাপ্ত না সে নুতন অট্টালিকা নির্মিত হয় সে পর্যাপ্ত তাঁহারা

জাহ্নবী হইলেন না। যদি পুরাতন অট্টালিকা-
কার কোন অংশ উত্তম থাকে ও তাহাকে
রক্ষা করিতে পারেন তবে তাঁহারা তাহা
রক্ষা করা সৌভাগ্যের বিষয় জ্ঞান করেন,
কিন্তু সচরাপি কোন অংশই উত্তম না থাকে
তবে সে পুরাতন অট্টালিকাকে সমাক্রমে
ভাঙ্গিয়া ফেলিতে তাঁহারা কিছু মাত্র স-
ঙ্কোচ করেন না। সুতরাং সকল লোকই
তীহাদিগের শত্রু হয় এবং বিপদাগর
আসিয়া তীহাদিগকে বেষ্টন করে, কিন্তু
ঈশ্বর তীহাদিগকে কখনই পরিত্যাগ করেন
না। তিনি কখন তীহাদিগের আত্মাকে
অবনত ও মিয়মান হইতে দেন না। তীহা-
দিগের কারাগারের আটপায়ে তিনি স্বর্গীয়
প্রভের ছবি চিত্রিত করেন। তীহাদিগের
জন্ম কঠিনে ধর্মের জ্যোতিঃ সর্বদাই দীপ্ত
পায় কখনই নিষ্কাশন হয় না। তাঁহারা ঈশ্ব-
রের অনুচর তীহাদিগের ভয়ের কোন কারণ
নাই।

বিবেচনা করিলে প্রমাণিত হইবে যে,
পূর্ববর্ণিত ধর্মের বিস্তারিত লক্ষণ স-
কল আমাদিগের জগৎভূমি ভারতবর্ষে
দৃষ্ট হইতেছে এবং ধর্ম পরিবর্তন জনা
লোকের একটা প্রবল ইচ্ছাও জন্মিয়াছে
এবং এই অসামান্য কাণ্ডানুযায়ী সমাধা-
রণ বর্জ্য দেশী ও ধর্ম সংস্কার কার্যে অ-
সংসারণ রূপে বহুবান্, একান্ত ঈশ্বর পরা-
য়ণ, কষ্ট-সহিষ্ণু লোক সকলও আমাদিগের
মধ্যে উদ্ভূত হইয়াছেন। সেই সকল ভাগ-
স্বীকারকারী ব্যক্তিদিগের মধ্যে অধিকাংশ
ব্যক্তি বিজ্ঞান ও ধনবান্ নহেন কিন্তু তাঁহারা
পরা বিদ্যার বিজ্ঞান ও পরম ধনে ধনী, ধন
অথবা বিদ্যা গর্ভিত ব্যক্তিরা তীহাদিগকে
জানেন না, ধনবান্ অথবা বিজ্ঞান
মধ্যে তীহাদিগের প্ৰাতি প্রচারিত নাই
কিন্তু ঈশ্বর তীহাদিগকে উত্তম রূপে জানেন,

যেব মণ্ডলী মধ্যে তীহাদিগের স্বধর্মিক-
মৌরত বিস্তারিত হইতেছে। তীহাদিগের
ন্যায় শাস্ত সমাহিত নম্ স্বভাব তিত্তি
লোকেই ঈশ্বরের প্রিয় বস্তু। অন্য
ব্যক্তি অপেক্ষা তীহাদিগেরই দ্বারা ঈ-
শ্বর অধিক কার্য করিয়া লয়েন। যখন
যেমন নাথু ব্যক্তির প্রয়োজন হয় ঈশ্বর
তখনই তেমনি নাথু ব্যক্তি প্রেরণ করেন।
যখন এককার ব্যক্তি সকল আমাদিগের মধ্যে
উদ্ভূত হইয়াছেন তখন ধর্ম পরিবর্তনের
প্রবাহ আমাদিগের দেশে প্রবাহিত হইতে
আর বড় অপেক্ষা নাই। যেমন বণ্যার পূর্বে
নদীর উপর কেণা দৃষ্ট হয় ও বণ্যার শকার
উদ্ভেক করে, তেমনি ধর্ম পরিবর্তনের বণ্যার
পূর্বে চিরকাল কোন কোন মহাত্মা ব্যক্তি
দ্বারা পৌত্তলিকতা পরিত্যক্ত হইয়াছে
ও পরিবর্তন প্ৰতিপক্ষদিগের শাস্ত উপস্থিত
হইতেছে; যেমন বণ্যার গজ্জন প্রবণ বরিমে
পুষ্করিনীর মধ্যে সকল সেই বণ্যার জলে
নির্দিবার অন্য আশ্রয় হয়, তেমনি যখন প্রাক-
বর্ষের অনুষ্ঠান প্রচলিত হইতে থাকিবে ও
ধর্ম পরিবর্তন জনিত আন্দোলন মধ্যে প্রবল
রূপ প্রবণ করিবে, তখন পৌত্তলিকতা রূপ
পক্ষিগণ তড়ানেবদ্ধ ব্রাহ্মসম্মানুযায়ী লো-
কেরা সেই পরিবর্তনে যোগ দিবার জন্য
অস্থির হইবে। যেমন বণ্যার দ্বারা আপা-
ততঃ নানা প্রকার হানী হয়, কিন্তু পরে
ভূমি উদ্ধার হইয়া যেখানে বণ্যার জল
তরঙ্গিত হয় সেখানে শস্তা পূর্ণ উদ্যান হস্ত
করিতে থাকে ও শান্তি ও সচ্ছন্দতা বিরাজ
করে, তেমনি ধর্ম পরিবর্তনের দ্বারা আপা-
ততঃ অনেক লোকের কষ্ট হইবে কিন্তু ভ-
বিষয়শীয়েরা সচ্ছন্দতা লাভ করিবে।
অনেকে এই রূপ বলেন যে একজন কেবল
ধর্ম শিক্ষা দেও; অধিকাংশ লোকে যখন
নির্মল ধর্ম জ্ঞান লাভ করিবে এবং কৃষ্ণ

কার্য হইতে বিরক্ত হইবে, কখন দল করিয়া
ঐচ্ছিকভাবে অনুষ্ঠান প্রবর্তিত করিলে তাহা
সহজে প্রচলিত হইবে আর কোন কষ্ট
পাইতে হইবে না। যাঁহারা একপ বলেন
তাহারা বিবেচনা করেন না যে, যে সরল
চিত্ত সহস্র ব্যক্তি নির্গল জ্ঞান লাভ করি-
য়াছেন তিনি সেই জ্ঞানানুগারে কার্য না
করিয়া কতক্ষণ ক্ষান্ত থাকিতে পারেন?
তিনি সেই সর্বদৃক পুরুষের দৃষ্টিতে কত-
ক্ষণ কপট হইয়া থাকিতে পারেন? তিনি
পুস্তলিকা উপাগনা দ্বারা আপনার প্রিয়তম
ঈশ্বরকে কতক্ষণ অবমাননা করিতে পা-
রেন? ইহা যথার্থ দৃষ্টে যে লোক সমাজ-
চ্যুত না হইলে তাহার আনন্দ উপকার করা
ব্যর্থ, কিন্তু স্বদেশ ও ঈশ্বর এই দুয়ের অনু-
বোধের মতো কাহার অনুবোধ রাখা ক-
র্তব্য? ঈশ্বরের অনুরোধ রক্ষা করা অবশ্য
কর্তব্য, কিন্তু ঈশ্বরের এমন নিয়ম যে তা-
হার অনুরোধ রক্ষা করিতে গেলেই দেশের
উপকার আপনি আপনি চষ্টয়া উঠে।
স্বীয় দৃষ্টান্ত দ্বারা দেশীয় লোকদিগের জ-
দয়ে কপটতার প্রতি বিদ্রোহ উপস্থাপন
করা অপেক্ষা দেশের হিতকর কার্য
পরি কি আছে? যেমন পরোপকার জন্য
মিথ্যা কথা উচিত নহে তেমনি দেশের উ-
পকার জন্য ধর্ম বিষয়ে কপটতার অবলম্বন
করা কর্তব্য হয় না। বিসুদ্ধ উদ্দেশ্য সা-
ধন জন্য অবিসুদ্ধ উপায় অবলম্বন করা কপ-
নই উচিত হয় না। ধর্ম বিষয়ে অকপট
হইয়া বিবিধ একারে কি দেশের উপকার
করা যাইতে পারে না? দল করিয়া ধর্মের
অনুষ্ঠান আরম্ভ করার বিষয়ে পুরাতন সাক্ষ্য
প্রদান করে না। সকল স্থানেই এক একজন
করিয়া নূতন ধর্ম ও তাহার অনুষ্ঠান স-
ময়নের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিল, তাহাদের
সহিয়া পরে দল হইয়াছিল। যত বিলম্বে

অনুষ্ঠান আরম্ভ হউক না কেন প্রথমে প্রতি-
পক্ষতাচরণ পাইতেই হইবে। অতএব
প্রতীত হইতেছে যে ধর্ম পরিবর্তনের স্ব-
থসেবা উপায় নাই। ধর্ম পরিবর্তন সাধন
করিবার জন্য ঈশ্বর সহজ সুগম রাজমার্গ
বিধান করেন নাই। সমাজের শাস্তি ভঙ্গ
না করিয়া কোন মহৎ কার্য সম্পাদিত হই-
যাচ্ছে? রাষ্ট্র নিপথ বাতীত কোন রা-
জ্যর দোষাবহ শাসনপ্রণালী পরিবর্তিত হই-
যাচ্ছে? আপাততঃ অনেক গুলি লোকের
কষ্ট বাতীত কোন সামাজিক কুপ্রীতি উন্ম-
লিত হইয়াছে? যেমন গরু দাতব্য বাতীত
বালক, পুষ্করিচিবাগোবিন্দময় পুণ্যবীণে স্ফ-
ুর্জিত হইতে পারেন না, তেমন মহা বাতনা
বাতীত মনুষ্য পরলৌকিক স্বাগত অবস্থায়
উল্লীর্ণ হইতে পারেন না, তেমনি কষ্ট ও
বেদন নিপত্তি বাতীত ধর্ম পরিবর্তন কার্যের
সাধন হইতে পারে না। নির্মল কোন, প্র-
থমে এক সাধারণ লোকের মতো প্রচলিত
হইলে পর দল দ্বারা অনুষ্ঠানে পরত
হইব সমুদায় এই রূপ কষ্টই কাবিত থাকে,
অদিক হইতে ঈশ্বর এনটি আয়তন পুরুষ
প্রেরণ করেন, যিনি চতুর্দিকে ধর্মপ্রতি প্রদ-
লিত করেন এবং শাসন বসায়ের কাম এক
বাসমতে সম্পাদন করেন। অতএব দেশেই
এই রূপে ধর্ম পরিবর্তন কার্য সম্পাদিত
হইয়াছে। ভূপৃষ্ঠে কিছু ইমমরিক নিয়-
মের বহির্ভূত নহে। অন্যান্য দেশে ধর্ম
সাধার কার্য যে রূপে সম্পাদিত হইয়াছে
ভারতবর্ষেও তাহা সেই রূপেই সম্পাদিত
হইয়াছে ও হইবে।

অনুষ্ঠানের আবশ্যিকতা।

(সম্প্রদ)

অনুষ্ঠানের প্রারম্ভাবধি অনেকে অনেক প্রকার তর্ক উপস্থাপিত করিয়া ইহার অাবশ্যিকতা সন্দেহাশঙ্কিত করিতে যত্নবৃত্ত হইয়াছেন। অনুষ্ঠান করী ব্রাহ্মগণ অবিজ্ঞ ও অদূরদর্শী বলিয়া সাধারণ সমক্ষে পরিচিত হইতেছেন। যদিও তাঁহারা দেশপ্রচলিত যাবতীয় কুপ্রথা ও কুসংস্কার সকলের অবশ্যবর্তী হইয়া চলিতেছেন, যদিও তাঁহারা পৌত্তলিক ধর্মরূপ বিষম জনপ্রিয় হইতে আপনাদিগকে সম্পূর্ণ রূপে উন্নত করিয়া এক মাত্র সত্য ধর্মের পথ অনুসরণ করিয়াছেন, তথাপিও এখনো তাঁহাদিগকে যেরূপ কুসংস্কারাক্রম রূপে পরিচয় দিতে কিছুমাত্র সক্ষম হইতে নছেন। এমন কি তাঁহারা যেমন পৌত্তলিক ও অন্যান্য দর্শাবলম্বীদিগকে স্ব স্ব ভ্রমসম্মূল নষ্ট ও বিধ্বাস এবং ভূবিত্ত আচার ব্যবহার সকল পরিত্যাগ করণানন্তর ব্রাহ্মদিগের সুদৃষ্টাও অনুকরণ করিতে অকুতোভয়ে আহ্বান করিতেছেন, তেমনি অপর এমন একও দৃষ্ট হয় যাহারা আপনাদের সাধারণ সকলকেই অনুষ্ঠান করী ব্রাহ্মগণ হইতে সুদূর অন্তর্ভুক্ত করিতে প্রকট উদ্যোগ দিতেছেন। এই রূপ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন বলিয়া সকল শাস্ত্রোক্তসম্মত ব্রাহ্ম সকলকেও সাধারণের মতামতাক্রম করিবার চেষ্টা স্থানে স্থানে লক্ষিত হইতেছে। যে মিল দেখিলেন তাঁহাদিগকে ধর্মোচ্চাচারী বলিয়াও সম্বোধন করা হইয়াছে। আপনাকেই বাহিরের লোকের অনুষ্ঠান লইয়া গোপনীয় উপস্থাপিত করিয়াছেন এমন নহে, কিন্তু কোন কোন ব্রাহ্মও উহার সম্পূর্ণ বিরোধী হইয়া উঠিয়াছেন। যাহারা ব্রাহ্ম নছেন তাঁহারা ধর্মীয় সমাজ মধ্যে প্রভুত ক্ষমতাসালী ও বিজ্ঞ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেও তাঁহাদের অনুষ্ঠান বিষয়ক মত সকল কখনই গ্রহণ হইতে পারে না, কিন্তু ব্রাহ্মেরাও যে তাঁহাদের বাক্য যুক্ত হইয়া অনুষ্ঠানের নামে জালিয়া দিচ্ছেন ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় কি আছে? লোক-তত্ত্ব অথবা কোন ধর্মের সমীক্ষিত হইয়া যে তাঁহারা অনুষ্ঠানের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, আমি এক্ষণে সে বিষয়ে কিছু বলিতে চাহি না। ইহা স্থিরনিশ্চয় যে, ব্রাহ্মদিগের মধ্যে এই অনুষ্ঠান ভিত্তি অনেকে অনেক মত উদ্ভাবিত করিয়াছে। অনুষ্ঠান বিষয়ে যখন মতের এতাদৃশ বিভিন্নতা দেখা যাইতেছে, তখন তাহা যে একবার সাধারণ আন্দোলন করা আবশ্যিক তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অনুষ্ঠান করী ব্রাহ্মগণ পৌত্তলিক ধর্মের জলাঞ্জলি দিয়া

পুনর্বার যে আচার পৌত্তলিকদের ন্যায় আচার ব্যবহার করিতে লাগিলেন ইহার কারণ কি? এ প্রশ্নের সহজতর প্রত্যক্ষ দ্বারা সকলের অন্তরস্থ বিশ্বাস উজ্জ্বল করা অতি কর্তব্য হইয়াছে। বঙ্গসামাজিক অতীত হইল আধার্মিকের পরম সম্মানভাজন কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য মহাশয় তবানীপুরের ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে “ব্রাহ্মসমাজ ও সামাজিক সংস্কারের” বিষয়ে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতে অনুষ্ঠান লইয়া একটু রূপে সমালোচনা করেন। তিনি তাহাতে বিলক্ষণ বুঝাইয়াছেন যে, ধর্মের সাহায্য গ্রহণ না করিলে সামাজিক সংস্কার কোন প্রকারেই সম্ভব হইবার নহে; এবং নাস্তিকমিথের ভাষায় বলা যায়, যাহারা সর্বদা চিন্তিতেই ব্যস্ত, যাহারা কেবলমাত্র সুন্দরবিন্যস্ত ভাষাবলিপরিপূর্ণ সমাজ সংস্কার বিষয়ক গ্রন্থাদি লিখিয়া এবং অল্প সময় বাকপটুতার সহিত বক্তৃতা করিয়া পাবে দিরা কালে হস্তকে সজ্জিত করিয়া রাখেন, তাঁহারা যেমন আপনাদের সজ্জাপিত করিয়া উঠিতে পারিবেন না, তেমনি যাহারা দেশভিত্তিক হিতাশয়ে অতিশয় উৎসাহিত হইয়া সামাজিক সকল প্রকার আচার ব্যবহার কুসংস্কার এক কালে বিনষ্ট করিতে উদ্যত হন, যাহারা, যে জাতিজাতির বিশাল রক্ত সহস্র সহস্র বৎসর কাল ন্যায্যরূপে বজ্র হইয়াছে, তাহা এক দিবসে উৎপাটন করিতে অগ্রসর হন, পরে শব্দরূপে কি মিশ্রিত শব্দাবলি দ্বিবেশন—তাহাকে পৌত্তলিকতায় রূপ দিতে যেমন উদ্যত করিলেন তেমনি তাহার নিমিত্ত কি আশ্রয়স্থান প্রদত্ত করিবেন, এমনকি অগ্রপশ্চাত্ত এক বারও মধ্যে মধ্যে আন্দোলন না করেন, তাঁহাদের মানন সেই রূপ অসম্পূর্ণ থাকিবে। তিনি ইহাও সকলের প্রতীতি করিয়া দিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্মসমাজ এই দুই দলের মধ্যপথ অবলম্বন করিয়াছেন, অর্থাৎ এক মাত্র বাক্যের উপর নির্ভর না করিয়া হস্তকে তিনি পরিচালনা করিতেছেন, এবং যেমন পৌত্তলিক আচার ব্যবহার সকল আপনাদের নীচা হইতে দূর করিয়া দিতেছেন, তেমনি আবার তৎপরিবর্তে উন্নত ও দর্শনানুযোজিত বিশুদ্ধ আচার ব্যবহার সকল আপনাদের পুজ্যগণ মধ্যে প্রবর্তিত করিতেছেন। অতএব ব্রাহ্মসমাজ নিশ্চয়ই কৃতসংকল্প হইবেন। কিন্তু তাঁহার বক্তৃতা অভিযোগ্য হইলেও তাহা বিশেষ কলোপধারী হয় নাই। ইহার কারণ নহেই বোধগম্য হইতে পারে। যখন তাহা কেবল অল্প সংখ্যক ব্যক্তিরই অরণ্য কুহরে আব্রোহ করিয়াছিল, যখন তাহা প্রচলিত কার্যে প্রকাশ করিয়া সাধারণের গোচর হয়

[illegible]

যাও যে সমুদ্রে আসিয়াছি ইহাতে জাহাজ সকলেই
হর্ন প্রকাশ করিয়া কলেন। আমাদেরই নব্বই
প্রায় সর্বশুদ্ধ ৩০টি বাজক বাজিকা আছে। কেহ
বা দোড়িতেছে, কেহ নাচিতেছে, কেহ কেহ জীড়া
করিয়া বেড়াইতেছে। জাহাজগকে দেখিলে
বোধ হয় যেন এখানেই পরিবার মধ্যে বিচরণ
করিয়াছে।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

খনিগ, স্বনামীল, গভীর সমুদ্র চতুর্দিকে এবং
খামরা ভাঙার মধ্যবর্তী। আমরা যে রক্তের
মণিবিন্দু, সূর্যবিন্দু, আকাশ ও সমুদ্রের সহ-
যোগে ভাঙার পানি সঞ্চারিত হইয়াছে। সমুদ্র
দেশে মধ্যযাত্রা হইলে যে রূপ প্রাপ্ত হয়,
এ প্রকার মধ্যযাত্রা, উন্নত আশায় পরিপূর্ণিত
এ ভ্রমণ আর কিছুতেই হয় না। বঙ্গ দেশীয়
লোকদিগের মীল ঘন হইতে অপকৃষ্ট চিতা ও
উচ্চা সকল দূর করিতে সমুদ্রের মত উপায় আর
কিছুই নাই। সমুদ্রে আসিলে লোকের সে এক
মৈত্রী খাঁড়ি হইয়। বাক্যে মাত্রাও পৌঁছবার
পক্ষে আশাদিগের ভাঙা হইয়া সমুদ্রের নাই।
জগদীশ্বরের কৃপায় বৎসর হয়। আমরা যে
সব হইতে হইতে সকল পৌঁছাইয়া

[illegible]

ଆଦ୍ୟ 'ଅ' ଓ 'କ' ଶବ୍ଦର ସହ 'କି' ଶବ୍ଦର ଗଠନ -

[illegible]

১. পৌরিক অংশ উন্নত হইয়া ইংলণ্ডে স্বদেশীয়
লোকদিগের নজরার্থে গমন করিয়া তাহা হইলে
স্বদেশীয় লোকের নিকটই অবস্থায় হইতে পারেন
এবং সকলের উদ্ভাবনকে সাহায্য করিতে পারেন।

ব্রহ্মবিদ্যা কে কল্পনা করি।
আমরা ব্রহ্মবিদ্যার প্রতি প্রতিশোধেরই জাহাঙ্গির
নামে খলীফা মানসিংগর উপাসনা করিয়া থাকে। যিনি
তাপি এই কার্যে সমুদায় করিম্বার জন্য কোন শক্তি

[illegible]

মুদ্রন গ্রন্থ প্রাপ্তি।

“অনুবোধনা” ক্রীষ্ণক মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত কলিকাতা “নিউপ্রেন্স” বস্ত্রে মুদ্রিত।

এই পুস্তকখানি কএকটি সুন্দর নীতি-গর্ভ প্রবন্ধ দ্বারা পরিপূর্ণ। প্রস্তাবগুলি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ইংরাজি গ্রন্থ হইতে অনুবাদিত হইয়াছে। অসংখ্যক যুবকগণের এতৎ পুস্তক পাঠে বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা।

“বীরাধিকারিণি” ক্রীষ্ণক হরিশচন্দ্র মিত্র প্রণীত, ঢাকা বাগলটুলি মূলতঃ মস্ত্রে মুদ্রিত।

“পাবনা মর্ষণ” এই বাণিক পত্রিকার দুই সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।

“তিনকা-স্তোত্র” শ্রীদ্বারকানাথ গুপ্ত পরি-কীৰ্ত্তিত, কলিকাতা গুপ্তবস্ত্রে মুদ্রিত।

এই পুস্তক খানিকে প্রাতঃ মধ্যাহ্ন এবং সন্ধ্যাকালের তিনটি স্তোত্র আছে। ইহা অমিত্যাকর চন্দ্র বিরচিত, এবং স্থানে স্থানে উৎকৃষ্ট ভাবে পরিপূর্ণ। উল্লিখিত তিনটি স্তোত্র শুভে নিম্ন নিম্নিত অংশ উদ্ধৃত হইল, যোপ করি পাঠক-গণে আনন্দকর হইবে।

প্রাতঃস্তোত্র।

বিশেষ কারণে চির-আনন্দের স্রোতঃ
এক প্রীতি-মুখা, যাহা, কতই বদন,
যে হেম সাধ্য তাহা বর্ণিবারে পারে ?
উষার শোভায় ভাসে তোমার সৌন্দর্য্য,
তরুণ অকণ করে প্রকট কুসুমঃ
লয়ে আনন্দের ডালি মৃত মঙ্গল বেগে
নিতরে আনন্দ, মাঠে, বগরে, প্রান্তরে,
পাথে, পাটে, নদীকূলে, কাননে, উদ্যানে
পুষ্পভল সমীপে, কার না বুড়ায়
প্রাণ, শুনি প্রোভাতি-গঞ্জল, গায় যবে
নাথীদল গিলি একতানে সঙ্কুস্ক-
বনে—কে না ভীনে আনন্দের স্রোতে
কোথায় না দেখা যায় তব শুভ্রকাঞ্চি
কে পারে বর্ণিতে তব অনন্ত মহিমা
পাইকেছে পাখীকুল, মুগ্ধনে তোমার
মহিমা নিকুঞ্জে; তব প্রীতি-মুখালয়ে
বহিছে পবন দ্বারে দ্বারে, দোলাইয়া
সুকুমার কুল কুসুমেরে।
নিশার বিগ্লেবে ঢল হইছে মলিন,
আরোহিছে অস্তরিল লাভিতে বিরাম;
চকোর হইলে হুংখী—মুদিল কুমুদ—
অস্তরিল জলে, কমে হইল মলিন।
এশান্ত সময়ে, নাথ, কে পারে থাকিতে
ভুলিয়া তোমার ? তব আনন্দ-কাননে

করিয়া বসতি, কেবা ভুলিবে তোমার ?

তুমি শান্তি-নিবেদন, হৃদয়ের পন,

অমূল্য-রতন, চির-প্রীতি-অঞ্জলি।

তুমি চিত্ত-বিনোদন, মানস-রঞ্জন।

মাধ্যাহ্ন-স্তোত্র।

হৃদয়-কমল-রবি। যে দিকে নিরখি—

মগর, কানন, জলে, ধূলে, অন্তরীক্ষে,

সাগরে, পার্বতে, পথে, ঘাটে, মাঠে—দেখি

তোমার অচল-প্রীতি; উষার ভূমায়,

সন্ধ্যার শোভায়, নিশাকালের গাভীরে।

রয়েছ প্রকাশ তুমি,—রয়েছ প্রকাশ

সেই রূপে এ মধ্যাহ্ন কালের শোভায়,

রঞ্জিয়া ভাবুক-হৃদয়-আকাশ,

সুটাইয়া, গায়, প্রীতি-কমল-কুমুদ।

আনন্দ-জল, বধা, দায়, —এ তোমার

এই জ্যোতিষ্মানে প্রতিফলিত হইয়াছে।

তব জ্যোতিষ্মানে শান্তি, মানব-রক্ত

বহনে তোমার দিবা-প্রীতি; —নি বেঁধি

মে আনন্দ। হৃদয়-কমল-কুমুদ—জি

আছে, যবে অমরীক-বগের নয়নের

প্রীতি—কি এমন আছে—তব রূপে বিনা

এক মিল তুমি, নাথ, নয়ন-বন্দন।

এই দিবাকর করে নিখিল জীবন

হইয়াছে এক রূপে প্রোভাতিত রূপে

কমল-মুখ-আশা হইয়াছে সেই রূপে

তোমার প্রকাশে প্রোভাতিত। —কিন-মেয়ে

তোমার প্রোভাতিত প্রোভাতিত প্রোভাতিত

প্রোভাতিত হইতেছে—এত রূপে

প্রোভাতিত হইতেছে—এত রূপে

প্রোভাতিত হইতেছে—এত রূপে

প্রোভাতিত হইতেছে—এত রূপে

প্রোভাতিত হইতেছে—এত রূপে

প্রোভাতিত হইতেছে—এত রূপে

প্রোভাতিত হইতেছে—এত রূপে

প্রোভাতিত হইতেছে—এত রূপে

প্রোভাতিত হইতেছে—এত রূপে

প্রোভাতিত হইতেছে—এত রূপে

প্রোভাতিত হইতেছে—এত রূপে

প্রোভাতিত হইতেছে—এত রূপে

প্রোভাতিত হইতেছে—এত রূপে

প্রোভাতিত হইতেছে—এত রূপে

প্রোভাতিত হইতেছে—এত রূপে

প্রোভাতিত হইতেছে—এত রূপে

প্রোভাতিত হইতেছে—এত রূপে

প্রোভাতিত হইতেছে—এত রূপে

প্রোভাতিত হইতেছে—এত রূপে

প্রোভাতিত হইতেছে—এত রূপে

প্রোভাতিত হইতেছে—এত রূপে

প্রোভাতিত হইতেছে—এত রূপে

প্রোভাতিত হইতেছে—এত রূপে

ওরূপ কাকর হুত পাইয়াছে অজ্ঞা
প্রত্যেকর—মনোহর রূপ বন প্রাণি
কুমুদ, শ্যামর, গিরি, নন্দ, মেঘমালা
মনোহর রূপ পাইয়াছে অজ্ঞানিধি।
না জানি তুমি হে দ্বাপ, কতই সুন্দর।

বিশদ-চন্দ্রমা-করে সুমীল-আকাশ
চন্দ্রমা-হে, কিনা সরি, কৃশা মনোহর।
কণক রঞ্জিত, মরি, কামল রঞ্জন।
বলিয়াছে সেই রূপে কদম্ব-আকাশ
বন, সুপাক্ষর, জ্ঞান (দখি) ভোনারে।
প্রার্থনা, প্রাণেশ, মম এই — চিরকাল
চন্দ্রা নাতন থাক জাপক এইরূপ।
বন মন চন্দ্রাকর তুমি সুপানিধি।

বিজ্ঞাপন

সহস্র মূল্য পুরস্কার।

পুরস্কারের জন্য দুইটি প্রস্তাব নির্দিষ্ট
করা হইয়াছে। প্রস্তাব গাজলা বাধবা ই-
রাণি ভাষায় বোধ্য হইবে। প্রত্যেক প্রস্তা-
বের পারিতোষিক ৫০০ টাকা। দুইটির মধ্যে
যিনি যে প্রস্তাব লিখিবেন, তিনি ১৮৮৭ শ-
কের জাল মাসের মধ্যে জমা প্রাক্ষরমা-
পত্র গ্রন্থক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নি-
কট পাঠাইয়া দিবেন। গ্রন্থক দেবেন্দ্রনাথ
ঠাকুর, গ্রন্থক কেশবচন্দ্র বেন, গ্রন্থক পারী-
চাঁদ মিত্র, গ্রন্থক হরচন্দ্র ঘোষ এবং গ্রন্থক
শিবচন্দ্র দেব মহাশয়েরা পবীক্ষা করিয়া
তাঁহার প্রস্তাব গ্রাহ্য করিবেন, উক্ত বৎসরের
১১ মাঘে তাঁহাকে সেই প্রস্তাবের পুরস্কার
স্বরূপ ৫০০ টাকা জাদক হইবেক এবং সেই
প্রস্তাবের স্বত্ত্ব তাঁহারই থাকিবেক।

প্রথম প্রস্তাব।

পুরস্কার ৫০০ টাকা।

১ প্রশ্ন। ঈশ্বর-বিষয়ে ব্রাহ্মধর্মের মত
কি ও বেদান্ত দর্শনের মতের সহিত তাহার
প্রভেদ কি, কর্তব্য-বিষয়ে ব্রাহ্মধর্মের মত
কি ও বেদান্ত দর্শনের মতের সহিত তাহার
প্রভেদ কি, এবং পরকাল-বিষয়ে ব্রাহ্ম-
ধর্মের মত কি ও বেদান্ত দর্শনের মতের
সহিত তাহার প্রভেদ কি?

২ প্রশ্ন। ব্রাহ্মধর্মের যে যে মত বেদান্ত
দর্শনের মতের বিরুদ্ধ, সেই সেই মত বেদান্ত
দর্শনের মত অপেক্ষা কি জন্য উৎকৃষ্ট ও
উপাদেয়?

৩ প্রশ্ন। ব্রাহ্মধর্ম দ্বারা পরিবার-মধ্যে
ও সাধারণ সমাজে কি কি উপকারের সম-
স্তাবনা?

—০০২—

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

পুরস্কার ৫০০ টাকা।

১ প্রশ্ন। ঈশ্বর-বিষয়ে, কর্তব্য-বিষয়ে
ও পরকাল-বিষয়ে ব্রাহ্মধর্মের মত কি?

২ প্রশ্ন। ব্রাহ্মধর্ম দ্বারা পরিবার-মধ্যে ও
সাধারণ সমাজে কি কি উপকারের সমস্তাবনা?

৩ প্রশ্ন। যিহুদী, মহম্মদান ও খ্রীষ্টান
মতের সহিত ব্রাহ্মধর্ম-মতের কোন্ কোন্
অংশে ঐক্য ও কোন্ কোন্ অংশে বিরোধ
এবং সেই বিরুদ্ধ স্থলে ব্রাহ্মধর্মের মত কি
অন্য উৎকৃষ্ট ও উপাদেয়?

এই প্রস্তাব নিম্ন লিখিত পুস্তক প্রাক্ষরমা-
পত্র পাঠ্যক্রম ১৮৮৭ মাসের স্থানিত তাৎপর্য সহিত
ব্রাহ্মধর্ম, ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিধান ব্রাহ্মধর্মের বা-
প্যান, ১৮৮৭ তাৎপর্য পরিবার পঞ্চম অংশ, —এর ম-
তের মত ও ব্রাহ্মধর্ম প্রাক্ষরমা-পত্র পাঠ্যক্রম পাঠ্য।

পত্রিকার অধিম মূল্য।

পত্রিকাভা এবং মফস্বলস্থ গ্রাহকাদিগের পত্রিক
নিবেদন যে তাঁহারায় খাঁ খাঁ অগ্রিম মূল্য ১০-
মরো ক্ষেপে এক মাসের মধ্যে প্রেরণ করেন,
অগ্রিম মূল্য প্রেরণে অগ্রনোযোগী হইলে সমাজকে
অত্যন্ত ক্ষতি প্রসূ হইতে হয়। উক্ত বিষয়ে পত্র
প্রাপ্তির পরে যদি কেহ অগ্রিম মূল্য পাঠাইতে
বিজ্ঞপ্ত করেন তাহা হইলে তাঁহার নামে মাসিক
১০/০ হিসাবে বিজ্ঞপ্ত হইবে।

নিম্নকট।

	মূল্য
নববর্ষের স্তোত্র	১
মনোবিজ্ঞান (উপক্রমিক)	৩
বেদিনীপুর অটোমস সাহসরিক	
সমাজের রক্তভা	৬
অনুষ্ঠানের আবশ্যিকতা (প্রাণ)	১২
সংবাদ সার	১০
বিজ্ঞাপন	১৬

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য নিবন্ধন।

অগ্রিম মূল্য (পত্রিকাকার জন্য)	১০
" (মফস্বলের জন্য)	১০
মাসিক মূল্য	১০
এক পত্র	১০

১৮ বৈশাখ শনিবার লক্ষ্মণপুর, কলিকাতা ১৮৮৭

একমেবাদ্বিতীয়ং

দ্বিতীয় ভাগ

২৫০ সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ ১৭৮৬ শক

তত্ত্ব বাধনী প্রদিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমপ্রজানীতান্যং কিংমাসীতদিত্যং সর্বমশূন্যং। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনস্তং শিশং সত্যজগদ্বিবদমেক
মেবাদ্বিতীয়ং সর্বব্যাপি সর্বনিয়ন্ত সর্বাক্রয়সর্ববিধং সর্বশক্তিমন্তু সঙ্গম প্রাতিমমিত্যি একম্য তদৈন্যবোধগামনয়। গাউ
ত্রিকটমহিকক স্তম্ভস্তবতি। তন্নিম্ন প্রীতিগম্য ত্রিযজ্ঞার্থ্যসামনক তদুদ্যাদনমবয়।

নিশীথ সময়ে সাগরবক্ষে ব্রাহ্মের স্তোত্র।

হে বিশ্বাধার বিধাতা পুরুষ ! এই অ-
কস্পর্শ বিশাল সলিলময় সাগরবক্ষে আ-
মরা এখন তোমার অভয়পদ আশ্রয় করিয়া
ভাসিতেছি। এখন সর্বদিকেই তোমার
অনন্ত স্বরূপের পরিচয় পাইতেছি। উজ্জ্বল
নয়ন উত্তোলন করিয়া দৃষ্টি করিতেছি আ-
কাশ তোমাকে পরিমাণ করিতে সক্ষম হই-
তেছে না, নিরেতে দেখি সম্মুখস্থিত বি-
স্তীর্ণ সাগরকে তোমার অপার করুণা অ-
তিক্রম করিয়া স্থিতি করিতেছে—তোমার
মহিমা কিছুই তুলনা হয় না। এই আশ্রয়
স্থান লোকালয় স্থানা হুগম পথে তুমিই আ-
মাদের নেতা। আমরা যে অপরিচিত রাজ্যে
উপনীত হইলাম তথাকার কিছুই জানি না।
নাথ। তুমিই এখানে আমাদের পথপ্রদর্শন
করিলে, তুমিই এসময়ে আমাদের রক্ষা
কর। এই সময়েই নক্ষত্র মেঘাশ্রয় ভরপুর
সংজ্ঞা হইল। আমরা ভয় বিহীন হইলাম,
আমরা তোমার সুরক্ষিত আশ্রয়স্থানে

হইয়া আমাদের তরলীকৈ প্রত্যগামিনী
করিতেছে, এবং মন্দ মন্দ দ্বিমোলে অঙ্গ-
তাপ দূর করিতেছে। হে জ্যোতিঃস্বরূপ !
যেমন নিষ্কলঙ্ক আকাশ হইতে এই চন্দ্র-
মার বিমল কিরণ সাগরবক্ষ সম্মুখস্থ ক-
রিতেছে, তোমার স্তোত্র করুণামত তেমনি
অক্সরূপে প্রশান্ত হৃদয়ে গর্ভিত হয়।
আতে দেখিলাম তরুণ জাহ্নু তোমার ঘন
যৌবন্য করিতে করিতে সমুদ্রগর্ভ হইতে
অপূর্ব মহিমা সঙ্করে পূর্বদিকে সমুখিত
হইল, প্রদোষ কালে পশ্চিম আকাশকে
লোহিত রঞ্জনে অনুরঞ্জিত করিয়া নীল
সলিল মর্পণে তোমার জ্যোতিঃ ছটা বিকীর্ণ
করিল, আবার এই নিশীথ সময়ে অপ-
কৃপ স্তম্ভনরূপ সৌন্দর্য্য দেখিয়া হৃদয় উজ্জ্ব-
লিত হইতেছে। আকাশের অগণ্য গ্রন্থি-
মালা আমাদের সজ্জী হইয়া পথ প্রদর্শন
করিতেছে, সমীরণে তরঙ্গবাজী মৃদুস্বর
সঞ্চালিত হইয়া মধুময় শব্দে চিত্তকে মো-
হিত করিতেছে। তোমার মহান কীর্তি
দেখিতে দেখিতে নয়ন অবনমন, হৃদয় আচ-
বিত হইল। এই বিশাল বিস্তৃত সাগর যদি
তোমার ইচ্ছিত নদী পরিচিত হইল তুমি

আপনি তবে কেমন মহান তাহা আবিভে
 গিয়া মন দিয়ার আইসে। নাথ। তোমার
 আদেশে সূচা চন্দ্র তারকা এই জনশূন্য
 প্রদেশেও আলোক বর্ষণ করিতেছে। তুমি
 বিশেষ পত্র পূর্বে আমাদের ভাবি প্রয়ো-
 জন পত্র দেখিবা সকলি আমাদের অনুকূল
 করিয়া রাবিরাহ। আমরা যেখানে তাই
 তোমার করুণা নিমেষের তরে আমাদের
 মঙ্গল ছাড়া হয় না। কাহার করুণার উপর
 নির্ভর করিয়া আমরা এই ভয়ানক সমুদ্র
 গর্ভে অগ্রসর হইতে নাহিম করিলাম।
 তবুও সাগর যদি তোমার আদেশে নিস্তরঙ্গ
 হইল তবে আর আমাদের ভয় কোথা।
 আমাদের পবিত্র বস্তু বাক্য তোমার হস্তে
 আমাদের পক্ষপাত করিয়া নিশ্চিত হই-
 য়াছে। তুমি পিতার জ্ঞান আমাদেরকে
 ক্রোড়ে রাখা করিতেছ, এবং যে অপরিচিত
 প্রদেশে আমাদের লইয়া আইবে সেখানেও
 তোমার প্রভাব সকলেই আমাদের অনুকূল
 হইবে সাংগত নাই। তাঁহা সত্য থাকিলে
 কীমত সমুদ্র নদী নিমেষেই সমান হন, অপ-
 রিচিত দেশে পাপপরিহৃত বেগ হয়, অগম দু-
 র্গম শীলময় পর্বতও পরিষ্কর পথ প্রস্তুত
 হইয়া থাকে। আমরা এখন আমাদের
 মাতার প্রেম পরিভাষণ করিয়া কত দূরে
 আনিরাছি। বহু তুমি জননীমন্যায় এখা-
 নেও বহুতর গহিত জাহার ও পানীর দ্বারা
 নিমিষের জন্য আমাদের মাতার ততাব
 জানিতে দিচ্ছে। — তোমার বক্ষে মাতৃ
 প্রেমের আভা নাই। কে মাতা তোমার
 প্রেমের চন্দ্র সমীপে, দূরস্থিত আত্মগণকে
 আহ্বান করিব এই আমাদের লক্ষ্য। আমরা
 নিশ্চয় জানি যে আমরা তাহাদের
 মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করি তদপেক্ষা
 লক্ষ্যভ্রমে তুমি আমাদের জন্য ব্যস্ত
 তথাপি আমাদের পক্ষান্না বহু বৈষম্য

কল না হয় তোমার নিকট এই আমাদের
 প্রার্থনা।

ও একমেবাদ্বিতীয়ঃ

ব্রাহ্মধর্ম প্রচার।

ভ্রম নিশার নিশীথ সময়ে যৎকালে
 লোকে অধর্ম নিজায় অসাড় ও অচেতন-
 দ্যাম হইয়া থাকে, যৎকালে কুসংস্কার-চি-
 ত্রিত স্বপ্নবৎ ঐহিক ও পারলৌকিক সুখ-
 লালশায় লোকে অবশেষের ও বিহ্বলচিত্ত
 হইয়া থাকে, তৎকালে মহলা জ্ঞান-গগনে
 যদি প্রথর ভাপান্নিত সত্যসূর্য্যের আবির্ভাব
 হয় তাহা হইলে ঘোষণাকারনিমিত্ত জ্ঞাত
 মানবীয় অন্তঃকণ্ট নিত্যক আকুলত হইয়া
 পড়ে এবং সকলে সত্যের জন্ম কল্যাণ
 আবক্ষ করে। এতদ্বিক্রম যত যত ধর্ম
 আবহমান জাল পূর্ণিবারে সমসিক পান-
 মাণে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে ত-
 ত্বেই প্রথমে অনন্ততৃপ্তপূর আনন্দপূর
 উপায়বিগিতে দেশ পরম্পরায় প্রচারিত
 হইয়াছিল। প্রকৃতঃ নবোদ্ভাবিত সত্য
 কোন কালেই সাধারণ লোক সমীপে আ-
 দরণীয় হয় নাই। কোটিতে ও অল্প-
 কারে বৈষ্ণব বিরোধ মতোতে ও অস-
 ভ্যোক্তে বতোধিক। ধর্মপ্রিয় নিশাচর
 পশু পক্ষীগণ কথঞ্চিৎ ক্রেশে বরণ দিয়া
 লোকে নয়ন উন্মীলন ও বিচরণ করিতে
 পারে, কিন্তু অমর্ত্যপ্রিয় জ্ঞাত অধর্মিক
 লোক সত্যালোক সহ্য করিতে পারে না,
 হৃদয়-খাত অন্ধকারপূর্ণ অজ্ঞান জাহার অ-
 বস্থিতি করে, এবং ইচ্ছা করে চিরদিন ঈদৃশ
 অবস্থার জীবন অতিবাহিত হউক। পরন্তু
 ঈশ্বরের রাজ্যে কোন প্রকার অন্ধকারই
 চিরস্থায়ী নহে। যেতি রজনীত পবনানে
 কেমন প্রভাত সমীপে সমস্ত অন্ধকার

বসনাভিষেক সকল মেদিনীতে আনৌক ও আনন্দ সঞ্চার করে, ত্রমসামিনীর অবসানে সেইরূপ সত্যসমীপে সঞ্চালিত হইতে থাকে, সকল হৃদয় জাগ্রত ও আলোকিত হয় এবং প্রকৃত স্বরে জ্যোতিষরূপ পরমেশ্বরের মহিমা গুণ গান করে।

বর্তমান সময়ের তিন বৎসর পূর্বে যদি আমাদিগকে কেহ জিজ্ঞাসা করিতেন, কি কি উপায়ে ভারতবর্ষে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারিত হইবে তাহা হইলো, হয়ত আমরা এই বলিয়া নিরস্ত হইতাম যে যিনি ব্রাহ্মধর্মের প্রেরয়িতা ও প্রবর্তক এই সকল উপায় তিনিই জানেন, কেবল এক মাত্র বিশ্বাস আমাদিগের হস্তে, সেই বিশ্বাস অবলম্বন করিয়া আমরা সফল চিন্তে আশা করিতে পারি যে “সভ্যমেব জয়তে নানৃতং”। বর্তমানে তাহা হইতেছে এই বিশ্বাস আমাদিগের হৃদয়ে ভর্তুকি হইতেছে এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস জ্ঞানের উদ্ভেক হইতেছে যদ্বারা আমরা উজ্জ্বলিত উপায়াবলি পরীক্ষা স্পষ্টরূপে দেখিতে পাই। কি জন্য বলা যায় না, কিছু বিবেচনা করিলে বিলক্ষণ বোধ হয় যে বহুদিবসাবধি ভারতবর্ষে পরিবর্তন এবং উন্নতির চিত্র প্রায় কিছুই লক্ষিত হয় নাই। স্বাধীনতা ও জ্ঞানোৎসর্গের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীময় সর্বত্রই আন্দোলন বিরোধ ও পরিবর্তন দৃষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু ভারতবর্ষে সকলই স্থির অচল অসাড়ভাবে চলিয়া আসিতেছে। কি ধর্ম বিষয়ে, কি রাজনীতি বিষয়ে, কি সামাজিক আচার ব্যবহার বিষয়ে, সকল বিষয়েই ইদৃশ অচল নিজীবিভাবে লক্ষিত হয়। অতীত যৎকালে ব্রাহ্মধর্ম এদেশে প্রথমে আবির্ভূত হইল তখন দেশের যুগান্তর অবস্থা দেখিয়া, কি উপায়ে তাহা সম্যকরূপে প্রচারিত হইবে,

অবধারণ করা সহজ বোধ হয় নাই। এত-দ্বিঘরে যিছদস্থান আরব দেশ ও ভারতবর্ষের মধ্যে একটি অতি আশ্চর্য্য মাদৃশী লক্ষিত হয়। খৃস্টীয়ধর্ম যিছদস্থান হইতে প্রচার হইবার পূর্বে উক্ত দেশে একরূপ হীনদশাপন্ন ও অজ্ঞকারারূপ হইয়াছিল যে কেহ কখনই প্রকাশ্য করে নাই তথায় সুপবিত্র খৃস্টীয়ধর্ম জন্ম গ্রহণ করিবে, কিম্বা জন্ম-গ্রহণ করিয়া প্রচারিত হইতে পারিবে। যৎকালে আরব দেশে মহম্মদ খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচার করেন তখন আরব দেশ অতি ভরানক অসভ্যতার আশ্রয়স্থল। কেবলই চাকরিতে কলহকোসাধন ইচ্ছা, সেবা, অধর্ম, নোণিতপাত, এবং পৌত্তলিক উপাসনা। মহম্মদ অতি সামান্য লোক ছিলেন, তাঁহার ছাতি সংখ্যা অতি কম ছিল। তিনি যে এক ঈশ্বরের আরাধনা প্রচার করিয়া রক্তকার্য্য হইবেন, কি কখনই পাইয়া বিষম অসত্য দেশীয়লোকদিগের নিকট নিস্তার পাইবেন তাহা প্রথমে কোন ক্রমেই সম্ভাবিত বোধ হয় নাই। বর্তমান কালের কিছু পূর্বে ভারতবর্ষের যৎকালে নাস্তি ধীনাবস্থা ঘটিয়াছিল। ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গদেশ আবার অত্যন্ত জগৎ। অধিকাংশ বাহাদুরের দ্বারা অধঃস্থ ব্রাহ্মধর্ম প্রচারিত ও লক্ষ্যশিত হইয়াছিল। কিন্তু বঙ্গদেশের মধ্যেও তাঁদৃশ স্থানটি অতিশয় সম্পন্ন নহেন। এতদবস্থায় যে সাধারণ লোকের ব্রাহ্মধর্ম প্রচার বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি?

কিন্তু এক্ষণে এককালে সকল সন্দেহ দূর হইতেছে। ভারতবর্ষের যুগান্তে নব জীবন সঞ্চার হইতেছে এবং তদ্বি-দর্শক আশা উৎসাহ কার্য্যকলাপ সকল জনকেই উজ্জ্বল করিতেছে। পুরাতন

ভারতবর্ষের নব যৌবন পুনরাগত হইল, তাহার মুখশ্রী পরিবর্তিত হইল দেখিয়া কাহার মন না আশা ও বিশ্বাসে পরিপূর্ণ হয়। কিন্তু এসকল কিসের জন্য ইহার কি কোন উদ্দেশ্য, কোন অর্থ নাই? বিশ্রুত বিমুগ্ধ সম্পদ বহুদিন পরে যিনি পুনরানয়ন করিলেন তাঁহার এই ইচ্ছা যে নবোদিত সম্পদাদ্যকে ভারতবর্ষ তাঁহার সত্য জ্যোতি মন্দর্শন করে এবং তাঁহার আশ্রিত সনাতন ধর্ম অবলম্বন করিয়া সেই সম্পদকে চিরস্থায়ী করে।

ভারতবর্ষের পূর্বোক্ত চর্যলতার একটি প্রধান কারণ ধর্মজ্ঞানের অসম্ভাব, এবং তাহার বর্তমান সজীব ভাবে একটি প্রধান কারণ জ্ঞানোন্নতি। পৃথিবীর ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে এমন কোন দেশই দৃষ্ট হয় না যথা এক সময়ে পৌত্তলিকধর্ম নিবাস করে নাই। ধর্মজ্ঞান নিকটবর্তী হইতে কোন প্রকার না কোন প্রকার পৌত্তলিকতা গ্রহণ করে, এত স্বাভাবিক, যে ইতিহাসের কোন বিশেষ মানব জাতির বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসে গাঢ় কি না সন্দেহ। কিন্তু আবার ইহাও সত্য যে কখনই কোন মনুষ্য জাতির মধ্যে পৌত্তলিকধর্ম চিরস্থায়ী হয় নাই, ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে ইহা প্রতি দেশেই উৎসন্ন প্রাপ্ত হইয়াছে। পৌত্তলিক ধর্ম গ্রহণ করা যেকোন স্বাভাবিক পরিত্যাপ করণ তরুণ স্বাভাবিক। যে অজ্ঞানতা হেতু সর্বত্রই পৌত্তলিকতা এক কালে আচ্ছন্ন হইয়া তাহার অবসানেই সত্য ধর্ম প্রচারিত হয়। অতএব অজ্ঞান ও জ্ঞান যন্ত্রণার পক্ষে যেকোন স্বাভাবিক পৌত্তলিকতা ও সত্যদর্শন যন্ত্রণার পক্ষে স্বাভাবিক। আমরা এই কারণে কোন কোন ধর্ম সম্প্রদায়ীদের মত পৌত্তলিকধর্মকে এককালে পরমেশ্বরের পতিত মন্তব্য ও

মন্তব্যের উপযুক্ত বিবেচনা করি না। বহি জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পৌত্তলিকতা দূর হয় তবে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে অদ্যাবধি ভারতবর্ষ হইতে কি জন্য কুসংস্কারচর্য তিরোহিত হইতেছে না, কি জন্য ইহার সর্বত্রই প্রাক্ষর্য প্রচার হইতেছে না? মহাশয় রাজা রামমোহন নায় স্বদেশের মঙ্গল উদ্দেশ্যে সত্য প্রচার করিবার জন্য আশ্রয় যত্ন করিয়া কি জন্য লোকের বিষম বিবেচ্য ভাজন হইয়া ছিলেন, পিতা মাতা হইতে বিচ্ছিন্ন, গৃহ হইতে নিরাসিত পর্যন্ত হইয়া ছিলেন। হৃদয়ে জগৎগ্রহণ করিয়া তাঁহার জীবন কি জন্য পরিশ্রমে ও যন্ত্রণায় অতি বাহিত করিয়াছিলেন, স্মীর আশ্রয়ত শোণিতাজ চেষ্টার কি কিয়াত্র কল ভোগ করিয়াও ইহলোক হইতে বিদায় হইতে পারেন নাই? একাকী নিশীথ সময়ে ধর্মবলে জাগ্রত থাকিয়া যথা-সাধ্য কি জন্য তিনি ভারতবর্ষের শুভসাধন করিতে নিযুক্ত ছিলেন, লোকে তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারে নাই, তাঁহাকে কত তিরস্কার করিয়াছিল, অবমাননা করিয়াছিল, তাঁহার জীবন পর্যন্ত দিনাশ করিবার অভিসন্ধি করিয়াছিল? এসকল প্রশ্নের প্রতিবাদে আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে দেশের যে অবস্থার মহাত্মা রাজা রামমোহন নায় জগৎগ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহার উদ্দেশ্য তদনুকূপ ছিল, এবং তাঁহার অবল পরিশ্রমেও তাঁহার শিষ্যগণের সমূহ যত্নে সে উদ্দেশ্য সংস্কৃত হইয়াছে। দেশকে কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতার হস্ত হইতে মুক্ত করাই তাঁহার বিশেষ ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এমানে এতদিন পরে সে ইচ্ছা সম্পন্ন হইয়াছে, দেশীয় যতলোক লোক সেই প্রায় এতলিঙ্গ চিত্তধর্মের অসারতা সম্যক রূপে বুঝিতে পারিয়াছে। রাজা রামমোহন নায় এক্ষণে যে লোকে ইচ্ছা

হিত্তি করুন, তিনি সকল-মনোরথ হইয়া
সহস্রোত্তরসহস্রকে ধন্যবাদ করিতেছেন।

ইহা অবশ্য স্বীকার্য যে, এক্ষণে দেশের
প্রায় সকল তরু সমাজেই পৌত্তলিকতার
প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছে। কিন্তু বাদুশ পৌ-
ত্তলিকতার উপর অতর্কিত জন্মিয়াছে, বাদুশ
সকল স্থানে সত্য ধর্মের উপর বিশ্বাস
করেন নাই। সাহিত্য, পদার্থ-বিজ্ঞানাদি
বিবিধ অপরা বিদ্যা নিগূঢ় রূপে অভ্যাস
করিলে নিশ্চয়ই লোকের মন হইতে পৌত্ত-
লিকসংস্কারজাত ভ্রম অপনীত হইতে পারে
বটে, কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যা ও মানবপ্রকৃতিতত্ত্ব
সমাক্ষেপে অনুধাবন না করিলে সত্যের
প্রতি একান্ত অন্ধা এবং ব্রাহ্মধর্মের প্রতি
একান্ত অনুরাগ হইবার সম্ভাবনা নাই।
মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় তৎকালে হস্ত
লইয়া পৌত্তলিকতাস্বরূপ নির্দিষ্ট অরণ্য
হেঁদন করিবার উপায় প্রদর্শন করিয়া গিয়া-
ছেন। পরমপিতার অনুগ্রহে তাঁহার আরম্ভ
মহৎ কার্য কতকদূর সমাপিত হইয়াছে,
এক্ষণে সেই পরিষ্কৃত ভূমিতে বিশ্বাস তরু
রোপণ করিতে হইবে, যাঁহার ফল ফুলে
ভারতবর্ষীয়েরা পুরুষানুক্রমে ইহা লোকে
এবং পরলোকে অনন্তকাল পর্য্যন্ত স্বর্গীয়
আনন্দের আন্বাদন সম্ভোগ করিতে পারে।

ব্রহ্ম-বিদ্যার দ্বারা একাল পর্য্যন্ত বঙ্গ-
দেশের যে কতদূর উপকার হইয়াছে তাহা
আমরা লেখনী দ্বারা ব্যক্ত করিতে অসমর্থ।
সাক্ষ্যপূর্ব্বক যে, স্থানে স্থানে ইংরাজি এবং
বঙ্গ-বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন তজ্জন্য
তাঁহাদিগকে আমরা পূর্ণ হৃদয়ে ধন্যবাদ
করি। কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যাই আমাদের প্রকৃত মঙ্গ-
লের কারণ। এক্ষণেই একজন মহামতি
বীর বীর ভাস্কর, মণ্ডলীর মধ্যে অপরূপ
সমালোচনা করিত করিয়া আত্মালোচনা ও
ব্রহ্মবিদ্যার অভ্যাস প্রচলিত করেন। তৎ

পরে তাঁহাদিগের পবিত্র জীবন নিরাক্ষর এক-
খানি মানিক পত্রিকা নিয়মিতরূপে প্রকা-
শিত করিয়া বিশ্বজ্ঞ তত্ত্বালোক অন্ধকারভূত
মাতৃভূমির সর্ব্বস্থানে বিকীর্ণ করিতে লা-
গিলেন। তৎপরে সময়ের প্রয়োজনানুসারে
একটি ব্রহ্ম-বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইল। এই
প্রকারে বঙ্গ হইতে বঙ্গ মধ্যে, পত্রিকা
হইতে পাঠক মধ্যে, বিদ্যালয় হইতে ছাত্র
মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যা-জ্যোতি প্রবেশ করিয়া এ-
ক্ষণে এ দেশীয় সকল লোক, সকল পত্রিকা,
সকল বিদ্যালয়ের মূগ উজ্জ্বল করিয়াছে।
যে স্থানে গমন করি ধর্ম্য বিষয়েরই আলো-
চনা দেখিতে পাই। কৃতাবদা যুবক-যুন্দ ক-
তৃক সংস্থাপিত সাতা মাতা, প্রাচ্যাত্মিক না-
স্তাত্মিক পাশ্চাত্য মানিক সামগ্রিক সকল
প্রকার মহাদপত্র মধ্যে, বিদ্যালয়স্থ শিক্ষক ও
শিষ্যগণ মধ্যে সকলের মধ্যেই এক দেশে
ব্রহ্মনাম ব্রহ্মলোচনা প্রভূত হয়। এই
প্রকারে ব্রহ্মবিদ্যার দ্বারা প্রভূত দেশো-
ন্নতি ও ব্রাহ্মধর্মের প্রচার কার্য সম্ভাবিত
হইতেছে। আমরা সমুদায় হৃদয়েন স-
হিত স্বদেশীয় ভ্রাতা ও ভগিনীগণকে উৎ-
সাহ প্রদান করিতেছি যে, তাঁহারা অবি-
কতর অধ্যয়নায়মতকায়ে প্রাণবশে ব্রহ্ম-
লোচনার নিযুক্ত হউন, তাঁহাদের মঙ্গল
হইবে, স্বদেশের গৌরব বৃদ্ধি হইবে, এবং
পরকালে জঁহাদের মুক্তি লাভ হইবে।
যেহেতু বঙ্গদেশ মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনা
হইতেছে এবং তাঁহার দ্বারা প্রভূত উপকার
লব্ধ হইতেছে, সমস্ত ভারতবর্ষ সমস্ত
ভাষাই হইবে, সন্দেহ নাই।

অপিচ হিন্দু ধর্মের পাত ভাব সমদর্শন
করিলে প্রতীতি হয় যে, দেশীয় আচার
ব্যবহারের সঙ্গে তাহার অভেদ্য সম্বন্ধ।
হিন্দু ধর্মকে বিনাশ করিতে গেলে দেশীয়
প্রথাপরম্পরাকেও বিনষ্ট করিয়া ফেলিবে

হয়, এবং এককীয় সমাজ্যুত হইতে হয়।
আমাদিগের মধ্যে একটীও ব্যবহার হই-
তে না পারে। কিন্তু ধর্মের সহিত গতি রূপে
সংযুক্ত নহে। কি সামাজিক কি পরিবার
সংক্রান্ত সকল একই অনুষ্ঠানই হিন্দুধর্মের
অনুমোদিত ও অনুমোদিত; সামাজিক প্রথা-
পরম্পরা পরিভাষ্য হইলে হিন্দুধর্ম নূনা
গোচর হয় এবং অতি সহজেই বিনষ্ট হইতে
পারে। হিন্দুধর্মগত পৌত্তলিকতার উপর
আমরা সবাই অধিষ্ঠিত আছি, কিন্তু
প্রকাশ্য রূপে তাহা পরিভাষ্য করা এই
জন্য কঠিন যে তাহা হইলে প্রায় সামাজিক
সকল আচার ব্যবহার, জলাঞ্জলি দিতে
হয়, এবং সমাজ্যুত হইতে হয়। সুতরাং
অন্য কোন মহত্তর ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ
না করিয়া হিন্দুধর্মকে বিনাশ করিতে
পেলে, সামাজিক শৃঙ্খলা বিপর্যাস হইয়া
পড়ে। এজন্য ভ্রম কুসংসারে অনুরক্ত
হইয়াও অস্বাভাবিক অনেক প্রকাশ্য রূপে
ঈশ্বর বিশ্বাসাত্মক কার্য করিতে সমর্থ
হইতে নাই। কিন্তু মতা ও পবিত্র ধর্মের
সাহায্যে উল্লিখিত দেশাচার সমূহকে পরি-
বর্তিত ও সুসজ্জিত করিলে পৌত্তলিক
কুসংসার তরোহিত হয় ও সামাজিক প্রথা
লোকের অস্বাভাবিক হিতকর হয়।
হিন্দুধর্ম রচয়িতাদিগের কি কৌশল। সামা-
জিক শাস্ত্র কাহাদিগের কি অপূর্ণ দক্ষতা।
ধর্মকে সমাজপরিপোষক, এবং সমাজকে
ধর্মপরিপোষক করিয়া দিয়া তাঁহারা স্বা-
ভাবত মতাবলিকে একপা বিঘ্ন করিয়া দিয়া
করিয়া গিয়াছেন যে, শত বৎসরের বিদ্যা
কি চেষ্টাতেও তাহার অনুভূতি ক্ষতি ক-
রিতে পারে নাই।

পরিণামে ব্রাহ্মধর্ম সেই কৌশলকে
আবিস্কৃত করিয়াছে। যেদিন "ব্রাহ্মধর্মের
অনুষ্ঠান" কথাটা আমাদিগের কানকরিতে

হইতে থাকে সেই দিনকার লোকের মধ্যে
কোন কল্যাণ আমাদিগের মনসে গোচর হই-
য়াছে। কিন্তু সামাজিক লোকের এই
বিশ্বাস ছিল, অস্বাভাবিক অস্বাভাবিক আছে। যে
ব্রাহ্মধর্ম জাতির পবিত্র ও বিজ্ঞানবিৎসি-
গের ধর্ম তাহা সামান্য লোকের জ্ঞানের
এবং জীবনের অভাব মোচন করিতে পারে
না; সুতরাং ব্রাহ্মধর্ম যে কোন কালে সমাজ
ভারতবর্ষের ধর্ম হইবে এমন বিশ্বাস কোন
ক্রমেই সম্ভবে না। কিন্তু এক্ষণে সেই ভ্রম
দূর হইয়াছে। প্রশান্ত গভীর উন্নততম
জ্ঞানসম্পন্ন আচার্য্যের মনোমত মতল
অভাব মোচন করিয়া ক্রমে ক্রমে এই
স্বর্গীয় ধর্ম উপাসনা অনুষ্ঠান দয়া কমা
বিশ্বাস ন্যাস নির্দোষিতা রূপে আত
অস্বাভাবিকগণের জ্ঞানে অবতরণ করি-
তেছে, এবং অস্বাভাবিকের মনসে স্বকো-
মল জ্ঞানে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগ-
কেও চরিতার্থ করিতেছে। কেবল ইহা
নহে, আবার গৃহ ও সামাজিক কার্যের
মধ্যে সামঞ্জস্য হইয়া উল্লিখিত দেশাচার
গুণকণে নিহিত হইতেছে। এবং প্রায়
ধর্ম, কোথায় কোন কালে প্রকাশিত হই-
য়াছিল? হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মধর্ম প্রবেশ
করিয়া দুর্ঘট সামাজিক জিয়াসমাজকে
সুসজ্জিত করিতেছে, গৃহাচার ভেদ
করিয়া গার্হস্থ্য আচার ব্যবহারকে পবিত্র
করিতেছে, বাসক বাসিকা, ঘরক, হস্ত রক্ষা,
সকলের আচারিক সাধু ইচ্ছা সকল পূর্ণ
করিয়া অস্বাভাবিক অস্বাভাবিক অবিনশ্বর কবচ
আপনার শরীরকে আবৃত্ত করিতেছে।
বর্তমান কালে হিন্দুসমাজ মধ্যে কি হই-
তে পারে? কেবল বিশ্বাস, বিরোধ, শত্রুতা, বৈ-
রাগ, কপটতা, নাটকতা। এরূপ কোথা
হইতে উৎপন্ন হইয়াছে? সমাজ্যুত ভ্রম-
বীর প্রকাশিত হইতে। যে সমাজের সামাজিক

ব্যবহার সমাজের লোকদিগের ইচ্ছার এবং
আজবের সত্বে যে পরিমাণে বিভিন্ন, সেই
পরিমাণে সেই সমাজ চরিত্র্য প্রকৃত, এবং যে
পরিমাণে উল্লিখিত আচার ব্যবহার লোক-
দিগের অভাবের উপযোগী সেই পরিমাণে
সমাজ সুখী ও উন্নতিশীল। হিন্দু সমা-
জের প্রথাবলি উন্নতজ্ঞান উদ্ভাসোদ্ভূত
অধ্যবসায়-সম্পন্ন নব্য সম্প্রদায়ের ইচ্ছা
বিরুদ্ধ, জ্বর বিরুদ্ধ জ্ঞান বিরুদ্ধ, ধর্ম-
রুদ্ধ বিরুদ্ধ। অতএব হিন্দুসমাজ অতি
অকল্যাণকর অবস্থাপন্ন হইয়াছে। সাগর
উচ্ছৃঙ্খিত হইলে বরং তাকে সামান্য
বালুকা বজ্রনে আবদ্ধ করিও, আশ্রয়-
গির্গজের নিরুত প্রাচুর্য প্রস্তর অধি নি-
স্তবগকে বরং নিশ্বাস দাও। নির্মাণ করিতে
চেষ্টা করিও, তথাপি মন্তব্যাকার নিষে-
ধিত বজ্রসম বলবতী আশাকে অবরোধ ক-
রিও না। সেই চেষ্টাতেই ভারতবর্ষের
এই চরিত্র্য, বঙ্গদেশের এই চরিত্র্য।

একনিকে ভ্রমসঙ্কুল অপবিত্র সামাজিক
দেশাচার, অপর দিকে বিরুদ্ধ অস্বাভাবিক
বিদেশীয়ব্যবহারের হীন অনুকরণ ও স-
মাজবিচ্যুতি; একনিকে কুসংস্কার অজ্ঞানতা
পৌত্তলিকতা, অপর দিকে সংশয় নাস্তি-
কতা; অথবা ক্রিয়াকলাপশূন্য ভক্তিজ্ঞা-
হীন গৃহসমাজবিবাজিত অথরুজিনম্পন্ন
কার্য-কারণ-সমুদ্র জ্ঞানতম দুর্বোধ্য বি-
জ্ঞান ধর্ম। জ্ঞানধর্ম ইহার মধ্যবর্তী
হইয়া সকলের মধ্যে শান্তি সামঞ্জস্য সম্পা-
দন করিতেছে। সুপরিচিত জ্ঞানে সকল
প্রকার অমপ্রমাণ পরিভাষণ করিয়া জ্ঞান-
রের একত্ব রূপে মাত্রা অবগত হইতেছে,
এবং মনুষ্য জন্মের লক্ষ্যতা বিধান করি-
তেছে। অপ্রবিশ্য কীটোত্তরীণ, দরিদ্র, ধনী,
বিদ্বান, মুখ, পাশা কাণী সকলের জন্মের
অভিন্ন-মোটন করিতেছে, এবং সুপবিত্র

অনুষ্ঠান এগালীতে সামাজিক শৃঙ্খলা নিবদ্ধ
করিতেছে; বিদেশীয় ব্যবহার পদ্ধতির সত্য-
সার সংগ্রহ করিতেছে, সামাজিক শাস্ত্রের
বিশুদ্ধ উপদেশ জনের সমাজকে এবং ধর্মকে
একত্রিত করিয়া অগাধ ও অতেন্দ্রা কাণে
আবদ্ধ করিতেছে, এবং নাস্তিকতা ও সংশ-
য়পন্ন বিজ্ঞান ধর্মের পথ অবরোধ করিতে-
ছে। হে বকবাশীগণ! হে আর্ষা! বর্ত্ত দিবালী
জাতুগণ! জাগ্রত হও, অজ্ঞানতা পরিহার
কর, মুমুকু হইয়া পরমেশ্বরের প্রসাধে কা-
ল্পনিক ধর্ম পবিত্যাগ কর, এবং নিত্য সত্য
ধর্মকে অবিলম্বে আশ্রয় করিয়া চিরদিন
পরম সম্পদ উপভোগ কর। “সত্যম
প্রমদিতব্যং ধর্ম্মান প্রমদিতব্যং কুশলায়
প্রমদিতব্যং। সত্যং চর সত্যং সর্ব্বেষাং
ভুতানাং নথুঃ।” কাণ্পনিক ধর্ম্মের গব
পরিভাষণ করিয়া সত্যকে আশ্রয় কর, জ-
নকে আশ্রয় কর, এবং তাঁহার আদিষ্ট লো-
কধর্ম্মকে আশ্রয় কর।

—৩৩—

মনোবিজ্ঞান।

ধন্য সেই জগদীশ্বরকে যিনি এই নিচিনা
মনুষ্য জীবনকে সংরচিত করিয়াছেন। বহু-
বার তাঁহার সৃষ্টি কৌশল পর্যালোচনা
করিতে নিযুক্ত হই ততবারই মনুষ্য জী-
বনের অভ্যাসচর্য রচনানৈপুণ্য দেখিয়া নি-
স্তিত হই। যদ্যপি সর্ব্বাবয়ব-পূর্ণ সজা-
লন্দর শরীর মস্তিষ্কের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ
করি, দেখিতে পাই অতি মৎসে স্নায়ু শরীর
প্রভৃতি যথা স্থানে অঙ্গপন্ন কৌশলমহ-
কারে সন্নিবেশিত হইয়া উৎকৃষ্ট অক্ষ মো-
টর সাধন করিতেছে। রসশোণিতরসাত
যন-বিন্যাস জগন্মা সুখানুভূত্যা এগালী
অবলম্বন করিয়া এতোক রোমগ্রীকে পর্য্যন্ত

পরিপূর্ণ করিতেছে। নিখাস পরিপাক রক্তসঞ্চালনাদি বিষয়ক ক্রিয়া আপন আপন সম্পন্ন হইয়া যাইতেছে। কনকন চক্ষুস্বস্ত ও জল প্রভৃতি প্রত্যেক শারীরিক যন্ত্রই বিচিত্র ও বুজির অগম্য বোধ হইতেছে। কিন্তু আবার যদিও মহত্তর আশ্চর্য্যের উৎসর্গ মনোমন্দিরের প্রতি ময়ন নিফেল করি তবে তাহাও ন্য বিমোহিত এবং লব-পুলক যুগ হইয়া পড়ি। যে শারীরবিদ্যা জ্ঞানোন্মাদ করিয়া মহান নাস্তিকের কঠিন হৃদয় পরমার্থ ভক্তি রসে আত্ম হইয়া যাইতেছে, শরীর বহির্ভূত যে বাস্তবজ্ঞান আ-লোচনার মনুষ্য প্রতিপত্তি ও মনুষ্য মন্ডিতা গিরিচ্ছন্ন। সাগর দেশ কালের ব্যবধানকে অতিক্রম করিয়া যাইতেছে, মনই তাহার নিবাস ভূমি। মনের অথবা জ্ঞানের নিয়ন্ত্রণের প্রতি নির্ভরশীল হইয়া এই সমস্ত অবস্থিতি করিতেছে, এবং যে স্থানে মনের যে রূপ অবস্থা, যে স্থানে তাহাদিগের জাদুশ অবস্থা।

বস্তুতঃ জ্ঞানোন্মতির স্বভাব ইন্দ্রিয় বটে যে তাহা এক বিষয়ে সংঘটিত হইলে তৎসম্বন্ধীয় সকল বিষয়ের উৎকর্ষ সাধন করে এবং দূরবর্তিত অলম্বিত অনেকাধিক বিষয়ের সঙ্গেও তাহার গাঢ় সম্বন্ধ নিবদ্ধ করে। শারীরবিদ্যা যে চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতি হইবে, বাস্তবতত্ত্ব জানে যে যন্ত্রবিজ্ঞানের উৎকর্ষ লাভ হইবে ইহা সম্পূর্ণ রূপে সত্য্যবিত, কিন্তু জ্যোতির্বিদ্যায় নাবিকতা শাস্ত্রের উন্নতি হইবে, রসায়নশাস্ত্রে রুখি-নাথোপকার হইবে, তীর্থেবিজ্ঞানে রক্ত বহনের উৎকর্ষ লাভ হইবে কে-প্রাণীয়া কারণজিহ্ম? অজ্ঞেব মহজেই প্র-তীত হইবে যে বিদ্যা বিদ্যার মধ্যে একটি প্রতি গঢ় সম্বন্ধ আছে। এই সম্বন্ধ দ্বারা একটি বিদ্যার উন্নতি হইলে সকল তুলি-

রই উন্নতি হয়। যির মলিন প্রশস্ত সরোবর বক্ষে সহস্র প্রভাবশ্রুতি নিক্ষিপ্ত হইলে যেমন সমস্ত জলরাশি আন্দোলিত হয় এবং সম-জাত তরঙ্গ মালা ক্রমশঃ প্রশস্তীকৃত হইয়া কুলকে আলিঙ্গন করে, সেই রূপ বিদ্যা-লিত বিদ্যা সরসীর তরঙ্গরাশি নিয়ত বিস্তৃত হইতে থাকে এবং পরিশেষে তাবৎ ম-লিনরাশিকে আলিঙ্গন করে। পরন্তু সকল বিদ্যারই মনের সঙ্গে সমান সম্বন্ধ। তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন-সম্বন্ধ হইলে দণ্ডেকের জন-কান বিদ্যাই তিষ্ঠিতে পারে না। মনই বিদ্যা রাজ্যের রাজধানী, তাহা অধিকার করিলে আর সকলই অধিকৃত হয়, তাহার তত্ত্ব অবগত হইলে সকল তত্ত্বই অবগত হওয়া যায়। কারণ যে কোন প্রকার জ্ঞান অনুশীলিত হউক মনোবৃত্তির পরিচালনাই তাহার অ-পরিভাষ্য উপায়, তদ্ব্যতিরেকে কোন দিগ-রই উন্নতি সম্ভাবিত নহে। নিঃস্বামীতি বিদ্যা বিমারদ পাণ্ডিত্যগণ, কি স্তম্ভিগুণ চিত্রক-দল, কি স্তম্ভিগুণ তরুণি ধর্ম্মশাস্ত্রজগণ, কি ক-ঠোর পরিশ্রমী পদার্থ বৈবর্গ, কি সুবক্তৃত-পটু পণ্ডিত দল, সকলেরই সংঘটিত কণে মনো-বৃত্তির সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়, এবং মনতত্ত্ব অবগত হইতে হয়। সকল বিদ্যা সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞান একরূপ আবশ্যক ও মহতঃ মনোবিজ্ঞানের এবিধ মহত্বকে সাংক্ষিপ্ত মহত্ব কহে। কিন্তু এই সমস্তিক মহত্ব ব্য-তিরেকে ইহার একটি উচ্চতর স্বতন্ত্র মহত্ব সাক্ষিত হয়।

পৃথিবীর মধ্যে মনুষ্যই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদার্থ, এবং মনুষ্যের মধ্যে মনই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। প্রাচীন গ্রীস দে-বীর একজন মন্ত্যবিজ্ঞান তাহার আচ-র্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কলারব-বোন বিষয় চিন্তা করিলে স্বপ্নী হওয়া বাই-আগিয়া উত্তর করিলেন, "আমি বিষয়ে

জিয়া কর। " জীবনকে বিলাসিতা
 ক্ষেত্রে মেরু গাভি ক্রম বহান্ন নামে উপ-
 যুক্ত বিভিন্ন ভগ্নত দেখিতে পাইব। নৌর-
 ভগ্নত সম্বন্ধেও জ্ঞান করত জ্ঞান। দে-
 ক্রান্তিগত তুমি একগে বহান্ন নাম তাহা
 তোমাকে পরিচয় করত কোটি কোটি যৌবন
 উর্ধ্বে অগা অগুত মোক মওনকে ধারণ
 করিয়া মনোভীত অনন্তের পথে ওতপোত
 হইয়া স্থিতি করিতেছে। এই আকাশের
 মহাযোগেই যেই দুর্গম চরবগাভি অসংখ্য
 লোক নিহনের সহিত তোমার ক্ষুদ্র শরীরের
 অতির সহজ তুমি অনুভব করিতেছ, এবং
 তাহা মনের আদি অন্ত পর্যালোচনা করিয়া
 কালের অসীমতা হৃদগত করিতেছ। কিন্তু
 জ্ঞান দৃষ্টিতে অন্তর্ভুক্ত সাবধানে দর্শন কর,
 অগা লোক মণ্ডিত অসীম আকাশ অ-
 পেক্ষা মহত্তর স্বপ্নে অনন্তের জীব তোমার
 আত্মার প্রতিভাত হইবে—অনন্তজ্ঞান অ-
 নন্তপ্রীতি অনন্ত পবিত্রতার আত্ম উপলব্ধি
 করিয়া কৃতার্থ হইবে। মহান্ একাণ্ড
 নৌর ভগ্নতের উপমা তোমার শরীর ধূলি-
 কণাবৎ যৎসামান্য। এক দিকে সংখ্যাতীত
 অপরিমেয় লোকরাশি সহস্র সহস্র বৎসর
 আকাশ বক্ষে আমায়ান হইতেছে, আর
 দিকে কীটবৎ মানবদেহ রোপে শোকে শীর্ণ
 হইয়া পৃথিবীতলে বহু ক্রেশে বিচরণ করি-
 তেছে এবং শত বৎসর সভাপিত না হইতে
 হইতে হস্তিকার সহিত মিশ্রিত হইতেছে।
 অতএব বিশ্ব ভগ্নতের সহিত আত্মনির্গের
 শরীরের মিতান্ত্র জগৎহারী সহজ এবং তৎ-
 সহজে আমরা কীটাত্মকীট সমান অজীব অ-
 কিকরকর। কিন্তু মনোভগ্নতের সহিত মন
 কি বিশ্ব কর। আত্মার উচ্চতর আত্মার
 উচ্চতর বিশ্ব জ্ঞান কর আত্মার উচ্চতর
 দেখিতে পাইবে না। উচ্চতর জ্ঞান হইবে
 যেই অসীম অসীম অসীম অসীম

হইবে অসীম হইবেই বেচকর অসীম চা-
 লোক মওনোর প্রবেশ করে, সেই জানেতেই
 প্রজ্ঞাবৎ অবগত হইবেই যে অতীন্দ্রিয়
 আত্মনির্গিত শ্রীতি পবিত্রতার সহজ নাই।
 বরং হৃদা নির্যাস হইয়া যাইবে, বিশ্ব শেতু
 তথ হইয়া যাইবে, আকর্ষণ বিকর্ষণ বি-
 জিত হইয়া ঘোরতর সংঘর্ষে লোক লো-
 কান্তর চূর্ণ হইয়া যাইবে, তাহা পি আত্মার
 বিনাশ হইবে না। উচ্চতর প্রতিভা
 আত্মা, অবিনশ্বর নতা স্বর্গের প্রতিভা।
 এবং আকার আত্মার স্বতন্ত্র মহত্ত্ব।

বহির্জগতে উচ্চতর প্রকৃষ্টতাবে অবস্থিতি
 করিতেছেন, অন্তরেই তাঁহার উজ্জ্বল এক-
 কাশ। প্রাকৃতিক ঘটনাপরম্পরা মনের
 সঙ্গে বিজ্ঞান-সম্মত হইলে অর্থ হীন লোক
 হীনকঠোর কার্যকারণ-শৃঙ্খলা মাত্র একাশ
 করে, কারণ শক্তি সৌন্দর্য ও কৌশল বাহা
 কিছু সকলই মনের ভাব। এই জ্ঞান বা-
 হারী অমাল ও আত্মতত্ত্ববিমুক্ত হইয়া মনো-
 বিজ্ঞানকে অগ্রাহ করে, তাহার প্রকৃতিকে
 সৌন্দর্য শক্তি ও অটী বিলীন অনন্ত কার্য-
 কারণ স্রোত বিবেচনা করে, এবং নৌর
 নাস্তিকতা পক্ষে নিমগ্ন হয়। কিন্তু যে বীর
 প্রকৃতি মনোভার আত্মানুসন্ধান করিয়া তদ-
 ন্তরূপ জ্ঞান প্রীতি ও স্বাধীনতা সহকারে বিবিধ
 মনোবৃত্তিকে উজ্জ্বলরূপে উপলব্ধি করেন
 এবং তৎসাহায্যে জগত্বিত সকল বিষয়ের
 অর্থ প্রদর্শন করেন, তাঁহারাই উচ্চতর-গরাগণ
 ধর্মশীল, তাঁহারাই সংসার প্রহেলিকার ব-
 থার্থ তত্ত্ব অবগত হয়েন। আত্মানুসন্ধান
 আত্মালোচনার বিরত হইয়া বাহ্য আয়োদে
 উন্মত্ত হইলে, কিম্বা শুদ্ধ ভৌতিকপদার্থ-
 বিজ্ঞানে নিমগ্ন হইলে, মনের প্রকৃত মহত্ত্ব
 ধর্ম করিয়া বহির্জগতকে তদুপরি উদ্ভো-
 জন করিলে, আর নাস্তিকতা ও অর্থহীন আ-
 ইলে। গর্ভিত আত্মাভিমাত্রী বিশ্বাসমূল্য

সুশিক্ষিতা, সফলতা এবং আশু বয়সকাল
তাহার বয়স্কর আর চতুর্দশ বর্ষ। দেশ-
বাবদি পিতৃ গরিবানে ধর্মোপদেশ, আশু
হইয়া বিবাহের পূর্বেই তিনি বিদ্যা বিষয়ে
উন্নতি এবং উপাগনাদিক্ষিকা করিয়াছিলেন,
একদা যে রূপ নবপাত্রি হস্তে শব্দ হইয়াছেন
শীঘ্রই সকল বিষয়ে অধিকতর উৎকর্ষলাভ
করিবেন সন্দেহ নাই। বিবাহ উপলক্ষে
পথের অসুবিধা জন্য একতা অনেক ব্রাহ্ম
বরের অনুমতি হইতে পারেন নাই, কিন্তু
যেদিন পুরষ অনেক মহৎ ও বাক্তি, নোবেই
রাজনারায়ণ বাবুর ভবনে সমাগত হইয়া
সাধ্যমতে তাহাকে উৎসাহ ও সাহায্য প্রদান
করিয়াছিলেন, এমন কি কেহ কেহ তাঁহা
দিগের পরিবারাদি অর্থাৎ কংসার মিত্রতনে
একদা করিতে সম্মত হইয়া নাই। বিবাহ
আনন্দময় প্রভাব হইয়াছিল।
আমলীপুর এককালে কলকাতা পান্ডিত্য-
প্রাচীন। তাঁহা বিজ্ঞান আশ্রয়মালায় আ-
বীণ, শূন্য সম্মান মজ্জিত, বাস্যভবনের
পারশুর, রাজনাশ্রয় কোণাকর্ষে, শ্রীমন্ত
হইল, চতুর্দিক লোকের আনন্দ-স্বচক কন-
কর আশ্রয় হইল, আশ্রয়কার্যের বিবরণ বর্ণ
জ্যোতিষে আশ্রয়িত হইল এবং সনৎ
জীর শব্দ শ্রবণমান হইতে লাগিল। সকল
জানেই উল্লাস মহোৎসব, কাহারও মুখে অ-
ন্যোন্মোহ ও বিবাদের চিহ্ন লক্ষিত হয় নাই।

আনন্দ স্বরূপ পরমেশ্বরের সমক্ষে
কদেবে ব্রাহ্মধর্মের জয় দাঁত হইবার অবি-
কিছু অবশিষ্ট রহিল না। ব্রাহ্মধর্মের অনু-
ষ্ঠান দ্বারা আত্মা, পরিবার ও সমাজের পাবি-
ত্রতা এবং আনন্দ দর্জিত হইতেছে, এবং
যতই লোক কুসংস্কার বিবজ্জিত এবং সত্য-
পরায়ণ হইবে ততই তদ্বারা আর অধিক
উপকার ও উন্নতি সাধন হইবে। যে লক্ষ্য
দ্বারা সকল প্রকার কাম্পনিকধর্মগত কু-

সংস্কার পরিভাষ্য হয় এবং কদম্বকার নি-
হিত স্বর্গীয় সভ্যজ্যোতি জ্যোতের হিতের
জনা পৃথিবীতে সমানীত হয় : যে ধর্ম
দ্বারা শ্রীতির রাজা পৃথিবীর সীমা হইতে
সীমান্তের পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়, যে ধর্মো পিতা
পুত্র, জ্ঞাতা ভগিনী, শ্রী পুরুষ মধ্যে পরম
পবিত্র স্নেহ স্থর আবদ্ধ হয়, পারিবারিক
সকল প্রকার মঙ্গল সমাধিত হয়, সমাজের
দুর্নিত প্রণালী চর্য বিনষ্ট হয়, এবং তৎ-
পারিপার্শ্বে বিস্তৃত কর্তব্যমুসোদিত আচার
ব্যবহার জ্যোতিত হয় সমস্ত পৃথিবীতে
জাতসৌভাগ্যের সুখিক সমীপে সমাপ্রতি
হয়, দেব কলত্র পুত্র বিরোধ ভ্রমভয় দূর হয়
দুর্ঘট গাঢ় বনই দুর্ঘট অন্তরেব প্রদান
ঈদৃশ ধর্ম পৃথিবী মধ্যে কান কাণেই কল
প্রবণ করে নাই হইয়া দান্য ভগ্নদ্রব্য দান
লোক এক রকম দায়বদ্ধতা কীর্তি চর
হইতে

[illegible]

১৯৪৬ সালের জানুয়ারি মাসের ১৫ তারিখে
 কলিকাতার ন্যায়ক কলেজের অধ্যাপক ডাঃ
 সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রাচীনতত্ত্ব বিভাগে
 শিক্ষার্থীদের সম্মুখে

[illegible]

517

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

4774

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ

१००० रुकय देवनागरी अक्षर लिख

महर्षिः

可也。此亦其意。

১৯৬৬ খ্রিঃ ১০শে জানুয়ারি তারিখ।

ଆୟୁକ୍ତ ସିଂହେଇନାଥ ଠାକୁରେଙ୍କ ଅନ୍ତେଇ ଜାଲକଳ୍ପ
ଏ ନାମକବନ (ସୋଡ଼ାମାଦଳୀ)



५। ११११११११ ११११११११

$$= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2} dt = \frac{1}{\sqrt{\pi}}$$

১৯৭৭ খ্রিঃ ১০/১১/৭৭

1. 1. 1.

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

বাসকেতা--নির্দোষেরা বহিস্কৃত হইয়া
 প্রতি মনকে ধাবিত হইতে দেয়। তাহারা
 মোহাচ্ছন্ন হইয়া ইন্দ্রিয়ের বিষয়--অনু-
 কামনার বিষয়েরই পশ্চাৎ গমন করে।
 "তে নৃতো গন্তু বিকৃতম। পাশং" তাহারা
 বিস্তীর্ণ মৃত্যুর পাশে বদ্ধ হয়। তাহাদের
 অন্ত লভ হয় না--তাহারা সংসারের অ-
 স্বাধী ক্ষয়শীল ক্ষুদ্র বিষয়-অর্থ লাভ করি-
 যাই তুচ্ছ থাকে। কিন্তু ধীরেরা সেই ব্রহ্ম
 অন্তত্বকে জানিয়া--সেই অপরিবর্তনীয়

2010 年 12 月 25 日 星期四
 2010 年 12 月 25 日 星期四
 2010 年 12 月 25 日 星期四

[illegible][illegible]

[illegible]

বর্ষা কালের অন্তিম, বিদীর্ণতা পূর্ণ
 হইত। বর্ষা যখন প্রায়শ্চেষ্ট হইত
 তখনই তাহার দুর্ভাগ্যের পরিচয় পাইত।
 বর্ষা যখন তাহার মনে যে আদেশ
 দেয়, তাহার মনে যে আদেশ বি-
 কটো-
 বোধ হয়! তাহার দুর্ভাগ্যের
 বিষয় পরিত্যাগ করিতে যে কেমন
 কুণ্ঠিত
 হয়! সে পক্ষকে কটোর শিক্ষকের সমান
 দেখে, তাহার মনুষ্য-
 ভাব গ্রহণ করিতে
 পারে না। সমস্তই কাল
 পরিশ্রম করিয়া
 যখন সে তাহার পরিশ্রমের
 বিষয় কল-
 নীচ প্রকৃতির পাপ-দ্রব্য
 বিষয়, লাভ করি-
 বার জন্য কল
 এমনি করিতেছে—
 বর্ষা
 বলিতেছেন, মিথ্যা, সাক্ষ্য,
 প্রবন্ধনা, শঠতা
 পরিত্যাগ কর, এমনি
 পরিত্যাগ কর—অ-
 ন্যায় রূপে পর-দ্রব্য
 গ্রহণ করিও না—মি-

কোষকে ছুঁকনকে পীড়ন করিও না—পান-দোষ, ব্যভিচার-দোষ ত্যাগ কর—এই সকল আদেশ তাহার শ্রবণে যেন বজ্রপাত হয়। তাহার সর্ব-প্রযত্নে বিষয়-সুখকেই সেবা করিতেছে, তাহার ধর্মের জন্য ত্যাগ করিতে হুত-তুল্য হয়। “ধর্মঃ চর” ধর্ম-ভুজান কর, এই অর্থ-পূর্ণ গুরুতর আদেশ তাহারদের নিকটে অনেক সময় অর্থ-শূন্য হইয়াছিল। তাহার ধর্মকে ধর্মের জন্য, ঈশ্বরের জন্য আত্মত্যাগ করে না, তাহার অর্থ চায়, সুখ চায়—সঙ্গে লাভ ক্ষতির বিচার দেবে না করে। এই জন্য ধর্ম তাহারদের নিকটে কঠোর গুরু, তাহারদের সমস্ত “কর্ম-ভোগের বিচারকারী”। তাহার অনেক সময়ে ধর্মের গুরুতর অন্তিমটি বলায় মকল্য অবমাননা করিয়া সহ্য ভোগিত হইয়াছিল।

সকল গীতার শ্রাব্যতা, ব্রহ্মা যোহার লক্ষ্য, ধর্ম চর ও পানকরণ হইয়া তাহারই আর্থ-নারী প্রায়শ্চক্রে তাহার নিকটে আনিয়া দেন। ধর্ম এক জনের কঠোর শিক্ষক—আর এক জনের ক্ষমতা-বন্ধু। কারণ হুত জনের লক্ষ্য সম্পূর্ণ বিপরীত। একজন স্বার্থপরতা চরিতার্থ করিবার জন্য সংসারে ভ্রমণ করেন, আর এক জন ঈশ্বর-নাভির উদ্দেশ্যে সংসার-ধর্ম পালন করেন।

যাহারদের ঈশ্বরেতে বিরাগ ও বিষ-য়েতে অনুরাগ, তাহারাই স্বীয় হৃদয়ে ঈশ্বরের আনন্দ-রূপ অমৃত-রূপ দেখিতে পায় না। বিষয়-লোলুপ ও নোহাক্ষ হইয়া পা-পায়িকের রক্ত বোধে গ্রহণ করিতে যায়, দক্ষ হইয়া ফিরিয়া আইসে। মস্তকে ধর্ম-দণ্ড সহ করে, ঈশ্বরকে দেখে যে তিনি উদাত্ত বস্তুর ন্যায় তয়ানক। তাহার অনায়াসেই সম্পত্তি ও পাপ-প্রযুক্তিকে বিসর্জন দিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইতে চাহে না, তাহার

তীক্ষ্ণ হইতে দূরেই যায় এবং দূরে থাকি-বার অভিলাষ করে—সুতরাং নির্ভর হইতে পারে না, সংসার-মোহে যুক্ত থাকিয়া শো-কই করিতে থাকে। তাহারদিগকে এই সকল যত্না তাড়না কেন ভোগ করিতে হয়? ঈশ্বরের অভিপ্রায় এই যে তাহার বিষয়-সুখেতেই তৃপ্ত না থাকুক। তাহার আপনার হীন লক্ষ্য পরিভ্রম করুক। তাহার ছুঁকন-মোহা ভীষণ অরণ্য হইতে আপন পিতার আলয়ে ফিরিয়া আসুক, যেখানে মোহ শেখকের বল নাই, সংসার যন্ত্রণ বধা নাই, পাপ তাড়ন অধিকার নাই।

বিষয় যাহারদের লক্ষ্য, হুতের বিরোধ তাহারদের শাস্তি নাই। “যযনীর হুত” কে-বল বিষয় সুখেই পাতপুত। “দানবী” বাস্তব হুতের সত্তাও পৃথিবীর পালকে স্বর্গে হইয়া ফাইতে চাহে। তিনি যদি তখনো “বিষয়” বিষয় সুখ পরিভ্রম করেন—“যয-যয” জনের জন্য মতা পালকের জন্য কঠোরত প্রকার করেন, তবে মনকে অস্থান তেনে তখনো মন দশ ভদ্র তাহা করিলে পুনঃ তাহা পাত ওয়া বিদ্যে লাভ হইবে। “তিনি যয-যয-পান-বলে স্বর্গা ভাসনা, বহু পিতৃ-লক্ষ্য পাবক স্বর্গকেও বিষয় পাপানন্দ লক্ষ্য ভুজেন। বিষয়-বস্তুর স্বর্গে নরক উভয়ই তুল্য। এক জনাই ব্রাহ্মবশ্যে আছে—“পর্যন্ত কামানুযুক্তি নাশনো মনোহরি-বিত্ততম্য পশংসঃ”। “নরক-বাস” বহিষ্ক-ষয়েরই পশংসঃ স্বর্গভোগ্য নরক-বিস্তীর্ণ হুতের পাশে বস্তু হয়।

কিছু প্রমাণ-সংগ্রহের কি আশা, কি অ-ভিলাষ। “তিনি ওষ্ঠাফা করিতেছেন স-গোতে ঈশ্বরের মহত্ত্ব স্মৃতি দেখিতে পাই-বেন, তাঁহাকে বিশুদ্ধ প্রীতি আরো অধিক দিতে পারিবেন। তাহার জন্য এক স্বর্গ

নয়—দেব-লোক হইতে দেব-লোক তাঁহার জন্ম প্রস্তুত রহিয়াছে; উৎকৃষ্ট জ্ঞান-প্রীতি-সমন্ত দেবতা-সকল তাঁহাকে প্রতীক্ষা করিয়া আছেন। অনন্ত-স্বরূপ তাঁহার লক্ষ্য—অনন্ত কাল তাঁহার জীবন। তিনি স্বর্গ হইতে স্বর্গ-লোকে ক্রমিকই ঈশ্বরের মান-চিত্ত হইতে থাকিবেন; প্রতি দিনই তাঁহার মহাভাব বহির্ভব। আমরা এই এখানেই ঈশ্বরের প্রীতি দান করিয়া যত টুকু আনন্দ-অনুভব করি, তাদ তাঁহার এক মাত্র আর আশ্রয় হইবে, তখন সে প্রেম, সে আনন্দ-কিন্তু তাহা হইবে না, না যাকোতে যাকো হয়; তাহা স্বর্গ-লোকে ঈশ্বরের পবিত্র আনন্দ যাই। উপলব্ধি করিতে পারিব, তাহা এ পৃথিবীতে কি একবারে অনুভূত হইবে? আমরা এই পৃথিবীতেই লোকান্তরে জ্ঞানেতে প্রাপ্ত হইতে উন্নত হইয়া যখন ঈশ্বরের সঙ্গে জায়ে গাঢ়-রূপে সংযুক্ত হইব, তখন আমরাই তাঁহার সান্নিধ্য হইবে? এই আশাতে যে না উৎসাহ হয়। ব্রাহ্মদর্শন আমাদের মনেতে উন্নত আশা প্রেরণ করি। যাকোনা তিনি উপদেশ দিতেছেন যে আমরা ঈশ্বরের গতিতে সম্মত নহি। আমরা পরম পিতার ভাষা শুন নহি। আমরা অমৃতের পুত্র—অমৃত-নাভের অধিকারী। দেবতাদের সঙ্গে আমাদের সমান আদর। আকাশে অগ্নি অগ্নি জ্বলিত হয়, লোক-মণ্ডলে জ্ঞান-দীপ্তি প্রীতিতে উন্নত দেবতা-সকল তাঁহার মহিমা সহস্র বার গান করিতেছেন, তাঁহার মহত্বই আমাদের নিত্য কালের যোগ। এই সময়েই যখন আমাদের স্তুতি-গানে আকাশ পূর্ণ হইতেছে, এখন কত কত জ্যোতিমান লোক হইতে ঈশ্বরের মহিমা-গান শুনাইতেছে। যে যেখান হইতে তাহার পূজা করে, সকল পূজাই তাঁহার পদতলে একত হইয়া মিলিত হয়।

হে পরমাত্মন! আমাদের প্রতি তোমার কৃপা বিতরণ কর। এই বঙ্গ দেশের দীন হীন সম্মানগণ পাপেতে মলিন রহিয়াছে। যেখানে দেগি, লোকেরা তোমাকে ছাড়িয়া কেবল বিষয়-সুখে উন্মত্ত রহিয়াছে। হে পরমাত্মন! ঘোড় করে বিনীত ভাবে প্রার্থনা করি, তুমি আমাদের হৃদয়কে পবিত্র কর। ব্রাহ্মধর্মের উন্নত লক্ষ্য সর্বত্র প্রকাশ করিয়া এই বঙ্গ দেশের দূষিত ভাব পরিষ্কার কর। হে নাথ! তোমার তিরস্কার আমাদের গতি নাই।

ও একমেবাদ্বিতীয়ং।

প্রীতি-চিন্তা।

সমস্ত জগৎ-ক্ষেত্রে এবং মানব-জীবনে, সকল সময়ে ও সকল অবস্থাতে ঈশ্বরের মঙ্গল প্রকাশিত রহিয়াছে। যাকোনা জন্ম-মরণ-লিহ বসন্ত-গমীরণ কুসুমিত পিঁপে কীরীট হইতে শস্য বহন করে তখনও তাহার মহিমা, আর এখন সে শব্দ প্রীতি-স্বাভাবিক বিকলজ ও দীপ্তি-বহন। হইয়া পৃথিবীর সমস্ত জীব হাকাকার বারিহেছে এখনও তাঁহার মহিমা। যৎকালে কর্কট-মাঘ বসন্ত-রত গাণন করিয়া প্রসাদ-চরিত ধর্মিকের হৃদয়াকাশে আনন্দ-জ্যোতিষ প্রকাশিত হয় তখনও তাঁহার মঙ্গল ভাব, এবং আশ্রয়-প্রাপ্তি ও অনুশোচনার কবাবাক্যে আকুলিত হইয়া পাপী যখন হা হতোম্মি শব্দে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে তখনও তাঁহার মঙ্গল ভাব উজ্জ্বল রূপে প্রত্যক্ষ হয়।

এই ভয়ঙ্কর প্রীতি কালে কেহ কেহ বিষম অসুস্থতাপে সমস্ত রাত্রি জাগরণ করত শ্বেদ-মিত্র শয্যা পরিত্যাগ করিয়া জ্বলন্ত কুর্মা-কম শরীরে প্রাতঃকালে গাতোখান করি-

লেন, এবং আলস্যে আকুল হইয়া অর্ধ-
মুদ্রিত অবসন্ন নয়নে বারবার ধরাশায়ী
হইতে লাগিলেন। কোন ক্রমেই দিব্য-
স্তের মধুরতা উপলব্ধি করিতে পারিলেন
না। কেহ কেহ বা দারুণ যামিনীর সকল
ক্লেশ নিবারণ মানসে প্রাতঃকালে বহু ক্ষণ
শয্যাবলুপ্তি হইয়া অধিকতর নির্বীৰ্য্য ও
নিম্প্রভ শরীরে নিতান্ত অনিচ্ছা-ক্রমে দি-
বসের নিয়মিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন।
অপর কেহ কেহ সমস্ত রজনী উৎসব-কো-
লাহলে উন্মত্ত ছিলেন, এবং তরুণ জঘন্য
আমোদে শরীর-মনের তাবৎ বল নিঃশেষিত
করিয়া, অধোবদনে, মৃতকম্প শরীরে, লজ্জা
ও গ্লানিপূর্ণ হৃদয়ে, এক্ষণে আপনাদিগেব
চুচরিভেদে বিষয় স্মরণ করিতেছেন। প্র-
কৃতির প্রফুল্ল মুখ-কমল অবধি মূন ও বিষয়
বোধ হইতেছে। স্রীঅধিকার-কাল আরম্ভ
না হইতে হইতে কুপিত বিভাবসু সহস্র
বিষমর পতঙ্গশিখা দ্বারা অসময়ে বসুন্ধরার
শাস্তি-শৈল্যকে বিনষ্ট করিতেছে। উয়ার
শিশির-হার চন্দ্রাবসনকে পরিভাগ করিল,
পক্ষিগণ নীরব হইল, এবং মদোচ্ছাত
প্রাতঃকুমুমরাঙ্গি অকালে মিয়মাণ হইয়া
পড়িল। ক্রমাগতই দিবসের তরুণর ভাব
বৃদ্ধি হইতেছে। প্রীত-জজ্ঞারিত অবসন্ন
শরীরে, হে সর্বমঙ্গলময় পরমপিতা! প্রাত-
দিন প্রাতঃকালে প্রত্যেক ব্রাহ্ম প্রেমাক্রপূর্ণ
নয়নে তোমার স্নেহ স্মরণ করিতেছেন, প্রতি
জনেরই হৃদয় অনুপম ভক্তি-রসে আত্ম হই-
তেছে, এবং সকল তাপ সকল ক্লেশ বিন্যত
হইয়া প্রতিজনেই অন্তর-জগৎ-মধ্যে বসন্ত-
শোভা সন্দর্শন করিতেছেন। তুমি ভক্ত-
বৎসল-দীন শরণ, তুমি ধনী নির্ধন সকলেরই
বিমল বাসনা পরিপূর্ণ করিতেছ, ও সকলের
শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ নিবারণ করিতেছ।
হে নাথ! তোমাকে ধন্যবাদ করি; জীবনের

ছুংখ-হতাশনে যেন তোমার প্রসাদ-বারি
আমাদিগের আত্মার পতিত হয়, এবং যখন
পাপদগ্ধ অনুভূতি ও নিতান্ত যুগ্ম হ-
ইব, তখন যেন তোমার প্রসন্ন মুখ দর্শন
করিয়া নিরাপদ এবং কৃতার্থ হইতে পারি।
এই প্রীত কালের মধ্যাহ্ন সময় কি
ভয়ানক! প্রচণ্ড রবিনিঃসৃত অগ্নি-ক্ষুণ্ণিক
দহনে সমস্ত জগৎ-ক্ষেত্র দাহমান হইয়া
উঠিল, কাহার সাধ্য বহির্ভাগে গমন
করে। চতুর্দিক নিঃশব্দ, পশুপক্ষী নীরব,
পথ ঘাট জলন্ত অজ্ঞাবহমান উত্তপ্ত, এবং
সরোবরমল্লিত বিধম উষ্ণ হইয়া উঠিতেছে।
সকলই নীরব, কেবল মদো মদো বুর্তিত
রুকোপবিষ্ট নিঃস্রব্দেণ বায়বের শোক-
সূচক শব্দ আকাশ ভেদ করিয়া কণ কণে
প্রবেশ করিতেছে; অথবা কোন শোক-
তুরা জননী একাকিনী স্নানার্থে পরাবলু-
প্তি হইয়া প্রাণমগ্ন পুত্রের বিয়োগ ব্যাপার
স্মরণ করিতেছেন, এবং চিন্তায়, শোক-
বেগ স্মরণ করিলে অজ্ঞান হইয়া বারবার
উচ্চৈঃস্বরে তথ্য কণ্ঠে বিলাপ করিতেছেন;
তঁহার রোদনধ্বনি মদো মদো কান্দনের
প্রবিন্দ হইতেছে এবং জনমদে কান্দন
করিতেছে। এই গভীর সময়ে কে পর-
মাত্মন! আমরা কোন্‌র শরণাগত হই।
এ ক্ষণে যঁহার তোমাকে হৃদয়ে ধারণ
করিয়াছেন তঁহার সমুদ্রসমনে মহান
আনন্দে পরিপূর্ণ রহিয়াছেন। কি বৎসর
বাস্ততা ও কর্ম্মকোলাহলমবোধে এক প্রীত-
প্রামত্ত নিস্তর্য্য গভীর শান্তিময়, কি মা-
গরবক্ষণিত পোষনশে, কিসি হি অর-
ণের নিস্তর্য্য বাতাস ও পমদো, যেখানে
তঁহার অবাধিতি করিতেছেন সেখানেই
সাপেক্ষজন্মিত নিকা শান্ত হৃদয় বস্ত্রাণ
করিয়া তোমার নাম কীর্তন করিতেছেন।
এই কালের সঙ্গে এবং মৃত্যুর সঙ্গে নিঃশব্দ

মাদৃশালক্ষিত হয়, ইহা যেন নিরন্তরই মৃত্যুকে
স্মরণ করিয়া দিতেছে। মৃত্যুর নিম্নক নীরব
অসহায় ভাব যেন ইহাতে মুদ্রিত হইয়া
রহিয়াছে। ইহার ন্যায় মৃত্যুর সময় সকলই
নিম্নক ও গভীর। এক্ষণকার ন্যায় তৎকালে
শরীর অবসর ও বিকল হইবে এবং সময়ে
সময়ে সুযুগ্ম মনোমধ্যে প্রিয় পরিজনদের
রোদনধ্বনি প্রতিগোচর হইবে। আত্মা
সেই অনন্ত সোণ পর লোকের দিকে
ধীরে ধীরে গমন করিবে, এবং সত্য ও
একান্তচিত্তে স্বীয় কর্তব্যকলাকল চিন্তা ক-
রিতে করিতে সেই ত্রন্দনশব্দে চাকত
হইবে। সংসারশ্রুতি ও সুখ-কুসুম শৌণ-
ক্যজনিতরূপে পরিভ্রাণ করিবে এবং স্নান-
শুদ্ধ ও সৌরভবিহীন হইয়া পৃথিবীর ধূলিতে
পতিত হইবে, বিদেশ বিদেশ বোধ হইবে,
স্বদেশ স্বদেশ বোধ হইবে। পাপ-ছত্ৰশম
দহনে শুষ্ক-সদয় অগ্নি কেবল উদ্ভাসের
বলিবেন “হা! পাপাশ্রম আমিরাছিলাম,
কোণায় গমন করিতেছি, কাহার নিমিত্ত,
কিসের জন্য এত দিন পারিশ্রম করিলাম?
হা! এই ভ্রমময়ে এক বিন্দু শান্তিবারি
দান করিয়া এই নিরাশ্রয় বিদেশীর যত্ননা
কি কেহ নিবেদন করিবে না? বন্ধু-বান্ধব-
সৌপুত্র কোণায় রহিলে? হে পতিত-পা-
বন দুঃখীজন জীবন পরমেশ্বর! তোমাকে
বিস্মৃত হইয়া ভ্রাতৃদিগের জন্য এত দিন
মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলাম তাহারা এই
ঘোর বিপদের সময় আমাকে পরিত্যাগ
করিল। তুমি পাপী তাপী কাহাকেও প-
রিত্যাগ কর না, এই ভরসায় আমি অন-
নাগদি হইয়া প্রার্থনা করিতেছি যে তোমার
নায়াতুগত শান্তিঅগ্নিতে আমার অপবিত্র
আত্মাকে পরিশোধিত করিয়া চরণধূলিতে
স্থান দাও।” আর যাঁহারা জীবনের শীত
বনস্ত্রীয়া সকল কালেই সমভাবে যুগা-

সাধ্য ধর্মের আদেশ পালন করিয়াছেন
তাঁহারা এই সময়ে বলিবেন “যে দিনের
জন্য এত কাল পরিশ্রম করিয়া প্রস্তুত হই-
য়াছি, অদ্য সেই দিন উপস্থিত। হে জ-
নাথের নাথ পরমেশ্বর! চিরজীবন একা-
দিক্রমে যে সমস্ত সুখসম্পদ অজ্ঞপ্রধারে
বিতরণ করিয়াছি তাহার জন্য কৃতজ্ঞ হৃদয়ে
তোমাকে ধন্যবাদ করি। স্ত্রী-পুত্র-পরিবার,
ধন-জন-ঐশ্বর্য যাঁহা কিছু আমাকে প্রদান
করিয়াছিলে সকলই তোমার হস্তে প্রত্যা-
পণ করিয়া বিদায় হইতেছি, তুমি সকলই
রক্ষা কর; আমি একাকী একমাত্র ধর্ম
ময়ল গ্রহণ করিয়া অনন্তের পথে যাত্রা ক-
রিতেছি, তুমি আমার সহায় হও।

মৃত্যুর পরে পর লোক যেকণ মধ্যাক্ষ-
কালের পর সন্ধ্যাগমন সেইরূপ? সূর্য্য অ-
স্তমিত হইলে প্রকৃতি অপূর্ণ শোভা ধারণ
করে। নভোমণ্ডল সমুজ্জ্বল হোয়ারে অব-
গুণিত হয়, এবং ভাগিরথীপারে পশ্চিম
দিক্ মহাপ্রভ নীল পীত লোহিতাদি বিবিধ
বর্ণানুরঞ্জিত সূর্য্যশস্ত্র যধানিকার সূর্য্যোভিত
হয়; পরিশ্রান্ত বিভাবসু তাহার অপরালে
মিস্ক্রান্ত হয় এবং প্রকৃতি রঙ্গভূমিতে নূতন
নূতন অভিনেতার আবির্ভাব হইতে থাকে।
শোভনতমা সুকুমারী মেদিনী হরিদমনে
পীতচ্চটা ধারণ করে, মুকুলিত সন্ধ্যাকুসুম
একে একে প্রস্ফুটিত হয়, ঘন-হিলোলিত
বিশুদ্ধ দক্ষিণ সমীপে চতুর্দিকে প্রবাহিত
হয়, এবং নিজ নিজ বাসরূপে বিচিত্রকার
সুজ রুহৎ সকল বিহঙ্গম একত্রে লগিত
কলরব আরম্ভ করে। এই সময়ে পর-
লোকের ভাব স্মরণ না করিয়া কে নিরন্ত
থাকিতে পারে? ইহলোক ও পরলোকের
মধ্যে মৃত্যুই ব্যবধান। সূর্য্য যেমন পশ্চিম আ-
কাশে অস্তমিত হইয়া অন্য স্থানে উদ্ভিত হয়,
সেইরূপ জীবনের পাপ তাপ পরিশ্রম নাজ

করিয়া ধার্মিক জনের আত্মা মৃত্যুবনিকার অন্তরালে অতিক্রান্ত হয়। সূর্য্যাস্তসময়ে পশ্চিম আকাশ যেকপ দেদীপ্যমান বোধ হয়, ধার্মিক আত্মার নিকট মৃত্যুও তদ্রূপ বোধ হয়, কারণ মৃত্যুই উজ্জ্বল ব্রহ্মধামের প্রবেশদ্বার। স্বর্গীয় আনন্দ-সমীরণে ধার্মিক আত্মার পবিত্র আশা-কুসুম বিকসিত হয়, হৃদয়ভার লঘু হইয়া যায়, প্রীতি নবীন বেশ গ্রহণ করে, অন্ধা ভক্তি অনিবার্য্য বেগে উজ্জ্বলিত হয়, এবং তাহার কণ্ঠ-নিঃসৃত ব্রহ্মনাম সমস্ত অমর-লোকে প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে। এই রূপে বীত-শোক, বীতপাপ, হৃদয় ভার বিমুক্ত হইয়া পৃথিবী হইতে প্রতি দিন কত আত্মা পর-লোক নিকেতনে গমন করিতেছে, এবং চিরকালই গমন করিবে।

কিন্তু প্রতিদিবসই ত প্রকৃতি শোভা ধারণ করে না। কখন কখন দিবাবসানেও গ্রীষ্ম-তাপ সমভাবে অবস্থিতি করে। বায়ু অব-রুদ্ধ হয়, নিশ্বাস প্রশ্বাস পরিচালন কষ্টসাধ্য হইয়া উঠে, আকাশ মণ্ডল অপরিষ্কৃত মলিন বর্ণ মেঘে আচ্ছন্ন হয়, সূর্যালোক পর্য্যন্ত সম্যক-রূপে দৃষ্টিগোচর হয় না। বৃক্ষ-পত্রচর স্থির হয়, এবং পক্ষিগণ নীরবে আকাশ-মার্গমধ্য দিয়া স্ব স্ব কুলায়ে পলায়ন করে। অকস্মাৎ গভীর ক্লকবর্ণ পর্জ্যায়তন মেঘমালা দলবদ্ধ হইয়া অন্তরীক্ষে বেগে বিচরণ করে, এবং নিমেষের মধ্যে পৃথিবীকে অন্ধকারাবৃত করিয়া ফেলে। এখন তেজ-শ্বিনী বিছাড়া মর্পজিহ্বার ন্যায় কণে কণে বহির্গত হয়, এবং সকল লোক ভরে তটন্ত হয়। পরিশেষে অতীব ভয়ঙ্কর নির্য্যোধিত বজ্র সম্ভাব্যাহারে অবল বাত্যা পৃথি-বীকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে, তত ত-রণী জলমগ্ন হয়, কত কত মহান্ বৃক্ষ সমূলে ধরাশায় হয়, কত অটালিকা চর্ণ হইয়া

যায়, কত লোক হাহাকার করে। পাপা-ত্মার জীবনও এই প্রকার। যতই জীবন অ-বসান হয়, ততই মৃত্যু তাহার নিকট ভ-য়ঙ্কর বেশ ধারণ করে। তাহার শেষাবস্থা শোভা শূন্য, শাস্তি শূন্য, অন্ধকারাবৃত। মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হইলে তাহার পাপ-চিন্তা হৃদয়-মধ্যে ভয়ঙ্কর বেগে বিচরণ করে। পরে সে যখন পর লোকে উপস্থিত হয় ও পরমে-শ্বরের রুদ্র মূর্ত্তি দর্শন করে তখন ভরে কম্পিত হয় এবং নিদ্রাৎ, বজ্র, অবল বাত্যা তাহার আত্মাকে বিষম দুর্দ্দশা প্রাপ্ত করে। সে শোকমাগরে নিমগ্ন হইয়া ও মিথ্যাকথন হইয়া হাহাকার করে। প্রতি দিন এব-ম্পুকার চরবস্থাপন্ন হইয়া কত কত লোক সংসার হইতে অবস্থত হইতেছে।

তথাপি অদ্যাবধি একটা আত্মাও বি-নিষ্ট হয় নাই। যাহার অত্মুলির চিন্তে সমস্ত মেঘমালা, বজ্র, বিদ্রাৎ, বজ্র, বৃষ্টি গগন-মধ্যে সঞ্চারণ করে তাহাবই অলজ্ঞা অজ্ঞায় তাহার নিজ নিজ স্থানে প্রত্যাহার করে। পুনর্বার অব্যুত্থারকমালা পরিবৃত্ত সূর্য্যোক্ত নির্মল নভোমণ্ডলে অভ্যাসিত হয়, এবং মুচ্ছহিল্লোলিত সরসী-মলিলে প্রতিক্রিয়া হইয়া আনন্দে নৃত্য করে। ঈশ্বর-পদায়ে পাপাত্মার জীবন-আকাশও এক দিন পরি-শুদ্ধ হইবে এবং তাহার হৃদয়সরসীতে পতিতপাখনের করুণাচ্ছবি প্রতিবিম্বিত হইবে।

হে পুণ্যপাপদর্শী পরমেশ্বর। এই বিষম সংসারমাগরের পর পায়ে নিক্ষেপে উপ-নীত হইবার জন্য আত্মাসিত মনে ভোমা-রই প্রতি নয়ন নিঃক্ষেপ করিতেছি, আমা-দিগের দোষসম্পন্ন আত্মাকে রক্ষা কর। পৃথিবীর ঘটনাবলী দেখিয়া আশ্চর্য্য্য হই, এবং কত সময় তাহাদিগের বধার্থ ভাব গ্রহণ করিতে না পারিয়া হৃদয়ে বড় আ-

রাজতরঙ্গিনী ।

মিহির-কুলের গা-জুড়িয়ে বসে পড়িয়া
 বিচার করেন। ইনি জগদীশ্বর নামক এক
 নরকে স্থাপন করিয়াছিলেন। তৎকালে
 নরক কিংবদন্তি, দুষ্টমতি, বড় বড় নরক
 নরক চরিত্র নামক এবং নরকোপদেষ্টা নামক
 অসুর, যুগে যোগ্যদেবতা পিতৃমিত্র
 আশু কল্যাণ স্বর্গ পক্ষান্তরে পক্ষান্তরে
 আশুপক্ষান্তরে হেতু আশুপক্ষান্তরে
 ছিলেন। নরকোপদেষ্টা হিন্দুধর্মাবলম্বী
 যোগী নামক নরকে অতিথানন করে এবং
 হিন্দুধর্মাবলম্বী নরকে অতিথানন করে তৎ
 বিষয়ে এক কথোক্তি বর্ণনা করিয়াছেন।
 নরকোপদেষ্টা নামক নরকে অতিথানন করে
 সমগ্র নরকোপদেষ্টা নামক সমগ্র পুণ্যক
 নামক নরকে অতিথানন করে। অপর
 নামক নরকে অতিথানন করে ইহা ছিল
 নামক নরকে অতিথানন করে। অপর
 নামক নরকে অতিথানন করে ইহা ছিল
 নামক নরকে অতিথানন করে ইহা ছিল

ছিলেন। গোপাধিত্যের পর গৌকর্ণ, তৎপরে নরেন্দ্রাদিত্য, তদনন্তর যুধিষ্ঠির নামক নরপতি সিংহাসনস্থ হইয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির প্রথমত সুপ্রণালীক্রমে রাজত্ব করিয়াছিলেন কিন্তু কালক্রমে মৌজাগমদে মত্ত হইয়া নিতান্ত গর্হিতাচারে প্রবৃত্ত ও অসৎ-পথাবলম্বী হইলেন। তিনি এক বারে সমস্ত রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়-দেবার আপনাকে বিসর্জন করিলেন। দিব্যরাত্রি অশ্রুপূরে থাকিয়া সুরাপান ও স্ত্রী সংসর্গে কালহরণ করিতে লাগিলেন। রাজকর্ম্ম সুতরাং বিশৃঙ্খল হইয়া গেল, স্থানে স্থানে বিদ্রোহ উপস্থিত হইতে লাগিল এবং নিকটস্থ রাজগণ অবকাশ পাওয়া ক্রমান্বয়ে জোর প্রাপ্তি লাগি আক্রমণ পূর্ব্বক অবিকার করিতে লাগিল। এই অবস্থায় রাজ্যের তরাস্থা দেখিয়া পরিশেষে রাজা মন্ত্রিবর্গ প্রচেষ্টা করিয়া মৈত্রী সংগ্রহ পূর্ব্বক রাজত্বের আক্রমণ করিল। তাহাতে ভোগ-সুখাসক্ত নরপতি প্রাণভয়ে ভীত হইয়া রাজ্য ত্যাগে প্রয়াস করিলেন। অমাত্যগণ গোপাধিত্য নামক ভিন্ন দেশীয় এক নরপতিকে আহ্বান করিয়া রাজপদে অভিষিক্ত করিল। এই ভূপতি বহু দিবস নিরস্ত্র ও অশান্তভাবে রাজ্য শাসন করিয়া লোভান্বিত হন। তৎপরে জলৌক নামক কাঁহার পুত্র রাজা হন। জলৌকের তনয় ভূজানের রাজত্বকালে কাশ্মীরে অতিমাত্র ভুষ্ণর পতন হেতু তরানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। ইহাতে অসংখ্য লোক অন্ন-ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। অজ্ঞা সকল একে বারে শীর্ণকার মৃতপ্রায় হইয়া স্বীয় ভ্রাতৃবর্গের মৃত দেহই আহার করিতে বাধ্য হইয়াছিল। রাজা প্রজাদিগের এই দুঃস্থ সাতনা নিবারণার্থ স্বীয় ধনাগার মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি অন্যান্য দেশ

হইতে ধানাদি আনিয়ন করিয়া বিতরণ করিতে লাগিলেন। ইহাতে কিছু কালমধ্যে রাজতাপ্তর শূন্য হইয়া গেল। পরে অমাত্য গণেরও সর্বত্র এবং রানীদিগের অলঙ্কারাদি এইরূপে অদত্ত হইল; তথাপিও দুর্ভিক্ষের উপশম হইল না। ভূপতি নিতান্ত কাতর ও হতাশ হইয়া স্বীয় প্রাণ ত্যাগ করিবার প্রতীক্ষা করিলেন, কিন্তু দৈববশত এই সময়ে এক অতি বৃহৎ কম্পোতপাল উড়িয়া আসিয়া পড়িতে লাগিল। তাহাতে লোকের কথামতে প্রাণধারণের উপায় হইল, এবং পরে শস্যাদি উৎপন্ন হইলে দুর্ভিক্ষের শান্তি হইল। তুঙ্গীনারাজ ও তাঁহার সহধর্মিণী উভয়েই পরম ধার্মিক ছিলেন, কিন্তু তাঁহার অপত্য ছিল না, এই হেতু তাঁহার মৃত্যুর পর বিজয় নামক অপর এক বংশীয় ভূপতি রাজ্যভিষিক্ত হইলেন। বিজয়ের পুত্র জয়েন্দ্রের সময়ে সন্ধিনতি নামক এক আতিশয় বিজ্ঞবর অদামান্য-ধীশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি অমাত্য পদাভিষিক্ত হইয়াছিলেন। ইনি রাজকার্য্য সুচারুরূপে নিবাহ করিয়া বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজা দুই লোকের কুমন্ত্রণায় মন্ত্রিবরের প্রতি বিরাগযুক্ত হইয়া তাহাকে পদচ্যুত করিলেন। সন্ধিমতি এইরূপে দুর্ব্বাসার পতিত হইয়া অতিকষ্টে দিনপাত করিতে লাগিলেন এবং দেবার্চনা ও ধর্ম্মচিন্তায় আপনাকে সমর্পণ করিলেন। ইহাতে তিনি লোকের নিকট অধিকতর পূজ্য হইয়া উঠিলেন, এবং ক্রমে এইরূপ জনশ্রুতি হইল যে দেবানুগ্রহীত সন্ধিমতি রাজপদ প্রাপ্ত হইবেন। রাজা জয়েন্দ্র এই কথা শুনিবামাত্র আশঙ্কায়ুক্ত হইলেন, এবং পাছে সন্ধিমতি তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করে এই চিন্তা করিয়া তাহাকে ধৃত করিয়া কারারুদ্ধ করিলেন। সন্ধিমতি বহু কাল এই একারে কারাবদ্ধ থাকিয়া

অতিশয় ক্লেশ ভোগ করিলেন। পরে জয়েন্দ্র মৃত্যুর পূর্বে কারাবদ্ধ সন্ধিমতিকে শূলে স্থাপনান্তর বধ করিলেন। ইতিহাস-কর্তা লিখিয়াছেন, যে, সন্ধিমতি দৈবনির্ধারিত বশতঃ পুনর্জীবিত হইয়া প্রজাগণ কর্তৃক জয়েন্দ্রহত্যাক্ত সিংহাসনে অভিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। এবং তিনি আর্য্যরাজ নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। আর্য্যরাজ স্বয়ং আতিশয় শিবভক্ত ছিলেন, এবং দেশমধ্যে শিবলিঙ্গের অর্চনা প্রতি প্রশস্তরূপে প্রচলিত করিয়াছিলেন। তিনি যতি ও সন্ন্যাসীদিগকে বিশ্বর সমাদর করিতেন এবং সর্বদাই তাহাদের সহিত আলাপ ও মহাবাস করিতেন। আর্য্যরাজ প্রায় ৪৭ বৎসর রাজত্বের পর স্বীয় ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া ত্যাগগমনের মানস করিলেন, এবং এক দিবস সামান্য বেশে অনাবৃত পদে পদত্বজে তুরী হইতে বহির্গমন করিলেন। পৌরগণ রাজার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলে পরে আর্য্যরাজ নগর হইতে ক্রোশাবিক গমনান্তে এক তরুতলে উপবেশন করিয়া প্রজাগণকে স্নেহবাক্যে বুঝাইয়া গৃহে আতিগমন করিতে কাহিলেন, এবং তিনি স্বয়ং নন্দীকেন্দ্র নামক তীর্থে বাস করিলেন। রাজসিংহাসন এইরূপে শূন্য হইলে পর প্রজাগণ সন্তুষ্ট হইয়া মেঘবাহন নামক রাজবংশীয় এক ব্যক্তিকে রাজপদাভিষিক্ত করিল। মেঘবাহন রাজ্যভিষেকের পূর্বে দুর্ব্বাসাপ্রাপ্ত হইয়া গাঙ্গার-দেশাধিপতির আশ্রয় লইয়া ছিলেন। পরে তিনি প্রাপ্তজ্যোতিষ দেশীয় নৃপকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া সৌভাগ্যশালী হইয়াছিলেন। মেঘবাহন যুদ্ধপ্রিয় ছিলেন। তিনি পার্শ্ববর্তী রাজগণের সহিত সংগ্রামে নিরন্তর ব্যস্ত থাকিতেন, এবং কথিত আছে যে তিনি মৈত্র্য সামন্ত লইয়া লঙ্কা-দ্বীপ পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন ও তথায়

রাক্ষসরাজ বিভীষণকে পরাজয় করিয়া প্র-
তাগমন করিয়াছিলেন। মেঘবাহনের সু-
তুর পর তৎপুত্র অবরসেন রাজত্ব করিয়া
স্বীয় দুই পুত্রকে কাশ্মীরের সাম্রাজ্য
ও যৌবরাজ্য প্রদান করিয়া লোকান্তরিত
হন। এই দুই রাজপুত্রের নাম হিরণ্য এবং
তোরমাণ। ইহারা অত্যন্ত কাল মাত্র
একত্র মিলিত হইয়া রাজত্ব করিতে পারি-
য়াছিলেন। সুবরাজ তোরমাণ স্বীয় নামে
মুদ্রা প্রচলিত করাতাই তাঁহার জ্যেষ্ঠর স-
হিত বিবাদ উপস্থিত হইল। হিরণ্য পরা-
ক্রম সহকারে কনিষ্ঠকে গদচ্যুত ও কারা-
বদ্ধ করিলেন। তোরমাণের পত্নী এই সময়ে
গর্ভবতী ছিলেন। তিনি স্বামীর এইরূপ
বিপদ দেখিয়া প্রাণতয়ে নগর হইতে প-
লায়ন করিয়া এক কৃষকানের গৃহে অশ্রু-
ভাবে রহিলেন এবং এই স্থানে অবলম্বে
তিনি একটি পুত্র প্রসব করিলেন। হির-
ণ্যরাজ অনেক অনুসন্ধানের পর ইহাদেবও
সন্ধান পাইয়া আপনক আশ্রয়ে লইয়া
গেলেন, এবং যাহাতে তোরমাণের পুত্র স-
ন্তান হইবার কথা কোন জনে প্রকাশ না
হয় এই অভিপ্রায়ে তিনি তোরমাণের সহ-
ধর্ম্মিনী ও তাঁহার শিশু সন্তানকে সংগো-
পনে রাখিলেন। কিছুকাল পরে তোর-
মাণ কারাগারে প্রাণত্যাগ করিলেন, এবং
হিরণ্যরাজ স্বীয় ভ্রাতার প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ-
জনিত অন্তর্কষেদনা হেতুই হটক অথবা অ-
পর কোন কারণ বশতই হটক এই ঘটনার
পরেই ভ্রাতৃপুত্রকে সঙ্গে লইয়া দেশ ও
তীর্থ পর্য্যটনে গমন করিলেন। কিছু কাল
পরে বিদেশেই তাঁহার মৃত্যু হইল। হির-
ণ্যরাজের পুত্র ছিল না এবং তাঁহার ভ্রাতৃ-
পুত্রও তৎকালে অপরিচিত ছিল এই হেতু
কিছু কাল কাশ্মীর রাজ্য ভূপতিশূন্য হই-
য়াছিল। পরে এই কথা দেশ বিদেশে

প্রচারিত হইলে উজ্জয়িনী নগরাদিপতি
শ্রীমান্ হর্ষ বিক্রমাদিত্য যিনি এই সময়ে
মহা-প্রতাপান্বিত ছিলেন। তিনি তাহা শ্রবণ
করিয়া তাঁহার সত্যসদ মাতৃগুপ্ত নামক এক
ভ্রাতৃগণ কুলোদ্ভব ব্যক্তিকে রাজপদ প্রদানার্থ
কাশ্মীরীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের নিকটে
প্রেরণ করিলেন। তাহারাই হর্ষরাজের কথা
অবহেলা করিতে না পারিয়া অগত্যা মাতৃ-
গুপ্তকে রাজত্ব প্রদান করিল

মনোবিজ্ঞান।

কোন বিষয় অনুগ্ৰহণ করিবার পূর্বে
সকলেরই মস্তিষ্ক চিত্তে বিবেচনা করা উচিত
যে মানবীয় দুর্বল মনোরস্তির সাহায্যে তাহা
কত দূর পর্য্যন্ত অসমর্থ বিচার করিতে সমর্থ,
এবং কত দূরই বা উক্ত বিষয় আশ্রয়িত
বিবেচনার অধীন হইতে পারে। যেমন জল-
পথে ভরণী সঞ্চালন করিবার পূর্বে তাহার
দৃঢ়তা ও গঠন-কৌশল পরীক্ষা করা এবং
সম্মুখস্থিত জলরাশির গভীরতা ও বিস্তারি-
ত্বের পরিমাণ করা কর্তব্য, সেইরূপ
কোন বিদ্যাবিষয় আলোচনা করিতে গেলে
মনের প্রকৃতি ও ক্ষমতা বিশেষরূপে অব-
গত হওয়া এবং আলোচ্য বিষয়ের স্বভাব
ও কাঠিন্যাদি অনুভব করা নিতান্ত ক-
র্তব্য। কারণ এতদ্বারা আমরা বুঝিতে
পারি যে উপস্থিত কার্য্যে আশ্রয়িতের অ-
গ্রন্থ হওয়া উচিত-কি না। এই সামান্য উ-
পদেশ বিস্মৃত হইয়া অনেকানেক মহাপ-
ণ্ডিত এমত বিষয় ভ্রমজালে জড়িত হইয়া-
ছেন যে তাঁহাদিগের নাম চিরকাল জ্ঞান-জ-
গতের ছরপনের কলঙ্ক-স্বরূপ হইয়া অব-
স্থিতি করিতেছে।

মনুষ্যের জ্ঞান আপেক্ষিক, সে জ্ঞান সম্পূর্ণ-রূপে স্বভাব-প্রদত্ত প্রবৃত্তি-সকলের প্রতি অপেক্ষা করিতেছে। পরমেশ্বর মনুষ্যের মনকে নিরপেক্ষ ও পরিপূর্ণ করিয়া দ্রুতি করেন নাই। আমরাগের শারীরিক ও মানসিক কলাণের নিমিত্ত তিনি আমাদের শরীরে ও মনোমধ্যে কতকগুলি প্রবৃত্তিকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। এই দ্বিবিধ প্রবৃত্তির পরিচালনে দ্বিবিধ জ্ঞান লাভ করিয়া আমরা তাঁহার মঙ্গলময়ী ইচ্ছা সাধন করিতেছি। চক্ষু কর্ণ নাসিকাদি ইন্দ্রিয়-নিচয়ের নিয়মিত কার্যে আমরা বাহ্য জগতের-বিষয় সকল অবগত হইয়া জীবন ধারণের উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিতেছি; এবং জ্ঞান প্রীতি ইচ্ছাদি মানসিক প্রবৃত্তির পরিচালনে মনোগত তাবৎ ঘটনা অবগত হইয়া আত্মার সমুদয় উন্নতি লাভ করিতেছি। ইহার মধ্যে যাহার যে প্রবৃত্তির অসম্ভাব, তাহার জ্ঞান সেই পরিমাণে সঙ্গীর্ণ এবং যে পরিমাণে যাহার এই সমস্ত প্রবৃত্তি উন্নত সেই পরিমাণে তাহার জ্ঞান প্রশস্ত। আমরা যাহা কিছু জানিতেছি যাহা কিছু দেখিতেছি তৎসমুদায়ই আপেক্ষিক, তৎসমুদায়ই সম্পূর্ণরূপে আমাদের শরীর ও মন সাপেক্ষ, তাহাদিগের সমস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে আমরা সমস্ত জ্ঞান বিবর্জিত হইয়া পড়ি। অপিচ উল্লিখিত সকল বৃত্তিই ক্ষুদ্র, অসম্পূর্ণ ও ভ্রমশীল, সুতরাং আমাদের তাবৎ জ্ঞানই অসম্পূর্ণ ও ভ্রমশীল। বিশ্বজগৎ সম্বন্ধীয় অনেকানেক বিষয় আছে যাহা আমরা উপযুক্ত বৃত্তির অসম্ভাবে কিছুমাত্র উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না; তজ্জেক্ষা আপাততঃ আমাদের পক্ষে সুখভা। আমাদের শ্রাব্যবসিক শক্তি দ্বারা জড় পদার্থের কতকগুলি গুণ উপলব্ধি করিতেছি এবং

সেই সকল গুণ ঘটিত কাহানে দর্শন করিতেছি; কিন্তু একপ গুণ থাকিতে পারে শারীরিক ও মানসিক বে সংলগ্ন হয় না, সুতরাং তা কিছুই জানিতে পারি না। রূপ আত্মার বিষয়েও সেই আত্মা হইতে একপ প্রমাণে পারে যাহার বিষয় আমরা চিন্তা করি না। যাহারা রিহিত উন্নত ধামে বা তাঁহাদিগের উন্নত অশক্তিসম্পন্ন হইয়া ই অধিকংশে অন্তর্ভব করিতে হাদিগের জ্ঞানও আপেক্ষিক ও স্থায়ী স্থায় বৃত্তি-সমূহে চালন করিতেছেন। ৫৫ পরমেশ্বরই নিরপেক্ষ ও হার চক্ষুর সম্মুখে সৃষ্টি-ম সকল সত্য প্রকাশিত রহি প্রাণিমায়েই নিকট অস্তরের অন্তরতম ভাব-সম্পর্ক-প্রতীয়মান রহিয়াছে মনুষ্যাদিগের পরম্পর এবং চিরকাল অপ্ৰকাশিত বা জগদ্রাজ্য ব্যক্তি অকস্মাৎ ই প্রনয়ন হইলে যেমন আ অসদৃশ শোভা দেখিয়া অ হয়, চির-বধির ব্যক্তি অ হইলে যেমন সন্তোষ ও অপূর্ণ আনন্দ অনুভব করতঃ শোক-অন্ধকারময় হইত হইয়া আমরা মহত্তর করিব, নূতন নূতন সত্য নিমেষ মধ্যে বিশ্ব-প্রবেশ করিয়া বিশ্ব ও

এই প্রকারে পরমেশ্বর মনুষ্যের মঙ্গলের জন্য বিশ্বজগৎ-সমগ্রদ্বীর বহু বিষয় তাঁহার নিকট প্রকাশিত না করিয়া স্বকীয় ভুববগাথ জ্ঞান গর্ভে নিহিত রাখিয়াছেন। যে প্রশান্ত একুতি সুধারা আপনাদিগের হৃদয়তার মধ্যে সর্বস্রষ্টার গুঢ় অভিপ্রায় রক্ষিতে পারিয়াছেন তাঁহারা সেই সেই বিষয়ের অসঙ্গত আলোচনা হইতে বিনীতভাবে দূরে অবস্থিত করিয়াছেন, এবং সাধা-নুগত স্বীয় জ্ঞান উন্নত করিয়া পৃথিবীর পরম মঙ্গল সাধন করিয়াছেন। আর যাহাবা দুর্জয়ীত হৃদয়ে আপনাদিগের নৃক্ষিকে স-ক্সপাক্ত-মঙ্গল মনে করিয়া নিমিষকৃত্বালে-চা বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহারা শান্তি-স্বরূপ আবহমান কাল সকল লোকের তিরস্কার-ভাজন হইয়া আসিতেছে। এই জন্যই বিজ্ঞানশাস্ত্র সম্বন্ধে একাল প-র্যন্ত সেমন বহুসংখ্যক মহান্ মহা প্রকা-শিত হইয়া মনুষ্যের মুখকে উজ্জ্বল ক-রিয়াছে, সেই কপ অগণ্য আশ্চর্য্যভ্রম জাল জ্ঞানাকালকে অঙ্গকারে প্রাক্কল করিয়াছে। প্রত্যুত পৃথিবীতে মনুষ্যাবিস্কৃত সভ্য সংখ্যা অধিক কি ভ্রমসংখ্যা অধিক তাহা সিদ্ধান্ত করা নিতান্ত সহজ নহে।

কথিত হইল আমরাদিগের জ্ঞানের নি-মিত্ত দ্বিপ্রকার উপায় প্রদত্ত হইয়াছে, শারীরিক প্রবৃত্তি এবং মানসিক প্রবৃত্তি, অথবা ইন্দ্রিয় দৃষ্টি এবং অন্তর্দৃষ্টি। এই উপায়দ্বয়মত্ত জ্ঞান দুইপ্রকার বিতক্ত হইতে পারে, পারিদর্শনিক জ্ঞান এবং নৈমিত্তিক জ্ঞান। বহির্বিষয় দর্শন করিয়া, পুরাতত্ত্ব পাঠ করিয়া, গুরুমুখে উপদেশ প্রবণ করিয়া যে জ্ঞান জন্মে তাহাকে পারি-দর্শনিক জ্ঞান কহা যাইতে পারে। এত-কার জ্ঞান উপার্জন করিতে মনোবৃত্তির তাদৃশ পরিচালনা হয় না, ইহা অপেক্ষা-

কৃত সুসাধ্য। পৃথিবীর ঘটনাবলী এবং পদার্থ-নিচয়ের অন্তিত্ব মাত্র অবগত হও-য়াই ইহার উদ্দেশ্য। চিরজীবন পরিভ্রম করিয়া পৃথিবীর পূর্বতন পণ্ডিতগণ জ্ঞান-বিষয়ে যত দূর উন্নতি সাধন করিতে না পারিয়াছিলেন, অতি সামান্য চেষ্টায় অতি অল্প কালের মধ্যে আমরা এ ক্ষেত্রে তাহা হইতে অনেক গুণে অধিক উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হই। মাহাত্মা বাদ, বা-ল্মীকি, শঙ্করাচার্য্য, সঙ্কেটিমাদি আশ্রুত্যা যত্ন করিয়া যত শিক্ষা না করিয়াছিলেন, বিংশ-তি বর্ষীয় বিশ্ববিদ্যালয়স্থ একজন যুবা শুদ্ধ পুস্তক পাঠে তাহা হইতে অনেক গুণে অধিক শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে। এবিধ জ্ঞানকে পারিদর্শনিক জ্ঞান কহা যায়।

কিন্তু এতদ্ব্যতিরেকে অপর একপ্র-কার জ্ঞান প্রাপ্য হয়। পদার্থ নিচয়ের অ-খবাব ঘটনাবলীর কেবল অন্তিত্ব মাত্র অবগত হইয়াই লোকে নিরস্ত হয় না, কিন্তু তাহার কারণ অনুসন্ধান করে। এই কপ কাবণ অনুসন্ধান কারবার ইচ্ছা বিবেচনা করিলে সকলের মধ্যেই লক্ষিত হয়, তবে যে, যে পরিমাণে জ্ঞানস্পৃহ, সে সেই পরিমাণে গুঢ় কারণের তত্ত্ব করিয়া থাকে। দৈবাৎ কোন শব্দ প্রবণ করিলে অজ্ঞান শিশু তা-হার কারণ জানিবার নিমিত্ত চতুর্দিকে দৃষ্টি-পাত করে, দৈবাৎ কোন আশ্চর্য্য ঘটনা দৃষ্টি করিলে প্রাপ্তবয়স্ক মনুষ্য তাহার কা-রণ জিজ্ঞাসা করে/এবং উন্নতজ্ঞান পণ্ডিত প্রাকৃতিক সকল বিষয়ে বিস্মিত হইয়া পদার্থমাত্রেরই কারণ অনুসন্ধান করেন। বস্তুতঃ কার্য্য দেখিলে তাহার কারণের প্রতি বিশ্বাস এবং তজ্জিজ্ঞাসা মনুষ্যের পক্ষে নিতান্ত স্বভাব-সিদ্ধ। কিন্তু বিশেষ বিশেষ কার্য্য দেখিলে তাহার বিশেষ বিশেষ কার-ণের প্রতি প্রত্যয় আছে বলিয়া যে আমরা

সকল কার্যের কারণ অবগত আছি বা হইতে পারি এমনত নহে। শুদ্ধ কারণ অনুসন্ধান করাই আমারদিগের স্বতাবগিচ্ছ। এই অনুসন্ধান দ্বারা স্বকীয় পরিশ্রমে আমরা যে জ্ঞান লাভ করি তাহারই নাম নৈমিত্তিক জ্ঞান। অতএব নৈমিত্তিক জ্ঞান কঠিন ও কষ্ট সাধ্য, ইহাতে মনোবৃত্তির বিশেষ পরিশ্রম হইয়া থাকে। স্বীয় যত্নে, স্বীয় চেষ্টায়, চির জীবনে যিনি বিদ্যামণ্ডলীস্থ একটা বিষয়েরও গূঢ় তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে সমর্থ হইয়েন, তিনি সহস্র পুস্তক অধ্যয়নাপেক্ষা অধিক কার্য সম্পন্ন করেন, তাহার দ্বারাই প্রকৃত জ্ঞানের উন্নতি হয়।

নৈমিত্তিক ঘটনা পরস্পরা অবলোকন ও তাহাদিগের তত্ত্ব নির্ণয়কে বিজ্ঞান শাস্ত্র কহে। বায়ু জগতে নিয়ত নানা প্রকার আশ্চর্য্য ব্যাপার দৃষ্ট হইতেছে। এই সমস্ত দৃষ্ট বিষয়কে উপযুক্ত মত বিভক্ত করিয়া যে যে কারণ সংযোগে তাহার নিস্পন্ন হইয়াছে তাহার নির্ণয় করাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান কহে। জগৎ মধ্যে যে সকল পদার্থ প্রত্যক্ষ হইতেছে তৎসমুদায়ই বিশেষ বিশেষ কার্য। কতকগুলি কারণের একত্র মিলন ও নির্গত সমষ্টি হইতেই তাহার উৎপন্ন হইয়া থাকে; সুতরাং এই সমস্ত কার্যের কারণ জিজ্ঞাসা ও নির্ণয় করিতে পারিলেই পদার্থ বিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি জন্মিল। আকাশ পথে দৃষ্টি করিলে ধূমকেতু, ইন্দ্রধনু, বা সূর্যাগ্রহণ দৃষ্ট হয়। কি কি কারণ সম্মিলনে ধূমকেতু ইন্দ্রধনু বা সূর্যাগ্রহণ দৃষ্টি গোচর হইল তাহার বিশেষ নিদর্শনকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান কহে। মনো বিজ্ঞানও সেই রূপ। মানুষের বিশেষ বিশেষ কার্য ও মনের গতি দেখিয়া কোন কোন প্রবৃত্তি এবং কি কি কারণ সংযোগে তদ্ভাবৎ উৎপন্ন হইতেছে, তাহার তত্ত্ব নির্ণয়কে

মনোবিজ্ঞান কহে। অতএব সম্যক্ রূপে ভৌতিক ও মানসিক কার্য নিত্যের কারণ নির্দেশ করার নাম বিজ্ঞান শাস্ত্র, বিজ্ঞান শাস্ত্রে যে জ্ঞান জন্মে তাহা নৈমিত্তিক জ্ঞান।*

পৃথিবীর সর্ব স্থানেই কার্য কারণ শৃঙ্খলা বর্তমান রহিয়াছে। যতই বিশা ব্যাপার পর্যালোচনা করি ততই প্রশস্য কার্য কারণ শৃঙ্খলায় উৎপন্ন করিতে থাকি। সমুদ্র গজ্জনে, বজ্র নিঘোষণে, ভূমিকম্পে, অগ্নেয় গিরি উল্কাবর্ষণে, সকলের মধ্যেই স্থির-চিন্তা বিজ্ঞানবিৎ ব্যক্তি কার্য কারণের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়েন। কিন্তু বিশ্বমতো যদিও বিশেষ বিশেষ কার্যের বিশেষ বিশেষ কারণ দৃষ্ট হইতেছে তথাপি এই সকল কারণই এক একটা কার্য মাত্র। বাহ্যিক আপাততঃ কারণ বলিয়া নির্দেশ করা হইতেছে বিবেচনা করিলে পর তাহাও কোন মহত্তর কারণের কার্য মাত্র প্রদীপমান হয়। তাহাই প্রকৃত কারণ নামের রীতা যাহা একশ্রেষ্ঠ, যাহা কাহার দ্বারা সৃষ্ট নহে। প্রকৃত কারণ সম্বন্ধেও সম্বাসক্তি। অগ্নি কারণ, পরমেশ্বর ভিন্ন অপর কেও কহিতে পারে না। এই মহাকারণ কেবল তাহারই মহৎ প্রকৃতি উপযুক্ত। যদ্যপি ক্রমাগত কারণ হইতে বস্তু নিষ্কাশিত করাই বিজ্ঞান শাস্ত্রের উদ্দেশ্য হয় তথাপি নিরন্তর ক্ষণেবৈর দিকে যাত্রা। পথ পরিষ্কার করিয়া দিতেছে। যিনিবল্লীল মনঃ জিজ্ঞাসু ভাগাশান ব্যক্তি এই রূপে কহেন, হইতে কারণোপরি আরোহণ করিয়া নমন

* Some of the definitions of philosophy, as the "science of the principles of things divine and human, and of the causes in which they are contained," "General science," "Science of all things by their causes," "Habits, and sciences of sufficient reason," "Philosophy," "The Science of the relations of all knowledge to the ends of human reason," "Kant's Philosophical knowledge is the knowledge of all things as dependent upon their causes," Sir William Hamilton.

ভুলোক ও ছুলোককে অতিক্রম কর্ত্ত প-
রিশেষে সেই মূল কারণ, সেই কারণের কা-
রণ স্বরূপ পরমেশ্বরের সম্মুখে উপনীত
হয়েন। অসংখ্য অনজ্ঞা কার্যাকারণ
আশ্রয়ে আবর্তিত হইয়া তিনি প্রজ্ঞন ভাবে
পৃথিবীর নক্ষত্র বিধাই নির্বাহ করিতেছেন।
আর মনেই কাঁচা কেবল তিনিই কারণ।
নিশ্চয়তঃ সোপান স্বরূপ, তিনিই জ্ঞাননি-
কেতন, অদ্বৈত নিকেতন। শূন্যোপরি উন্নত
শূন্য কারণ কারণে যেমন সজ্জারহন ইমিচল
আকাশকে ছেদ করত মিশ্রিত স্বৰ্ণেরাই
নিকে উন্নত রহিয়াছে, সেই রূপ অপারমীম
কাঁচা ব্যারণ রাসি উপস্থাপি 'অবস্থিতি
করিয়া প্রান্ত নির্যাস ভ্রামার মত অক্ষা-
করিয়া রহিয়াছে। সমস্ত সৃষ্টিকার্য্য অর্থা-
ভোজন ব্যতিরিক্ত বিশেষকণে উৎপাদিত মণ-
জ, ন কহা সূত্র অস্ত্রবিশিষ্ট নহুতোর পদাক
আপা সত্য নিত্যস্থি অস্তুত পদাহীতে পারে
নবমত মণি। নিত্য সত্যই মানব আশ্রয়ের
উৎকণ্ঠা, উল্টাই মানব-বিশ্বাসের উদ্দেশ্য।

এই পক্ষ জিজ্ঞাসু সরল লোকদিগের হৃদয়ে জ্ঞান ও পবিত্রতা প্রেরণ করেন। সকলেরই প্রাতি আশা দিগের বিশেষ অনুরোধ যে তাঁহারা দ্বারায় বাগাঁচড়। গ্রামে একটা বিদ্যালয় সংস্থাপন করিতে চেষ্টা করুন।

সিন্ধুরাপাণী নিবাসী মুক্ত শ্রীযুক্ত কাশীনাথ
মল্লিক মহাশয় হুড়া কালীন দেশ হিতার্থে পুণ
লক্ষ মুদ্রা দান করিয়া গিয়াছেন। এই অর্থ হইতে
ছুটীয়া সংকত বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইবে, অথায়
দ্রাঘতরা অবৈতনিক শিক্ষা ও পাঠ্যবস্তুর জ্ঞান
পোষণ অবধি প্রাপ্ত হইবে। আপনার কতকগুলি
অক্ষুণ্ণাদি দীন হীন ব্যক্তিও সময়ে সময়ে সাভাষা
লাভ করিবে। অপর্যায় শ্রীযুক্ত কাশীনাথ মল্লিক
মহাশয়ের এই মহৎকাণ্ডের জন্য সকলেরই কৃতজ্ঞ
হওয়া উচিত।

[illegible]

বর্জমান ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ উন্নতি হইতেছে।
তজন্ত ব্রাহ্ম মহাশয়েরা একটা লক্ষ্যনির্ধারণ সং-
স্থাপিত করিয়াছেন এবং প্রায় ন্যূন ন্যূন নিকটস্থ
গ্রামে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার মানসে গমন করিয়া
থাকেন। বোধহয় তাঁহাদিগের চেষ্টাতে ও যত্নে
বর্জমান নগরের অনেক উন্নতি হইবে।

মঙ্গল বিস্মতে অভ্যন্তরীণ জীবন-কল্যাণের
বক্ষণ উদ্দেশ্যে একটি সভা হইয়াছিল। তাহার
আমাদেগের স্বদেশস্ব-রূই ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।
স্বির হইয়াছে যে ইংলণ্ড হইতে কতকগুলি সুনি-
পুণা শিক্ষিকা বঙ্গদেশে আগমন করিবেন, এবং
সকল পরিবার দ্বারা আহৃত হইলে অতি সামান্য

বেতনে শিক্ষা প্রদান করিবেন। তাঁরতর্বির্বের উন্নতির জন্য বিদেশীয়েরা যতদূর চিন্তিত, নিবাসীরা ততদূর নহে।

বঙ্গীয় জীদিগের যেকোন পরিচ্ছদ তাহাতে প্রকাশ্যস্থলে গমন করা দূরে থাকুক, তাহারা স্বীয় স্বীয় পিতা ভ্রাতা ও অন্যান্য সম্পর্কীয় লোকদিগের নিকটে উপস্থিত হইতে সঙ্কুচিত হয়। জীলাদিগের স্বাধীনতা বিষয়ে বিশেষ কোন অনুষ্ঠান না করিয়া, বাহারা কেবল এক্ষণে বিমগ্ন গওগোল আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রতি নিবেদন যে প্রথমে তাঁহারা বিদেশীয় মহিলাদিগের পরিচ্ছদ পরিবর্তন বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হবেন। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সভারা, একদিনস উক্ত বিষয়ে অনেক বিনোদন প্রদিয়া পারশ্বের স্বীয় স্বীয় পরিবার মধ্যে অজ্ঞানদিগের পরিচ্ছদ পরিবর্তনে স্বরূপ ইচ্ছা করেন, কিন্তু এক্ষণে বঙ্গ জাবশ্যক তাহা নিশ্চয় হইলে বোধ হয় সকলেই তাহা নিজ নিজ আশ্রয়ে পরিচালিত করিবেন। পরিচ্ছদ বিষয়ে অন্যান্য দেশে অত্যন্ত সাধারণ প্রথা উদ্ভিত। আমরা যেমনমত যদি কোন বিশেষ জাতির প্রস্তর অনুসরণ করি তাহা হইবে কোন ক্ষণেই তাহা এমন মনোযোগে প্রচলিত হইবার সম্ভাবনা নাই, লোকের মধ্যে তাহা কেবল সাধারণ সমীপে উপস্থাপিত হইবে।

একদম বাসাবোধিনী পত্রিকা যে প্রকার সুচারুরূপে নিবৃত্তিত হইতেছে তাহাতে তাহা যে শীঘ্র বিশেষ উন্নতি লাভ করিবে এবং এতদ্ব্যতীত বাসাবোধিনী বিশেষ উপকার সাধন করিবে তাহাতে আমাদিগের সন্দেহ মাত্র নাই। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার গ্রাহক মহাশয়দিগের প্রতি নিবেদন যে যেমন তাঁহারা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পাঠ করিয়া নিজ নিজ আশ্রয় উন্নতি সাধন করিবেন, তেমন স্বীয় স্বীয় পরিবারস্থ অজ্ঞানদিগের উপকারের নিমিত্ত বাসাবোধিনী পত্রিকা গ্রহণ করেন।

আগামী ২১ আশ্বিন হালিমহর ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক সভা হইবে। কোন কোন ব্রাহ্মের অসদাচরণ প্রযুক্ত এবং উৎসাহী ব্রাহ্মদিগের বিদেশ গমন জন্য যদিও মধ্যে হালিমহর ব্রাহ্মসমাজ কিঞ্চিৎ দুর্বলপ্রায় হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে পরমেশ্বরের প্রসাদে তাহা একরূপ উন্নতি লাভ করিতেছে যে নিশ্চয়ই তদুদারা আমহ লোকদিগের সুখ মঙ্গল হইবে।

বেহাল ব্রাহ্মসমাজের অধীনে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারিণী নামী একটা সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। তাহাতে সাধারণ ব্রাহ্মদিগের মধ্যে বিশেষ রূপে

ব্রাহ্মধর্ম প্রচারিত হয় তাহাই এই সভার উদ্দেশ্য, ব্রাহ্মধর্ম প্রচারিণী সভার কার্যাবলি মহাশয়ের নিকট নিবেদন যে সভার কার্য প্রণালী অনুগ্রহ করিয়া বিশেষ রূপে সাধারণ লোকগণকে অবগত করেন।

বিগত ১৫ টি জাতি কোমন্সের ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় সাপ্তাহিক সভা ৩৩রা আগস্টে। শ্রদ্ধা হওয়া গেল তদুপলক্ষে অনেক দেশ সমাগত হইয়াছিলেন। কলিকাতার এক বাসিন্দার রাজসংবাদ পত্রে সভার কার্য বিশেষ রূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

আমরা শুভ হইয়াছি কাশী নগরে একটি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই নগরস্থ একজন ভদ্র বংশীয় ও বুদ্ধবিশিষ্ট ব্যক্তিই এবিষয়ে বিশেষ উৎসাহী। পৌত্তলিকতার নিগড় ভূমি সম কাশীপাশে যদি কিছু ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠিত হইত সমাজ হইত তবে কাশীর বিকাশ না হত যেমন যে ব্রাহ্মধর্ম একত্র ভারতবর্ষকে অধিকার করিবে।

আমরা শুভ হইয়াছি কাশী নগরে একটি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই নগরস্থ একজন ভদ্র বংশীয় ও বুদ্ধবিশিষ্ট ব্যক্তিই এবিষয়ে বিশেষ উৎসাহী। পৌত্তলিকতার নিগড় ভূমি সম কাশীপাশে যদি কিছু ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠিত হইত সমাজ হইত তবে কাশীর বিকাশ না হত যেমন যে ব্রাহ্মধর্ম একত্র ভারতবর্ষকে অধিকার করিবে।

আমরা শুভ হইয়াছি কাশী নগরে একটি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই নগরস্থ একজন ভদ্র বংশীয় ও বুদ্ধবিশিষ্ট ব্যক্তিই এবিষয়ে বিশেষ উৎসাহী। পৌত্তলিকতার নিগড় ভূমি সম কাশীপাশে যদি কিছু ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠিত হইত সমাজ হইত তবে কাশীর বিকাশ না হত যেমন যে ব্রাহ্মধর্ম একত্র ভারতবর্ষকে অধিকার করিবে।

আমরা শুভ হইয়াছি কাশী নগরে একটি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই নগরস্থ একজন ভদ্র বংশীয় ও বুদ্ধবিশিষ্ট ব্যক্তিই এবিষয়ে বিশেষ উৎসাহী। পৌত্তলিকতার নিগড় ভূমি সম কাশীপাশে যদি কিছু ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠিত হইত সমাজ হইত তবে কাশীর বিকাশ না হত যেমন যে ব্রাহ্মধর্ম একত্র ভারতবর্ষকে অধিকার করিবে।

যে যেমন পুরুষদিগের জন্য প্রকাশ্য স্থানে একটি ব্রাহ্মসমাজ আছে, সেই রূপ কোন একটি ভদ্র পরিবারে কিম্বা স্থানান্তরে স্ত্রীলোকদিগের হিতার্থে একটি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

নূতন গ্রন্থ প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি।

“বিবিধ পুস্তক প্রকাশিকা সাহিত্য-সংগ্রহ”
তৃতীয় সংখ্যা।

“মুসলমানদিগের অভ্যুদয়ের সংক্ষেপ বিবরণ।”
“দোশারাজ সংসারনের উপায়।”

বিস্তৃতিপত্র।

আগামী ২১ আষাঢ় প্রবিবার প্রাতঃকালে হালিসহর ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক সভা হইবে ব্রাহ্ম মহাশয়দিগের প্রতি নিবেদন যে তাঁহারা উক্ত দিবসে হালিসহর গ্রামে উপনীত করিয়া ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিবেন।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ১৭৮৬ শতাব্দি

কৈষ্ঠ মাসের আশ্ব বাস

বিবরণ।

ভাণ্ড	৩২২/৫
পত্রিকার হিত	৭১৮৭/০
	১১৪৫ ১/৩
বায়	৫৫১ ১/১৫
সম্পাদকের হস্ত	৫৯৪/১০
এতদ্বিম	
বাক্যের ব্যয়	১৬৮/৫
সেবা কাগজ	৫০০

ব্রাহ্মদিগের প্রতিজ্ঞাত সাপ্তাহিক দান।

শ্রীযুক্ত জয়গোপাল সেন	২৫
“ বৈকুণ্ঠনাথ সেন	২৫
“ দেবীনাথ বসু	১
“ গণেশচন্দ্র মজুমদার	১
“ চন্দ্রনাথ চন্দ্র	১
“ বাসুদেব চন্দ্র	১

“ নীলমণি চট্টোপাধ্যায়	১
“ কেশবলাল মল্লিক	১
“ নবিনচাঁদ বড়াল	১

৫৭

মাসিক দান।

শ্রীযুক্ত রাজা সভাশরণ ঘোষাল	৫০
“ যজ্ঞেশ্বর সিংহ	১২
“ কাম্বীপ্রসাদ ঘোষ	১২
“ জয়গোপাল সেন	২

৭৪

শুভকর্মের দান।

শ্রীযুক্ত রাজারাম মুখোপাধ্যায়	৮
“ হরগোবিন্দ চৌধুরি	১

৯

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত কালীকুমার দাস	১
---------------------------------	---

ব্রাহ্মধর্ম প্রচার জন্য দান।

শ্রীযুক্ত প্রমথকুমার সেন ও শুভ কো	১
“ জয়চন্দ্র মল্লিক	১০
“ গোপালচন্দ্র মল্লিক	১০

২১

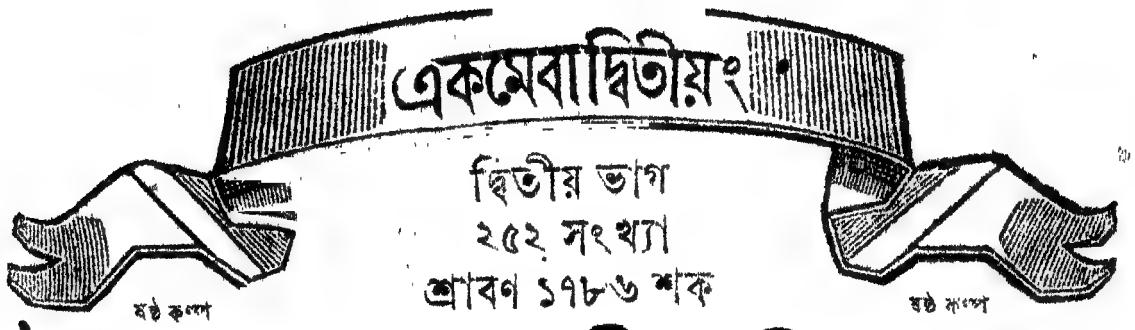
নিম্নলিখিত পত্র।

	পৃষ্ঠা
ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান	১২
প্রীতি-চিন্তা	৩৬
রাজ ভরদ্বাজ	৪০
মনোবিজ্ঞান	৪২
সংবাদ	৪৬
আশ্ব বাস বিবরণ	৪৮

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য নিকপণ।

অগ্রিম মূল্য (কলিকাতার জন্য)	৩
“ (মফস্বলের জন্য)	৩৫০
মাসিক মূল্য	১০/০
এক খণ্ড	১০/০

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কলিকাতা নগরে যোড়াসাঁওতে ব্রাহ্মসমাজের কাৰ্যালয় হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। ১৮ আষাঢ় ব্রহ্মসংক্রান্ত ১৯০১ কলিকাতা ৪২৭৫।



তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

প্রকাশক একনিমমগ্রআসীদ্বিতীয়ং কিস্কনাসীভদ্রিদং সর্বমসঙ্গং। তত্ত্ববোধিনীয়া জ্ঞানমনস্তত্ত্বশিখা অতঃস্মিতব্রহ্মবৈশ্বক-
মেবাদ্বিতীয়ং সর্বব্যাপি সর্বনিয়ন্ত, সর্বাস্বয়সর্ববিৎ সর্বশক্তিমানকল্পবস্তু ইত্যত্রোক্তিমানিতি। একমেবাদ্বিতীয়ং পাদমহা। যথা
ত্রিকটমহিবন্ধ স্তম্ভভবতি। তস্মিন প্রীতিপদা প্রিয়কাব্যাসাদনক তদুপাসনমহন।

ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান।



দ্বিতীয় প্রকরণ—একাদশ আদেশ।

১৮৩ শকের ১০ মাঘে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে

প্রধান আচার্য্য কর্তৃক

বিস্তৃত হয়।

ব্রহ্মতত্ত্বদুরমৃতান্তে ভবন্তি।

* ঈশ্বর আত্মার প্রাণ; তিনিই তাহার আলোক, তিনিই তাহার অমৃত। তাঁহার অভাবে আত্মা ক্ষুণ্ণিত্বহীন হইয়া বিষাদ-সাগরে মগ্ন হয়। তাঁহাকে দেখিয়াই আত্মা জীবন পায়, তাঁহাকে এক মাত্র গতি জানিয়াই সে নির্ভয় হয়। তিনি যখন আত্মাতে প্রকাশিত হন, তখন তাহা মধুময় হয়। সেই মধুময় আত্মা ঈশ্বরকে মধু-স্বরূপ রস-স্বরূপ দেখিয়া পরিতুষ্ট হয়। তিনি তাঁহার সেই মজল-কিরণে জগৎ সংসারকে উজ্জ্বল দেখেন। তাঁহার নিকটে পৃথিবী, নদী, সমুদ্র, চন্দ্র সূর্য্য, সকলি মধুময় হয়। সেই অমৃতের সঙ্গে যোগ করিয়া তিনি অমৃত লাভের প্রতি দ্বির নিশ্চয় থাকেন।

যে ব্যক্তি ঈশ্বর আত্মাতে পরমাত্মাকে দর্শন করে নাই, যে তাঁহা হইতে চির দিন বিপ্লবিত রহিল—যে তাঁহাকে প্রীতি দ্বারা পূজা না করিয়া, ইচ্ছা পূরক তাঁর কাষ্য সম্পন্ন না করিয়া, বিষয়-মেবাতেই জীবনকে ক্ষয় করিল; যিক্ তাঁর সেই জীবন। আর দুর্গতির আর অমৃত নাই—সে ক্লেশ হইতে ক্লেশ, দুর্ভিক্ষ হইতে দুর্ভিক্ষে, গণ নি-ক্ষেপ করে। এ প্রকার দীন দীন পশু-বৎ জীবনে কি প্রয়োজন। আপনার ক্ষম মলিন হৃদয় লইয়াই কি আপনারদের জীবন অবগান হইবে? চতুর্দিকে পাপ তাপ দুঃখ শোকের মধ্যে থাকিয়া বাদ সেই পবিত্র-স্বরূপের উপর নির্ভর করিতে না পারিলাম, তবে আর শান্তি কোথায় পাইব? আমারদের জন্য সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র আলোক বর্ষণ করিতেছে—বায়ু অবিজ্ঞানে বহমান হইয়া আমারদের জীবন রক্ষা করিতেছে—বুড়ি আমারদের জন্য মেদিনীকে উর্বর করিয়া আমারদের শরীর পোষণ করিতেছে—অজস্র কামনার বিষয়ে আমরা পরিবৃত্ত রহিয়াছি। এই সকল ভোগই কি আমারদের তাবৎ? ইহার মধ্যে কি

আমরা সর্ব-সুখদাতাকে কৃতজ্ঞতা উপহার দিতে পারিব না? যেমন এই পৃথিবী নিশেবে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া আলোক লাভ করিতেছে, আমরাও কি সেই রূপ অচেতন হইয়া তাঁহার অনন্ত কামনার বিষয়-সকল উপভোগ করিব? না আমারদের কণ্ঠ হইতে কৃতজ্ঞতা-ধ্বনি উথিত হইয়া নমস্ত জগৎকে ধনিত করিবে?

ঈশ্বর হঠাৎ বে বিচ্যুত রহিয়াছে, সে হৃদ্যর অতীত শক্তিকে—সেই মৃত-সঞ্জীবনী শক্তিকে আর হৃদয়ে অনুভব করিতে পারি না। সে অনুভবের অভাবে এই জগৎ সংসারকে শ্মশান-তুল্য বোধ করে। হৃদ্যর মূর্ত্তি দেখিয়া তাহার অনুভবের ভাব উদয় হয় না। সে শরীরের অস্তি চর্মা মাংসই দেখে—অন্তরের আত্মাকে দেখে না। তাহার নিকটে পর লোক প্রকাশ পায় না। সে মোহাক্ত হইয়া মনে করে, পৃথিবী পর্যা-স্রষ্টা জীবন—হৃদ্য হইল ভৌ শেষ চেষ্টা। সে পৃথিবীতে কখন-কখন পাপের জয় পরম্পর পরাভূত দেখিয়া ধর্মাবহ পরমেশ্বরের আশ্রয় ন্যায় মনে করিতে পাবে না। যেখানে পর্যাভূত সকল জুগের অবমান হইবে, যেখানে অন্যায় অত্যাচারের শাসন চলিবে, এমন স্থান সে দেখিতে পায় না। সুপ্রভাত নবুদন ঘটনা তাহার নিকট প্রহেলিকার মাত্র থাকে।

হৃদ্যর নিকটে কাহারো বিচার নাই—ধনী দরিদ্র, পাপী পুণ্যবান, সে সকলকেই বাক্রমণ করে। এখন যিনি স্বর্গ-পর্যাঙ্কে গমন করিতেছেন—যিনি বীণা বেণু মৃদঙ্গ ধনি শ্রবণ করিয়া মনে করিতেছেন, তাঁহার স্রবের আর বিরাম হইবে না। হৃদ্য এক সময় তাঁহার স্রবের শরীর হইতে সমস্ত আতরণ করণ করিবে। তিনি আশীর্বাদে শব হইয়া পড়িয়া থাকিবেন। তিনি যখন দ-

র্পণে আপনার সুন্দর মুখ দেখেন, তখন আর মনে করিতে পারেন না যে এই মুখ এক সময় জ্যোতিহীন প্রভাহীন হইয়া বা-ইবে। যদি কখনো হৃদ্যকে স্মরণ করিয়া আপনাকে জিজ্ঞাসা করেন, হৃদ্যই কি আমার শেষ? না হৃদ্যর পরে আর কিছু আছে? আপনার মোহ-মেঘাচ্ছন্ন আত্মা হইতে ইহার কোন উত্তর পান না। দিন দিন অপেক্ষা করেন, হৃদ্যর পর দেশে কি আছে তথাপি তাহার সংবাদ কেহ তাঁহাকে আনিয়া দেয় না। যদি কোন লোকের নিকট জানিতে যান, তবে কেহ বলেন, “চন্দ্রলোকে গিয়া পুণ্যের সমুদায় ফল ভোগ করিয়া পুনর্বার পৃথিবীতে আসিতে হইবে।” কেহ বলেন, “পুণ্যাত্মাকে তিনি অনন্ত স্বর্গ প্রদান করিবেন—পাপীকে অনন্ত নরক-যাতনায় দগ্ধ করিবেন।” ইহাতে তাঁহার ভয় যায় না। তিনি কোন কথা গ্রহণ করিবেন? কাহার বাক্যে বিশ্বাস করিবেন? আমারদের আত্মাতে যদি ঈশ্বরের আলোক প্রকাশ না পায়, যদি তাঁহার সঙ্গে যোগ না করি, তবে এই সংশয় অন্ধকার কিছুতে বিমোচন করিতে পারি না। কিন্তু যখন ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ নিবদ্ধ করি—যখন তাঁহার মঙ্গল ভাব হৃদয়ে প্রতিভাত হয়, তখন সংশয় অন্ধকার হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে না। তখন আপনাপনি বুঝিতে পারি, ঈশ্বরের সঙ্গে আমার যে যোগ তাহা চির কাল থাকিবে। তখন নিঃসংশয়ে বলিতে পারি ‘যএতদ্বিত্ত্বমুত্থান্তে ভবন্তি’ যাঁহারা এই পরমেশ্বরকে জানেন, যাঁহারা অমর হইবেন। যদিও হৃদ্যর পরে কি হইবে, তাহার সকল জানিতে না পারি; কিন্তু জানিতে পারি, আমরা ঈশ্বরেরই আশ্রয়ে থাকিব। এখানে যত জ্ঞান, যত ধর্ম, যত এীতি উপার্জন করিব; তদনুসারে

উন্নত লোকে গিয়া উন্নত হইব। যদি আমরা কুটিল পাপে বিরক্ত হইয়া এবং ঈশ্বরের শরণাপন্ন না হইয়া ইহা লোক হইতে অবস্থত হই, তবে আমাদের নিঃসংশয় অধোগতি হইবে; কিন্তু সেখানে তাঁহার ন্যায়-দণ্ড ভোগ করিয়া পরিশুদ্ধ হইয়া পুনর্বার তাঁহার সৎপথে ফিরিয়া আসিব। অনন্ত মঙ্গলের রাজ্যে অনন্ত নরক নাই; যিনি আমাদের পরম পিতা, যিনি ইহারই জন্য শাস্তি দেন যে আমরা তাঁহার পথে ফিরিয়া আসি; তিনি কি পাপীকে অনন্ত নরকে দণ্ড করিবেন? ইহা যদি সত্য হয়, তবে আর সকলি নিখা। সেই মঙ্গল-স্বরূপের উপর যখন আমাদের বিশ্বাস যায়, তখন মনে করিতে পারি না যে তিনি পাপের জয় করিবেন—অনন্তের জয় করিবেন—নরকামিকে অনন্ত কাল জ্বলিতে দিবেন। যদিও চতুর্দিকে রোগ শোক পাপ তাপ দেখিয়া তাহার অর্থ বুঝিতে না পারি, কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানি যে ঈশ্বর তাঁহার সংসারকে বিনষ্ট হইতে দিবেন না। তিনি সচ্চর উপায় দ্বারা মঙ্গলেরই জয় করিবেন। তাঁহার সংসারের একটি প্রাণীকেও তিনি পরিত্যাগ করিবেন না। তিনি সকলকে উন্নতি হইতে উন্নতিতে লইয়া যাইবেন। পাপীকে চূর্ণ ক্রেশ দণ্ড দিয়া—পুণ্যবানকে আনন্দের উপর আনন্দে প্রাবিত করিয়া, আপনার দিকেই আকর্ষণ করিবেন।

এই প্রকার, ঈশ্বরের সঙ্গে যিনি আশ্রয় যোগ করেন, তিনি কালের হস্ত দেখিয়া ভীত হন না। ঈশ্বরের আলোক বাঁহার হৃদয়ে আশ্রয়ের দীপ হইয়া প্রজ্জ্বলিত হয়, তিনি সেই আলোকে সকল দর্শন করেন। তিনি তাঁহার পরম গতি চরম গতিকে দেখিয়া ভয়-শূন্য হন। প-

কিরা যেমন অরণ্যে গিয়া আপন আপন মনের উল্লাসে মগ্নরূপ করে, তিনি সেই রূপ শরীর-পিঞ্জর হইতে মুক্ত হইয়া ঈশ্বরের নিকট যাইবার অভিলাষ করেন। ঈশ্বরের উজ্জ্বল মুখ দেখিয়া তাঁহার জ্ঞান উজ্জ্বল হয়। বে আলোক তাঁহার হৃদয়ে প্রজ্জ্বলিত হয়, তাহাতে তিনি মৃত্যুর পর পার জ্যোতির্ময় ব্রহ্ম-ধাম দেখিতে পান। ঈশ্বরকে পাইয়া তিনি সকল অন্ধকারের আলোক পান। শত শত গ্রন্থ পাঠ করিলে—শত শত ব্যক্তির উপদেশ শ্রবণ করিলে যে বিশ্বাস না হয়, এক বার ঈশ্বরের আলোক দেখিলে পাইলে আমাদের চক্ষু উন্মালন হয়। এক বার তাঁহার অমৃত-রসের আশ্বাদন পাইলে; রাশি রাশি গরল ধ্বংস হয়। ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ করিলেই আমরা মুক্তির পূর্ণভাস পাই। যিনি এক বার পরমাত্মাকে দেখিতে পান, দিন দিন তাঁহাকে অধিক দেখিতে পাইবেন, এই আশাতে তিনি উৎকল খা-কেন। বিপদ তাঁহার নিকট সম্পদ তুল্য হয়—মৃত্যু অমৃতের সোপান হয়। যিনি পর লোকের প্রতি সংশয়-শূন্য হইতে চাহেন, তাঁহাকে এই মাত্র বলিতে পারি যে পবিত্র হৃদয়ে ঈশ্বরের নিকটে গমন কর। তাঁহার মঙ্গল মূর্তি দৃষ্ট কর, অবশ্যই সংশয়-শূন্য হইবে। “ভিত্তিতে হৃদয়গ্র-হিষ্টিদান্তে সর্বসংশয়ঃ।” তাঁহাকে দেখিলে “হৃদয়ের গ্রহি ভগ্ন হয়, সকল সংশয় ছিন্ন হয়।” আমরা যদি গাপেতে কলহিত হই, তথাপি আমরা নিরাশ হই না। আমরা অনুতাপিত হৃদয়ে তাঁহার শরণাপন্ন হইলেই তিনি আমাদের দিকে গ্রহণ করেন। তাঁহার ইচ্ছা এই যে আমরা পাপ তাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করি। আমরা যদি আপনার ইচ্ছাতেই পাপ তাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার নিমিত্তে তাঁহার শরণাপন্ন

হই, তবে সে ইচ্ছা পূর্ণ হইবে না তো। অল্প কোন্ ইচ্ছা পূর্ণ হইবে; তাঁহার শরণাপন্ন হইলে তিনি আমারদিগকে অভয় প্রদান করিয়া বলেন “বৎস ভীত হইও না—আমি তোমাকে গ্রহণ করিব।” তাঁহার অভয়-দ্বারে গেলে তিনি আমারদিগকে দর করিয়া দেন না। এই পৃথিবীতেই হউক, অন্যত্রই হউক, যখন যে অবস্থাতে আমরা তাঁহার শরণাপন্ন হইতে যাইব, তখনই আমারদের সম্ভাষণের মার্জনা করিয়া আপন আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করিবেন। “পাপী তুমি মাধু অমাধু দিবেন সব্বারে মঙ্গল-ছায়া—কেবা জানে কত সুখ রত্ন দিবেন শান্তা লয়ে তাঁর অমৃত নিকেতনে।”

হে পরমাত্মন! তুমি আমারদের সকলকে তোমার আশ্রিত করিয়া তোমাকে প্রীতি ও তোমার কার্য্য করিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছ। আমরা এখান হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া ক্রমে ক্রমে উন্নত লোকে গিয়া তোমার আভিযুগে অগ্রসর হইব। যে অমূল্য শাস্ত্র ও সুখ তুমি আমারদের জন্য মণ্ডিত করিয়াছ, আমরা যেন আপনার দোষে তাহা হইতে বঞ্চিত না হই। আমারদের আত্মাকে উন্নত ও পবিত্র করিয়া যেন তোমারই পদতলে ক্লানিসারক্ষা করিতে পারি। তুমি আমারদিগকে যে সকল অমূল্য অধিকার দিয়াছ, তাহা যেন তোমারই হস্তে প্রতাপণ করিতে পারি। তুমি সহায় না হইলে আমরা আপনার যত্নে কিছুই করিতে পারি না; অতএব তোমার অক্ষয় সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি, তুমি আমারদিগকে তোমার অমৃত পথে লইয়া যাও।

ঐকমেবাস্বিতীয়া

আত্মচিন্তা।

“যত দিন পৃথিবীতে জীবিত থাকিব তত দিনই অল্পে অল্পে ধর্ম সঞ্চয় করিতে হইবে। সাংসারিক অবস্থা যতই মন্দ হউক না কেন কোন ক্রমেই শ্রাণ সম্বন্ধে কর্তব্য সাধনে উদাসীন থাকিতে পারিব না। ঈশ্বরই জীবনের উদ্দেশ্য, ঈশ্বরই জীবনের সুখ-নিকেতন, যতইকাল অতিবাহিত হইবে তত তাঁহারই দিকে অগ্রসর হইব এই আমার আশা। তবে কি জন্য তাঁহা হইতে বঞ্চিত রহিয়াছি, তাঁহা হইতে বঞ্চিত থাকিয়া কি প্রকারে জীবন-ভার সহ্য করিব? এই পৃথিবীর সকল বস্তু চির কাল সমান রহিয়াছে। বিংশতি সহস্র বৎসর পূর্বে এখানে যে রূপ দোন্দর্য্য সহকারে সূর্য্যের উদয়ান্ত হইত এখনও সেই রূপ হইতেছে, যে রূপ শোভা সহকারে বিংশতি সহস্র বৎসর পূর্বে চন্দ্র নক্ষত্র নিশান্দ নিশীথ সময়ে গগণ মণ্ডলে বিচরণ করিত এখনও সেই রূপ করিতেছে, যে রূপ সূর্যের মণ্ডিত আমাদিগের পূর্ব পুরুষগণ জনক জননী ও প্রিয় জনের স্নেহ লাভ করিতেন আমরাও সেই রূপ করিতেছি। কিন্তু ঈশ্বর ভিন্ন এই পৃথিবীর সকলই শূন্য শোভা হীন, সকলই অন্ধকার ও বিষন্ন দেখায়। হা কি প্রকারে তাঁহার সহিত পুনর্জ্বলন হইবে?” একবার যে তাঁহাকে জ্ঞান-চক্ষুতে প্রীতি-চক্ষুতে দৃষ্টি করিয়াছে, তাঁহার অদর্শনে তাহার পক্ষে এই রূপ বিলাপ-উক্তি করা নিতান্ত অস্বাভাবিক নহে

কিন্তু প্রতি নিরন্তরই কত প্রকারে আমরা তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইতেছি। কত বার ক্রম-বশতঃ ধর্ম উপাঙ্গনে বিরত ও বিকল-বস্ত্র হইতেছি! অনুসন্ধান করিলে

এবং প্রকার ছুরবস্ত্রার কারণে আত্ম-
অভাব তিন্ন আর কিছুই এতীত হয় না।
সকল বস্তুর মূতনতা এবং পুরাতনতা আছে।
প্রথমে যখন পাপ-পঙ্খ-গামী মনুষ্যের মনে
ধর্মের সৌন্দর্য্য এবং পাপের কদর্য্যতা
প্রকাশ পায় তখন সে অতি আগ্রহ পূর্ব্বক
ধর্ম্মকে অবলম্বন করে, এবং সেই ধর্ম্মকে
প্রতিপালন করিতে শরীর মনের সমস্ত
শক্তিকে নিয়োগ করে। এই জন্য কিছু
হয় যে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া প্রথমতঃ ব্রা-
হ্মেরা তাহার আদেশ পালনে যৎপরোনাস্তি
যত্ন করিয়া থাকেন, এবং পিতা মাতা ও
গুরুজনের অনুরোধ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ ক-
রিয়। কেবল ঈশ্বরেরই পথে অগ্রসর হওয়া
জীবনের মাত্র কর্ম্ম বিবেচনা করেন। কিন্তু
আত্ম-চিন্তার বিরহে, এবং আত্মার গূঢ় অ-
ভাব সকলের অজ্ঞানতা জন্য, কিছু দিন পরে
এই উৎসাহ এই আগ্রহ শীতল হইয়া যায়,
ধর্ম্মের শোভা পুরাতন ও বিলুপ্ত হইয়া আ-
ইসে, এবং নব সৌন্দর্য্য সহকারে সাংসা-
রিকতা স্বীয় সুখ-সম্পদ আমাদিগের হৃদয়-
নয়নের সমক্ষে প্রকাশ করে। মন বিমো-
চিত হইয়া যায়, ঈশ্বরকে বিন্মুত হয়,
ধর্ম্মের প্রতি অন্ধ হয়, পরলোকের প্রতি
সন্দেহ হয়, এবং অশঙ্কুচিত চিন্তে সর্ব্ব-
সাক্ষী পরমেশ্বরের সমক্ষে যথেষ্টাচারে
প্রবৃত্ত হয়। অনুশোচনা ও আত্মগোপন আ-
ইসে, মূতন মূতন সুখানুধাবন উল্লাসে
তাহারা পরাক্রান্ত হয়, এবং ক্রমশই হৃদয়
অধোগামী হইতে থাকে। ধর্ম্ম-চিন্তা ক্লেশ-
কর ও রসহীন হইয়া পড়ে, ক্রমে ক্রমে
গাভীর্ষ্য পরিত্যক্ত হয়, পর-নিন্দার আ-
জ্ঞাদ জন্মে, মানাপ্রকার কৌতুক-রহস্য
সদালাপ ও ব্রজালোচনার পদে অধিষ্ঠিত
হয়, সত্যের প্রতি আস্থা তিরোহিত হইতে
থাকে, এবং বন্ধুদিগের মানস বিনোদন

উদ্দেশ্যে অনৃত বিভৎস ভাষা পর্য্যন্ত সময়ে
সময়ে আনন্দনীয় হইয়া উঠে। যাহার
চরিত্র স্বভাবতঃ যে সকল দোষ-সম্পন্ন
তাহার কার্য্যে সেই দোষগুলি একে একে
দুর্জি-গোচর হইতে থাকে, এবং লজ্জা,
ভয়, অনুরোধ, ভক্তি, প্রজ্ঞা, আরুত-বদনে
একে একে প্রস্থান করে। যে গর্ব্বিত,
ধনাভিমান, বিদ্যাভিমান, কুলাভিমান
ক্ষীত, সে কিছু দিন ধর্ম্মের তাড়নে কণ্ঠে
ক্লেশে স্বীয় কুস্বভাবজাত অহঙ্কার ধমন
করিয়। এগন নির্ভয়ে বিস্ফারিত বক্ষে লো-
কের পৃষ্ঠে পদাঘাত করিয়া চলিয়া যায়;
যে ধন লোভী, সে ধর্ম্মের প্রতি বৈরাগ্য
অবলম্বন করিয়া কেবল নগ্নের অনুগমনে
ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে, এবং যে ইন্দ্রিয়-প্রিয়,
সে ইন্দ্রিয়ের সেবায় উন্নত হইয়া মান ম-
র্যাদা ধর্ম্ম অর্থমোক সকলই বিনস্জ্ঞান দেয়।
কিন্তু ইহাদের মধ্যে সকলেই যে এক কালে
ঈশ্বরের নাম ও ধর্ম্মের উল্লেখ পর্য্যন্ত পরি-
ত্যাগ করিয়াছে, কি সবলতায় ও সাধু
ব্যবহারে এক কালে জলাঞ্জলি দিয়া কপ-
টাচরণে ও অসদ্ব্যবহারে সমস্ত শরীর মনকে
নিযুক্ত করিয়াছে এমন নহে। উন্নতি ও আ-
ত্মোৎকর্ষণের যে রূপ সোপান আছে, পাপ
ও আত্ম-বিকর্ষণেরও তদ্রূপ সোপান আছে।
যেমন ছুরবস্ত্র হইতে এক কালে আত্মোন্ন-
তির শিখর-দেশে উত্থান করিতে পারা যায়
না, বহু আয়াসে ক্রমে ক্রমে আরোহণ
করিতে হয়, সেই রূপ এক বার উন্নতি লাভ
করিয়। এক কালে অধর্ম্ম দুর্গতির অধস্তন
হুদে অবতরণ করা যায় না, ক্রমে ক্রমে
নিম্নগামী হইতে হয়। বিখ্যাত লব্ধ অত্যাচ্ছ
অধিতাকা-ভূমির প্রান্তর-বাণীত অগ্রভাগে
দণ্ডায়মান হইয়া বহু দূরে নিম্নস্থিত প্রান্তরে
অধঃপতিত হইয়া চূর্ণ হইতে কাহার হৃদয় না
ভয়ে বিকম্পিত হয়? অদ্যাবধি যাহারা

দুর্গতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত না হইয়াছেন, অদ্যাবধি বাঁহাদিগের চিন্তে ধর্ম লাভ করিবার উচ্ছাস লেশ মাত্র অবশিষ্ট। কথিত আছে, তাঁহারা অবশ্য জ্বলন্ত বন্ধু-বাক্য কণ্ঠে অবলম্বন করিবেন না। এবং যেখান হইতে ধর্মোপদেশ লব্ধ হউক না কেন তাহা গ্রহণ করিয়া মনুষ্য জীবনের মহত্ব লাভ করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই পৃথিবী পরীক্ষার স্থান। এখানকার বিষ বিপত্তি ঈশ্বর প্রেরিত। সেই বিষ বিপত্তি সত্ত্বে বাঁহারা যে পরিমাণে কর্তব্য কর্মসাধন করিতে পারিবেন, সেই পরিমাণে তাঁহারা পরলোকে অতুলা শাস্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন। পরমেশ্বর স্বীয় অপরিমিত করুণাশ্রুতি মনুষ্যকে ধর্ম সাধনের অধিকারী করিয়াছেন। কিন্তু পাছে তাহার গৌরব ও মহত্ব লঘীমান হয়, এই জন্য সেই ধর্মকে কষ্টসাধ্য তুলিত ও বহু-প্রলোভনে বেধনীয় করিয়াছেন। মনুষ্যের স্বভাব এক্ষণে স্তম্ভিত হইয়াছে কে ধর্ম বা অধর্মকে অবলম্বন করা তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণরূপে স্বেচ্ছাধীন। মনুষ্য যেমন সন্তান দেখিলে তাহার অন্তর্ভুক্ত আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য মুগ্ধ করেন, এবং যত দূর সাধ্য তাহার অনুকরণ করিতে ক্ষণকালের জন্যও উৎসুক করেন, সেই রূপ পাপকাঁচা ও অপরিপুষ্ট স্তম্ভিত-ভোগ সন্দর্শনে তাঁহার পক্ষ প্রকৃতি উত্তেজিত হয়, তিনি বিষম মোহে মুগ্ধ হইয়া স্বীয় দেবতাবকে উৎসন্ন করিতে সহজেই প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। বাস্তবিক পাপাচার করবার ক্ষমতা আছে বলিয়াই ধর্মোৎসাহ তাঁহার সমক্ষে বিশেষ আকর্ষণীয় ও পুণ্যসাধনের উপযুক্ত। ইশ্বর ধর্মের প্রবর্তক। মনুষ্যকে কেবল সাধুরূপে ভূষিত করিয়াই ক্ষান্ত না থাকিয়া তিনি স্বয়ং তাহাকে সত্য ধর্মের পথ প্রদর্শন করিতেছেন। সেই

পথ বর্ণন করিয়া একই তদবলম্বন-জনিত বিস্তৃত আনন্দ উপভোগ করিয়াও যদি কেহ মুক্ততা বশতঃ তাহাকে পরিত্যাগ করে তবে তাহার অপরাধ সম্পূর্ণরূপে তাহাকে ভিন্ন আর কাহাকে অর্শিতে পারে? যে সত্য ধর্ম অবলম্বন করিয়া তাহাকে সামান্য আশ্রয়-সাধ্য মনে করে এবং বহির্বিশ্বেরই নিমগ্ন হইয়া আত্মাকে নৈসর্গিক গতিতে ঈশ্বরের দিক্‌গমন করিতে আদেশ দেয় সেই অলস কাপুরুষের ভ্রমের সীমা নাই। শুভ ক্ষণে পরমেশ্বর মনুষ্য-হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া ধর্মসাধনের উপায় ও আনন্দ নির্দেশ করত অন্তর্হত করেন, এবং স্নেহভরে অলক্ষিত রূপে সেই পথে তাহার পদচারণ নিরীক্ষণ করেন, যত বার সে তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে তত বার তাহা প্রদান করেন। কিন্তু ইচ্ছা প্রতিজ্ঞা এবং ধর্ম সাধনোপযোগী আত্ম-পরিপূর্ণতা সমাক্ষেপে মনুষ্যের স্বাধীনতা-সম্বৃত। আত্মচিন্তা করিয়া আপনার দোষ-সমূহ অবগত হইতে হইবে, কেবল সজ্জন-সঙ্গে ও উপাসনা-গৃহে গমন করিলে হইবে না। যে আত্মচিন্তা-বিরহিত হইয়া সাধু-সঙ্গে গমন করে, সে তত্রস্থ বাহ্যিক ক্রীড়া কৌতুকে সংসক্ত থাকে এবং সাধু সঙ্গকে অসাধু সঙ্গেরূপে পরিণত করে। এই প্রকারে তাহা দ্বারা সজ্জনদিগের চরিত্র পর্য্যন্ত দূষিত হয়। যদি পরমেশ্বরের দিকে গমন করিবার ইচ্ছা থাকে নিয়তই আত্মচিন্তা ও আত্মানুসন্ধানের প্রবৃত্তি হও, আপনার অতাব-সকল আপনার দোষ-সকল বর্ণন করিয়া অকপট চিন্তে তাঁহার নিকট প্রার্থনা কর, সাধুদিগের উপদেশ গ্রহণ কর, এবং সদ্‌কীর্ন্তের অনুকরণ কর। জীবনের সকল কালই অতিভর কর। যদি অত্যন্ত সাবধানতা পূর্বক সর্বদা আত্মাকে না রক্ষা কর, এবং সর্বদাই যদি তাহার বর্জনশীল প্রবৃত্তি-

নিচয়কে অনুসন্ধান ও সংশোধন নিয়োগ না কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আত্মা গুচরূপে সামান্যিক অবস্থায় প্রাপ্ত হইবে, এবং এমত সময়ে নিজ প্রকৃতি প্রদর্শন করিবে যখন চরিত্রসংশোধন চেষ্টাবহিত হইয়া গিয়াছে। কারণ মানুষ যখন যে অবস্থায় অবস্থিত করে তখন আপনার প্রকৃতিকে সম্পূর্ণরূপে তাহার উপযোগী করিয়া লয়, এবং পরিণত প্রকৃতি পরিশুদ্ধ করা তাহার পক্ষে নিতান্ত দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। অতএব উপযুক্ত সময়ে আত্মচিন্তা দ্বারা চরিত্র সংশোধন করিবে, এবং মনকে যথেষ্টে উন্নত করিবে, আত্মচিন্তা না থাকিলে অরক্ষিত গৃহের ন্যায় হৃদয়ে বহু প্রকার গাপ-তফর প্রবেশ করে, এবং অমূল্য ধর্ম-রত্নকে অচিরে অজ্ঞাতসারে অপহরণ করে।

সম্পূর্ণরূপে আত্মচিন্তা হৃদয়ে বর্তমান না থাকিলে, কোন মতেই উপযুক্ত উপাসনা সম্ভবিত হয় না। আমরাদিগের উপস্থিত দুর্ব্যবহার একটি প্রধান কারণ অনুপযুক্ত ঈশ্বরোপাসনা। যদি প্রতিদিন হৃদয়ের অভাব জানিয়া সমান প্রজ্ঞা ভক্তি ও বিনয় সহকারে পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের উন্নতির সীমা থাকে না। কিন্তু উপাসনাগৃহে গমন করিয়া কি অভাবের জন্য প্রার্থনা করিব তাহা না জানিলে কি প্রকারে প্রার্থনা সম্ভবে? ঈশ্বরের জ্ঞান প্রীতি মঙ্গলভাব না অনুভব করিলে কি প্রকারে তাঁহার প্রতি প্রজ্ঞা ও কৃতজ্ঞতা উদ্ভূত হইতে পারে? অতএব যদি ঈশ্বর-অভাবে ব্যাকুল হইয়া থাক, যদি তাঁহাকে লাভ করিবার একান্ত বাসনা হইয়া থাকে, তবে মরল হৃদয়ে আপনার আত্মাকে অনুসন্ধান কর, রাশি রাশি গোপের জন্য অনুতপ্ত হইয়া বিদ্যাদ্রুপ

লোচনে তব হৃদয়ে তাঁহার নিকট প্রার্থনা কর, তিনি তোমার হৃদয়কে কৃতজ্ঞতা ও প্রজ্ঞাতে পরিপূর্ণ করিবেন, তোমার অপরাধ মার্জনা করিবেন, তোমার দূষিত চরিত্রকে সংশোধন করিবেন।

গুরু জনের প্রতি প্রজ্ঞা ও কৃতজ্ঞতা না থাকা আত্ম-বিশুদ্ধির কার্য্য। যে আপনার দোষ না দেখে সেই পরের দোষ অনুসন্ধান করে। আমরা নিজে যাহা মনে করি তাহা অজ্ঞাত নহে। জগতের আর সকলে আমাদের সংকল্পানুযায়ী কার্য্য করে না বলিয়া তাহার অবিশুদ্ধ চরিত্র নহে। আমরাদিগের স্বীয় অপরাধের সংখ্যা এত যে তৎ সমুদায় পরিশোধন করিতে গেলে আর কাহারও দোষানুসন্ধান বা দোষ কীর্তন করিবার অবকাশ থাকে না, এবং সেই ফলে দোষের প্রতি যথোচিত ঘৃণা থাকিলে অপর কাহারও দোষকে দোষ বলিয়াই বোধ হয় না। যদি সকল ত্রাণ আত্মচিন্তা-পরায়ণ হইয়া স্বীয় স্বীয় দোষ সমাক্রমণ সংশোধন করত ত্রাণধর্মের প্রমত্তি চেষ্টা করিতেন তাহা হইলে এত দিনে তাঁহাদিগের আত্মা কতদূর সমগতি প্রাপ্ত হইত এবং ত্রাণধর্মের মুখ কতদূর উজ্জ্বল হইত। বিনীত ভাবে করযোড়ে সকল ত্রাণ জাতীগণের প্রতি আমরাদিগের নিবেদন যে তাহার প্রতিনিয়ত যেন আত্মচিন্তা দ্বারা আপনাদিগের হৃদয়ের বহু অভাব দূর করেন, এবং যে সমস্ত চরিত্রগত দোষ ও অসম্পূর্ণতা জন্য ত্রাণধর্মের প্রকৃত মহত্ত্ব হৃদয়-মধ্যে উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না, ঈশ্বর-প্রসাদে তাহা হইতে অচিরে মুক্ত হইতে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করেন। মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বর আমাদের মধ্য হইতে ঘেব, হিংসা, অহঙ্কার, পর-নিন্দা ও কপটতাকে বিদূরিত করুন এবং আমরা যেন পুণ্যের পবিত্রতা ও অমৃতত্ব

অবিলম্বে লাভ করিয়া সমস্ত পৃথিবীময় ত্রাণ
ধর্মকে ব্যাপ্ত করিতে সচেষ্ট হই।

—o—

মনোবিজ্ঞান।

মনোবিজ্ঞানের প্রকৃতি, আবশ্যকতা, মহত্ব, কার্য ও উদ্দেশ্য-বিষয়ে আমরা দিগের সাধারণ মতামত পাঠকবর্গ সমীপে যথা-যথ প্রকাশিত হইল; আমরা দিগের চেষ্টা কত দূর ফলবর্তী হইয়াছে বলিতে পারি না। মন অতীন্দ্রিয়, দৃষ্টির বহির্ভূত পদার্থ, তৎ সম্বন্ধীয় কোন ভাব, কোন গুণ, বা কোন ঘটনা, শারীরিক শক্তির ক্রিয়া দ্বারা কিছু মাত্র অনুভূত হয় না। কঠোর, একাগ্র, এবং অবিশ্রান্ত চিন্তা ও আত্মদৃষ্টি দ্বারা তাহার তত্ত্ব নির্ণয় করিতে হয়। সেই রূপ চিন্তা ও সেই রূপ আত্ম দৃষ্টি সহকারে আত্মার প্রবৃত্তি শক্তি ভাব নিয়ম ও উদ্দেশ্য নির্ণয় করাই মনোবিজ্ঞানের প্রকৃতি। মন বিশ্ব জগতের মধ্যবিন্দু এবং মনোবিজ্ঞান জ্ঞান-রাজ্যের রাজধানী-স্বরূপ। সমস্ত হৃদয়-পরিধি প্রদীপ্ত করিয়া ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত নিয়ম কোশল ও সৌন্দর্য্য হৃদয়ঙ্গম করণার্থে মনের মধ্যেই প্রবেশ করিতে হয়, কারণ মনুষ্য স্বয়ংক্রিয় এতদভাবেই মনের প্রবৃত্তি-সাপেক্ষ।

অপিচ চিন্তাশক্তির কার্য্য একপ অ-দ্ব্যতমে যে যত অধিক পরিমাণে এক বিষয়ে তাহা পরিচালিত হইবে, তত অধিক পরিমাণে সর্ববিষয়ক জ্ঞান উপার্জন করিতে মনকে প্রবৃত্ত প্রস্তুত ও সমর্থ করিবে। মনোবিজ্ঞান আলোচনায় যেমন চিন্তা-শক্তির পরিচালন হয় এমত আর কিছুতেই নহে, সেই জন্য আত্মজ্ঞানই সকল জ্ঞানের উপায়। বিশেষতঃ যে শাস্ত্রই অনুপ্রাণিত হউক মনের প্রবৃত্তি ও কার্য্য ভিন্ন

কোন ক্রমেই তাহাকে সুস্থাপত্তি জন্মে না, তবে যে বিদ্যা মনের তত্ত্ব নিদর্শন করে তাহা যে সর্বোপেক্ষ মহৎ তাহাতে আর সন্দেহ কি? মনোবিজ্ঞানের দ্বারা যে অন্যান্য শাস্ত্রাত্ম্যের সৌকর্য্য হয় ইহা তাহার আপেক্ষিক মহত্ব; আর মনোবিজ্ঞানের দ্বারা যে মনের স্বতন্ত্র উন্নতি জন্মে ইহা তাহার স্বতন্ত্র মহত্ব।

অধিকন্তু ঈশ্বরজ্ঞান যে রূপ উজ্জ্বলতা সহকারে মনোঙ্গগতে লব্ধ হয় সে প্রকার অন্য কোথাও হয় না। পৃথিবী মধ্যে জ্ঞান প্রীতি পবিত্রতার সর্ব শ্রেষ্ঠ প্রতিরূপ মনুষ্যের আত্মা। যাহারা আপনাদিগের আত্মার মহত্ত্বাব না জানিয়া পাপাচরণ করে তাহারা পরমেশ্বরের স্বরূপের অগৌরব করে, এবং যাহারা আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়া নিয়ত জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করে তাহার ধর্মের পথ উজ্জ্বল করে এবং ঈশ্বর স্বরূপের উজ্জ্বল পরিচয় প্রদান করে। অতএব সে বিদ্যা দ্বারা সেই আত্ম-তত্ত্ব ও আত্মানুসন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার আবশ্যকতার, তাহার মহত্বের কি সীমা আছে?

দ্রষ্টব্য বিষয়ের কারণ অনুসন্ধান করাই বিজ্ঞানের কার্য্য। পৃথিবী জড় ও জীবন-বিহীন পদার্থ। মনুষ্যের মনই তাহার অন্তর্গত কার্য্য কারণ শৃঙ্খলা অনুভব করে, এবং স্বীয় স্বভাব অনুসারে কারণের পর কারণ অনুসন্ধান করিতে থাকে। এই প্রকারে উপর্য্যুপরি কারণ শৃঙ্খলায় উত্থান করিতে করিতে পরিশেষে সর্বোপরি সেই কারণের কারণ, সেই আদি কারণ স্বরূপ পরমেশ্বরের উজ্জ্বল মুখ দেখিতে পায়। বিশ্ব মণ্ডলস্থ তাবৎ কারণ-রাশিকে সম্যকরূপে একত্রীভূত করিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করা আপাততঃ মনুষ্যের পক্ষে অসাধ্য, কিন্তু ইহাই মনোবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য বলিয়া নিশ্চয় রূপে নির্দিষ্ট হইতে পারে।

উপরোক্ত বিষয় সকল সহজে আমরা
যাহা কিছু বলিয়াছি তাহা নিতান্ত অসম্পূর্ণ ও
সামান্য মনেহু নাই। সকলে সহজেই
তাহা আন্তরীকৃত করিতে সমর্থ হইবেন।
কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র বধা-
নাধা আলোচনা করিয়া পাঠকবর্গ ও সকল
ব্রাহ্ম জাতুমণ্ডলের হৃদয়ে মনোবিষয়ক
চিন্তা উদ্ভূত বর্দ্ধনশীল করি, যে তাহারা
আমাদিগের সাহায্য অপেক্ষা সহস্র উ-
পায়ে মানুষের প্রকৃতি এবং তন্নিহিত বিশ্ব-
ব্রহ্মের উদারতা উপলব্ধি করিতে পারেন।

এ ক্ষণে আমাদের গূঢ় রূপে মনো-
বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনার প্রবৃত্ত হইতে
হইবে। এতদূশ আলোচনার পূর্বে বোধ
হয় আমাদের মন শব্দের প্রকৃত অর্থ অব-
গত হওয়া এবং মন-সম্বন্ধীয় সর্বদা ব্যবহার্য
কতিপয় শব্দের তাৎপর্য্য নিকপণ করা একান্ত
আবশ্যক। কারণ সাধারণতঃ বিজ্ঞান শাস্ত্র
সম্বন্ধে, বিশেষতঃ মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে, বি-
শেষ বিশেষ ভাব-নিদর্শক এতদূশ কতক
গুলি শব্দ নিকপণ ও তাহাদিগের অর্থ
অর্থ সংগ্রহ করিলে তদ্বিদ্যালোচনার অ-
তিশয় নৌকর্য্য জন্মে। শব্দ লইয়া বাক-
বিতণ্ডা হেতু অদ্যাবধি যে কত ভ্রমের ও অ-
নর্থকর মতামতের উদ্ভাবন হইয়াছে তাহার
সংখ্যা করিয়া শেষ করা যায় না। অধিকন্তু
বঙ্গভাষায় মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় কোন রচ-
নাদি অদ্য পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, সু-
তরাং উক্ত বিষয়ে যে স্থলে যে শব্দাদি
ব্যবহৃত হইবে, তাহা সাধারণের বোধগম্য
করণার্থে এখানে বিবৃত হইতেছে।

মন কাহাকে বলে, এই বিষয় লইয়া
যে কত বাদানুবাদ হইয়াছে বোধ হয় অ-
নেকেই অবগত আছেন। কেহ মনকে শরীর,
কেহ শরীরকে মন, কেহ বা মনকে শরীর ও
মন উভয়ই বিবেচনা করেন। কেহ বা

কাহাকে বায়ু, কেহ বা শোণিত, কেহ বা ম-
স্তিস্কের অংশ মাত্র বিবেচনা করেন। এই
প্রকারে মন যে কি পদার্থ ইহা লইয়া
চিরকালই বিজ্ঞানবিৎদিগের মধ্যে দ্বন্দ্ব চ-
লিয়াছে। বিবেচনা করিলে প্রতীয়মান
হইবে যে কতকগুলি গুণ ও ভাব দেখিবার
আমরা কোন একটা পদার্থের অস্তিত্ব নি-
র্দেশ করিয়া থাকি। গুণ থাকিলেই তা-
হার একটি আধার থাকিবে, সেই আধারকে
পদার্থ কহা যায়। এই পদার্থকে অবলম্বন
করিয়া সকল ভাব সকল গুণ স্থিতি করি-
তেছে, এবং ইহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া
গুণনাত্রই অবস্থিতি করিতে পারে না।
আকৃতি, বিন্দু, গতি, আকর্ষণাদি কতক-
গুলি গুণশ্রেণী একটি পদার্থকে আশ্রয়
করিয়া রহিয়াছে তাহার নাম জড়পদার্থ।
জ্ঞান, প্রীতি, ইচ্ছাদি কতকগুলি গুণ-শ্রেণী
অপর একটি পদার্থকে আশ্রয় করিয়া রহি-
য়াছে, তাহার নাম চেতন পদার্থ অথবা মন।
এই দ্বিবিধ পদার্থ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কি
উপরোল্লিখিত গুণ-গুণীর মধ্যে একটিও
অবস্থিতি করিতে পারে? কেহ কি অ-
দ্যাবধি বস্তু-বিহীন আকৃতি, বা বস্তু-বিহীন
বর্ণ নয়ন গোচর করিয়াছেন, না মনোবিহীন
জ্ঞান, ও হৃদয়-বিহীন প্রীতি উপলব্ধি করি-
য়াছেন? পদার্থ হইতে পৃথক করিয়া
গুণ-চিন্তা মানুষ-স্বভাবের পক্ষে অসম্ভব।
অতএব কতকগুলি গুণরাশি দেখিলে তাহা
দিগকে কোন একটি গুণশালী পদার্থের
অন্তর্গত বলিয়া নিশ্চয় প্রতীতি হয়; তাহা
না হওয়া অস্বাভাবিক ও অসম্ভাবিক। এই
গুণরাশি যদি সাধারণতঃ সদ্ভূত হয়, তাহা
হইলে তদবলম্বিত পদার্থও এক স্বভাবাপন্ন
হইবে, কেবল তাহাদিগের রূপান্তর ও
অবস্থান্তর নিবন্ধন উক্ত পদার্থের আকৃতি
ও অবস্থার ভেদ হইবে, এবং তাহা ভিন্ন

ভিন্ন নামে উক্ত হইবে। যথা বায়ু ও
 প্রস্তুত, এবং স্বর্ণ ও জল ইহাদিগকে দেখে
 খিলে নিতান্ত বিভিন্ন পদার্থ বোধ হয়। কিন্তু
 যদিও ইহাদিগের বিশেষ বিশেষ গুণের
 প্রভেদ আছে, তজ্জাপি জড় পদার্থের সা-
 ধারণ সমস্ত গুণ উভয়েতেই সমান রূপে
 বিদ্যমান রহিয়াছে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য;
 কারণ আকৃতি বিস্তৃতি বর্ণ ও আকর্ষণাদি
 জড়ীয় গুণ উভয়েতেই সমভাবে দৃষ্ট
 হয়। অতএব তাহারা ভিন্ন জব্য মাত্র,
 ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ নহে। কিন্তু যদি উল্লি-
 খিত গুণরাশির মধ্যে একটি শ্রেণী অপর
 শ্রেণী হইতে সম্পূর্ণ রূপে বিরুদ্ধ ও ভিন্ন-
 স্বভাব হইয়া উঠে তাহা হইলে তদবলম্বিত
 পদার্থদ্বয়ও বিভিন্ন-স্বভাব ও বিরুদ্ধ হইবে
 তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। এক্ষণে
 সহজেই বোধ হইতে পারে যে জড় পদা-
 র্থের এবং চেতন পদার্থের গুণসমস্ত যেমন
 পরস্পর বিরুদ্ধ ও অসদৃশ-স্বভাব এমত জ-
 গতে আর কোন বস্তুই নহে। বাস্তবিক
 একটি লক্ষণ ও উভয় পদার্থের সাধা-
 রণ সম্পাদিত নহে। জড় বস্তুর যে সমস্ত
 গুণ চেতন বস্তুতে তাহার সম্পূর্ণ বিরহ,
 এবং চেতন বস্তু অথবা মনের যে সমস্ত
 লক্ষণ জড় পদার্থে অথবা বাহ্য জগতে তা-
 হার সম্পূর্ণ বিরহ। কেবল বিরহ নহে আ-
 বার বিরোধ। জড়তা এবং চেতন্য কেমন
 বিরুদ্ধ যেমন অন্ধকার ও আলোক, যেমন
 জীবন ও মৃত্যু। অতএব বাহ্যবস্ত্র অথবা জড়
 পদার্থ, এবং চেতন বস্তু অথবা জ্ঞান পদার্থ
 সম্পূর্ণরূপে অসদৃশ ও বিভিন্ন-স্বভাব। শরীর
 বাহ্যবস্ত্র ও জড়পদার্থ, জড়ীয় সমস্ত গুণই
 তাহাতে বিদ্যমান দৃষ্ট হয়। এবং মন
 চেতন পদার্থ, চেতন পদার্থের সমস্ত গুণই
 তাহাতে লক্ষিত হয়। এই জন্য শরীর ও
 মন এই দুই পরস্পর ভিন্ন বস্তু। সামান্য যু-

ক্তিকে অবলম্বন করিলেই বিলক্ষণ বিশ্বাস
 হইবে যে শরীরও আছে, মনও আছে,
 কিন্তু শরীর মন নহে, মনও শরীর নহে, উ-
 ভয়ে উভয় হইতে ভিন্ন। এই শরীর ও
 মনের বিভিন্নতা নিদর্শনার্থে পুরাকালীন এক
 জন মহা পণ্ডিতের বাক্য অনুবাদিত হইল।

আচার্য্য এবং শিষ্য পরস্পর কথো-
 পকথন হইতেছে।

আচার্য্য। তুমি কাহার সঙ্গে কথা কহি-
 তেছ? আমার সঙ্গে নহে?

শিষ্য। হাঁ ভগবন্, আপনার সঙ্গে আলাপ
 করিতেছি।

আচার্য্য। আমিও তোমার সঙ্গে আলাপ
 করিতেছি?

শিষ্য। যথার্থ।

আচার্য্য। তবে আচার্য্য কথা কহিতেছেন।

শিষ্য। যথার্থ ভগবন্।

আচার্য্য। এবং শিষ্য শ্রবণ করিতেছেন?

শিষ্য। যথার্থ।

আচার্য্য। আমি শব্দ দ্বারা তোমার সঙ্গে
 আলাপ করিতেছি?

শিষ্য। ভগবন্, ইহাতে আর সন্দেহ কি?

আচার্য্য। আলাপ করা এবং শব্দ ব্যাব-
 হার করা এ উভয় একই কার্য্য?

শিষ্য। একই কার্য্য।

আচার্য্য। ব্যবহার-কর্তা এবং ব্যাবহৃত
 পদার্থ উভয় কি ভিন্ন নহে?

শিষ্য। ভগবন্। কি বলিলেন উত্তম রূপে
 হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না।

আচার্য্য। বাদ্যকর স্বীয় বাদ্যবস্ত্র হইতে
 কি বিভিন্ন নহে? কাষ্ঠ ছেদক স্বীয় কুঠার
 হইতে কি বিভিন্ন নহে?

শিষ্য। নিঃসন্দেহ ভগবন্। বিভিন্ন।

আচার্য্য। আমি তোমাকে ইহাই জিজ্ঞাসা
 করিতেছিলাম, ব্যবহার-কর্তা এবং ব্যাবহৃত
 বস্তু কি পরস্পর ভিন্ন নহে।

শিষ্য। ইহাতে আর সন্দেহ কি।

আচার্য্য। কিন্তু ঐ কাষ্ঠ ছেদক কি কেবল তাহার অস্ত্র স্বীয় কাষ্ঠ ছেদন করে, না তাহার সঙ্গে স্বীয় হস্তের সাহায্যও গ্রহণ করে?

শিষ্য। হস্তের সাহায্যও গ্রহণ করে।

আচার্য্য। তবে সে স্বীয় হস্তকে ব্যবহার করে?

শিষ্য। যথার্থ ভগবান্।

আচার্য্য। সে হস্তের ন্যায় স্বীয় চক্ষুকেও ব্যবহার করিয়া থাকে?

শিষ্য। ভগবন্! করিয়া থাকে

আচার্য্য। তবে কাষ্ঠছেদক এবং বাদ্যকর তাঁহাদিগের হস্ত ও চক্ষু হইতে বিভিন্ন?

শিষ্য। ভগবন্! ইহাই তো বোধ হয়।

আচার্য্য। কিন্তু কেবল হস্ত ও চক্ষু কেন? সকল মনুষ্যই হস্ত পদ চক্ষু কণাদি সমস্ত অঙ্গের সমষ্টি যে শরীর তাহাকেও তো ব্যবহার করিয়া থাকে।

শিষ্য। ভগবন্! ইহাতে আর সন্দেহ কি।

আচার্য্য। আমাদিগের ইহাই তো সিদ্ধান্ত হইরাছে যে ব্যবহার কর্তা এবং ব্যবহৃত বস্তু এ উভয়ে বিভিন্ন?

শিষ্য। ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত।

আচার্য্য। মনুষ্য তবে তাহার শরীর হইতে ভিন্ন?

শিষ্য। ভগবন্! ইহাই তো আমার প্রতীতি হইতেছে।

আচার্য্য। তবে মনুষ্য কি?

শিষ্য। ভগবন্! আমি জ্ঞাত নহি।

আচার্য্য। তুমি তো ইহা জ্ঞাত আছ যে মনুষ্য শরীর নহে, সে তাহার শরীরকে ব্যবহার করিয়া থাকে।

শিষ্য। ইহা জ্ঞাত আছি।

আচার্য্য। মন ভিন্ন শরীরকে কি আর কেহ ব্যবহার করিতে আইসে।

শিষ্য। আর কেহই নহে।

আচার্য্য। মনই তবে প্রকৃত মনুষ্য।

ছাত্র। হে ভগবন্! মনই প্রকৃত মনুষ্য।

আচার্য্য এবং শিষ্যের উপরোল্লিখত সম্ভাষণ হইতে আমরা কেবল ইহাই শিক্ষা করিলাম না যে শরীর এবং মন এ উভয়ে বিভিন্ন পদার্থ, কিন্তু ইহাও স্পষ্টরূপে অবগত হইলাম যে “মনই প্রকৃত মনুষ্য”। এই সম্ভাষণ কেমন মহান্! ইহা হইতে

আমাদিগের হৃদয়ে কত মহত্ত্বাবের উৎপত্তি হইতেছে, এবং আমাদিগের ধর্মচেতন। ও আত্মোন্নতির আশা কতই সহায় লাভ করিতেছে। এই বঙ্গ দেশের হীনাবস্থা সন্তানদিগের মধ্যে ঘাঁহার। সাম্প্রতিক সুখ দুঃখে উদাসীন থাকিয়া কেবল স্বীয় স্বীয় এবং স্বদেশীয় লোকদিগের মানসিক উন্নতি সাধন করিবার চেষ্টা করিতেছেন, যাঁহাকে এদেশে ধর্মের গৌরব রক্ষা হয়, শান্তি কুশল প্রসারিত হয়, তাহারই জন্য যাঁহারদের হৃদয় ব্যাকুল, তাঁহারাই প্রকৃত মনুষ্যত্বের পরিচয় দিতেছেন। ইহলোকে তাঁহাদিগের যে সমস্ত কষ্ট কষ্ট হইতেছে, নিষ্ঠুর অত্যাচারী লোকদিগের নিকট হইতে যে আঘাত যে নির্যাতন সহ্য করিতেছেন, তাহা এক দিন তাঁহাদিগের জড়ীয় শরীরের সহিত সমাপ্ত হইয়া যাইবে। তাঁহার। নির্যাতাদিগকে, এবং নির্যাতরা তাঁহাদিগকে বিন্ধিত হইবেন, কিন্তু আমৃত্যু প্রাণগত-চেতন-মত্তৃত বে আত্মোন্নতি তাহা অনন্ত কাল সুখ শান্তি ও প্রকৃত সম্পত্তি বিধান করিবে সন্দেহ নাই। শরীরের সহিত শারীরিক সুখ দুঃখের অবশান হয়, কিন্তু অতীত কষ্ট সাধা মানসিক সঙ্গতিই চিরকাল পরলোকে মনুষ্যের সম্বল হইয়া স্থিতি করে: ঈশ্বর করুন সে সঙ্গতি হইতে যেন কেহই বিচ্যুত না হয়েন। পৃথিবীর

মধ্যে মনুষ্যই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং মনুষ্যের মধ্যে
মনুষ্যই সর্বশ্রেষ্ঠ।

গত ১৫ই জ্যৈষ্ঠ কোম্পাগন দ্বিতীয় দায়ত-

সরিক ব্রাহ্মসমাজে নিম্ন লিখিত

বক্তৃতাটি পাঠিত হয়।

অন্য এই সমাজের বয়স্কর এক বৎসর পূর্ণ
হইল। করুণাময় পরমেশ্বরের অনুকম্পাতে যে
এতৎকাল পর্যন্ত সমাজের কার্য নিরন্তর সম্পাদিত
হইয়াছে ইহাতে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে সেই মঙ্গলময় পুরু-
ষকে বার বার মনস্কর করি। যদিচ এই সংক্ষেপ-
কালে মধ্যে এই গ্রামের অধিকসংখ্যক লোক
ব্রাহ্মধর্মে অনুরাগ প্রকাশ করেন নাই, তথাচ
যে কয়েকটি বুঝা ব্রাহ্ম-শ্রেণী জুড় হইয়াছেন
তাঁহারদিগের অকপট-ভাব ও ধর্মের প্রতি আন্ত-
রিক প্রজ্ঞা থাকিতে বিশেষ তৃপ্তিকর হইয়াছে।
আর ইহাও আমাদিগের স্মরণ করা উচিত, চূ-
নিত্তে বীজ বপন করিবা নাজ ফল লাভ করা
হইতে পারে না, প্রত্যুত কালকে প্রতীক্ষা ক-
রিতে হইবেক। কাল সহকারে সেই বীজ অঙ্ক-
রিত ও পল্লবিত হইয়া বৃক্ষরূপে পরিণত হয়,
পশ্চাৎ তাহা ফল পুষ্পে সুশোভিত হইয়া থাকে।
অতএব গত বর্ষে আমাদিগের উদ্যোগ যে কিঞ্চিৎ
পরিমাণে সফল হইয়াছে তজ্জন্য সেই স্নেহময়
পরম পিতাকে ধন্যবাদ করি।

ব্রাহ্মধর্ম মঙ্গলের স্বাভাবিক ধর্ম, ইহা কিছু
স্বতন্ত্র ধর্ম নহে—অতি প্রাচীন কাল অবধি—
সৃষ্টির আরম্ভ অবধি এই ধর্ম মনুষ্যের হৃদয়ত
হইয়া আসিতেছে, এবং ক্রমে যে ইহা সমুদায়
পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হইবে তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি
হইতেছে।

এই সমাজন ধর্মের উন্নতি সাধনই ব্রাহ্ম-
সমাজের প্রধান উদ্দেশ্য। এবং সেই ধর্মের
মূল পরমেশ্বরে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য সাধন।
এই ধর্ম-বীজকে লক্ষ্য করিয়া আমাদের সকলের
একতা ও বদ্ধ সহকারে কার্য করাই কর্তব্য। সমা-
জের লোকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে মতের বিভিন্নতা
থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা ধর্মের না করিয়া সমা-
জের উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করাই বিধেয় ;
সারণ এই অবনী মণ্ডলে কোন দুইটি বস্তুর পরস্পর
অভিমান, বায় না, দুইটি বৃক্ষ বা দুইটি জীব
স্বতন্ত্র সর্গাংশে জুলা দুষ্টিগোচর হয় না। সেই
রূপ দুইটি মনুষ্যের আকার ও মনোবৃত্তিও সর্ব-
প্রকারে সমান পাওয়া যায় না। ফলতঃ পরমে-
শ্বরের সৃষ্টি দ্বারা এই প্রকার বিভিন্ন, ইহাতে

সমাজস্থ সকল ব্যক্তির মত সকল বিষয়ে যে
সম্পূর্ণরূপে একা হইবে তাহা কদাচ প্রত্যাশা
করা হইতে পারে না।

খিত সাময়িক গুণের বিভিন্নতা প্রযুক্ত

অনুসারে সত্যানুসন্ধান পূর্বক শুদ্ধম-
যায়ী কার্য্য পরিবার জন্য পরমেশ্বর প্রত্যেক মনু-
ষ্যকে স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন, এই স্বাধীন
তার নষ্ট করা আমাদিগের কথন উচিত নহে।
কেন না তাহা হইলে সত্য আবিস্কৃত ও অব-
লম্বিত হইতে পারে না, এবং যে পরিমাণে স্বাধী-
নতা খর্ব করা হইবেক সেই পরিমাণে সত্যকে
অগ্রসর দেওয়া হইবেক না। পরমেশ্বর সত্যস্বরূপ,
সত্যই পরমেশ্বরের জ্যোতি, সেই সত্য অবলম্বন
করিলে মঙ্গলের আলয়ে উপনীত হওয়া যায়।
সত্য মঙ্গলের বীজ, তাহার একটি বীজ রোপণ
করিলে বহুপ্রকার মঙ্গল ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।
অতএব হে ব্রাহ্মভাতাগণ! আইস সকলে মিলিয়া
সত্যকে লক্ষ্য করিয়া ধর্মের উন্নতি কল্পে বৃত্তশীল
হই। আমাদের মধ্যে যদি কোন কোন বিষয়ে মতের
অংশিক বিভিন্নতা থাকে তজ্জন্য পরস্পরের
বিরোধ ও বিষমাদ না করিয়া আমাদের সকলের
সম্মুখ্যে যে ধর্মোন্নতি অভিধেয় একা অবলম্বন
করি। একা স্বাতিরেকে কোন মহৎ কাণ্ড সম্পা-
দিত হইতে পারে না, এবং দুর্বল মনুষ্যেরাও
একা গুণে অতিশূন্যতর কাণ্ড সম্পন্ন করিতে সমর্থ
হয়। অতএব ধর্মের উন্নতি কল্পে সকল ব্রা-
হ্মেরই দৃঢ় একা অবলম্বন করা অত্যন্ত আবশ্যিক।
বাহ্যতে বিশুদ্ধ ধর্ম ও জ্ঞানের জ্যোতি সর্বত্র
বিকীর্ণ হয়, দেশের কুৎসিত আচার ব্যবহার সকল
ভিত্তিহীন হইয়া সর্বাচার ও সত্য ব্যবহার সংস্থা-
পিত হয় এবং লোকের দুঃখ বিমোচন ও মুখ
বর্দ্ধন হয় কায়মনোবাক্যে তাহার চেষ্টা করা আ-
মাদিগের কর্তব্য।

হে পরমাত্মন! তোমার সহায়তা তির আমরা
কোন বিষয়ে কৃতকার্য হইতে পারি না; কেবল
তোমারই কৃপার উপর নির্ভর করিয়া আমরা এই
শূন্যতর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। তুমি আমা-
দিগকে একরূপ ধর্মাবল প্রেরণ কর, যদ্বারা আমরা
সংসারে নানাপ্রকার প্রলোভন ও বিষয় অতি-
ক্রম করিয়া তোমার মঙ্গলময়ী ইচ্ছার অনুগামী
হই। আমরা যেন দিন দিন তোমার প্রতি অধি-
কতর প্রীতি স্থাপন করি, তোমার নিয়মিত ধর্ম
পালনে বৃত্তশীল হই, এবং সকল মনুষ্যের হিত
চিন্তাতে জীবন অবলম্বন করি। এই আমার
প্রার্থনা।

ঐ একমেবাদ্বিতীয়ং

অনুষ্ঠানের আবশ্যিকতা।

২০০ সংখ্যক পত্রিকার ৩১ পৃষ্ঠার পর।

(প্রাঃ.)

যাহা হউক মনুষ্যের ধর্ম্য জ্ঞান চিরকালই প্রবল, চিরকালই সে ধর্ম্মের জন্য লালসিত। সে যে কোন অবস্থায় কেন নিপতিত হউক না, অতি বিস্তীর্ণ সামাজ্যের সমুদ্র হইয়া সংখ্যাভীত লোকের উপর প্রবল পরাক্রমের সহিত আধিপত্য করুক, অথবা পূর্ণ কুর্জর নিবাসী হইয়া অস্বাভাবিক শরীরে অভিনীত দুঃখী প্রকার ন্যায় সময় ক্ষেপণ করুক, প্রভূত ধন উপার্জনশায়ী হস্তর অর্থ সবল পায় হইয়া ব্যবসায় বাণিজ্যেই প্রবৃত্ত হউক, অথবা পরিবার-মূলভ্রষ্ট শ্রেয়, সমভা, প্রীতি-রূপ কোমল বন্ধন উপেক্ষা করিয়া মুখ লালসায় বাসস্থান গৃহকেই সার করুক, সে যদি কিয়ৎ পরিমাণেও প্রকৃতিস্থ থাকে তাহা হইলে সকল অবস্থাতেই সে ঈশ্বরের দিকে দৃষ্টি না করিয়া থাকিতে পারে না। ফলতঃ ইহা নিঃসংশয়-সত্য যে সকল স্থানের এবং সকল কালের লোকেই ধর্ম্মের জন্য নাকুলতা প্রদর্শন করিয়াছে; তবে প্রাপ্যাদিক এই মাত্র।

ঈশ্বর মনুষ্যের অন্তরে ধর্ম্মভাব সকল রোপণ করিয়াছেন বলিয়াই সে কখন ধর্ম্মহীন অবস্থায় কাল যাপন করে নাই। তাহার প্রায় সকল ক্রিয়াতেই ধর্ম্মভাব ব্যক্ত হয়। কি স্বকীয় কি পরিবার-সম্পর্কীয়, কি সামাজিক কি রাজনীতি-বিষয়ক তাহার সকল কার্যই ধর্ম্ম সংশ্লিষ্ট। গ্রিহদীদিগের ধর্ম্মভাব তাহাদের নিজ নিজ আচার ব্যবহারে প্রকাশ পাইয়াছিল, এবং হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের রীতি নীতি প্রভৃতির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেও আমরা সেই সত্য উপলব্ধি করি। ধর্ম্ম মনুষ্যের আত্মাকে একপ প্রশস্ত ভাবে অধিকার করিয়া রহিয়াছে, যে সে মুখেতেই থাকুক, আর হৃৎক্ষেতেই থাকুক, কোন অবস্থাতে কোন কালে সে ধর্ম্মকে সর্ব্বতোভাবে অভিক্রম করিতে পারে না। পাছে সে কোন দিক দিয়া পলাইয়া ঈশ্বরের আগ্রহ হইতে দূরে গিয়া পড়ে এই জন্য ধর্ম্ম তাহার সকল ভাবের সকল কার্যের দ্বারদেশে প্রবেশ করিয়া প্রহরীর ন্যায় অতি সতর্ক ভাবে চতুর্দিক রক্ষা করেন। অনেক মহাত্মা ব্যক্তি ধর্ম্মকে মনুষ্যের জীবন রূপ চক্রের মধ্য বিন্দু বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। তাহার সকল কার্য পরিধি রূপে সেই মধ্য বিন্দুকে পরিবেষ্টিত করিয়া রহিয়াছে।

ধর্ম্মের সঙ্গে মনুষ্যের সঙ্গে যখন একপ অবি-

চ্ছেদ যোগ হইল, তখন যাহারা মনুষ্যের প্রকৃতি বিশেষ করিয়া দর্শন করে নাই, তাহারা ভিন্ন আঁশ কেহই তাহাকে আদেশ করিতে পারে না, “তুমি আপনার মনে মনেই ধর্ম্মের আলোচনা করিবে, সাংসারিক বিষয়ে ধর্ম্মভাব প্রকাশ করিবে না। সামাজিক কার্যে ধর্ম্মের অনুবর্তী হইলে হইতে পার, কিন্তু আত্মাদের কিবা শোক দুঃখের সময় কখনই তাহাকে অন্তরে স্থান দান করিবে না।” যে ব্যক্তি কিবা যে ধর্ম্ম মনুষ্যপ্রকৃতির সম্যক উন্নতির অর্থ অনবগত থাকিয়া তাহাকে স্বাধীন ভাবে পরিচালনা করিতে না দেয়, সে ব্যক্তি এবং সে ধর্ম্ম অতি অপ্রশস্ত অনুদার এবং ক্ষীণ-দর্শী বলিতে হইবেক। যেমন বলকে তাহার ইচ্ছামত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চালনা কাঁচের ও সমস্ত জীড়ানুরত হইতে না দিয়া তাহার প্রকৃতি বিরুদ্ধ কোঁচ আদেশ সকল পালন কাঁচের বাধিত করিলে, সে নিশ্চয়ই উদ্ভ্রান্ত ও ক্ষুণ্ণ বিহীন হইয়া কালে সকল প্রকার উদ্যম, যত্ন, বীৰ্য্য শূন্য হইয়া পড়ে, প্রাণই তাহার দ্বারা কোন মহৎ কার্য সাধিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না; সেই রূপ মনুষ্যকে তাহার প্রকৃতি অনুযায়ী কর্ম্ম করিতে না দিলে তাহার উন্নতি ও মহত্ত্ব লাভের পথে বিঘ্ন বাসাত উপস্থিত করা হয়। বুদ্ধকে উত্তমরূপে কল প্রশংসা করিলে, দাঁতবীর মানস থাকিলে যেমন অবশ্যই তাহাকে এমন স্থানে রোপণ করিতে হইবে, যে সে যথা গণ্যে জন-শী-ভোক্তা হইতে বঞ্চিত না থাকে, এবং সমস্ত যে দিকে ইচ্ছা করে সেই দিকেই শাখা প্রশাখা বিস্তার করিতে সমর্থ হয়, মনুষ্যের ভাবকেও সেই রূপ স্বতন্ত্র ভাবে সর্ব্বদিক পরিব্যস্ত হইতে দেওয়া কর্তব্য। পরন্তু যেমন বন নদী সমুদ্র রহস্যময়-শর্যতিমুখে ধাক্কা করিলে অতীত শিলানথ বস্তু সমান ক্ষুদ্র-পথত যাকলও প্রতিবেশ করিতে সমর্থ হয় না, সেই রূপ মনুষ্য হৃদয়স্ত ভাব প্রকাশের প্রতি সহস্র সহস্র প্রতিবন্ধকতাচরণ করিলেও তাহা কাল সহকারে সকল বাধা অতিক্রম করিয়া পথে চলিয়া যাইবেই গাইবে। অতএব মনুষ্যকে স্বতাবের বিপরীত কার্য করিতে নিয়োগ করিতে কেবল আমাদের দৃষ্টি ও অন্তরিন্দ্রিয়ই প্রকাশ পায়। আমরা কেবল তদ্বারা মনুষ্যের উন্নতি প্রোত্বে যথাকালে নির্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইতে না দিবার জন্য প্রত্যাবায় ভাবী হই।

ধর্ম্ম মনুষ্যের সমুদয় আত্মাকে পরিব্যস্ত করিয়া রহিয়াছে। মনুষ্যের প্রতি ক্রিয়াই ধর্ম্ম-রূপ হইতে পারে। সকল কার্যই ঈশ্বর-প্রাণের উদ্দেশে সমাধা হইতে পারে। সামান্য

দৈনন্দিক জিহ্ম অর্থদ্বিধানব জীৱনের প্রয়োজন ক্রিয়া উপাসনায় পর্যন্ত সম্বন্ধকেই ধর্মের আধানে আনা যায়। যখন মনুষ্য আপনাত্মক আভিলাষকেই ধর্মের শাসনে শাসিত করেন তখনই তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ কলিয়া উল্লিখ করা বাইতে পারে। যদি অনুষ্ঠান লোকে ধর্ম সম্বন্ধীয় জিহ্ম নাত্মেরই আবৃত্তি বুঝায়, তবে যে রূপ আলোচিত হইল তাহাতে প্রতীতি হইতে পারে যে যাহারা প্রকৃত যাপ্ত তাঁহারা স্বতঃ নিয়তই অনুষ্ঠানে প্রকৃত হইতেছেন। কিন্তু অনুষ্ঠানের এই ব্যাপক অর্থ সকলে বুঝে না। অনুষ্ঠান শব্দের ব্যাপক অর্থ লইলে, মনুষ্যের আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক জিহ্ম বিশেষে তাহাকে আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা বাইতে পারে। যক্ষ অস্ত্রে ক্ষমা, উদারতা, দয়া, উপচরিত্ব, ভক্তি, প্রীতি প্রভৃতির অনুষ্ঠানকে আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান কহে, এবং সামসারিক ও দৈনন্দিক কার্য এবং পরস্পর মিলিত হইয়া ঈশ্বরোদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত জিহ্মাবিশেষের নাম বাহ্যিক অনুষ্ঠান। আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান সকলেরই অনুরোধিত, কেহই তাহার বিরোধী হইতে পারে না, বাহ্যিক অনুষ্ঠান বিশেষের প্রতিই আপত্তি দ্রুত হয়। এই সকল আপত্তি কত দূর যুক্তি সম্মত ক্রমে আলোচনা করা গাইবে।

বাহ্যিক অনুষ্ঠান দুই প্রকার লক্ষিত হয়। প্রথম তাহারা আমাদের আন্তরিক ভাব প্রকাশক, যখন আমাদের হৃদয়ে কোন সরল ও সাধুভাবের উদয় হয় তখন আমরা তাহা দ্বারা তাহা বাহিরে প্রকাশ করি। মন তাহারা আমাদের সংসারের ও আত্মার উন্নতি সাধনের উপায়রূপে অবলম্বিত হইয়া থাকে। প্রথমোক্ত বাহ্যিক অনুষ্ঠানের প্রতি প্ররোচনা প্রকাশ করা নিত্যমাত্র অসম্ভব, যে হেতুক তাহা হইলে মানব প্রকৃতির প্রতি বিকল চেষ্টা প্রকাশ করা হয়। আমাদের আন্তরিক যাপ্তাব সকল বাহিরে প্রকাশ করিতে না পাইলে তাহাদের আত্মা কি নিঃশেষ ও অকর্মণ্য হইয়া পড়ে না। এবং সেই সকল বাহিরে প্রকাশ করা যে আমাদের সাময়িক কার্য নহে? পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে মনুষ্যের সমস্তকে স্বীয়পক্ষে আশ্রিত হইতে না দেওয়াতে আমাদের কেবল দুঃখেরই সম্ভাবনা। যাহারা মনুষ্যকে নীচ ও নম্র মন পরিভাগ করিয়া উন্নত ও পবিত্রতা বৃদ্ধিতে প্ররোচিত দেখিতে অভিলাষ করেন, তাহারা যে দ্বিতীয় প্রকার বাহ্যিক অনুষ্ঠান সকলকে অনুষ্ঠিত দেখা দেয় কাম করিবেন এবিধানকে আমি যখন মনে স্থান দান করিতে পারি না। তবে অনুষ্ঠান অনেক সময়ে বাহ্যিকভাবে হইয়া

উঠে, তাহা আত্মবিশেষ আন্তরিক মনুষ্যও প্রকাশ করে না এবং আত্মার উন্নতি সাধন ও করে না। এরূপ অনুষ্ঠান অবশ্যই প্রতি জনের যুগের বিষয় হওয়া কর্তব্য।

অনুষ্ঠান দেশ ও কাল ভেদে তির তির দৃষ্ট হয়। যখন সকল দেশীয় লোকের ভাব নানা কারণে সমতঃ তির তির হইয়া গিয়াছে, যখন এক দেশের অতাবের সহিত অন্য দেশের অভাব সম্বন্ধের ঐক্যতা নাই, যখন কালের সহিত আত্মার ভাব ও অভাব সকল পরিবর্তিত হইতেছে, তখন দেশ ও কাল বিশেষে অনুষ্ঠান সকল তির তির রূপে প্রকাশ পাইবে সন্দেহ কি? যখন মনুষ্যের মনে সংগ্রামদ্বারা খ্যাতি ও গৌরব লাভের স্পৃহা অতি সাধারণ ও বলবতী ছিল, তখন তাহার প্রতি অনুষ্ঠানেই সংগ্রাম স্পৃহার ভাব প্রকাশিত হইত। গ্রীক ও রোমীয়দিগের বিবরণ পাঠে এ সত্যের সহস্র সহস্র উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যখন জাতির রাজা অধিকতর বিস্তারিত হইয়াছিল তখনকার অনুষ্ঠানের ভাব আর সেরূপ ছিল না। উৎসব, ফাস, প্রভৃতি সমস্ত ইউরোপীয় খৃষ্টীয় সমাজের অন্তর্গত দেশ সমস্তের প্রতি নিরীক্ষণ করিলে সে সমস্ত বিলম্ব রূপে প্রতিপন্ন হয়। দেখানে আর দেশের যুদ্ধ সম্বন্ধীয় ভবিষ্যৎ মঙ্গলামঙ্গল জানিবার নিমিত্ত সে ডেলফি দেশীয় ভবিষ্যদ্বানীও নাই, এবং জেসন দেবের মন্দিরও আর তথায় বিরাজ করে না। দেখানে দেখিতে পাই লোকে আহাৰাদি পূর্ণাঙ্গ বিশুদ্ধ হইয়া দিন রাত্রি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, ন্যায় ও পরিশ্রান্ত প্রভৃতি দুইরূপ যজ্ঞের বিদ্যা-সকল আলোচনায় অভিনিবিষ্ট হইয়াছে। সৃষ্টির অন্তর্গত সুকৌশল ও নিয়ম সকল আবিষ্কৃত করিয়া লোকে সেই অনন্তের অন্তত মহিমা চতুর্দিকে মহীয়ান করিতেছে, এবং যাহাতে মনোহরি সকল চরিতার্থ হয়, এইরূপ অসংখ্য উপায় অবলম্বন করিতে ব্যস্তবস্ত রহি-

(সম্বন্ধ প্রকাশ্য)

সংবাদ

গত বারের পত্রিকায় ক্রীলোকদিগের নিষিদ্ধ একটা প্রকোপাধনা সম্বন্ধে সংবাদপত্রের কথা আমরা উল্লেখ করিয়া ছিলাম। আমরা এক্ষণে অঙ্গগত হইলাম যে কতকগুলি মহাকবি জ্ঞানের অধীনে কোন

এক তত্ত্ব পরিবারে নিয়মিত রূপে মহিলাদিগের উপাসনা কার্য সম্পন্ন হইবে। যতদিন না এই শ্রীসমাজী প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, ততদিন ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত আমরা পাঠক বর্গ সমীপে প্রকাশ করিতে নিরন্তর থাকিব। কারণ কোন আরও শুভ কার্য্য সুসম্পন্ন না হইলে তদ্বিষয় লইয়া অকারণ গোপনযোগ্য করিলে মজল না হইয়া বরং অনিষ্ট হইতে পারে।

• আমরা অতীত আফ্রাদের সহিত অবগত হইলাম যে ত্রিযুক্ত বাবু কাশীধর মিত্র মহাশয়ের প্রযত্নে বহরামপুর নগরে একটি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বাগাচড়া গ্রামে পাঁচটি ব্রাহ্ম বিবাহ সুচারু রূপে নিৰ্ব্বাহিত হইয়া গিয়াছে। সেখানকার লোকদিগের ভাবভাব ও সরলতার কথা প্রবণ করিলে অত্যন্ত আনন্দ জন্মে। তত্ত্ব লোকদিগের মধ্যে অনেকই পণ্য বিক্রেতা; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পণ্য বীথী সংস্থাপন পূর্ব্বক যথা কথকিত আয়ে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। এপ্রকার কার্য্যাবলীদিগের মধ্যে যাহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে তাহারা লোকদিগের সহিত বিক্রয় দ্রব্যের মূল্য নিরূপণ প্রথা এককালে পরিভাগ করিয়াছে। কেহ কিছু কয় করিতে আসিলে সরল ভাবে এককালে বলিয়া উঠে “এ দ্রব্যের এত মূল্য; ইচ্ছা হয় গ্রহণ কর, না হয় করিওনা। আমরা ব্রাহ্ম আমরা ধর্ম্ম করি না।” দোকানীদিগের চক প্রায় যথা পরিমিত রূপে রক্ষিত হয় না, কিন্তু বাগাচড়া ব্রাহ্মরা এককালে এবম্বিধ অপরিমিত চক পরিবর্ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে, এবং সম্পূর্ণ রূপে যথার্থ পরিমাণে দ্রব্যাদি বিক্রয় করে। যাহারা মকদ্দমা করিতেছিল তাহারা অসত্যের ভয়ে মকদ্দমা পরিভাগ করিয়াছে, এবং যাহারা কোন কারণ বশতঃ প্রতিবাদী বা প্রামাণ্য লোকদিগের সহিত বিষয় ঘটিত কোন বিবাদ করিতেছিল, তাহারা ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উপদেশ ক্রমে বিবাদ বিষম্বাদ হইতে এককালে নিরন্তর হইয়াছে। বিদ্যা বিহীন লোকদিগের পক্ষে কেবল বৈষ্ণব ধর্ম্মের বলে এত দূর করিয়া উঠা সহজ নহে। সামান্য লোকদিগের মধ্যে বাহারা কোন সময় ধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়াছেন তাঁহারাই স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাহাদিগকে অবলম্বিত প্রথা পরিভাগ করাইতে রত করা কেমন কঠিন। বাহারা গর্জিত বচনে সর্ব্বদা বলিয়া থাকেন যে সাধারণ লোকদিগের সরল অকপট হৃদয় ব্রাহ্মধর্ম্মের আধ্যাত্মিক ভাব সকল গ্রহণ বা পালন করিতে পারে না। তাহারা এইকণে বাগাচড়া গ্রামস্থ হুঃখী, বিদ্যা-বিহীন-ব্রাহ্মদিগের অবস্থা অবলোকন করুন, তাহা হইলে সুস্থিত

পারিবেন যে তাঁহাদিগের বিবেচনা ভ্রম মূলক কি না।

এতদেশস্থ খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারক মিসনরী মহাশয়দিগের মধ্যে বর্তমান সময়ে দ্বিপ্রকার দল নিরীকিত হয়। এই দুইটী দলেরই ব্রাহ্ম সমাজের অনিষ্ট সাধন করা সমান অভিযুক্তি। কিন্তু একদৃষ্টের মধ্যে একজনকে বিনয় ও ভাবভাব, সত্যের অনুরোধের জন্য শীঘ্র সংকল্প সাধন করিতে চেষ্টাবান হইয়াছেন, অপরাষ্ট নিভান্ত অসচ্ছন্দ বৈরভাব অবলম্বন পূর্ব্বক বাহুবলে ও বাক্য যন্ত্রণায় সমাজকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে যোয় প্রকৃষ্ট হইয়াছেন। কেহ মহাকৃত্য পাঠ করিয়া ও ভ্রম ন্যায্যগত সমাচারাদি প্রচার করিয়া যথা পরিমিত রূপে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিবাদ করিতেছেন, কেহ বা ষণা ও অগ্রয়পূর্ব্ব বাক্য প্রয়োগ করিয়া, এবং স্বকপিত দোষ দ্বানি আরোপ করিয়া আপনাদিগের পদানত সমাদ পক্ষে প্রকৃষ্ট করিতেছেন, খেদোক্ত মহাশয়দিগের ব্যবহারে যদিও আমরা সময়ে সময়ে বিরক্ত হই বটে কিন্তু বিশুদ্ধ যুক্তি অবলম্বন করিয়া বিবেচনা হয় যে প্রথমোক্ত মহাশয়দিগের স্বীয়ভিত্তিক সাধন চেষ্টা অধিকতর কার্য্যকর হইবে সুশিক্ষিত ধর্ম্ম পরায়ণ লোকের উদ্বাহাদিগের ভ্রম ও সাধ চেষ্টায় উত্তেজিত হইয়া বরং খৃষ্টীয় ধর্ম্মের তত্ত্বানুসন্ধান করিতে সমুদয়ক হইলেন হইতে পারেন কিন্তু অপর শ্রেণীভুক্ত বিঘ্ন উৎসাহী চর্চ্ছিনীত মহোদয়দিগের কোপাধিত ও অসম্ভাব সংযুক্ত ভাটচরণে মক্কে নিভান্ত কৌতুহলাবিষ্ট হইয়েন বটে, পরন্তু তাহারা কেহই খৃষ্টীয়ধর্ম্মের প্রতি প্রকৃষ্ট বা অনুরক্ত হইবেন না, কারণ সত্যসত্য, বিনয় বাতুলতা বিবেচনা করিতে ব্যক্তি মাঝেই সক্ষম। মিসনরী জাতাদিগের প্রতি আমাদিগের বক্তব্য যে তাঁহারা যাহাকে সত্য বিবেচনা করিতেছেন তাহা ইচ্ছা হয় প্রচার করুন, কিন্তু বিজাতীয় উৎসাহে উৎক হইয়া ভ্রান্ত ও প্রতিবাদী দিগের প্রতি অন্যায় অত্যাচার না করেন, তাহা হইলে তাঁহারা নানাযন্ত্রণা নিকট না। ঈশ্বরের নিকট, তাহারও নিকট প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবেন না। আমরা কোন দলের বিশেষ নামোল্লেখ করিতে চাহি না, বেধ করি তাঁহারা স্বীয় স্বীয় দোষ গুণ বিচার করিতে সক্ষম হইবেন।

বঙ্গদেশে বহু বহু ব্রাহ্মসমাজ আছে তৎসমুদয়ের কার্য্য প্রণালী যতদিন না একটি বিশেষ শৃঙ্খলা বহু হয় ততদিন ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃতভাব সাধারণ সমক্ষে উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হইবে না। যেমন ব্রাহ্ম হইয়া অসদাচরণ করণাপেক্ষা ব্রাহ্ম না হওয়া ভাল, সেইকণ ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হ

ইহা ব্রাহ্মধর্ম্মানুমানিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া অপেক্ষা সমাজ না প্রতিষ্ঠিত হওয়া ভাল। যেমন ইহর সমক্ষে পৃথিবীতে একটি ধর্ম্মশাসন আছে সে-ইরূপ মনুষ্য সমক্ষে একটি ধর্ম্মশাসনের প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। এখন আমরা ধর্ম্মকে প্রাত্যহিকজনের হৃদয় কোটরে আবদ্ধ না রাখিয়া সমাজের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করিয়াছি, পর্তমান সময়ে এখন ব্রাহ্মধর্ম্ম জনসমাজের ধর্ম্ম হইয়া জনসমাজের ধর্ম্মার্থ মঙ্গলসাধন করিবে ইহাই আমাদের উদ্দেশ্য। তখন কোন ক্রমেই আমরা ব্রাহ্মসমাজকে ইচ্ছাশূন্য অস্থায়্য বাধিতে পারি না বাহাতে তাহা সাধারণ সমাজ অঙ্গদ্বয়ের বোধ হইলেও হইতে পারে। বাহাতে ব্রহ্মদেশস্থ সকল ব্রাহ্মসমাজ বিপুল প্রণালী অবলম্বন করে তাহার জন্য আমাদের সত্ব হইতে হইবে।

আগামী ভাদ্রমাসের মাসিক সমাজে ব্রাহ্মসমাজের জন, ছই জন উপাচার্য্য অভিযুক্ত হইবেন। সমাজের নিয়মিত কার্য্যক্ষে ইহার প্রণয়ন উপাচার্য্য মহাশয়ের সমক্ষে প্রণয়ন হইয়া উপযুক্ত উপদেশ লাভ করিবেন। এই কার্য্যটি অতি মঙ্গলকার্য্য, আমরা প্রত্যেক ব্রাহ্ম ভ্রাতাকেই এতদুদ্দেশ্যে নিমন্ত্ৰণ করিতেছি; বোধ করি যাহারা উপস্থিত হইবেন সকলেই আনন্দিত ও উন্নত হৃদয়ে গৃহে প্রত্যাপন করিতে পারিবেন।

সম্প্রতি কেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া নামক সংবাদপত্রে “ব্রাহ্মসমাজ” বিষয়ে একটি প্রস্তাব লিখিত হয়। লেখক কোশল ও ভাবাদি দর্শনে বোধ হয় যে লেখক মহাশয় একজন প্রশস্তিত ও উদার চরিত্র স্বর্গীয়ান হইবেন। যদিও আমাদের উদ্দেশ্য সঙ্গত হইত তাহা হইলে আমরা উল্লিখিত প্রস্তাবের কোন কোন অংশ উদ্ধৃত বা অনুবাদিত করত প্রকাশ করিয়া পাঠকবর্গকে প্রীতি করিতাম। যাহা উক্ত প্রস্তাব লেখক বিগত অধিন মাসীয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার একটি বিজ্ঞাপন অবলম্বন করিয়া গবর্ণমেন্টের ধর্ম্মবিষয়ক নিরপেক্ষতার প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন। বিজ্ঞাপনে লিখিত আছে যে “Defence of Brahmoism and the Brahmo Somaj.” পুস্তক মেদিনীপুর গবর্ণমেন্ট বিদ্যালয়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া লেখক এই বিজ্ঞাপন অবলম্বন করিয়া বলিয়াছেন যে গবর্ণমেন্টের ধর্ম্ম বিষয়ক নিরপেক্ষতাকেও তাঁহাদের বিদ্যালয়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পুস্তকচয় বিক্রীত হইতেছে। এতদুদ্দেশ্যেই হউক বা কাহার উদ্দেশ্য হউক, মেদিনীপুর জিলা ইন্সপেক্টর মহাশয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে লিখিয়াছেন যে গবর্ণমেন্ট সংক্রান্ত বিদ্যালয়ে ধর্ম্মপুস্তক বিক্রয় করা বিধি অসঙ্গত

কার্য্য হইয়াছে। আমরা সর্বসাধারণকে অবগত করিতেছি যে যে বিজ্ঞাপন অনুসারে উল্লিখিত দোষারোপ কৃত হইয়াছে তাহা ভ্রমাত্মক, তাহা আমাদের এক জন পূর্ব কর্মচারির অনবধানতা জন্য সংঘটিত হইয়াছে।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৬ই ভাদ্র রবিবার প্রাতঃকালে ত্রিশমিষ্ট শ্রীযুক্ত বিজয়রূপ গোস্বামী ও শ্রীযুক্ত অমলাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, মহাশয়গণ ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য পদে অভিযুক্ত হইবেন। ব্রাহ্ম মহাশয়দিগের প্রতি নিবেদন উক্ত দিবস সমাজে উপস্থিত হইয়া আহার উন্নতি সাধন করেন ইতি।

শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার।
সহকারী সম্পাদক।

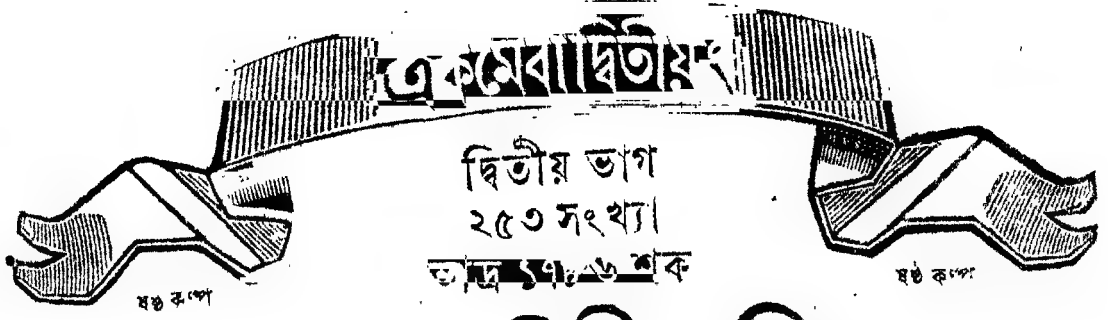
নিম্ন পত্র।

	পৃষ্ঠা
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান	৪২
আত্ম চিন্তা	৪১
মনোবিজ্ঞান	৭৭
কোমগর ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	৩০
অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা	৩১
সংবাদ	৩৩

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য নিকপণ।

অগ্রিম মূল্য (কলিকাতার জন্য) ..	৩
“ (মকম্বলের জন্য) ..	৩৬০
মাসিক মূল্য	১০০
এক খণ্ড	১০০

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা নগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের কার্যালয় হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। ১৭ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার পর্যন্ত ১৯২০ কলিকাতা ১৯৬০।



তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

একমেবাদ্বিতীয়ং একমাসীকাদিদং সর্বমঙ্গলং। তদেন নিত্যং জ্ঞানমনস্তং নিরং স্বতন্ত্রিরবয়বমেক-
মেবাদ্বিতীয়ং সত্ত্বব্যাপি সর্বনিরন্তরং সর্বাত্মসর্ববিৎসর্বশক্তিমঙ্গলং সর্বপূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্মৈসার্বভৌমায় নমঃ।
ত্রিকটমহিকাক শতভুজমিতি। তাম্ভু প্রীতিস্তম। জিহ্বকার্যসামানক তদপাসনমেন।

কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজের বক্তৃতা ।

২ ফাল্গুন ১৭৮৩ শক।

বুধবার।

ব্রহ্ম ও লক্ষ্য বিষয়।

ঈশ্বর মনুষ্যকে সকল জীব অপেক্ষা
শ্রেষ্ঠ করিয়া বিচিত্র কামনা ও বিচিত্র ভাবে
পূর্ণ করিয়াছেন, এবং বাহিরেও তদুপযোগী
বিষয়-সকল স্বজন করিয়াছেন। তাহার
স্পৃহা, তাহার জ্ঞান ধর্ম প্রীতি, চরিতার্থ
করিবার জন্য যে যে বিষয়ের প্রয়োজন,
ঈশ্বর তাহা সকলই জগতে বিস্তৃত করিয়া
রাখিয়াছেন। অন্তরে বাহিরে ঈশ্বরের ক-
রুণার চিহ্ন প্রকটিত রহিয়াছে। আমাদের
অন্তরে যত যত কামনা, বাহিরেও তত কা-
মনার বিষয়; সেই কাম্য বিষয়-সকল উ-
পভোগ করিয়া সর্বস্বখদাতার প্রতি কৃত-
জ্ঞতা উজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। মধুময় ধ-
র্মকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার এই উদার
সদাত্মতে তাঁহার প্রদত্ত বিষয়-সকল উপ-
ভোগ করিলে আমরা পাপে লিপ্ত হই না।

“ধর্মনিষ্ঠ্যঃ প্রশান্ত্যায় কার্যযোগবহঃ সদা।
নাধর্ম্যে কুরুতে বুদ্ধিঃ ন চ পাপে প্রবর্ততে।”
“যে প্রশান্ত্যায় ধর্মকে নিত্য আশ্রয় করিয়া
কার্যোপায়ে সদা তৎপর থাকেন, তিনি
অধর্মের আলোচনা করেন না এবং পাপে
তেও প্রবৃত্ত হন না।” যিনি কাহারো
প্রতি অন্যায়চরণ না করিয়া, কাহারো অ-
পকার না করিয়া, অনৃত বাক্য না কহিয়া,
সকলেরই প্রতি সাধু ব্যবহার করিয়া, পি-
তামাতাকে ভক্তি করিয়া, ঈশ্বরের প্রতি
কৃতজ্ঞ হইয়া, কার্যোপায়ে তৎপর থাকেন
ও শ্রী সম্পত্তি লাভ করেন; তিনি ধর্মকে
রক্ষা করেন, ধর্মও তাঁহাকে রক্ষা করেন—
তাঁহার শরীর পুষ্ট হয়, মন সবল হয়,
জ্ঞান বীর্ষাবান হয়, প্রীতি নির্মল হয়,
আত্মা উন্নত হয়। ক্ষুদ্র বিষয় অজ্ঞানের
উপরে লক্ষ্য করিয়া ধর্মকে তাহার রক্ষা
করিতে চান, তাঁহারদের ধর্ম-সাধনের অতি
হীন লক্ষ্য। ধর্মের পুরস্কার কখনো বিষয়
নহে; ধর্মের পুরস্কার ঈশ্বর। অতএব
এই হীন লক্ষ্য পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরকে
লক্ষ্য কর; ঈশ্বরকে লাভ করিবার জন্য
ধর্মকে সাধন কর। বিষয় তোমার শেষ

গতি নহে। তোমার শেষ গতি, তোমার পরম গতি, সেই অনন্ত-মঙ্গল-স্বরূপ ঈশ্বর। তাঁহাকে লাভ করিলে আর আর লাভকে লাভ জ্ঞান হয় না, তাঁহার সহিত যুক্ত থাকিলে গুরু বিপদেও মন বিচলিত হয় না। “ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ যদ্যৎ কৰ্ম প্রকুর্ষীত তদ্ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ।” “গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্বজ্ঞান-পরায়ণ হইবেন; যে কোন কৰ্ম করুন তাহা পরব্রহ্মেতে সমর্পণ করিবেন।” গৃহস্থ যে কোন কৰ্ম করিবেক, তাহা ব্রহ্মেতে সমর্পণ করিবেক, সকল ধর্মকর্ম ঈশ্বরের উদ্দেশে করিবেক। তত্ত্বজ্ঞান-পরায়ণ সত্য-প্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্ম স্বর্ণপর হইয়া বিষয়-সুখের উদ্দেশে ধর্ম-কর্ম করেন না। কিন্তু ঈশ্বরকে লাভ করিবার নিমিত্তে তাঁহার মঙ্গল-লাভের অনুকরণ করিয়া নিষ্কাম প্রীতির সহিত অহরহ নিঃস্বার্থ ধর্ম সাধন করেন। যে কিছু কৰ্ম করেন, যে কিছু কৰ্মফল লাভ করেন, তাহা সকলই ঈশ্বরেতে সমর্পণ করেন। তাঁহার হৃদয় মন ধন প্রাণ সকলই তাঁহার জন্য, আপনার জন্য তিনি কিছুই রাখেন না। আপনার জন্য কেবল ঈশ্বর, আর ঈশ্বরের কার্য-সাধন জন্য এই সংসার-ক্ষেত্র। যে ব্রাহ্মবান্ বিবৃত-চক্ষু হইয়া ঈশ্বরের প্রতি আপনার লক্ষ্য স্থির করেন, তিনি ধর্মের সাহায্যে সর্বজনজন্মের মঙ্গল-মূর্তি দর্শন করেন, তাঁহার প্রীতি ঈশ্বরেতে উর্জগতি হয়, তাঁহার সকল আশ্রয়, সকল স্পর্শ, সকল ভোগ তাঁহাতেই যায়। তখনো ধর্ম তাঁহার আশ্রয়, কিন্তু তখন বিষয়-সুখের লোভে ধর্ম সাধন করেন না, তখন তিনি তাঁহার প্রিয় কার্য সাধন করিবার জন্য ধর্ম-পথ আশ্রয় করেন।

হে অমৃত-মিকেতনের যাত্রী-সকল! তোমাদের লক্ষ্য স্থির রাখিয়, অমৃতধামে

অগ্রসর হও। ঈশ্বরকে লাভ করিবার জন্য নিঃস্বার্থ ধর্ম অবলম্বন কর। মোহাক্ষ হইয়া বিষয়-সুখকে ধর্মের পুরস্কার মনে করিও না। ধন সম্পত্তি কদাপি ধর্মের পুরস্কার নহে—সমুদয় জীবন পরিশ্রম করিয়া রাশি রাশি ধন সঞ্চয় করিলে, তাহা মুহূর্তের মধ্যে চলিয়া যাইবে। ধর্মের পুরস্কার কেবল ঈশ্বর, তিনিই কেবল হৃদয়কে পূর্ণ করিতে পারেন।

হে পরমাত্মন! তুমি মহায় না হইলে তোমার পথে অগ্রসর হইতে পারি না। তুমি আমারদের মহায় হও, তুমি আমারদের ধর্মকে পোষণ কর, সংসারের মোহ-কোলাহল হইতে মুক্ত করিয়া তোমার কোড়ে লইয়া আমারদিগকে শীতল কর।

ও একমেবাদ্বিতীয়ঃ

উপাসনা।

ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের যে সম্বন্ধ আছে—“সেই আশ্রয় আশ্রিত সম্বন্ধ”—সেই প্রভু ভৃত্য সম্বন্ধ—সেই পিতা পুত্র সম্বন্ধ—সেই সম্বন্ধ জ্ঞানকেই একৃত ধর্ম বলা যায়। পরমেশ্বর ইদৃশ আশ্রয় রূপে এই জ্ঞানালোককে মনুষ্যের হৃদয়-মধ্যে নিহিত করিয়া দিয়াছেন যে বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাহা উজ্জ্বলিত ও প্রকাশিত হইবেই হইবে। ঈশ্বর-জ্ঞান কেমন স্বাভাবিক, যেমন বায়ু জগতের অস্তিত্ব জ্ঞান। বায়ু জগৎ আছে কি না এ বিষয়ে যেমন কোন জাতীয় মনুষ্যকেই সন্দেহান দৃষ্ট হয় না, সেই রূপ ঈশ্বর আছেন কি না এ বিষয়েও মনুষ্য জাতির কোম অংশ মধ্যেই অবিশ্বাস দৃষ্ট হয় না, তবে মানসিক উৎকর্ষণ অতাবে সে বিশ্বাস তিম্র তিম্র অবস্থাপন্ন হইতে পারে এই নাজ। অতএব ধর্ম মনুষ্যের

স্বাভাবিক ভাব ও সাধারণ সম্পত্তি। এই যে স্বভাব-নিহিত ধর্ম ইহার পরিচয় কোথায়? উপাসনাই ইহার পরিচয়। পৃথিবীর এক সীমা হইতে সীমান্তের পর্য্যন্ত যত যত দেশ, যত নূতন নূতন মনুষ্য জাতি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে অদ্যাবধি কোন স্থান ও কোন জাতিই একপ দৃষ্ট হয় নাই যথায় বাহাদিগের মধ্যে ধর্মজ্ঞানের সম্পূর্ণ বিরহ এবং ঈশ্বর উপাসনা প্রচলিত নহে। তুস্তর ভয়াবহ সাগর-বক্ষে যে উপদ্বীপ, বাহা অগব-পোতের অগম্য, যথায় গমন করিতে ন-হিষু সাহসিক পরিব্রাজকের হৃদয়ও ভয়ে কম্পিত হয়, সেখানে নিবিড় অরণ্য নি-বাসী বন্য পশু সদৃশ মনুষ্যেরাও দিনান্তে একবার ঈশ্বরের নামোচ্চারণ করিয়া থাকে, এবং অপরিষ্কৃত ভাষায় তাঁহার নিকট আপনাদিগের সরল কৃতজ্ঞতা ও সরল প্রা-র্থনা নিবেদন করিয়া থাকে। উপাসনাই ধর্মের মহত্ত্ব, উপাসনাই ধর্মের জীবন। বাঁহার সহিত সঙ্গ জ্ঞানে ধর্মের উৎপত্তি হয়, তাঁহার সহিত সম্মিলনকেই উপাসনা কহে। এই সম্মিলনে সেই সঙ্গ উজ্জ্বল জীবন্ত ও মধুময় হয়; ইহার বিরহে তাহা মলিন, হীন-বল, হৃতবৎ ও রস-শূন্য হইয়া পড়ে। সম্মিলন না হইলে সঙ্গ নিষ্ফল। যদি কেহ আজন্ম পরকর্তৃক দূর দেশে নীত হইয়া চির কাল পিতা মাতার মুখ না দেখিতে পায়, এবং ক্রমাগত অন্যের দ্বারা লালিত পালিত হয়, তাহা হইলে পিতা মা-তার সহিত সঙ্গ অবগত হইয়াও সে তাঁ-হাদিগকে প্রীতি করিতে সমর্থ হয় না এবং তাঁহাদিগকে অযশসের প্রক্ষালন করিয়া পরের প্রতি লম্পণ করে। সেই রূপ পরম পিতা পরম মাতার সহিত সঙ্গের সঙ্গ কেবল অবগত হইয়া যদি আমরা কোন কালে তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইতে না

পারিতাম, তাঁহার সহবাস-সুখ না জানিতাম, উপাসনা না করিতাম, তবে নিশ্চয়ই তাঁ-হাকে বিন্মৃত হইয়া সুখ-সন্তোষ-দায়ক সংসারের প্রতি, অনিত্য বন্ধ বান্ধব ধন মানের প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িতাম, এবং বিষম অধর্মে নিমগ্ন হইতাম। অতএব ঈশ্বরের সহিত সঙ্গ নিবন্ধ করা যদি ধর্ম হয়, আর এই সঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সংসারে অনুরক্ত হওয়া যদি অধর্ম হয়, তবে উপাসনা ব্যতীত কখনই ধর্ম সম্ভব নহে। কঠিন-হৃদয় কপট কৃত্যকিকেরা ঈশ্বর-বিবর্জিত হইয়া উপাসনার অযৌক্তিকতা ও ধর্মের অনাবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিতে চাহে করুক, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস অন্য প্রকার। ঈশ্বর আমাদের বিশ্বাস অন্য প্রকার। ঈশ্বর আমাদের পিতা মাতা। যাহার দ্বারা তাঁহার সহিত আমাদের এই পবিত্র সঙ্গ জানিতে ও পালন করিতে পারি তাহার নাম ধর্ম, অতএব ধর্মে আমাদের স্বাভাবিক সঙ্গ ও তাহা আমাদের চিরন্তন সম্পত্তি। উপাসনা দ্বারা সেই সঙ্গ, সেই ধর্ম উজ্জ্বল হয়, ঈশ্ব-রের সহিত আমরা সম্মিলিত হইতে পারি, তাঁহার সৌন্দর্য্য তাঁহার মহত্ত্ব উপলব্ধি ক-রিতে পারি, আমাদের ইহ লোকের ও পর লোকের পথ পরিষ্কার হয় অতএব উপাসনা ধর্মের জীবন ও মনুষ্যের মহত্ত্ব; তাহা আ-মাদের অতি প্রিয়তম ও মঙ্গলতম কার্য।

উপাসনা দ্বিপ্রকার, ভাব বাচক ও অভাব বাচক। পরম পিতার বিচিত্র বিশ্ব-কৌশল দর্শন করিয়া এবং মনুষ্যের প্রতি তাঁহার অলৌকিক অসদৃশ করুণা হৃ-দয়ঙ্গম করিয়া মনে যে প্রীতি ভক্তি কৃত-জ্ঞতা দি ভাবের উদয় হয়, সেই সমুদায় ভাব তাঁহার নিকট ব্যক্ত করার নাম ভাব বাচক উপাসনা এবং আমাদের মলিনতা, বিবাদ ও পাপাদি অভাব অনুভব করিয়া দুর্গতি-প-

রিচরণের নিমিত্ত তাঁহার প্রসাদ প্রার্থনা করার নাম অভাববাচক উপাসনা।

প্রথমোক্ত প্রকার উপাসনা দ্বারা পরমেশ্বরের মহিমা-স্মৃচক ভাব সমস্ত ব্যক্ত হয়; দ্বিতীয় প্রকার উপাসনা দ্বারা আত্মার গভীর অভাবসকল মুক্ত হয়। প্রথমোক্ত প্রকার উপাসনায় আনন্দ উল্লাস প্রভৃতি বিবিধ হৃদয়-প্রস্তুতি কুসুম-রাজি তাঁহার চরণে প্রদত্ত হয়; দ্বিতীয় প্রকার উপাসনায় কাতরতা অনুভূতি বিষাদ এবং অশ্রুজল উপহারে তাঁহার পিতৃ-সাহায্য লব্ধ হয় এবং হৃদয়ের অভাব অপবিত্রতা প্রকাশিত হয়। পরন্তু বিচার-সৌকর্য্যার্থে উপাসনাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা গেল বলিয়া কি বাস্তবিকই তাহা বিভিন্ন? ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি প্রজ্ঞা প্রীতি করিব অথচ তাঁহার নিকট আত্মার অভাব প্রাপক কোন প্রকার প্রার্থনা করিব না ইহা কি সম্ভব; না কেবল তাঁহার নিকট নিয়ম প্রার্থনা করিব কিন্তু তাঁহার মহিমা-বর্ণনা না তাঁহার প্রতি প্রজ্ঞা ভক্তি প্রকাশ করিব না ইহাই সম্ভব? এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা মাত্রেই ইহার অনর্থকতা প্রতীয়মান হইতেছে। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিব অথচ তাঁহাকে প্রজ্ঞা ভক্তি প্রীতি করিব না, ইহা বলা যেমন অসম্ভব ও অযৌক্তিক, ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি রুতজ্ঞতা প্রকাশ করিব, অথচ তাঁহার নিকট মনের পাপ ও বিষাদ প্রকাশ করিব না, আপনার সহস্র অভাব মোচনার্থে তাঁহার সাহায্য তাঁহার সাধু প্রসাদ প্রার্থনা করিব না ইহা বলাও যেমনি অযৌক্তিক। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে অদ্যাবধি কেহ কেহ বিলক্ষণ রুতবিদ্যা এবং সঙ্গিবেচক হইয়াও সামান্য বুদ্ধি পরিহার পূর্ব্বক ঈদৃশ অসম্বন্ধ অর্থ-হীন প্রলাপ বাকা বলিয়া থাকেন। জগতী তলে পরমেশ্বরের জ্ঞান ও মহিমার চিহ্ন

দেখ, অসংখ্য জীবের প্রতি তাঁহার অনন্ত করুণার পরিচয় গ্রহণ কর, আত্মার রুত্তি ও রচনা কৌশল হৃদয়ঙ্গম কর এবং তাঁহার অসীম চরমগাহ সম্বন্ধে নিবিক্ত হইয়া তাঁহার স্তুতি কীর্তন কর, তাঁহার আরাধনা কর, তাঁহাকে ধন্যবাদ কর, কিন্তু তাঁহাকে প্রার্থনা করিও না, প্রার্থনা করিলে তাঁহার অবমাননা করা হয়, তাঁহার নিয়ম ভঙ্গ করা হয়, তাঁহার সঙ্কল্পতার প্রতি দোষারোপ করা হয়। এপ্রকার নীরস যুক্তি কত দূর ন্যায়সঙ্গত তাহা আমাদিগকে বিবেচনা করিতে হইবে।

প্রার্থনার বিপরীতে সর্বদা যাহা কিছু কথিত হইয়া থাকে তাহা তিনটি প্রধান আপত্তিতে পরিণত হইতে পারে। ১ম, ঈশ্বর আমাদিগের সকল অভাব জানিতেছেন। যদি আমাদিগের সঙ্কলের জন্য কিছু আবশ্যক হয় তবে তিনি অবশ্যই তাহা বিধান করিবেন, নতুবা তাঁহার অনন্ত জ্ঞানের ও অনন্ত করুণার দোষ স্পর্শে। তাহাএব প্রার্থনা আবশ্যক নহে। ২য়, ঈশ্বরের সৃষ্টির সকল নিয়মই চিরস্থায়ী ও অপরিবর্তনীয়। জীবদিগের জীবন ও সুখের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন তাৎ সকলই এই সমুদয় নিয়মের বশবর্তী ও অনুকূল। প্রার্থনা দ্বারা যে সেই নিয়ম পরিবর্তিত হইবে ইহা প্রত্যাশা করা মূর্খতা মাত্র। প্রার্থনা করিলেও যাহা হইবে, না করিলেও তাহাই হইবে। তবে প্রার্থনা নিতান্ত নিষ্ফল সন্দেহ নাই। ৩য়, প্রার্থনা করিয়া আমরা যে উন্নতি লাভ করিয়াছি মনে করি, তাহা আমাদিগের কল্পনা মাত্র। আপনাদিগের সাধু চেষ্টা ও সাধু কামনা জনিত যে সমস্ত পবিত্র ভাব হৃদয় মধ্যে উদ্ভূত হয়, তাহাদিগকে একটি মনঃকল্পিত প্রীতি-স্বত্রে আবদ্ধ করিয়া উপাসনা কালীন প্রা-

ধর্মীজনে ব্যক্তি করি, এবং কয় সহকারে সেই সমস্ত কার্যেরে পরিণত করিয়া দিতে করি বুঝি ইচ্ছারের নিকট প্রার্থনা করিয়া বলিয়া আমাদারা এই সকল সাধু কার্য সম্পন্ন হইল। অতএব প্রার্থনা করা নিতান্ত ভ্রম; তৎপরিবর্তে জগতের হিতকর কার্যের অনুষ্ঠানে নিযুক্ত হওয়া ভাল।

এই ত্রিবিধ কারণ দ্বারা কেহ কেহ ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কার্যের অনাবশ্যকতা, নিষ্ফলতা ও অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে উপাসনা সম্পূর্ণ রূপে মনুষ্যের পক্ষে স্বাভাবিক, কিন্তু উপাসনার সহিত সমস্ত বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলেও প্রার্থনাকে সম্পূর্ণ রূপে স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। কোন বস্তু আবশ্যক হইলেই আমরা লোকের নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকি, এবং প্রার্থিত বস্তুর মর্যাদা ভেদে অল্প বা অধিক সময় প্রার্থনা কার্যে ক্ষেপণ করি। যদি উক্ত বস্তু নিতান্ত আবশ্যক ও স্পষ্টীয় হয় তবে বারম্বার হত্যাধাঙ্গ এবং নিষ্ফল হইয়া তথাপিও তাহার নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে ক্ষান্ত হই না। বাস্তবিক একপ ব্যবহার সম্পূর্ণ রূপে আমাদের স্বভাবসিদ্ধ। কি ধর্মের জন্য কি সামান্যিক অভাবের জন্য এতদ্যক মনুষ্যকে কোন সময়ে নী কোন সময়ে প্রার্থনা করিতেই হইবে। যিনি অকারুণ্য ইহা হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া, তিনি কোন না কোন একারে স্বীয় স্বভাবকে বিকৃত করিয়া কেলিয়াছেন। যে ব্যক্তি অন্যভাবে জীব-কলেবর ও মুহূর্ষ হইয়া তিন্ম লভা এক মুক্তি তত্ত্ব লেভ না হইয়া বার বারিত হইয়াছে, সহস্র বারি বারে অবমানিত ও ভাঙিত হইয়াছে, সে কি পুনরায় তিন্ম করিতে ক্ষান্ত হয়? না বৈ? বারি লঘ্যাব অবলুপিত হইয়া বিবর বহুপা

সহ করিতেছে, সকল ঔষধ যাহার পক্ষে অকার্যকর হইয়াছে সে বারম্বার অক্রপুণ লোচনে চিকিৎসকের নিকট শান্তি আর্গনা করিতে ক্ষান্ত হয়? ঈদৃশ অবস্থায় এবং বিবিধ অন্যান্য অবস্থায় যদি প্রার্থনা মনুষ্যের পক্ষে স্বাভাবিক হইল, তবে কি কেবল তাহা ধর্ম সম্বন্ধে অস্বাভাবিক? পাপ বশবর্তী হতভাগ্য ব্যক্তি কি ঈশ্বর প্রমাদে ধর্ম স্পর্হ হইয়া চির দিন অনুতাপিত হৃদয়ের অসহ্য গ্লানি হৃদয়েই বিলীন করিবে? তাহার বিষম শোক তুফার যে শান্তি বারি প্রার্থনা তাহা কি কেবল মুগ্ধতা ও অরণ্য-রোদন মাত্র? সে বলহীন এবং ক্ষুধার্ত সে মনুষ্যের নিকট প্রার্থনা করিয়া আহারীয় বস্তু লাভ করত তৃপ্ত হইতেছে; সে শুষ্ককণ্ঠ তুফার্ত সে চেষ্টা ও প্রার্থনা সহকারে লোকের হৃদয়কে দয়াস্র করত জল দ্বারা তৃষ্ণা নিবারণ করিতেছে; রোগী প্রার্থনা দ্বারা স্বাস্থ্য লাভ করিতেছে, হা! কেবল অনাথ পাপীই কি পরমেশ্বরের রাজ্যে বদ্ধ-বিহীন, মহান-বিহীন থাকিবে; তাহার প্রার্থনা বাক্যে কি মনুষ্য কর্ণপাত করিবে না; অসীম হাঁহার করুণা সেই স্নেহময় পরমেশ্বর অবধি কি তাহাকে এক মুক্তি তিন্ম দান করিবেন না? তাহার মনের অভাব মনের ক্রেশ কি সে স্বভাব বিরুদ্ধে মনেতেই নিহিত করিবে? এমন কখন হইতে পারে না। বরং অনাহারী দুর্বল কলেবর দরিদ্রের সন্ধান স্বর বারম্বার গ্রহণ করা যায়, বরং কৃষ্য-তপ্ত মলিন-মূর্তি তৃষ্ণাভুর ব্যক্তির লাহাকার গনি গ্রহণ করা যায়, বরং স্রাষ্ট্রচর্ম্মাবশিষ্ট বিকৃতকায় মুহূর্ষ রোগীর অক্রপুণ তাপোস্তিকর্ণ গোচর করা যায়, কিন্তু ঈশ্বর-বিরহিত, মানিযুক্ত, শোক-শীর্ণ পাপীর বিনাদিত্ত বদন ও অনুতাপাত্ম দেখিলে হৃদয় রোদন করিয়া উঠে। মঙ্গল স্বরূপ পরম

পিতা কি তাহার স্বভাব নিঃকণ্ট প্রার্থনায়-
বধির হইবেন, ও প্রতি দিন তাহাকে তাহার
দ্বার হইতে দূরীকৃত করিবেন? হে সরল
হৃদয় মনুষ্য তুমিই ইহার বিচার কর।

কিন্তু প্রার্থনা স্বাভাবিক হইল তাহাতে
কি? যুক্তি পরতন্ত্র তর্কিকেরা বলেন যে
তোমার ভাব-পূর্ণ ভাবার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে
পারিলাম না। প্রার্থনা যদি আবশ্যিক না
হয়, তাহা যদি সম্যক্ রূপে নিষ্ফল যুক্তি
বিরুদ্ধ, কম্পনা মাত্র হয় তবে তাহা স্বাভা-
বিক হইল তাহাতে কি? পূর্বে প্রার্থনার
আবশ্যকতা প্রমাণ কর।

ভাল, ঈশ্বর আমাদিগের সমস্ত অভাব
জানিতেছেন এবং সেই অভাবের উপযোগী
সকল বস্তু বিধান করিতেছেন; কেবল বিধান
করিতেছেন এমত নহে কিন্তু বাহ্যতে প্রদত্ত
বস্তুর দ্বারা আমাদিগের সম্যক্ মঙ্গলের উৎ-
পত্তি হয় তাহারও অভ্রান্ত উপায় অবলম্বন
করিতেছেন। হয় ও ভ্রমবশতঃ আমরা
সময়ে সময়ে এমন কত অভাব বোধ করি,
কত বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করিয়া থাকি,
যাহা আমাদিগের পক্ষে ভগ্নানক অমঙ্গল-
কর। তিনি এবস্ত্রকার অভাব ও এবস্ত্র-
কার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করেন, এবং তাহাই
বিধান করেন যাহা পরিণামে আমাদিগের
সর্ব্বাধিক মঙ্গলদায়ক হইবে। তবে কেবল
মনুষ্যের অভাব অবগত হইয়া তাহা মোচন
করাই ঈশ্বরের উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু তাহার
সম্যক্ মঙ্গলের জন্য উপযুক্ত অভাব মোচন
করাই তাহার উদ্দেশ্য। এক্ষণে আমাদিগের
দেখিতে হইবে যে কিসের জন্য কোন অ-
ভাবের জন্য তাহার নিকট আমাদিগের প্রা-
র্থনা করা উচিত। আমরা ধনমানের জন্য
তাহার নিকট প্রার্থনা করি না। আমরা
সাংসারিক বিষয় বিপদ হইতে উদ্ধার হই-
বার জন্যও তাহার নিকট প্রার্থনা করি না;

এসমস্ত বিষয় সবলো তাহার সমস্ত ভাবের
প্রতি আমরা সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করি, যদি
তৎসমুদায়ের হয় তিমি অবশ্য দিবেন, অকল্প
হয় কখনই দিবেন না। কিন্তু আমাদিগের
যে সমস্ত ধর্ম্মের অভাব তিমিসিহই তাহার
নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকি। পূর্বে কথিত,
হইয়াছে যে ঈশ্বর এককালে মনুষ্যের
অভাব সকল মুক্ত করেন যাহারা তাহার
সর্ব্বোৎকৃষ্ট মঙ্গল সংঘটিত হইয়া থাকে।
অতএব বিচার করিতে হইবে যে যে ধর্ম্ম-
ভাবের জন্য আমরা তাহার নিকট প্রার্থনা
করি, তাহা প্রার্থনা ব্যতীত পরিভূক্ত হইলে
মনুষ্যের অধিক মঙ্গল হয়, কি প্রার্থনা সং-
যুক্ত হইয়া মুক্ত হইলে তাহার অধিক মঙ্গল
সংসাধিত হয়। ইহা একটা সাধারণ সত্য
যে যদি কোন বস্তু প্রার্থনা ব্যতীত লভ হয়,
তবে তাহা কৃতজ্ঞতা ব্যতীত গৃহীত হয়।
যে রাজতনয় জগদ্বাধি সাংসারিক কোন প্র-
কার অভাব অনুভব করে নাই, চিরকাল
সম্পত্তি ও সচ্ছলতার কোড়ে ক্রীড়া করিয়া
আসিতেছে, সে যদি আবশ্যক কালে উ-
পযুক্ত পরিচ্ছদ বা উপযুক্ত আহার প্রাপ্ত
হয় তাহা হইলে সে দ্বীয় অন্নদাতা পিতা
মাতার প্রতি কিছুমাত্র কৃতজ্ঞতার কি
প্রীতির আধিক্য অনুভব করে না, বরং
ইচ্ছামত দ্রব্য না পাইলে তাহাদিগের
প্রতি বিলক্ষণ রুষ্ট হইয়া উঠে। কিন্তু
যদি কোন দুঃখী মস্তান চিরদিন অন্ন বস্ত্রের
অভাবে বহু কষ্ট পাইয়া পরিশেষে দ্বীয়
পিতার পরিশ্রম-লব্ধ বন হইতে কিঞ্চিৎ স-
চ্ছলতা লাভ করে তবে সেই পিতার প্রতি
তাহার কৃতজ্ঞতা ও প্রীতি কেমন উজ্জ্বলিত
হইতে থাকে। সে চিরজীবনের পরিদ্রব্য
যন্ত্রণা এককালে বিস্মৃত হয় এবং জাহ্নবী
পিতার চরণে অঙ্গুলি বোঝক হইয়া অব-
স্থিতি করে। বীরাণি পরম-পিতা আমা-

নিম্নের আশঙ্ক্যসমূহের আশঙ্ক্যর সহায় অতাব
মোচন করিতে, তাঁহার নিকট কোন অ-
ভাবের জন্য প্রার্থনা করিতে না হইত;
কিন্তু সফল ও পরিপাক ক্রিয়ার ন্যায় যদি
ধর্ম্যভাব পূর্ণ হওয়া স্বভাবসিদ্ধ হইত তাহা
হইলে কি ধর্ম্মলাভের আশঙ্ক্য ঘর্ম্মালা ও
আদর থাকিত, না তন্মাত্র জন্মিত উপযুক্ত
ভক্তি প্রজ্ঞা কৃতজ্ঞতা আমাদিগের দ্বিত
হৃদয়ে সমুৎপিত হইত? তাহা হইলে কি
আমরা কেশ-সহিষ্ণু দুখী সন্তানের ন্যায়
অমূল্য ধর্ম্মরত্ন লাভের জন্য পরম পিতার
নিকট চিরকৃতজ্ঞ ও চিরানুগত ভূত হইয়া
থাকিতাম, না সমাদৃত উদ্ধত-স্বভাব রাজ-
তনয়ের ন্যায় তাঁহার অপার করুণাকে করু-
ণাজ্ঞান না করিয়া অকৃতপুণ্য, কৃতপ্ত ও পা-
পচারী হইতাম? ইহাতে কি আমাদিগের
সর্ব্বাধিক মঙ্গল ও উন্নতির উৎপত্তি হইত?
এক্ষণে আমরা বহু ক্রেশে, বহু পরিশ্রমে,
বহু প্রার্থনার দ্বারা যাহা কিছু লাভ করি-
তেছি তাহাতে কৃতার্থ হইতেছি। য-
তই ধর্ম্মের অভাব নিগূঢ়তরূপে অনু-
ভব করি, সেই অভাব পূর্ণ করিবার জন্য
যতই কঠোরতর পরিশ্রম করিয়া থাকি, আ-
পনার চেক্টকে বিফল ও নিরর্থক দেখিয়া
যতই বিশ্বাসপূর্ণ হৃদয়ে ঈশ্বরের নিকট
প্রার্থনা করি, এবং সেই প্রার্থনার সাফল্য
অসম্ভব বতই আমাদিগের সাধুরংকল্প
সিদ্ধ হয়, ততই আমাদিগের হৃদয়ে ধর্ম্মের
গৌরব ও মধুরতা সমৃদ্ধ হইয়া, ধর্ম্ম-বল লব্ধ
হয়, ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও বিশ্বাস জন্মে,
প্রীতি জন্মে। যে বিষয়ের জন্য যত চেষ্টা
করিব, সেই বিষয় লাভ করিয়া কৃত প্রীতি
হইব, তত তাহার আদর হইবে, এবং যা-
হার সাফল্যে যে পরিমাণে সেই বিষয় সিদ্ধ
হইয়াছে, তাহার প্রতি সেই পরিমাণে কৃত-
জ্ঞতা ও কৃতজ্ঞতা হইবে। যদি না-

হয়। অতি পরিশ্রম সহকারে ধর্ম্মকে লাভ
করি তবে ধর্ম্ম আমাদিগের নিকট অতিশয়
প্রিয় হইবে, এবং যদি প্রার্থনা জন্মিত ঈ-
শ্বরের সাফল্যে তাহা লব্ধ হয় তবে তাঁহার
প্রতি প্রীতি ও প্রজ্ঞা উৎপিত হইবে। এ-
ক্ষণে হে সরল হৃদয় মানুষ্য বিবেচনা কর
প্রার্থনা আবশ্যিক কি না। যদি ধর্ম্মেতে
পবিত্রতাতে, ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি প্রজ্ঞা ও
কৃতজ্ঞতাতে আবশ্যক থাকে, তবে প্রার্থনা-
তেও আবশ্যক আছে, যদি সেই সমস্ত অ-
বশ্যক হয়, তবে প্রার্থনাও অবশ্যক।

কিন্তু যুক্তি প্রিয় তार्কিক মহাশয় ইহা-
তেও নিরস্ত না হইয়া সিদ্ধান্ত করেন যে যদি
প্রার্থনা পরমেশ্বরের প্রতিষ্ঠিত নিয়মাবলীর বি-
রোধী হইল তবে তাহা কি প্রকারে ফলবান
হইতে পারে? যখন সমুদ্র মধ্যে তোমার ত-
রণী জলমগ্ন হইয়াছে তখন কি প্রার্থনা দ্বারা
তুমি জীবন লাভ করিতে পার, না যদি বাত্স
তোমাকে আক্রমণ করে তবে প্রার্থনা দ্বারা
তাহার কবল হইতে নিষ্কৃতি পাও? কদাচ
নহে। যাহা অপরিবর্তনশীল ঈশ্বরের নিয়-
মের অনঙ্গত তাহা তোমার প্রার্থনা দ্বারা কি
প্রকারে সিদ্ধ হইতে পারে?

কিন্তু তार्কিক মহাশয় আমাদিগের প্রা-
র্থনার উদ্দেশ্য বিচার করিতেছেন না। আ-
ম্মার উন্নতির জন্য প্রার্থনা যে পরমেশ্বরের
নিয়ম বিরুদ্ধ তাহা কি রূপে নিশ্চিত হইল?
যে প্রার্থনা শারীরিক ও বাহ্যিক অভাব
মোচনার্থে জড় বিশ্বের প্রচলিত প্রথাকে
বিপর্যাস্ত করিতে চাহে; যে প্রার্থনা জগদী-
শ্বরের জগৎ স্রষ্টার, গুঢ় দুঃস্থের কৌশ-
লের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া অসংসারী
বাহ্যিক অভাবে অস্থির চিত্ত হইয়া তাঁহার
অপরিবর্তনশীল পরিপূর্ণ স্বভাবকে স্বীয়
প্রার্থপরতার নিয়মান করিতে চাহে, তাহা
অগ্রাহ ও নিষ্ফল সন্দেহ নাই। জল-

মম হইবার সময় প্রকৃত ধর্ম পরামর্শ ব্যক্তি
মাগর-কূলে উপনীত হইবার জন্য ঈশ্বরকে
অনুরোধ করেন না, এবং ভয়ানক হিংস্র-
অস্ত্র কবলে নিপতিত হইয়াও তিনি ঈশ্বর
সদনে ইহার মৃত্যু কার্য্য করেন না, কিন্তু
সকল প্রকার সাংসারিক অবস্থায়, জীবনে এবং
মৃত্যুতে নিরপেক্ষ থাকিয়া অকপট চিত্তে
তিনি নিয়ত তাঁহারি মঙ্গল সংকল্প সিদ্ধির
জন্য প্রার্থনা করেন। ঈশ্বরের যাহা ইচ্ছা
তাহাই তাঁহার প্রার্থনা; সে ইচ্ছায় যদি
মৃত্যু হয় তাহাও তাঁহার শিরোধার্য্য, সে
ইচ্ছায় যদি জীবন সংরক্ষিত হয় তাহাও
তাঁহার শিরোধার্য্য। কিন্তু আত্মার উন্ন-
তির জন্য প্রার্থনা অন্য প্রকার। আত্মার
উন্নতি এবং ধর্ম লাভ যে ঈশ্বরের অভিল-
ষিত তাহার আর কোন মনেহ নাই। তাঁ-
হার প্রেরিত ও প্রতিকূপ মনুষ্য জন্মস্থিত
যে ধর্ম বুদ্ধি তাহাই ইহার মাক্য্য দিতেছে।
পরন্তু এই উন্নতি এই ধর্ম লাভ কিরূপে
হইতে পারে? ধর্মের জন্য একটি গুট
আন্তরিক ভাব বোধ হওয়াই ধর্মের মূল।
যাহার ধর্মের অভাব বোধ হয় নাই সে
কখনই ধার্মিক হইতে পারে না, যে ব্যক্তি
আপনার পাপ মলিনতাতেই সন্তুষ্টচিত্তে
অবস্থিত করে, ঈশ্বরের জন্য যাহার হৃদয়
ব্যাকুলিত হয় নাই, সে ধর্ম লইয়া কি
করিবে, ঈশ্বর লইয়া কি করিবে? ধর্ম
কি হেতু, ঈশ্বর কি রত্ন যে তাহার পরিচয়
লায় নাই ঈশ্বর তাহাকে দর্শন দেন না,
কারণ তাঁহার প্রতি তাহার কিছু মাত্র আদর
নাই যদি সে অন্যায়সে তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়
তবে অন্যায়সে তাঁহাকে পরিত্যাগও করিবে।
নাহা প্রার্থনা করি তাহা প্রাপ্ত হই, ইহাই
এ জগতে উপাঙ্গনের নিয়ম। আমার যদি
বড় ধন আছে মনে জানি তবে দরিদ্রের
জন্য কেন চেষ্টি করিব, কেন পরের দাসত্ব

করিব? যদি আমি এক বন্দকও না থাকি
অশান্তাবে যদি কল্যাণ আমার এবং আমার
পরিবারের জীবন সংকটাপন্ন হইয়া উঠিলে
ইহা নিশ্চয় অবগত থাকি তাহা হইলেই
আমি অর্থের চেষ্টি দেখি, তাহা হইলেই
আমি সমুদয় শরীর মন ক্ষয় করিয়া তাহার
জন্য পরিশ্রম করি, লজ্জা ভয় ভ্রাপ করিয়া
পথে পথে ঘারে ঘারে ভিক্ষা করিতে কু-
ণ্ঠিত হই না। ঈদৃশ অবস্থায় ধন লাভ
করিলেই আমার কার্য্য আইসে, আমার
উপকার হয়, ঈদৃশ অবস্থায় মনুষ্যকে ধন
দান করিলেই আমাদিগের পুণ্য হয়। পরি-
শ্রম ও প্রার্থনা উপাঙ্গনের নিয়ম, অভাব
উপাঙ্গনের ভূমি। ইহাই এই পৃথিবীর
অগুণ্ণীয় ব্যবস্থা। যদি ধর্মোপাঙ্গন ক-
রিতে অভিলাষ থাকে, তাহার জন্য যদি
নিতান্ত দীন হীন হইয়া থাক, তবে চেষ্টি
ও পরিশ্রম করিতে হইবে, এবং সেই স্থানে
তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে হইবে যে
স্থানে, যাহার নিকট তাহা প্রাপ্ত হওয়া
যায়। চেষ্টি না করিয়া, প্রার্থনা না করিয়া
উপাঙ্গন করা চুৎখী লোকদিগের পক্ষে
অসম্ভব, তাহা পৃথিবীতে অবৈধ, ঈশ্বরের
নিয়ম বিরুদ্ধ, কুতাপি কোন বিষয় তাহার
দৃষ্টান্ত দৃষ্ট হয় না। যাহাদিগের ধর্মের
অভাব নাই, এয়োজন নাই, তাহারাই প্রা-
র্থনা না করিয়া তাহার অযৌক্তিকতা অনু-
সন্ধান করে, কিন্তু তাহার অভাবে যে নিতান্ত
দীন হীন দরিদ্র সমান হইয়াছে, ঘারে
ঘারে তাহার জন্য ভিক্ষা পর্য্যন্ত করিতে
যাহার সঙ্কোচ না হয়; সেই ঈশ্বরের নি-
কটে ধর্ম-ভিক্ষা প্রাপ্ত হয় এবং সেই সকল
প্রকার আত্মঘাতী বুদ্ধিভ্রমকে বধিরা হইয়া
মিঞ্জনে জীবনের সার্থকতা সন্তোষ করে।
অতএব প্রার্থনা কার্য্য ঈশ্বরের নিয়ম বি-
রুদ্ধ নহে, তাহার নিয়ম সঙ্গত।

না করিলে তাঁহার নিয়ম ভঙ্গ করা হয়।

প্রার্থনা বিষয়ক তৃতীয় আপত্তি এই যে ইহা কেবল মনের কামনা। ইহা দ্বারা যে উন্নতি হয় তাহা প্রকৃত উন্নতি নহে, কেবল মনুষ্যের মনের ভাবমাত্র। মনুষ্যের দ্বীপ চেষ্টা দ্বারা যে পবিত্রতা লব্ধ হয় সে তাহাকে প্রার্থনা জনিত পবিত্রতা মনে করে। অতএব এই ভ্রমাত্মক প্রার্থনার ভাব যত শীঘ্র মনুষ্যদিগের মধ্য হইতে নিরাকৃত হয় ততই মঙ্গল। উল্লিখিত প্রকার আপত্তি তাঁহাদিগের দ্বারাই রূত হয় যাহারা নিজে প্রার্থনা কার্যের অনুষ্ঠান না করিয়া কেবল ত্রাহার অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিতে কৃতগৎকম্প হইয়াছেন। প্রার্থনা কাহাকে বলে, তাহার কি ফলাফল তাহা তাঁহারা জ্ঞাত নহেন, হইতে ইচ্ছাও করেন না, কেবল তাঁহাদের “বোধ হয়” ইহা সম্পূর্ণরূপে সকলের পক্ষে অকার্য্য-কর, অতএব তাঁহারা কোন একারেই তাহার যুক্তিযুক্ততা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়েন না। কিন্তু এতদবস্থায় তাঁহাদিগের প্রতি বক্তব্য এই যে প্রার্থনা কার্যের প্রতি দোষারোপ করিবার পূর্বে তাহা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন, প্রকৃত প্রার্থনার বাহা বাহা নিয়ম তাহা পালন করুন, তৎসঙ্গেও যদি প্রার্থনার ফলকে তাঁহাদের কামনা মাত্র বোধ হয় তবে খেন তাঁহারা ইহার অপবাদ রটনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়েন, নতুবা তাঁহাদিগের আপত্তি গ্রাহ্য হইতে পারে না। কথিত আছে একজন দণ্ডিত জন্মান্তর ব্যক্তি কোন বস্তু কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়াছিল যে লোহিত বর্ণ কিরূপ? সে কিছুমাত্র কালবিন্যাস না করিয়া বলিল যে লোহিত বর্ণ আমি নিষ্কর জানি, আমার “বোধ হয়” ইহা বর্ণের ন্যায় ন্যায় অতি সুস্বাদু ও সুমধুর। আশ্চর্য্য বিষয়টি তাঁহাদের উক্তিও সেই

রূপ। তাঁহাদিগের “বোধ হয়” প্রার্থনা কামনা মাত্র অর্থাৎ প্রার্থনা যে কি রূপ কার্য্য তাহারা কোন কালে তাহা স্বপ্নেও অবগত নহেন। তাঁহাদিগের “বোধ” প্রকৃত জ্ঞানীদিগের নিকট কেবল অববেচনা ও দুর্ভবিনয়ের পরিচয় মাত্র। পরীক্ষার ফল কেবল পরীক্ষার দ্বারাই অনুভূত হইতে পারে। সাধুদিগের প্রযুক্তাৎ প্রকৃত হইয়াছি যে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলে ধর্ম লাভ হয়। ইহা তাঁহাদিগের জীবন-জাত পরীক্ষা-জাত সত্য, আমরাও মান্য জীবনে ইহার নিশ্চয় প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছি। যৎকালে আমি মাতৃ-বিয়োগ-শোকে মৃতকম্প হইয়া ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়াছিলাম, একান্ত মনে যখন তাঁহা হইতে শাস্ত্র নাও ঐখ্য প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তখন আমার আত্মা পুনর্জীবিত হইয়াছিল, আমার অপকৃত শাস্তি প্রত্যগত হইয়াছিল; সেই অবধি আমি মহত্তর কোমলতর জননী প্রাপ্ত হইয়াছি, যিনি আমার জননী এবং জগতের জননী—ইহা কি আমার ভ্রম? যখন পাপে গুরুভারাক্রান্ত হইয়া একপাদগমন করিতে পারি নাই, সংসার যখন অরণ্যবৎ বোধ হইয়াছিল তখন তাঁহার নিকট ক্ষমা ও প্রসাদ ভিক্ষা করিয়াছিলাম; আমার আত্মা নূতন ক্ষুর্জি নূতন সাহস নূতন ভাব লাভ করিয়াছিল, সেই অবধি আমি অশ্রু অশ্রু তাঁহার পথে অগ্রসর হইতেছি, ইহা কি আমার ভ্রম? দুর্ভাগতার সমর প্রার্থনা করিয়া বল পাইয়াছি, অজ্ঞান ও সংসারাক্রান্ত মন্থে, যৎকালে আমার আত্মা ক্ষিপ্ত ও অন্ধ-প্রায় হইয়াছিল, তখনও প্রার্থনা করিয়া বিশুদ্ধ সত্য ও জ্ঞান প্রদীপ লাভ করিয়াছি, ইহা কি আমার ভ্রম? এই সকল যদি ভ্রম হয়, তবে সত্য কি? একবার ময়, দুই বার নয়, যত বারই বিনীত বিশ্বাস পূর্ণ মনে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি,

তত্‌ বারই পূর্ণ হৃদয়ে কিরিয়া আসি, তত্‌ বারই তাহার করুণা, তাহার পবিত্রতা, তাহার মঙ্গলভাব, গাঢ়তর রূপে আমার জীবন পুষ্টকে স্তুতিত হয়। হা! ইহা যদি মিথ্যা হয় তবে আমার জীবন মিথ্যা, জন্ম মিথ্যা, জগৎ মিথ্যা, সকলই মিথ্যা। কেবল অধর্মই সত্য। সূর্য্য কিরণে যেমন অন্ধকার গৃহের বন্ধ কবাট উন্মুক্ত হইলে রৌদ্র রশ্মি তাহার সকল নিভৃত স্থানকে আলোকিত করে, আমার অন্ধ হৃদয় সেই রূপ প্রার্থনা দ্বারা উন্মুক্ত হইলেই তাহার স্নেহ রশ্মি তাহার সকল প্রদেশকে উজ্জ্বল করে। এই আলোক এই উজ্জ্বলতা আমার আশা এবং জ্যেষ্ঠের বহির্ভূত, আমি মনে করিলে ইহাকে নিবারণ করিতে পারি না। কত সময় আমার দুর্জিত হৃদয়ের ঘোর অন্ধকার এবং লৌহ কবাট ভেদ করিয়াও সে জ্যোতি প্রকাশ পাইয়াছে। অতএব হে সরল হৃদয় সত্য জিজ্ঞাসু মনুষ্য! প্রার্থনা কল্পনা নহে, ভ্রম নহে, মনের ভাব মাত্র নহে। ইহা পরমাত্মার সহিত আত্মার সম্মিলন, ইহা ভূত্বোর জিজ্ঞা, প্রভুর দান; ইহা ধর্ম্মের, পরলোকের, শাস্ত্রের সম্মল। হে সরল মনুষ্য জাগ্রতকে কখন ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে বিরত হইও না।

উপরে বাহা কিছু উল্লিখিত হইল, প্রার্থনা কার্য্যের নিষেধ থাওনই তাহার উদ্দেশ্য, ভবিষ্যতে এ বিষয়ের বিধি সংস্থাপন করিতে চেষ্টা করা যাইবে।



মনো বিজ্ঞান।

মন। মন শব্দের প্রকৃত অর্থ নির্দ্ধারিত হইল। মনের প্রকৃত অর্থই যদ্যপি মনুষ্য হয় তবে “আমি” “আম্রন” বা “আত্মা” শব্দে মনকেই বুঝায়, শরীরের কিঞ্চিদাত্ম অনুভূত হয় না।

আপেক্ষিক, অসমাপিক, নিরাপেক্ষিক। মনের জ্ঞান কিরূপ? জ্ঞান দ্বিবিধ আপেক্ষিক ও নিরাপেক্ষিক অথবা অসমাপিক। স্বয়ং কীর্ত্তির প্রকৃতি সম্বন্ধে বিশ্ব সংসারস্থ বিবিধ পদার্থের যে জ্ঞান অস্মে তাহাকে অপেক্ষিক জ্ঞান কহে। আর স্বয়ং প্রকৃতির বহির্ভূত বিশ্ব কার্য্যের স্বতন্ত্র আদ্যন্ত জ্ঞানকে অসমাপিক জ্ঞান কহে। পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে মনুষ্যের তাৎজ্ঞানই তাহার প্রযুক্তি সাপেক্ষ। যে পরিমাণে মনুষ্যের শারীরিক বা মানসিক বৃত্তি সেই পরিমাণে তাহার জ্ঞান। হয়ত এমত কত প্রকার জ্ঞান আছে বাহ্য উপযুক্ত বৃত্তির অভাবে সে জানিতে পারিতেছে না, সুতরাং তাহার জ্ঞান আপেক্ষিক। কেবল ঈশ্বরের জ্ঞানই অসমাপিক ও নিরপেক্ষ। তিনি আমাদের ন্যায় স্বাভাবিক ইন্দ্রিয় দ্বারা, বৃত্তি দ্বারা, সীমাবদ্ধ ও সীমাপ্রাপ্ত নহেন। সমস্ত বিশ্ব হইতে তাহার মন অনন্তগুণে স্রোত, তিনি তাহার আদ্যন্ত স্বাভাবিক জ্ঞান-ক্রিয়া দ্বারা এককালে জানিতেছেন। অতএব তাহার জ্ঞান নিরাপেক্ষিক ও অসমাপিক।

পরন্তু আপেক্ষিক ও অসমাপিক বা নিরাপেক্ষিক শব্দত্রয়ের মধ্যে যে ইতরের্ত্তর সম্বন্ধ আছে তাহা যে কেবল জ্ঞান-কার্য্য উল্লেখে সংলগ্ন হয় এমত নহে। তাহা-দিগের অর্থবোধক আবশ্যকতা বিবিধ অন্য দৃশ্য বিষয়ে কিরূপ উপলব্ধ হয়, মনোবিজ্ঞানের ভবিষ্যদ্যালোচনায় তাহা শাস্ত্রই প্রতীয়মান হইবে।

গুণ, ভাব, এবং মূল-মন্ত্ৰ। পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে কতকগুলি গুণ লেখিয়া আমরা কোন একটা পদার্থের আভিধান নির্দেশ করি। আকৃতি, বিস্তৃতি আকর্ষণাদি গুণ উপলব্ধি করিয়া আমরা কতের আভিধান জানিতে পারি; এবং জ্ঞান প্রীতি ইত্যাদি

আমরা কতকগুলি গুণ দ্বারা আমাদের মনের অস্তিত্ব জানিতে পারি। জড়জ্ঞান বা মন জ্ঞান এই দ্বিবিধ প্রকার গুণজ্ঞানের সমষ্টি মাত্র। জড়বস্তু দর্শন করিলে আমরা তাহার আকৃতি বিস্তৃতি বর্ণাদি ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাই না ও জানিতে পারি না; এবং চেতন বস্তু উপলব্ধি করিলেও তাহার জ্ঞান প্রীতি ইচ্ছাদি ভিন্ন আর কিছুই জানিতে পারি না। কিন্তু এই দ্বিপ্রকার গুণ-শ্রেনীর অন্তর্গত বিভিন্ন স্বভাব দুইটি পদার্থ আছে। এই দুইটি পদার্থ যদিও আমরা চক্ষুদ্বারা দেখিতে না পাই, তত্রাপি তাহাদিগের প্রতি আমাদের অগুণীয় বিশ্বাস আছে, কারণ তাহা ইহাতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গুণ মাত্র অবস্থিতি করিতে পারে না। এই দুইটি পদার্থই বস্তুর মূল-সত্ত্ব (Substance)। ইহা আমাদের জ্ঞানের বিষয় নহে কিন্তু বিশ্বাসের বিষয়। কেবল উপরোল্লিখিত গুণ (Property) আমাদের জ্ঞানের অত্যন্ত দর্শন ও জ্ঞানের বিষয়।

যে পদার্থে বাহ্য কিছু লক্ষিত হয় তাহাই তাহার ভাব। প্রতি দিন মনের মধ্যে সহস্র চিন্তা, এবং সহস্র ইচ্ছা উদয় হইতেছে, এই রূপ প্রত্যেক চিন্তা ও প্রত্যেক ইচ্ছাই মনের এক একটি স্বতন্ত্র ভাব (Phenomenon)।

শক্তি ও বৃত্তি। এক অবস্থা ইহাতে অবস্থান্তর হইতে পারিবার ক্ষমতার নাম শক্তি; এবং যে যে ভিন্ন শারীরিক বা মানসিক উপায়ে এই শক্তি সাধন করা যায় তাহার নাম বৃত্তি। মানুষ আত্মা লইতে পারে। আত্মা একটি শক্তি; কারণ মানুষের স্বাভাবিক অবস্থা হইতে সে আপনাকে আত্মা এবং বস্তু আনিতে পারে। একটি বিশেষ ইচ্ছাকে উপায়রূপে অবস্থান্তর পূর্বক বস্তু আত্মা এবং করিতে

সমর্থ হয়, অতএব আত্মার মনুষ্যের একটি শারীরিক বৃত্তি। বৃত্তি দ্বিপ্রকার উদ্যোগিনী ও নিয়োগিনী। উদ্যোগিনী বৃত্তি দ্বারা আমরা একটি কার্য দেখা সহকারে সাধন করিতে পারি; নিয়োগিনী বৃত্তি দ্বারা আপনাদের উপর অপরের কার্য সহন করিতে পারি। আমার স্বীয় চেতনার দ্বারা স্মৃতি শক্তিকে পরিচালনা করিয়া জ্ঞানের বিষয় সকলকে চিরকাল মনোমধ্যে আবদ্ধ রাখিতে পারি; এবং কোন প্রিয় ব্যক্তিকে অবলোকন করিলে স্বাভাবিকই স্নেহে অভিভূত হইয়া পড়ি। স্মৃতি বৃত্তি আমার মেচ্ছাধীন ও কার্য্যধীন, কিন্তু স্নেহ-বৃত্তির দ্বারা আমি স্বাভাবিকই নীরমান হই। অতএব স্মৃতি শক্তি আমাদের একটি উদ্যোগিনী প্রবৃত্তি, এবং স্নেহ-বোধ একটি নিয়োগিনী প্রবৃত্তি মাত্র।

গুণ ও বিদ্যমান। মানসিক ভাব এবং বৃত্তি দুই প্রকার অবস্থার অবস্থিতি করিতে পারে। এই দুই অবস্থার নাম গুণ অবস্থা এবং বিদ্যমান অবস্থা। মনের মধ্যে একপক্ষ অনেক সত্য, অনেক ভাব, অনেক বৃত্তি আছে বাহ্য। সকল সময়ে জ্ঞানের গোচর থাকে না, কেবল কার্যের সময় তাহাদিগের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা, ধর্ম্মার্থের স্বতন্ত্রতাজ্ঞান সকলের মনেই নিহিত আছে। গৎকালে মানুষ জ্ঞানালোচনায় বা সাংসারিক কার্যে নিমুক্ত থাকে তৎকালে এই জ্ঞান বোধ-গোচর হয় না; কিন্তু যখনই সে কোন একটি ধর্ম্ম কার্য বা অধর্ম্ম কার্য নিরীক্ষণ করে তখনই তাহার মনে ইহা জাগরূক হইয়া উঠে। ধর্ম্মবৃত্তি ইহা সকলকেই দিয়াছেন। কিন্তু পাপ দ্বারা বা কুতক দ্বারা মনকে পাশাপাশি কঠিন ও নিতান্ত অশুদ্ধ করিয়া কেলিলে তাহা সহজে অনুভূত হয় না। যখনই পরমেশ্বর শব্দ সাধু প্রকৃতির আদেশানুযায়িক

মনুষ্য কার্য করে, তখনই এই প্রবৃত্তি জাগরুক হয়। উল্লিখিত প্রকার মানসিক ভাব ও বৃত্তির নিহিতাবস্থাকে গূঢ়তা কহে, এবং তাহাদিগের জাগরুক অবস্থাকে বিদ্যমানতা কহে।

আত্মপ্রত্যয়। যত প্রকার বিজ্ঞান শাস্ত্র আছে তৎসমুদায়ের মধ্যেই কতকগুলি মূল-সূত্র দৃষ্ট হয়। এই সূত্র চয় কোন মতেই বিচার সাপেক্ষ নহে, তাহারা স্বাভাবিক বিশ্বাস নিক্ত, তাহাদিগকে আত্মপ্রত্যয় কহে। কোন বিষয় বিচার করিতে হইলে, মূলে ঈদৃশ কতকগুলি সত্য স্বীকার করিয়া গইতে হয় যাহারা বিচার সাপেক্ষ নহে, মনুষ্য মাত্রেই তাহাদিগের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে, এবং তাহাদিগের প্রতি বিশ্বাস না থাকিলে সকল প্রকার যুক্তি, বিজ্ঞান ও বিচার অসম্ভব হইয়া উঠে। যথা আমি আছি, বাজ জগৎ আছে, ঈশ্বর আছে, এ সকল বিষয়কে গণ্যমান্য করিতে হইলে মনুষ্যের স্বাভাবিক বিশ্বাসকে জিজ্ঞাসা করিতে হয়। মনুষ্যের মন যদি ইহাদিগকে অস্বীকার করে তাহা হইলে কোন প্রকার বিচারই সম্ভব নহে; কারণ যদি আমি না থাকি, জগৎ না থাকে, ঈশ্বর না থাকেন, তবে কে বিচার করিবে, কিসের বিষয় বিচারিত হইবে, কাহার প্রণীত বস্তু এবং কিসের কৌশলকে বিচার করা যাইবে। অতএব ঈদৃশ প্রকার সকল বিষয় এককালে স্বাভাবিক বিশ্বাস নিক্ত, তাহাদিগের নামই আত্মপ্রত্যয়।

আত্ম চৈতন্য। মনে যে সমস্ত ভাব উদয় হইতেছে তাহার জ্ঞানকে আত্মচৈতন্য কহে। আত্ম চৈতন্য না হইলে কোন ভাবই সম্ভবে না। আমার মনে জ্ঞানের উদয় হইতেছে, কিন্তু আমি যদি সেই জ্ঞানকে না জানিতে পারি, তবে তাহা উদয় হওয়া আর

না হওয়া সমান, কালবিক কাহ। উদয় হয় নাহি। আমার মনে প্রীতিভাবের উদয় হইতেছে, কিন্তু যদি আমি সেই প্রীতিকে না জানিতে পারি, তবে আমি কি প্রকারে বিশ্বাস করিব যে তাহা কোন কালে আমি বোধ করিয়াছিলাম? অতএব আত্ম চৈতন্যই মনের অস্তিত্বের নিয়ম। যে সময় আত্ম-চৈতন্য নাই সে সময় মনও নাই, কারণ ভাব-বিরহিত মনের অস্তিত্ব আমরা বুঝি দ্বারা উপলব্ধি করিতে পারি না। অতএব মনের জীবদ্দশার নামই আত্ম-চৈতন্য।

একাগ্রতা। আত্ম-চৈতন্যের নিগূঢ়তার নাম একাগ্রতা। বিবিধ ভাব মনোমধ্যে উদয় হইতেছে, এবং আত্মজ্ঞান দ্বারা অনুভূত হইতেছে। যদি ইহার একটা ভাবের প্রতি গাঢ়রূপ মনঃসংযোগ করত ক্ষণেকের নিমিত্ত অপরাপর ভাবচর্যকে মন হইতে অপসারিত করি তাহা হইলে মন একাগ্রতার অবস্থা অবলম্বন করে। অতএব স্বাভাবিক আত্ম-চৈতন্যের প্রতি গাঢ়রূপে মনঃসংযোগের নাম একাগ্রতা। মনোবিজ্ঞান আলোচনার পক্ষে এই রূপ একাগ্রতা একান্ত আবশ্যক।

* উল্লিখিত প্রকারে মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রে সর্বদা ব্যবহার্য্য কতকগুলি শব্দ বিরূত হইল। এতৎশাস্ত্রের ভবিষ্যৎলোচনায় এবিধ অপর অনেক শব্দ সংঘটিত হইবে, তাহাদিগের বিষয় অন্য কিছুই উল্লেখ করা গেল না, কিন্তু সেই সেই শব্দের মর্ম্ম তত্তৎকালে প্রদান করিতে চেষ্টা করা যাইবে।

অনুষ্ঠানের আবশ্যিকতা।

২০২ সংখ্যক পত্রিকার ৭২ পৃষ্ঠার পর।

(জাঃ পি)

আমাদের ভারতবর্ষ এ বিষয়ের একটি সুন্দর দৃষ্টান্তস্থল। এখানে বেকরূপ ভাবের ঐচ্ছাভাব দুটি হয় একপ আর কোন দেশেই দেখা যায় না। এদেশ যদিও অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার-ভিম্বিত তরানকরূপে আচ্ছন্ন রহিয়াছে, তথাপি এখানকার পিতা মাতারা যেমন সন্তানের প্রতি অমূল্য, এখানকার জ্ঞানী ভগ্নী যেকোন কোমল মনোভবে আবেগ, পুত্র কন্যা-দিগের বেকরূপ মাতৃ ভক্তি ও পিতৃ প্রীতি, তাহা মনে করিতে গেলে চমৎকৃত হইতে হয়। অন্যান্য দেশেও অপেক্ষা এদেশে তাব প্রকল থাকিতে ইহার অনুষ্ঠান সকল ও তরনকরূপ হইয়াছে। জাহ্নু দ্বিতীয়া, জামাতৃ যজ্ঞি, প্রাক্কাদি অনুষ্ঠান সকল স্পষ্টরূপে তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। যদিও আমাদের দেশে সত্যদেশ সমস্তের তুলনায় অতি সামান্য বলিয়া পরিগণিত হয়, যদিও অন্যান্য সকল সমক্ষে ইহা অতি নিকটতাবে অবস্থিত করে। তথাপি অন্যান্য দেশ অপেক্ষা যে ইহা ভাবেই শ্রেষ্ঠ এই গৌরব করিতে আমরা এখনই সঙ্কুচিত হইব না। আমাদের দেশের এই ভাবরূপ সুন্দর-কুসুম-পরিমোচিত মনোহরদর্শনে বিমুগ্ধচিত্ত না হইয়া যে তাকাকে অবজ্ঞাসূচক দৃষ্টিতে দর্শন করেন, না জানি সে কি কঠোর জ্ঞনয়। এই ভাবরূপ মনোরম প্রস্থান-নিচয়ের শোভা নন্দননে পুলকিত-জ্বলয় হইয়া তরমাস্ত বিশৃঙ্খলতা দূর করত উত্তররূপ কর্ণদ্বারা তাহা-দিগের অবিক-তর শোভা সম্পাদন করিবেন বলিয়াই ব্রাহ্মেরা কতকগুলি কার্য বিশেষে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই কার্যদ্বারা তাঁহারা নিজের ভাবসকলও প্রকাশ করেন, এবং আমাদের দেশের ভক্ত সকলেরও উৎকর্ষ সাধন করিতে পারিবেন। ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠান বলিয়া বাহ্য প্রসিদ্ধ হইয়াছে ও বাহ্য বলিয়া এত গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে, এই কার্যগুলি তাহারই অন্তর্গত।

বর্ষানুষ্ঠান করা যে মনুষ্যের সাময়িক তাহা এক প্রকার প্রেরণিত হইয়াছে, সুতরাং ব্রাহ্মেরা যদি অনুষ্ঠান করেন তবে এই বলিয়া তাঁহা-দিগকে দোষারোপ করা বাইতে পারে যে তাঁহারা মনুষ্য। বাহ্যিক অনুষ্ঠানের যে গুণ ব্রাহ্ম আবেশক, —অর্থাৎ হয় তাহার আশ্রিতের সাময়িক ভাব প্রকাশক, তাহারা আমাদের উদ্ভূতি সাধন করে— সেই গুণ ব্রাহ্ম-দিগের অনুষ্ঠান মধ্যে অবস্থিত ক-রিতেছে কিনা আবেশক করা হইতেছে। অনু-

ষ্ঠানের ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করিলে বাহ্যিক অনু-
ষ্ঠানের সংখ্যা অগণ্য হইয়া উঠে। ব্রাহ্মের প্রতি-
বাহ্য কিয়ানি তাহা হইলে অনুষ্ঠান অনেক বাচ-
হয়। আমরা এক্ষণে অনুষ্ঠানের ভাব কিংবা
সঙ্কলিত করিয়া লইব। অর্থাৎ ব্রাহ্ম-দিগের মধ্যে
প্রচলিত বিশেষ অনুষ্ঠান সকলকেই এক্ষণে অনু-
ষ্ঠান অভিধান প্রদান করিব। যথা ভক্তকর্ম-
নামকরণ, উপনয়ন, দর্শনদীক্ষা, বিবাহ, অশ্রোতি
দ্বিগা এবং প্রাক্ক। কেন না এইগুলি লইয়া ভক্ত
বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছে।

যে সন্তানুষ্ঠানের নাম উল্লিখিত হইল, ব্রাহ্ম
করি সাধারণে তাহাদের প্রকৃত অর্থ অবগত না
থাকিতে পারেন, এই জন্য সংক্ষেপে তাহাদের
অর্থ প্রকাশ করিতেছি। ১ম জাতকর্ম—সন্তান
জন্মিলে সকল পিতা মাতারই মনে অননুভূত
আত্মাদের সঙ্গার হয়, এবং সেই কালাবধি তাঁহার
প্রকৃত সংসারী হওয়াতে অসংখ্য অসংখ্য কর্তব্যের
গুরু ভার তাঁহাদের কক্ষে আসিয়া পড়ে; সেই অ-
পূর্ণ আত্মাদের নিমিত্ত তৎপ্রসন্নতা করণায় পু-
ত্রকে কৃতজ্ঞতা উপহার প্রদান করা, এবং উপস্থিত
কর্তব্য প্রতিপালনে সম্পূর্ণ সক্ষম হইবার জন্য
তাঁহার নিকট বন্য প্রার্থনা। কবাই এই অনুষ্ঠানের
উদ্দেশ্য। ২য় নামকরণ—সন্তান জন্মিয়া ইশ্বরের
উপাসনা করতঃ সন্তানের নাম প্রদান করিবার
জন্যই এই অনুষ্ঠান। ৩য় উপনয়ন—যখন দেখা
যায় সন্তানের বুদ্ধি এবং বর্ণপ্রাপ্তি সিস্য প-
রিমাণে পরিপক হইয়া আসিয়াছে, যে দর্শন
পদেশ গ্রহণে সক্ষম হইয়াছে, তখন পিতা মাতা
এই অনুষ্ঠানদ্বারা সন্তানকে উপযুক্ত শিক্ষকের
হস্তে সমর্পণ করেন। ৪র্থ দর্শনদীক্ষা—সন্তান
সদাচারী প্রদর্শিত শিক্ষকের নিকট যথাবিধি
শিক্ষা পাইয়া যখন ধর্ম্য কি তাহা বুঝিতে পারেন,
এবং তৎপ্রবর্ত্তনে সমুৎকৃত হন, তখন তিনি
ইশ্বরকে সাক্ষী করতঃ সাধারণ সমক্ষে ধর্মো-
মূলমতো বিধান প্রকাশ করিয়া তৎপ্রাপ্তপাল-
নার্থ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেন,—এই সংসার-তেই ধর্ম্য
দীক্ষা বসে। ৫ম বিবাহ—ইহা মনুষ্য জীবনের এ
কটি অতি উৎকৃষ্ট ও পবিত্র সন্তান। সকল সভ্য
জাতিই ইহার প্রকৃত সমাদর ও সম্মাননা করিয়া-
ছেন। ইশ্বর স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে যৌগবিত্ত সম্বন্ধ
সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহাকে রক্ষণ ও পালন ক-
রিবার জন্যই এই বিশুদ্ধ অনুষ্ঠানের সৃষ্টি। ৬ষ্ঠ অ-
শ্রোতিদ্বিগা—এই অনুষ্ঠানও সর্ব দেশে প্রচলিত;
ব্রাহ্মদের অন্তরে মৃত ব্যক্তির প্রতি কোন না
কোন সন্তানের উদয় হয়, তাঁহারা কখনই ইহাকে
হত্যাধর করিতে পারেন না। এমত দেখ অনু-
ষ্ঠান, প্রাক্ক। যে পিতা মাতা আমাদের জন্য বা-

বহুবীচন অসংখ্য অসংখ্য ক্রেশ সহ্য করিয়াছেন
যাহারা আমাদের নিমিত্ত কুখ্যার সময়ে আহা,
বিরাম সময়ে বিগ্রাম করিতে পারেন নাই; আমা-
দের কিসে মজল হইবে সেই উপায় উদ্ভাবন
করিতে যাহারা চিরকাল চিন্তারপ অগ্নিতে দগ্ধ-
হুয় হইয়াছেন, যাহারা সর্ব প্রতিপালক পর-
মেশ্বরের প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া সর্বদা আমাদের
লালনপালন ও মজল সাধন করিয়াছেন, মৃত্যু
জানিত সেই পিতামাতার সহিত দীর্ঘ কালের
নিমিত্ত বিচ্ছেদ হইলে তাঁহাদিগের জন্য আমরা
যে কৃতজ্ঞতা, ভক্তি ও প্রজ্ঞা সঞ্চয় করিয়াছিলাম,
তাহার পরিচালনা ও পরিচেষ্টে এই অনুষ্ঠানের
লক্ষ্য। শুদ্ধ পিতামাতার বিয়োগে কেন?
যে আমাদের সমাপিক কৃতজ্ঞতা, ঐতিহ্য, ভক্তি
এবং প্রজ্ঞার পাত্র, তাঁহাদেরই সমক্ষে এই অনু-
ষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইতে পারে।

একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই স্পষ্ট লক্ষিত
হইবে যে ব্যক্তিক অনুষ্ঠানের যে দুই বিশেষ গুণ
থাকা আবশ্যক এই সকল অনুষ্ঠান তাহা হইতে
বঞ্চিত নহে, বরং ইহাদিগের মধ্যে সমাপিক
ভাবের তাহা দৃষ্ট হয়। ইহারা আমাদের আন্তরিক
ভাপ প্রকাশক কি না, জাতকর্ম, অস্তোভিজিয়া,
ও প্রাক্তের প্রতি দৃষ্টি করিলেই তাহা জানা যাইতে
পারে। অপিচ ইহারা আমাদের আচার উ-
ন্নতি সাধনের পক্ষেও মহত্বপূর্ণ। 'সত্যই আমরা
আমাদের আন্তরিক ভাব সকল স্বাধীনরূপে প্র-
কাশ করিতে পারি, কতই আমাদের আত্মা উন্নত
ও বলিষ্ঠ হয়, এ নিয়ম সত্য হইলে, জাতকর্ম,
অস্তোভিজিয়া ও প্রাক্ত দ্বারা আমরা মহত্বপূর্ণ
হই সন্দেহ নাই। ধর্মদীক্ষা ও বিবাহের অনুষ্ঠান
যে মনুষ্য সমাজের পক্ষে কত দূর উপকারী তাহা
লিখিয়া থাকে করা যায় না। যাহারা প্রকৃত ধর্মার্থী
হইয়া সাধুগুণী মধ্যে দণ্ডায়মান হওত ইহাদের
সর্ব সাফিক্ত অন্তরে অনুভব করিয়াছেন, এবং
পরিত্রস্ত গামনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাকৃত হইয়াছেন, তাঁ-
হাদেরই ধর্মদীক্ষা রূপ অনুষ্ঠানের উপকার হৃদয়ত
করিয়াছেন,—নিশ্চয়ই অনেকে ইহা বুঝান ভার।
ধর্মদীক্ষার প্রভাবে মনুষ্যের জীবন সম্যক পরি-
বর্তিত হইয়া নবজীবনের আবির্ভাব হইয়া থাকে,
কারণ ধর্মদীক্ষার প্রভাবে মনুষ্য সাংসারিক যমিন
জীবন হইতে উত্তীর্ণ হইয়া পবিত্র স্বর্গীয় জীবন
পথে গমন করিতে সক্ষম হয়। বিবাহ রূপ অনুষ্ঠান
দ্বারা কি উপকার হইতে পারে পরে বর্ণিত হ-
ইবে। অদিকন্তু অনুষ্ঠান দ্বারা প্রতি মনুষ্যেরই
বেশন উপকার সাধিত হয়, 'ভগবান' অর্থাৎ একটী
প্রোক্তের কল্যাণ নিম্পাদিত হইয়া থাকে।
ইহা মনুষ্যকে আত্মজ্ঞার স্বরূপে বঞ্জন করিবার আতি

মহত্বপূর্ণ। এই অনুষ্ঠান সকল ব্রাহ্ম জাতাদি-
গকে মধ্যে মধ্যে একত্রে সংকলিত করে, এবং
বিশুদ্ধ কথোপকথন ও উপাসনা দ্বারা সেই
প্রেম স্বরূপের পরিধানে উপনীত করে, তাহা-
তে তাঁহাদের পরস্পরের ভাব আপনাপনিই
উদারতা গ্রহণ করে। নিজে দুর্বল হইলেও
উৎকৃষ্টতর ও পবিত্রতর ব্রাহ্মদিগের আন্তরিক
ক্ষুতি ও বল দর্শন করিয়া আমরা আধ্যাত্মিক
বলে বলীয়ান হই, মন সংসারে কঠোর হইলেও
তাঁহাদের প্রীতি বিস্তারিত উজ্জল নয়ন বিলো-
কন করিয়া বিগলিত হয়। বস্তুতঃ নিয়ত সাধু
সঙ্গ করিয়া যে অমৃত কল লাভ করি, অনুষ্ঠান
দ্বারা সে সকলই লভ্য হইবার সম্ভাবনা। অনুষ্ঠান-
সকল যে আর কত অগণ্য কল্যাণ সাধন করে,
সময় থাকিলে তাহা বর্ণনা করিতাম। এক্ষণে
এই রূপ সামান্য বিবরণ দ্বারাই সন্তুষ্ট থাকিতে
হইবে।

ধর্মদীক্ষাই ব্যক্তি মাতের প্রথম অনুষ্ঠান
ক্রিয়া, অতএব তাহা হইতে আরম্ভ করিয়া পরে
শেষে প্রাক্তের বিষয় বক্তব্য। বিষয়সকল সাক্ষ্য
করিব।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

সংবাদ ।

বিগত ৬ই তারিখ প্রাক্তানন্দ জ্যোত্স্ন বিজয়কৃষ্ণ
গোস্বামী এবং শ্রীযুক্ত অমলাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
মহাশয়েরা ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্যপদে অভিষিক্ত
হইয়াছেন। এই ব্রাহ্মসমাজে রূপ উৎসাহ ও
নিষ্ঠা সহকারে এতৎকাল পর্যন্ত ব্রাহ্মধর্মের উ-
পদেশ পালন করিয়াছেন তাহা আলোচনা ক-
রিলে তাঁহাদিগকেই উক্ত পদের বিশেষ উপযুক্ত
বোধ হয়। কাহারও অকারুণ প্রশংসা করা ভ-
ক্তবোধিনী পত্রিকার পক্ষে সত্তবে না, কিন্তু এই
দুই ব্যক্তি ধর্মের জন্য বেকুণ ক্রেশ, বত্বুর অত্যা-
চার সহ্য করিয়াছেন তাহা সর্বসাধারণ সকল ব্রা-
হ্মের অবগত হইয়া তাঁহাদিগকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ
জ্ঞান করা উচিত। তাঁহাদিগের মত এক শত
ব্রাহ্ম আগু হইলে ভারতবর্ষের যে অশেষ মজল
হয় তাহার আর সন্দেহ নাই।

তাঁহাদিগের অভিষেক কালে প্রধান আচার্য্য
মহাশয় যে নিয়োগ পত্র প্রদান করিয়াছেন তাহা
নিম্নে প্রকটিত হইল।

সৌম্য।
তুমি অম্বা ইন্দ্র-এবং উপাচার্য্যপদে অ-
ভিষিক্ত হইলে। তুমি এই কার্য করিয়া থাকবে।

বহন করিবে। ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মসমাজ উপা-
জ্ঞানে সর্বদা যত্নশীল থাকিবে, এবং সর্বসাধারণ
মধ্যে তাহা বিস্তারিত করিবে। অধ্যয়ন অধ্যাপনে
ও গৃহধর্ম প্রভৃতিতে নিয়ন্ত্রণ হইবে। নিয়ন্ত্রণ ধর্ম-
ভ্রষ্টানে পবিত্র হইয়া পবিত্র-বস্ত্রপের সহস্রাঙ্গ আ-
নন্দ উপভোগ করিবে এবং সন্তানপোষণ ও সাধু-
উৎসাহ দ্বারা দেশের পথে সকলের মনকে আকর্ষণ
করিবে। গুরুজনকে ভক্তি করিবে, ব্রহ্মদিগকে
সমাদর করিবে, ও সকলকে যথোপযুক্ত সম্মান
দিবে। স্বাধীন হইয়া বিনয়ী হইবে। পণের
অত্যাধিকার সকল সহ্য করিবে, কাহারো প্রতি ঘেঁষ
করিবে না। অন্যো যদি ভোমার প্রতি অসম্মান
বাবহার করে, তুমি সাধুভাবে অবলম্বন করিয়া তা-
হাকে শিক্ষা দিবে। “পাপাচারী ব্যক্তির প্রতি
পাপাচার করিবে না, কিন্তু সর্বদা সাধুই থাকিবে।”
সম্পদে বিপদে, কৃত্তি-নিপদাতে, মান-অপমানে
অবিচলিত থাকিয়া ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিবে।
দেশের ভোমাকে রক্ষা করুন, ভোমার জ্ঞান ধর্ম
পোষণ করুন—ভোমার শরীর বলিষ্ঠ হউক, মন
বীরাবান্ হউক, জ্ঞান উজ্জ্বল হউক, অতিপ্রায়
মহান্ হউক, ধর্ম নিঃস্বার্থ হউক, হৃদয় পবিত্র
হউক, জিহ্বা মধুর হউক। ভোমার চক্ষু তদ্রূপ
দর্শন করুক, কণ তদ্রূপ কথা প্রবণ করুক।

ও শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ও।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ } ৬ই তারিখ ১৭৮৬ শক } ত্রিবেদেবপ্রনাথ ঠাকুর।

ব্রাহ্ম-সমাজ-পত্র
ও
প্রধান আচার্য।

উপাচার্যপদে উক্ত মহাত্ম্যায়কে অতিবিক্ত
করিবার উদ্দেশ্য এই যে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনার
কাণ্ডের নিমিত্ত একাল অবধি নির্দিষ্ট কর্মচারি
রক্ষিত হইবে। উপাসনা কালীন উপাচার্যের
অনুমোদন করিয়া বাহাকে ইচ্ছা তাহাকে বেদীর
উপর উপবিষ্ট করিলে ব্রাহ্মসমাজের অগৌরব
করা হয়। কিন্তু উপাচার্য হিরীকরণ কার্য্যচীও
অতি দুর্বল। বাহারা ব্রাহ্মধর্মের প্রতি বিশেষ
আস্থাযুক্ত ও অনুরক্ত, বাহারা কি বাহ্যিক কি আ-
ধ্যাত্মিক সকল প্রকার অনুষ্ঠানেই ব্রাহ্ম-মণ্ডলীর
আদর্শরূপে দণ্ডায়মান হইতে পারেন, বাহারা
কি জানেন, কি প্রীতিতে, কি প্রতিজ্ঞায় সকল ক-
র্ম অটলভাবে ধর্ম ব্রত পালন করেন, তাহারা
উপাচার্য পদের উপযুক্ত। ব্রাহ্মসমাজের প্রধান
বাহারা উক্ত পদাধিকার হইয়া এত দিন বীর
অনুষ্ঠানের বোধের প্রতি উপেক্ষা করিতেছেন। তা-
রা দেশ-অস্থির হইয়া সংশোধনের চেষ্টা করেন,

কারণ বর্তমান সময়ে জ্ঞান এবং প্রীতি, অনুষ্ঠান
এ তিনই না থাকিলে লোকের চিত্তাকর্ষণ বা আস্থা
প্রাপ্ত করা যায় না।

গত ১৯ মে প্রবণ মঙ্গলবারে শ্রীযুক্ত পার্শ্ব-
ভীচরণ ও গুপ্ত মহাশয়ের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়া
গিয়াছে। পরিণীতা বালিকাটি বিধবা কোন এ-
কটি প্রকাশ্য প্রীতিদ্যালয়ে সুশিক্ষিতা, এবং অতি
সচ্ছন্দা। শ্রীযুক্ত পার্শ্বভীচরণ প্রেসিডেন্সী কলে-
জের ছাত্র, তিনি স্বরায়ই বিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ
হইবেন। দম্পতি প্রচলিত সমাজে একজাতি ভুক্ত
নহেন। শ্রীযুক্ত পার্শ্বভীচরণের বয়ঃক্রম বোধ হয়
প্রায় ২৫ বৎসর, বালিকাটির বয়ঃক্রম অনুমান ১৫
বৎসর। এই কাব্যচী অতিশয় মহৎ ইচ্ছা স্বীকার
করিতেই হইবে। এতদ্বারা ব্রাহ্মবিবাহের আর
একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল, উপযুক্ত বয়সে বি-
বাহের প্রথা প্রবর্তিত ও প্রতিষ্ঠিত হইল, এবং
শঙ্কর বিবাহ অথবা জাতিবিভিদের পরিণয়ের প্রথাও
আরম্ভ হইল। ব্রাহ্মদিগের গর্ভাবন ও সাহস কত
দূর তাহা এই ব্যাপারটির দ্বারা সকল স্নেহের বা-
ক্তিদগের নিকট প্রতীয়মান হইবে।

শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব মহাশয়ের পৌত্র
শ্রীযুক্ত ব্রজেননারায়ণ দেব মহাশয়ের পুত্রের
জাতকর্ম সম্পূর্ণ ব্রাহ্মধর্ম মতে সম্পন্ন হইয়া
গিয়াছে। রাজা রাধাকান্ত দেব মহাশয়ের পৌ-
ত্রিক ধর্মের প্রতি যেরূপ অনুরাগ তাহাতে তাঁ-
হার পরিবার মধ্যে ব্রাহ্মধর্মের এত দূর উন্নতি
দেখিলে নব অত্যন্ত আনন্দ জন্মে।

গতবারের পত্রিকাতে বহরমপুর সমাজ উ-
ল্লেখ করিত হইয়াছিল যে শ্রীযুক্ত কাশীম্বর নিম্ন
মহাশয়ের দ্বারা উক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে;
একগুণে অবগত হওয়া গেল যে তাঁহার সে সমাজের
সহিত কোন সংগ্রহ নাই, তাহা বহরমপুর
আর কতকগুলি ভ্রমরোহিনী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হই-
য়াছে।

বিজ্ঞাপন।

ধর্মশিক্ষা-নামক পুস্তক খানি পুনর্বার
সংশোধিত হইয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রকাশালয়ে
মুদ্রিত হইতেছে শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ১৭৮৬ শকের

আষাঢ় ও আশ্বিন মাসের আয় ব্যয়

বিবরণ।

স্বয়ং	২২২৫/১০
প্রকাশক মিত্র	৪২৪ ১/১০
	১৫২৪ ১/১০
ব্যয়	১২২২ ৫০
সম্পাদকের হস্তে	৬৭১১/১০
অভিভূক্ত	
বাকীল ব্যয়	১৬৪/৫
কোং কাগজ	৫০০

ব্রাহ্মদিগের প্রতিজ্ঞাত সাহায্যমূলিক দান।

শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র	১২
" কৃষ্ণচন্দ্র দেব	১০
" নরনাথোদয় সেন	৭
" কামাখ্যা ১০৭ মুখোপাধ্যায়	৫
" কুঞ্জবিহারী চন্দ্রবর্তী	২৬/১০
" শ্রীমদাধব মিত্র	২
" গোবিন্দকৃষ্ণ সিংহ	২
" যাদবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	২
" নন্দা পাল মিত্র	২
" হুনাথ দে	২
" হরচন্দ্র মজুমদার	২
" হিন্দুরাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১

৪৭৮/০

মাসিক দান।

শ্রীযুক্ত দীক্ষানন্দ বসু	২৫
" গোপীমোহন ঘোষ	২০
" দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১২
" রমাকান্ত রায়	১০
" দ্বারিকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২
" বিশ্বনাথ বিদ্যাসাগর	৫
" রামচন্দ্র ঘোষাল	৩
" শ্যামলাল দত্ত	৩
" নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়	৩

৫২

শ্রুতকর্মের দান।

শ্রীযুক্ত কাশীনাথ দে	৫
" কেশবচন্দ্র সেন	৫

১০

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত কাশীনাথ দেব

১০

১৪৬১/১০

ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্য দান।

শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার	১০
" তপনপুর ব্রাহ্মসমাজের	
কোন ব্রাহ্ম ভ্রাতা	১০
" কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ	৭
" বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী	৫
" প্রসন্নচন্দ্র সেন গুপ্ত	৫
" কেশবচন্দ্র সেন	৫
" দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫
" বৈকুণ্ঠনাথ সেন	৫
" হালিসহর ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক	৩
" কৃষ্ণবিহারী সেন	২
" কেশবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২
" দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাথুরেঘাটা)	২
" গোপালচন্দ্র মলিক	২
" রাজকুমার মলিক	২
" দীননাথ মজুমদার	২
" মাধবচন্দ্র সিংহ	২
" অভয়চরণ গুপ্ত	৫০
" তপনবর্তীচরণ ঘোষ	১০/১০
" কেশবনাথ রায়	১০

২৩৭৮/১০

নির্ঘণ্ট পত্র।

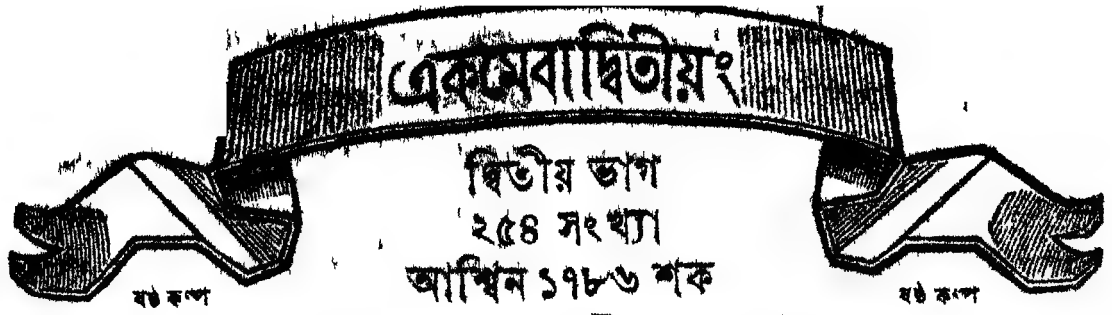
পৃষ্ঠা।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	৬৫
উপাসনা	৬৬
মনোবিজ্ঞান	৭৪
অনুষ্ঠানের আবশ্যিকতা	৭৭
সংবাদ	৭৮
আয় ব্যয় বিবরণ	৮০

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য নিরূপণ।

অগ্রিম মূল্য (কলিকাতার জন্য)	৩
" (বকসলেদের জন্য)	৩৬০
মাসিক মূল্য	১/১০
এক খণ্ড	১০/১০

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা প্রকাশিত হয়। ১১ই জুন ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত।



তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মবাদিকমিদমগ্রজানীহান্যং কিংনানীতদিকং সৰ্বমসুতং । তদেব নিত্যং জ্ঞানমনস্কং শিবং স্বতন্ত্রমিববসমেক-
মেবাদ্বিতীয়ং সৰ্বব্যাপি সৰ্বনিয়ন্তৃ সৰ্বাঙ্গরসৰ্ববিৎ সৰ্বলজ্জিমকং সম্পূর্ণমপ্রতিমমিতি । একস্য উটস্যবোপাসনয়া পূজা-
ত্রিকমৈহিকং স্তম্ভভূতমিতি । তদ্বিব্রীড়িতস্য প্রিয়কার্যসাধনকৃতপাদনামবঃ ।

বিপদকালে ব্রহ্ম স্তোত্র ।

হে পরমাত্মন! যে দিবস হইতে আমি
এই পৃথিবীর আলোক দর্শন করিয়াছি
সেই দিন হইতেই তোমার করুণামৃত আ-
মার প্রতি নিয়ত বর্ষিত হইতেছে। তুমি
কত সুখ সম্পদে আমাকে উৎকল্ল করিয়াছ;
তোমার বাহু প্রসারিত হইয়া কত উদাত্ত
বিপদের গ্রাস হইতে আমাকে রক্ষা করি-
য়াছে—কিন্তু তোমার কৃপা-বলে অন্যকার
কঠিন পরীক্ষাতে যেন উত্তীর্ণ হইতে পারি।
এই নরকট সময়ে যদি তোমার দর্শন পাই
তবে আমি ছুর্বল হইয়াও তোমার বলে,
কুটিলভম দুরবস্থাকে পরাস্ত করিতে পারিব।
নাথ! আমি বিপদের বিকট মূর্ত্তি দেখিয়া
ভীত হইয়াছি, ছুংখের কণাঘাতে অবসন্ন
হইয়াছি তুমি আর দূরে থাকিও না।
আমাকে বিপন্ন ও দীন হীন দেখিয়া সহস্র
পাপ-প্রলোভন পরিবেষ্টন করিতেছে
তুমি পরিগ্রহ কর, বিপন্ন পুত্রকে একাকী
রাখিয়া কোণায় রহিলে? নাথ! আমি
নয়নের তারা হারা হইয়া পড়িয়াছি তুমি
আমাকে লব্ধ প্রদর্শন কর, আমার চরণ

বিকম্পিত হইতেছে, তুমি আমার হস্ত ধা-
রণ কর। চিন্তার পর চিন্তাতে ভয়ের পর
ভয়েতে আমার আত্মা ছিন্ন ভিন্ন হইল,
আমি আশা-বিহীন লক্ষ্য-হীন ও গতি-হীন
হইলাম, এখন তোমার শীতল হস্তে আমার
মলিন মনকে স্পর্শ কর যে আমার সকল
যাতনা বিদূরিত হউক। এই কঙ্কণ রুষ্টি বজ্র
বিছাৎ আমার হৃদয়াকাশকে অন্ধকারে আ-
চ্ছন্ন করিয়াছে তুমি আমার নয়নের আলোক,
আমার আশা, চির দিনের সম্বল, তুমি আমার
জীবনের জীবন, আমাকে দর্শন দিয়া কু-
তার্গ কর, আমি তোমাকে দেখিবার জন্য
বড় আকুল হইয়াছি। হে নাথ! তুমিই
মোই সূর্য্য যাহার আলোকে অনন্ত আ-
কাশের নক্ষত্র-পুঞ্জ স্তম্ভ কিরণে অতুরঞ্জিত
রহিয়াছে।

নাথ! অতীত কালে কত বার আমি
বিপদজলধিজলে ভাসিতে ভাসিতে তো-
মাকে ডাকিয়াছি তুমি আপনি তেলক
হইয়া আমাকে কুলে উপনীত করিয়াছ।
কত বার শোকের বিষমতর আমাতে আমার
মানস তরনী চূর্ণ হইবার উপক্রম হইয়াছে
পুনর্বার তোমার আদেশে নিমেষে সকলি

নিম্নলিখিত ওষধি হইয়াছে, তুমি আমার প্রতি
আজ্ঞার সেই করুণা প্রকাশ কর।

হে আমার শরীর নিকেতন! আমি
তোমার পূজ্য বহীরা বিশ্বদেব সহিত সম্মুখ
মুখে প্রবৃত্ত হইতে চীত হইব না, আমি
এই পরাক্রমের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া তো-
মার আদেশ প্রতিপালন করিব। এই
সময়ে তোমার নিকট কেবল প্রার্থনা যে
শোকাতুর হৃদয়ে অশ্রু পূর্ণ নয়নে তোমার
করুণার উপর নির্ভর করিতে যেন কখন
লজ্জিত বা বিরত না হই এবং তোমার অক-
পট পিতৃ-স্নেহের প্রতি আমাদের যেন
কোন সংশয় না থাকে। কত লোকে তো-
মার নত্যা প্রতিপালন করিবার জন্য প্রত্ন-
লিঙ্গ অগ্নিশিখায় এই বহু যন্ত্রের শরীর
নিক্ষেপ করিতে তিলান্দ্র সঙ্কুচিত হন নাই।
তোমার প্রতিই তাঁহাদের এক মাত্র লক্ষ্য,
সেই শ্রীতি অবলম্বন করিয়াই তাঁহারা পৃথি-
বীর কঠোর নিষ্ঠুরতা সহ্য করিয়াছিলেন,
এবং এখন তাঁহারা তোমার শ্রীতিতেই
মিথয় হইয়া সকল ক্রেশের পুরস্কার লাভ
করিতেছেন। আমার দুর্বলতা তোমার নি-
কট অবদিত নাই, আমি তোমারই স্বাস্থ্যের
ভিক্ষুক হইয়া একান্ত বিশ্বস্ত হৃদয়ে প্রার্থনা
করিতেছি আর যেন তোমা ছাড়া হইয়া
মিশ্রাশ্রিত ব্যক্তির ন্যায়, এই ভয়াবহ
সংসারে বিচরণ না করি, তুমি আমার
মৃতপ্রায় আত্মাতে জীবনের সঞ্চার কর।
দুঃখ বিপদ এ পৃথিবীতে সহ্য করিতেই
হইবে, তাহা তোমারই শ্রেণিত, তাহা ধ-
র্ম্মের পরীক্ষা, পর লোকের নোপান। সেই
দুঃখ বিপদ তার তোমার করুণায় চির জীব-
নই রাখা মতে নতুকে বহন করিব, কিন্তু
যখন দুর্বলতাবশতঃ শরীর অবগত, আত্মা
পরিশ্রান্ত হইবে, তখন যেন তোমার করুণা
ছায়ায় বিশ্রাম পাই।

হে শিষ্য! তোমার ব্যক্তিগত সুখিতিকে
পারে, কাহার চাওয়া? অতলমতল হৃদয়
সংসার-গর্ভেও যেমনকি হৃদয়স্থ নিহিত রহি-
য়াছে তাহা কে জানিবে? তোমার
হৃদয় এমনি কুটিল যে আমরা দেখিয়া কখন
নিম্ন ও বিশ্বাস করিতে পারি না। তোমার
আশ্রয় গ্রহণ করিলে যদি বিপদ সম্পদ
তুল্য হইল তবে আর আমরা তোমার করু-
ণার প্রতি কেন সংশয় করি? একবার আমার
সম্মুখে সেই রাক্ষ-রাজেশ্বর মুর্ত্তি প্রকাশ কর,
আমি তাহা দর্শন করিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে
সংসার-সংগ্রাম-ক্ষেত্রে প্রবিক্ত হই।

উপাসনা।

গতবারের পত্রিকাতে প্রার্থনা কার্যের
নিষেধচর নিরাকৃত হইয়াছে। প্রার্থনা
যে স্বাভাবিক, প্রার্থনা যে অচেষ্টাসম্পন্ন,
প্রার্থনা যে ঈশ্বরের আদিষ্ট ও নিয়মিত
কার্য, প্রার্থনা ব্যতীত যে আত্মার উন্নতি
সম্ভাবিত নহে বোধ হয় তাহা এক্ষণে অনেক-
কেই প্রতীতি হইয়া থাকিবে। অতএব
মুগ্ধ হইয়া যাঁহার। এত কাল একান্ত-তৃপ্ত
চিত্তে ঈশ্বরের অমোঘ সাহায্য প্রার্থনা
করিয়াছেন অবশ্যই তাঁহাদিগের পবিত্র
সংকল্প দৃষ্টি হইয়াছে, অবশ্যই তাঁহারা
যথা-পরিমাণে আত্মার উন্নতি সাধন করি-
য়াছেন।

কিন্তু যথার্থই কি আমাদের পক্ষে
উপযুক্ত উন্নতি লাভ করিয়াছে? যথার্থই
কি প্রার্থনা দ্বারা আমরা তাঁহার চরণ-স্বারা
লাভ করত আত্মোন্নতির পোষ পুরস্কার
প্রাপ্ত হইয়াছি? যখন জীবনের ঠোকাঝোকা
ব্যরি অন্য পন্থায় করুণা মিথ্যার মধুর আন-
ন্দকে কষ্টে উদ্ধার করিয়াছি, অতীত

কিছুকাল কত দিনকারি তাঁহার দ্বারা
আমরা প্রার্থনা করিতেছি, কি জন্য তখন
একজন জনম একজন কলিকতা গবিন, কি
জন্য এখনও লাহোরের সাহাবুদ্দীন অতিষ্ঠ
করিতে পারিবার না। এত দিন নিয়মিত
রূপে প্রার্থনা কার্য্য সমাধা করিয়া যদি পরি-
শেষে আমরা এই কল লাভ হইল তবে ইহা
নিশ্চয় যে, হয় প্রার্থনার আবশ্যকতা নাই
নতুবা আমানত হতভাগ্য পানীর তছারা
কোন মঙ্গল নষ্টবে না।

এই রূপ বিবেচনায় কত কত নির্দোষ
বাক্তি আত্মার ও প্রার্থনার প্রকৃত তত্ত্ব না অব-
গত হইয়া উত্তরের প্রতিই উদাসীন হয়, এবং
পরিণামে উত্তরেরই অগৌরব সাধনে প্রবৃত্ত
হয়। প্রার্থনার সফলতার জন্য যে যে বিধি
পালন করা উচিত তাহা না পালন করিলে
তাহাদিগের চেষ্টা যে অকৃতকার্য্য হইবে
তাহাতে আর সন্দেহ কি? অতএব প্রার্থনা-
বিপক্ষ এবং প্রার্থনা-সাপেক্ষ উভয় পক্ষের
বিবেচনার নিমিত্তই আমরা প্রার্থনা সম্বন্ধীয়
নিম্ন-লিখিত কতিপয় বিধি মিদর্শনে নি-

পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে অতাব
ভিন্ন প্রার্থনা অনন্তব, বাহার যে বিষয়ের
অতাব নাই তাহার সে বিষয়ের জন্য প্রা-
র্থনাও নাই। অতএব যদিও অতাবই
প্রার্থনার আদিকারণ হয় তবে কিসে আনা-
দিগের মনে ধর্ম্মের অতাব জন্মে, কিসে
আমরা আপনাদিগের সহস্র সহস্র পাপ-
মলিনতা মুক্তিতে পারি, ঈশ্বরের নিকট যু-
ক্তির জন্য প্রার্থনা করিবার পূর্বে তাহা
সম্যক রূপে অবগত হইবার চেষ্টা করা
একান্ত কর্তব্য। পূর্বে ইহাও কথিত
হইয়াছে যে যখন পরিমাণে অতাব অ-
নন্তব নাই হইলে আমাদিগের প্রার্থনা
ঈশ্বর-সমীপে প্রাপ্য হইবে না। যত দিন

ই প্রার্থনা প্রার্থনা করিতেছি আ-
গের জীবনে কি উদ্বল তাব লক্ষিত
হইয়াছে? প্রার্থনা কালীন কি আমাদি-
গের মনে সকল সময়ে দীর্ঘ দীর্ঘ অতাব
প্রদোষ আনয়ক হইয়াছে, এবং তদ্বারা
নিজান্ত নিশীড়িত হইয়া কি পরিভ্রাণের জন্য
আমরা তাঁহার প্রদায় অবাকতা করিয়াছি?
আমাদিগের আত্ম-চিন্তা কোথা? সমস্ত
দিন নানাবিধ সাংসারিক কার্য্যে দেহ মনকে
নিযুক্ত করিয়া অবকাশ কালে আরাম ও
স্থখের অন্বেষণ করি; বরষাদিগের মিলন সং-
সর্গ, স্ত্রী পরিবারের মধুরালাপ, আহা
বিহার ইত্যাদিতে নিমগ্ন হইয়া আত্মানু-
কূল ও আত্মার অতাব সকল বিন্যস্ত হই,
এবং অবশ্য-কর্তব্য কর্ম্ম যে উপাসনা তা-
হাকে নিতান্ত ভারবহ জ্ঞান করিয়া ক্ষণকাল
শূন্য-হৃদয়ে শূন্য বাক্য দ্বারা কপট প্রার্থনা
সাক্ষ করি। পরমেশ্বর অন্তর্যামী, কে কি
ভাবে তাঁহার সমীপে উপনীত হইতেছে,
কি মনে তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে
তিনি বিশেষ রূপে তৎসমস্তই জানিতে
পারেন। যদিও হৃদয়ে ধর্ম্মাতাব না বোধ
করিয়া কেবল মৌখিক প্রার্থনা দ্বারা কর্তব্য
জ্ঞানকে পরিতৃপ্ত করিয়া থাকি, তবে কি
আমরা ধর্ম্ম লাভ করিবার উপযুক্ত যে ঈ-
শ্বর আমাদিগের সেই প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন?
ঈশ্বরের অতাবে, ধর্ম্মের অতাবে যে বা-
কুল হইয়া জগৎকে অন্ধকার দেখে ঈশ্বর
তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করেন, যে তাঁহাকে
দেখিবার অতাব বোধ করিতে শিখে নীচ
তাঁহাকে লাভ করিবার তাহার অধিকার
নাই। অতএব এত কাল প্রার্থনা করিয়া
যে আমরা তাদৃশ আত্মার উন্নতি লাভ ক-
রিতে পারি নাই ইহা কেবল আমাদিগেরই
অপরাধ, বাস্তবিক একাল পর্য্যন্ত আমরা
প্রকৃত রূপে প্রার্থনাই করি নাই। যত দিন

অবশিষ্ট স্বর্গকে সাদা করে দেওয়ার জন্যে তাহার প্রার্থনাও প্রেরণ করিয়াছি। তত দিন যদি নিয়মিত বসে প্রার্থনা করিতেন তাহলে তাহার নিকটে প্রার্থনা করিতে পারিতেন, কিন্তু তাই আহার অভাবে আহার ছরবছর ব্যাকুল চিত্ত হইয়া তাহার এমন ভিক্ষা করিতাম, তাহা হইলে এত দিনে আমাদিগের হৃদয় কেমন পরিষ্কৃত হইত, প্রতি কেমন প্রশান্ত হইত, জ্ঞান কেমন সুসজ্জিত হইত। কিন্তু উপাসনা কালীন অব্যবহৃত বিক্ষিপ্ত ও উদাসীন চিত্ত থাকি বলিয়াই অন্য পর্য্যন্ত আমাদিগের একমাত্র আন্তরিক ছরবছর। অতএব প্রার্থনার প্রথম বিধি আত্মনিরীক্ষা এবং আত্মজ্ঞান। বাইবেলের প্রার্থনার সকলতা সন্দর্শন করিবার অভিলাষ আছে, প্রার্থনা যে কি গুরুতর কার্য্য তাহারা যে প্রতি মনুষ্যেরই কত মঙ্গল সাধ্য, তাহা বাইবেলের জীবনে পরীক্ষা করিবার ইচ্ছা আছে তাহারা চেষ্টা করিয়া আপনাদিগের গৃহে অভাব সকল জ্ঞাত হউন এবং অকপট ভক্তিতে পরম পিতার নিকটে প্রার্থনা করুন, একে আমাদিগের অনুরোধ। এই প্রকারে কত লোক পাপাক্ষকার হইতে মুক্ত হইয়া মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বরের মুখ জ্যোতি দেখিয়াছে, এবং চিরকাল দেখিবে তাহার আর সংখ্যা নাই।

কিন্তু কেবল অভাব জানিলেই হইবে না তাহার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া তন্নিবারণ চেষ্টা পাইতে হইবে। অনেক দুঃস্বপ্নকারী ব্যক্তি আপনাদিগের ধর্ম্মাভাবের বিষয় বিলক্ষণ অবগত আছে, এবং তৎক্ষণাৎ সময়ে সময়ে অন্তরে ক্রোশ ও পায়, কিন্তু ঈশ্বর ছরবছর নিমিত্ত তাহাদিগের মনে কিছুমাত্র ব্যাকুলতা বা চেষ্টা জন্মে না। তাহারা পাপ-কলিত আত্মজ্ঞান সত্ত্বেও চিরকাল পাপে জর্জর থাকিতে চাহে। যদি আত্মজ্ঞানের দ্বারা

স্বাভাবিক ও স্বাভাবিক আত্মজ্ঞান করিয়া থাকে এবং তাহারা যদি নিত্যই ব্যাকুলতা কাতর চিত্ত হইয়া থাকে, যদি তোমার আহার ছরবছর নিয়মিত না হইলে কিছুতেই তোমার মনে সঙ্কলিত না করে তবে বল-বস্ত্রে পরম পিতার কাছাকাছি ভিক্ষা কর, তবে তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হইবে, কারণ যে তাহার জন্য একান্ত দীন হীন হয় তাহাকেই তিনি আশ্রয় দান করেন, তিনি অতি যত্নে ধন, নিত্যই আকিঞ্চন না করিলে তাহাকে আশ্রয় হওয়া যায় না। অতএব প্রার্থনার দ্বিতীয় বিধি ব্যাকুলতা। যেমন আমাদিগের অব্যবহৃত পাপ-সমূহ অবগত হইতে চেষ্টা করিতে হইবে, তেমনি তন্নিমিত্ত ব্যাকুলতা ও কাতরতাকে অবলম্বন করিতে হইবে। অতএব জানিয়া কাতরতা সহকারে যে তাহার নিকটে প্রার্থনা করে তিনি তাহার প্রার্থনা সকল করেন।

কিন্তু কেবল ব্যাকুলতাতোও সকল কার্য্য শেষ হয় না। আপনার পাপের জন্য যেমন ব্যাকুল হইতে হইবে তেমনি প্রার্থনা কালীন ঈশ্বরের মঙ্গল ভাবের প্রতি বিশ্বাস রাখিতে হইবে। পাপ-ভারে ভগ্ন হইয়া শোকাবুল হৃদয়ে বৎকালে পরম পিতার নিকটে প্রার্থনা করিবে তখন যেন তাহার প্রতি একান্ত নির্ভর ও তাহার মাতৃ-ভাবের প্রতি একান্ত বিশ্বাস থাকে। আমার প্রার্থনা-বাক্য, আমার কাতরোক্তি পরম পিতা শুনিবেন না, যত কেন চেষ্টা করি না কোন কালেই ধার্মিক হইতে পারিব না, একেবারে ভাব হইতে সর্বদাই আমাকে রক্ষা করিবে। যখন যে প্রার্থনা মঙ্গল ভাবে ঈশ্বরের নিকটে নিবেদন করিবে, বিষম চিত্তে তাহারি লক্ষ্যতা এতাদৃশ করিবে। যাক্সের সরলতার প্রতি বিশ্বাস নাই, পরমেশ্বরের প্রতি বিশ্বাস আছে, তাহার প্রতি তিনিও

বিশ্বাস করেন না। যদি তোমার হৃদয়ে কণমাত্রও সাদৃশ্য থাকে, যদি একবারও সরল চিত্তে তাঁহার নিকট দ্বীপ অভাব প্রকাশ করিয়া শীতল হইতে চাও, অবশ্যই তিনি তোমাকে রক্ষা করিবেন। হা! তাঁহার অবস্থা কি শোচনীয় যে শোকভারতম্বু হৃদয়ে অহর্নিশ ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়াও মনে করে শুনো রোদন করিগাম, কেহ আমার যত্নবায় কর্ণপাৎ করিল না, ঈশ্বর আমাকে দর্শন দিবে না, আমি তাঁহার তাজ্য সম্ভান, চিরদিনই আমি দুঃখ-দাবান্ধিতে দগ্ধ হইব! হা! সেই বা কি মৌভাগ্যশীল, যে দুঃখ বিপদে সর্বদা পরম পিতাকে নিকটে দেখিতে পায়, এবং তাঁহা হইতে নিজ প্রার্থনার সার পাঠিয়া, ভক্তি কৃতজ্ঞতা বিশ্বাসে পূর্ণ হয়। তখন সে মনে করে যে যদিও আমি দীন দুঃখী, যদিও পাপে অপবিত্রতায় নিতান্ত মলিন, তত্ৰাচ অনাথ নাথ পরমেশ্বর আমার প্রার্থনা গ্রহণ করিলেন, আমাকে চরণে স্থান দিলেন, আমি চিরকাল তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকিব, চিরকাল তাঁহার পদনত থাকিয়া জীবনকে সার্থক করিব।

যাহারা ভ্রম ও কুসংস্কার বশতঃ তাঁহার মঙ্গল ভাবের প্রতি নির্ভর না করিতে পারে, এবং তাঁহাকে ছরস্ত-রাক্ষস-সমান রোশ-পরবশ, বা অভিনান-যুক্ত মনে করে, তাহারাই দেবাত্তর কল্পনা করিয়া কল্পিত উপায়ে তাঁহার নিকট অন্তর্গত হইবার অভিনয় করে। অথবা এতাদৃশ কুসংস্কার বিবজ্জিত হইয়াও যাহাদিগের আপনাত্মক প্রতি একান্ত যত্ন নিবন্ধন মনে করে কখনই দ্বীপ আমার উন্নতি লাভাধিক নহে, সেই বক্তব্যেও কিছুনি প্রার্থনার বিকল মনোবল হইয়া কখন চিরকাল দুঃখ নিবন্ধন অবস্থিত করে, নতুবা অসংখ্য ভাব-পুনরাবৃত্তি প্রাপ্তি

পদার্পণ করে। কিন্তু তাঁহারাই ত্রাস ঘাঁহার। আপনাদিগের ছরবস্থা ও মলিনতা দেখিয়াও অপ্রতিহত বিশ্বাসে পবিত্র-পাবনের পবিত্রতার প্রতি নির্ভর করত দ্বীপ নিশি কাতর-স্বরে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করেন, এবং নিঃশেষ-চিত্তে সেই প্রার্থনার সফলতা প্রত্যাশা করেন। ঈশ্বরের ক্রোধ পরিতোষণের জন্য ঈশ্বরারত্নার কোন অদৃষ্ট-পূর্ব মানবের আরাধনা করা তাঁহাদিগের পক্ষে আবশ্যক নহে, কারণ ঈশ্বর নর-দেহ গ্রহণ না করিয়াও দীন দুঃখীর হৃদয় কুটীরে নিরত অবতীর্ণ রহিয়াছেন, এবং কাহার দ্বারা অনুরক্ত না হইয়াও তাঁহার রোগ শোক মুক্ত করিতেছেন। অতএব বিশ্বাস, প্রার্থনার সফলতার প্রতি বিশ্বাসই প্রার্থনার তৃতীয় বিধি। যখন যে বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করিবে তখন ঈশ্বরের সাহায্যে সেই বিষয় সিদ্ধ হইবে এনত বিশ্বাস করিবে; বিশ্বাস না করিলে প্রার্থনা রুখা।

কিন্তু অহুরের অভাব অবগত হইয়া ব্যাকুল হৃদয়ে বিশ্বাস-মনে প্রার্থনা করিলেও কার্য কালীন চেষ্টা আবশ্যিক। আমি যদি উপাসনার সময় আত্ম-ব্যাকুলতা ও বিশ্বাস প্রদর্শন করি, অথচ কার্যকালে অভ্যাগত পাপে ইচ্ছা পূর্বক লিপ্ত হই, তবে আমার প্রার্থনার বিশ্বাসে বা শ্রীতিতে কি কল / পাপ হইতে মুক্ত না হইবার ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে আমার চরিত্র দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে। যখন আমার গুণ ইচ্ছা পাপেতেই দাবিত হইল, ঈশ্বর কি আমার মৌখিক প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া আমাকে পবিত্র করিবেন? কখনই না। যে পাপ নিরাকরণের কারণ ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবে, সেই পাপের প্রলোভন উপস্থিত হইলে দ্বীপ চেষ্টা দ্বারা প্রাপ্তি আ-আকে রক্ষা করিবে, এবং তাঁহার সাহায্য

পুনঃ আর্থনা করিবে। তিনি সময়ে সময়ে তাঁহার তত্ত্বদিগকে প্রলোভনের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগের সরলতা স্বাক্ষা ও ধর্ম্মানুরাগ পরীক্ষা করেন, এবং তত্বতীর্ণ হইবার জন্য যে একগুণ চেষ্টা করে তাহাকে তিনি সহস্রগুণ মণি বিধান করেন, যে একগুণ সাহায্য প্রার্থনা করে তাহাকে সহস্রগুণ সাহায্য প্রদান করেন। প্রার্থনাও করিব অথচ পাপানুষ্ঠানও করিব এ উভয় এককালে সম্ভবে না। প্রার্থনা আত্মার এত নিগূঢ় কার্য যে ঈশ্বর নর্ম্মীণে অবতার তাহা উচ্চারণ করিলে পাপানুষ্ঠান করিতে তবে হৃৎকম্প হয়, কখনই ত-মতি প্রবৃত্তি যায় না, অকৃত-রূপে প্রার্থনা করিলে জীবন ক্ষেত্রে তাঁহার চিত্ত প্রকাশিত হইবেই হইবে, পাপের বিশালীতা সচ্য যাউবেই যাউবে, তৎকাল প্রার্থনা অত্রুত ও অনিশ্চয়-সমুদ্র হইলে এই কব জঙ্কিত হয় না। চেষ্টা প্রার্থনার চেষ্টা এবং শেষ বিধি। যে পরিমাণে প্রার্থনা পরিপূর্ণ প্রকৃত ও আন্তরিক সেই পরিমাণে জীবন পবিত্র, সেই পরিমাণে পাপের বিশালীতা চেষ্টা বাবিত হয় ইহা নিঃসন্দেহ সত্য। ধর্ম্মের যেমন গূঢ়তার পাপেরও সেইরূপ। পাপ-প্রবৃত্তি একবার হৃদয়কে অধিকার করিলে শীঘ্র তম্বুত্ব হওয়া অত্যন্ত কঠিন। ঈশ্বরের প্রতি যথা কথঞ্চিৎ ভক্তি থাকিলেও পাপের প্রতি অধিকতর ভক্তি থাকিতে পারে, সুতরাং প্রার্থনাও অপ্রকৃত হইতে পারে। চেষ্টাই প্রার্থনার কঠিনতম বিধি। ইহাতেই আত্মার যত্ননা ও নিগ্রহাতিশয় হয়, কিন্তু ইহা সমস্ত কখন আত্মার প্রকৃত উন্নতি সম্ভাবিত নহে। পরম ন্যায়বান পরমেশ্বরকে কেবল অত্রুত উপহার বা তাকা উপহার দিলেই হইবে না, কিন্তু জীবনোপহার দিতে হইবে, ত্রিমণি পাপকে ঘৃণা কর, এবং তাঁহার পক্ষে

গমন করিতে প্রতিজ্ঞ হইয়াই কার্যদ্বারা তাহা প্রদর্শন করিতে হইবে। তবে তিনি তোমার হস্ত ধারণ করিয়া ধর্ম্মামৃত-ধামে লইয়া যাইবেন, তবে তিনি তোমার হৃদয়কে প্রশস্ত করিবেন, এবং তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। অতএব কেবল প্রার্থনা করিয়া কার্যকালে উদাসীন থাকিও না, কিন্তু প্রাণগত চেষ্টা দ্বারা স্থায় প্রার্থনা কে সম্পূর্ণ করিও। এই একারে হৃদয় দ্বারা, বাচ্য-দ্বারা, কার্য-দ্বারা এবং চেষ্টা-দ্বারা প্রার্থনা করিলেই পরম-পিতার নিকট প্রার্থনা গ্রাহ্য হয়, নতুবা তাহা অকার্য্য-কর।

প্রার্থনা কার্য্যের বিধি চতুর্থর নির্দ্ধারিত হইল। প্রথমতঃ আত্মচিন্তা দ্বারা হৃদয়ের অভাব এবং পাপ সকল পরিষ্কার কপে জানিতে হইবে, দ্বিতীয়তঃ সরলতা, কাতরতা ও আগ্রহাতিশয় সহকারে ঈশ্বরের নিকট সেই সকল অভাব নিবেদন করিতে হইবে, অতঃপর অতি বিশ্বস্ত বিনীত চিত্তে তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিতে হইবে, এবং পরিশেষে চেষ্টা ও কার্য্য দ্বারা নির্দ্ধিক্ত পাপকে নষ্ট নাব্য পরিভাগ করিতে হইবে।

এই প্রার্থনা অতি কঠিন কার্য্য, ইহারই প্রতি আমাদের ধর্ম্ম, ইহারই প্রতি আমাদের জীবন নির্ভর করিতেছে। সময়ে সময়ে এই প্রার্থনাকে শূন্য ও বিকল দেখিয়া আমরা পৃথিবীকে শূন্য দেখি এবং অসহায়-প্রায় হইয়া পড়ি। প্রকৃত প্রার্থনা করিবার সামর্থ্য পুনর্ব্বার ঈশ্বরই প্রেরণ করেন। এককালেই যে প্রার্থনার সকল ভাব সমাক রূপে সকলের হৃদয়ে আশুটিত হইয়া উঠিবে এমত আমরা প্রত্যাশা করি না, কিন্তু কালে তদ্বিষয়ে সকলেরই উন্নতি ও উৎকর্ষতা লাভ হইবে, এবং তদ্বারা সকলের জীবন পরিপূর্ণ হইবে ইহাই আমা-

দিগের বিশ্বাস। প্রার্থনা অতি চুপ্‌চাপে, আমরা ঈশ্বরের সাক্ষাতে ব্রাহ্মধর্মের সঙ্গে সঙ্গে সেই ব্রত গ্রহণ করিয়াছি, তাঁহাকেই সাক্ষী করিয়া যত্ন পর্যন্ত সেই ব্রত পালন করিব। প্রাণ সম্বন্ধে তাঁহার ক্রটি করিব না। বারবার বিকল যত্ন ও হতচেতন হইলেও প্রার্থনা করিতে বিমুগ্ধ হইব না; একবার নাপারি শতবার, শতবার নাপারি সহস্রবার তাঁহার শ্রমাদভিলাষ করিব, কারণ আমরা বিশ্বাস করি যে তিনি মাধু ইচ্ছার সিদ্ধি বিধান করিবেনই করিবেন। তাকিকদিগের কুমন্ত্রণায়, নাস্তিকদিগের প্রলোভনে আমরা তুলিবার মাহ, কারণ তাঁহা হইলে আমাদের আত্ম-হত্যার পাতক হইবে।

অতএব হে নির্মল চিত্ত মাদু বাক্তি! যদি তোমার এই সংসার-মোহ-কোলাহলে নিত্যর পাঁচবিধ অতিশয় থাকে তবে অদ্যাবধি ঈশ্বরকে প্রার্থনা করিতে আগ্রহ কর; সংসারের অনিত্য বস্তু হইতে সময়ে সময়ে বিবর্ত হইয়া আত্মানুসন্ধান কর। জায় দোষ জন্য কাতর হইয়া শীর্ণ হৃদয়ে ভিক্ষুকের ন্যায় প্রতি দিন তাঁহার দ্বারে উপনীত হও, এবং সকল আমোদ সকল সম্পদে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল সংকল্প সাধনেই যত্ন কর, তোমার আত্মা পূর্ণ হইবে।

কলিকাতা-ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা।

৯শ্রাবণ ১৭৮৪ শক।

মাতার পিতরকেই সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষদেবতাং।

মহা গৃহী নিবেদিত মদা সর্বপ্রযত্নতঃ ॥

গৃহী বাক্তি পিতা মাতাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা-স্বরূপ জানিয়া সর্ব-প্রযত্নে সর্বদা তাঁহারদের সেবা করিবেন।

পরমেশ্বরেরই এই সংসার, তিনি ইহার

পরম পিতা। তাঁহার সন্তানগণের মধ্যে তিনি এক এক পরিবারে এক এক পিতাকে আপনার প্রতিনিধি-রূপে নিযুক্ত করিয়া স্থান-পুণ প্রণালী স্থাপন করিলেন; এবং নিজের মঙ্গল-ভাবের প্রতিরূপ যে স্নেহ মমতা, তাহা জনক-জননীর বিকশিত হৃদয়ে অর্পণ করিলেন। এই রূপে তিনি প্রতি পরিবারে আপন প্রতিনিধির প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার এই বিশাল বিশ্ব-সংসার পালন করিতেছেন। যেমন নভোমণ্ডলে এক এক সূর্য্যকে অবলম্বন করিয়া গ্রহ উপগ্রহ-সকল প্রজ্বলিত রহিয়াছে, সেই রূপ এই সংসার-ক্ষেত্রে এক এক পিতার অধীনে থাকিয়া পুত্র কন্যার জীবন ও সম্পদ লাভ করিতেছে। সকল গুরুর মধ্যে মাতা পরম গুরু, মাতার স্নেহ ও চুক্ষে প্রথমেই বালক পরিপোষিত হয়। ঈশ্বরেরই মঙ্গল-ভাব মাতার হৃদয়ে স্নেহ-রূপে, স্নেহে চুক্ষে-রূপে পরিণত হইয়াছে। সকলের জননী সকলের খারিজী যে এই পৃথিবী, মাতা এই পৃথিবী অপেক্ষাও গরী-য়মী; আবার পিতা তাঁহা হইতেও গুরুতর। অতএব গৃহী বাক্তি পিতামাতাকে সাক্ষাৎ দেবতা-স্বরূপ জানিয়া, ঈশ্বরের প্রতিনিধি-স্বরূপ জানিয়া, সমস্ত প্রযত্নে তাঁহারদের সেবা করিবেন। কুল-পালন সংপুল তাঁহারদিগের প্রতি মদু বাক্য করিবেন, তাঁহারদের শ্রিয় কার্য করিবেন ও সকল আদর্শ হইয়া থাকিবেন। সংসারের স্নেহ নিয়মসমী, স্নেহ-ভাজনকে স্নেহ সকলের মনোহর রূপে। ভক্তি কিন্তু দেব-ভাব, তাহা নিয়মসমী নহে। পশুর মধ্যে দেখা স্নেহ-বৃত্তি কেমন শবলা, শাবকদিগকে তাঁহারি কেমন স্নেহে কেমন বস্ত্রে পালন করে, কিন্তু পিতা মাতার প্রতি নেই পশু শাবকদিগের ত্রাণা ভক্তি কোথায়? ভক্তির ভাব কেবল মানুষে। ভক্তির ভাব পশুতে নাই, ইহা অতি উৎকৃষ্ট ভাব, সু-

তরাং প্রতি বিরল। পিতামাতা সহজেই পুত্রদিগকে স্নেহ করেন, কিন্তু বাহারা সৎ-পুত্র—কুলপাবন সৎপুত্র, তাহারাই কেবল পিতামাতাকে কর্তব্যানুযায়ী ভক্তি করে। যে পরিমাণে স্নেহ, সে পরিমাণে এখানে ভক্তি নাই। একটি যে মিউরের ভাব, সেই মিউরের ভাবটি ভক্তি। তাহাকে উত্তে-জিত করে, সেই জন্য বাগবকের বত দিন পিতার উপরে মিউর থাকে, তত দিন তার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তিও থাকে। কিন্তু যে বা-গবক যুগ্ম হইয়া, কষ্টকর ও স্বাধীন হইয়া, তাহার বৃদ্ধ পিতামাতাকে ভক্তি মতপারে সেবা করে, সেই তার নিষ্ঠার ভক্তি। ইতি-হাস পুরাণে এবং বর্তমান সাধুদিগের জীবন-চরিতে এমন বড় বড় চরিত্র আছে যে পিতার জন্য যতদূর অর্থনা কষ্ট স্বীকার করিয়াছে, পিতার কষ্টকে তাহাদের মনের অভিসন্ধি। কাঠোপনিষদে ইহার একটি সুন্দর উদাহরণ আছে। যখন পিতা নারী-কেতন প্রতি ক্ষুব্ধ হইয়া বসিলেন যে “তোমাকে যদনের পিণ্ডাম তখন অজ্ঞাবিষ্ট নচিকেতা চিন্তা করিতে লাগিলেন যে পিতা যদি অঙ্গীকার করিয়াও স্নেহানুরোধে আ-নাকে যমভবনে পাঠাইয়া না দেন, তবে তাঁহার কথা মিথ্যা হইয়া তাঁহার সাংঘাতিক অনিষ্ট হইবেক। অতএব তাঁহাকে তিনি এই বেদ-বাক্য প্রণয় করিয়া দিলেন। “অ-নুপশ্য যম পূর্বে প্রতিপদা তথা পরে। শমামিব মর্ত্যঃ পচাতে শমামিবাজ্যতে মৃগাঃ।” “পূর্বে পূর্বে পুরুষেরা বাহা করিয়া দিয়াছেন, তাহা অনুপাবন করিয়া দেখ; পরে এখনকার সাধু মজ্জমেরা যে প্রকার আচরণ করিতেছেন, তাহাও দেখ। শমোর ন্যায় মনুষ্য জীবন হইয়া মরে, আবার শমোর ন্যায় পুনর্বার জন্ম গ্রহণ করে। এমন অ-নিষ্ঠা মামারে মিথ্যা কহিবার প্রয়োজন

কি? অতএব হে পিতঃ! তুমি আপনার প্রতিজ্ঞা পালন কর, আমাকে যম-মন্ডনে প্রেরণ কর।” দেখ তাঁর কেমন পিতৃ-ভক্তি! আপনাকে যমেরে দিয়াও পিতার ইচ্ছা-ধনে তিনি তৎপর হইয়াছিলেন। আবার যম যখন তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর দিতে অভিলাষ করিলেন, তখন সর্ব প্রথমেই তিনি বর চাহিলেন যে “শাস্ত্র-সংকল্পঃ স্মরনা যথা স্যাদ্।” “আমাকে তোমার নিকটে পাঠাইয়া পিতা অতিশয় শৌকস্কর হইয়াছেন; অতএব তাহাতে তিনি শাস্ত্র-চিন্তা স্মরনা চন, তাহাই বিধান কর।” কাঠোপনিষদের আখ্যায়িকাতে সৎ-পুত্র নচিকেতার পিতার প্রতি মনের ভক্তি-ভাব কেমন প্রকাশ পাইতেছে।

ব্রহ্মবেদ ব্রহ্ম পরামর্শ হইয়া ঈশ্বরের প্রতিমিত-স্বরূপ পিতামাতাকে ভক্তি করাই ব্রাহ্মধর্মের প্রথম উপদেশ। আমাদের বঙ্গ-বীরা দাদা কিছু সকলি পিতামাতা হ-ইতে পাঠিয়াছি, পিতামাতারই প্রতি ভক্তি-বৃত্তি সর্ব প্রথমে উৎখিত হউক। কুল-পাবন সৎপুত্র সর্ব-প্রথমে যেন পিতামাতাকে সেবা করেন, সর্বদা তাঁহাদের প্রিয় কার্যা করেন ও অজ্ঞাবহ থাকেন। ব্রাহ্মধর্মের বাঁহাদের প্রজ্ঞা নাই, বাঁহারা ব্রাহ্মধর্মের শাসন ও উপদেশ অবহেলা করেন, তাঁহারা হয়তো বিদ্যার গৌরবে পিতা মাতাকে লঘু জ্ঞান করেন, অথবা ধন মদে মত্ত হইয়া তাঁহার-দিগকে অবহেলা করেন। হে প্রিয় ব্রাহ্ম-সকল! তোমরা কদাপি এমন গর্হিত কর্ম করিও না—তোমরা বিদ্যা-মদে বা ধন-মদে উন্মত্ত হইয়া পিতৃ-হেলন করিও না। তো-মরা পিতামাতার আশ্রয়ে থাকিয়াই বল বীরা, বিদ্যা বুদ্ধি, উপার্জন করিয়াছ এবং তাঁহাদের প্রমোদেই ধন মান প্রতিপত্তি বাহা কিছু লাভ করিয়াছ; অতএব তাঁহার-

দিগকে অবহেলা বা পরিত্যাগ করিও না। তোমরা বৃদ্ধ পিতামাতার যক্তি-স্বরূপ হইয়া আমৃত্যু তাঁহারদিগকে রক্ষা করিবে; এই সনাতন ব্রাহ্মধর্মের আদেশ। যদিও তোমাদের প্রতি তাঁহার বিরক্ত হন, ও তাঁহার দের স্নেহ অস্পষ্ট হয়, তথাপি তোমরা তাঁহার প্রিয় আচরণ করিবে, তাঁহাকে সমধিক ভক্তি করিবে। “যং মাতাপিতরৌ ক্লেশং সঙ্কটে মন্তবে নৃণাং। মন্তব্য নিদ্ভুতিঃ। একা কন্তুং বদশটেরাপ।” মন্তব্য হইলে পিতামাতা যে ক্লেশ সহ্য করেন, শত বৎসর-যেও তাঁহার পরিশোধ করিতে কেহ সক্ষম হয় না।

যদি হইতে পরিত্যক্তের বিষয় আর কি থাকে যে ভ্রাতৃগণ ও স্বর্গপুত্র পিতার সোথে অনেক পুত্র সংখ্যক হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে, এবং তাঁহার আশ্রয় ও দুঃস্থতা তাঁহার ধর্ম-সেতু অতিক্রম করিতে বাধ্য হইয়াছে। তাহার পুত্র যদি ভাগ্যক্রমে মরণ হইল, সন্তানবর্ধী ও নারীবান্ ও ব্রাহ্মণায়ন ব্রাহ্ম হইল, তবে তাঁহার ভ্রাতৃগণ ও ক্রো-দের দ্বারা পরিশোধ থাকে না। তিনি সেই অসংখ্য নিরুপায় বালককে দেব-সেবা ধর্ম-পথ হইতে অক্ষতম কুঙ্কিতম পথে আনিবার জন্য তাঁহার প্রতি নিরবধি নিবাতন করিতে কিছুমাত্র ভ্রষ্ট করেন না। এমন পিতা কদাপি পিতাই নহেন, তিনি মঙ্গল-নিকেতন ঈশ্বরের প্রতিনিধি-পদ ধারণ করিবার উপযুক্ত নহেন। যে পিতা সংসারে প্রতিগতি হ্রাসের ভয়ে তাঁহার পুত্রের ধর্ম-পথে কটক আরোপ করেন ও অবশ্যা-চরণ করিতে শিক্ষা দেন, তিনি তাহার ভক্তি-স্রোতকে একেবারে মন্থলে শুষ্ক করেন। পরজব্যাপহারী, নাস্তিক, শঠ, মিথ্যাচারী, প্রবঞ্চক, বিশ্বাস-ঘাতক, রুড্র পুত্রের নিকট হইতে পিতা কি কদাপি স্বার্থহীন প্রজা

ভক্তি প্রত্যাশা করিতে পারেন? সে যদি কামোপভোগে মত্ত হইয়া তাঁহার শিরশ্চে-দন না করে, তবে তিনি জীবন পাইয়া আত্মাদে নৃত্য করুন। মথো মথো কি এমন প্রবাদ প্রচলিত হয় না যে কোন পুত্র মদ্য-পানে উন্মত্ত হইয়া তাহার পিতাকে গর্দর-ত্রির সময়ে বাটী হইতে বহিস্কৃত করিয়াছে; কোন শুল্ক বা ধন-সোভে ভয়কর পিতৃ-হত্যা-পাপে নিপতিত হইয়া সব্বতোভাবে বিনষ্ট হইয়াছে। পুত্র বর্ষধীন হইলে পিতার বৃদ্ধ বয়সের বঞ্চনা হইয়া শক্র হইয়া উঠে। অতএব পিতা যদি প্রের আভিসাম করেন, তবে ধর্ম-সংসারভে কদাপি পরোয়া হই-বেন না। স্বীয় কর্তব্যের প্রতি অবিচলিত রাখিয়া উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা মঙ্গল-পথে তাঁহাকে জ্ঞান-বহুর শিখা দিবেন এবং তাঁহার মন্তব্য-মঙ্গল উদ্দেশ্য করিবেন। তবেই পিতার পুত্রের প্রতি কর্তব্য কক্ষ সম্পন্ন করা হইল, এবং পুত্রও জ্ঞান-ধর্মো-ন্মুখী হইয়া, তাঁহার প্রতি মন্তব্যই যথোচিত ভক্তি ও সম্মরণ প্রকাশ করিবে।

হে পরমাত্মন। তুমি পিতা-পুত্রের যে প্রকার মন্তব্য নিবদ্ধ করিয়া দিয়াছ, তাহা উভয়েই মনে রাখণীয় হইয়া রাখা করেন, উ-ভয়েই যেন সমভাবে তোমারই প্রতি দৃষ্টি করেন; সংসার-ভয়কর মথো একল পরি-বারই যেন অশান্ত ভাব অবলম্বন করিয়া বঙ্গ-দেশের সকল পরিবারের পিতা-পুত্রের অন্তরে তোমার মঙ্গল ভাব প্রেরণ করে; তোমার উদ্দেশ্যমতে বঙ্গ-দেশের উন্নতিসাধন কর, হইবার পতিত সম্মান-মঙ্গল তোমার স্বার্থ-পূজা করিয়া তোমাকে বন্যবান দিয়া রুজাও হউক।

ও একমেবাদ্বিতীয়ং

বৃত্ত হইয়া প্রথমতঃ আমাদিগকে জ্ঞান সম্বন্ধীয় ভাববৃত্তাদি ও শ্রুতি নিকূপণ করিতে হইবে। এক আত্মচৈতন্য এবং আত্মজ্ঞানই আমাদিগের অবলম্বন, সেই কঠিন এবং চূর্ণ্য-বহাৰ্য্য অস্ত্র ধারণ করিয়া আমরা অতি সাবদানে বিজ্ঞান-ক্ষেত্রে উপনীত হইতেছি, ভ্রম-কূপ অসং কল লাভ না করিয়া বাহ্যতে গ-বিশ্রম দ্বারা মত্তের অমৃত কল লাভ করিতে পারি ইহাই আমাদিগের উদ্দেশ্য।

—

রাজতরঙ্গিনী ।

১৮১১ স. দ্বা পত্রিকার ৪২ পৃষ্ঠার পর।

ন তৎকালের রাজত্ব স্বর্ণকাল স্থায়ী ছিল, তাঁহার সহায় উজ্জয়িনীর অধিপতি নন্দরাজ লোকান্তরিত হইলেই প্রজাসকল তাঁহার প্রতি অমাত্যায় প্রকাশ করিতে আ-রম্ভ করিল। এবং তাহার মৃত্যু ভূপতির পক্ষে উত্তরবোধিনী প্রবরসেনকে আ-জ্ঞান করিল। প্রবরসেন মৈত্রী মানসে সং-গ্রহপূৰ্ব্বক কাশ্মীরাজ্যস্থে গমন করিলেন। মাতৃপুত্র স্বীয় রাজ্য রক্ষার্থে কোন উদ্যোগই করেন নাই, এই ক্ষেত্রে প্রবরসেন অনায়াসে ও বিনা যুদ্ধে রাজ্যাধিকার করিলেন। মাতৃপুত্র সিংহাসনচ্যুত হইয়া বারানসী গ-মন করিলেন এবং তথায় ধর্ম্মভরণ ও ইন্ট-সাধনেই কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। তিনি প্রায় পঁচ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। প্রবরসেন অতিশয় প্রজারঞ্জক ও বিক্রম-শালী নরপতি হইয়াছিলেন, তিনি উজ্জয়িনী নগর আক্রমণ করেন, এবং তৎকাল অধি-পতি বিক্রমাদিত্যভ্রমর শীলাদিত্যকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি উজ্জয়িনীর বিখ্যাত স্বাক্ষিংশৎ পুণ্ডরিকাল-কৃত সিংহাসন স্বীয় রাজধানীতে লইয়া গি-য়াছিলেন। তিনি শ্রীনগরকে নানা প্রকার

সুন্দর ও ভূতনে অট্টালিকা দ্বারা স্তম্ভোত্তর করিয়াছিলেন। প্রবরসেন ৩৩ বৎসর বাপিয়া রাজত্ব করেন। তাঁহার পর ত্রা-নাম্নয়ে তৎপুত্র ও পৌত্র সুপ্রসিদ্ধ ও নবো-দ্ভূদিত্য রাজ্যভার বহন করিয়াছিলেন। ন-রেন্দ্রাদিত্যের পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রাদিত্য সিংহাসনস্থ হইলেন। ইতিহাস লেখক ই-হার রাজত্বকাল তিন শত বৎসর লিখিয়াছেন, কিন্তু ইহা কদাপি সম্ভবিত নহে। বোধ হয় এই পীঠকাল দ্বাপিযুগে সকল রাজ্যরাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম ও ইতিহাসের কোন সম্বন্ধ নাই, তাহারা কে কখন জেহন জ-গত্যা এত উপাধি দ্বারা এই প্রকাশ্য তা-দেয় নামের ন পুত্র করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

রাণবিত্তা দেবপুত্রীও ছিলেন এবং তাঁহার ইতিহাস অনেক অলৌকিক দী-র্ভতে পরিপূর্ণ, কিন্তু তাহা এ বন্ধে বর্ণনা করা আবশ্যিক। রাণবিত্তার পর বি-ক্রমাদিত্য ও বাহাদিত্য আর বন্য। তা-লাদিত্য যাত্রাপথে প্রাণত্যাগ ও শূক্লমুদ্র বেলের দিকান্তে ছিলেন, তিনি ব-র্জ্যার হইতে মৈত্রীমায়ের সমাধিস্থানে গমন করিয়া সমুদ্র তীরে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগে ত্যাগ করিয়া তথায় মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়া পদে জয়ন্তে প্রাণে করিয়াছিলেন। রাণবিত্তার পুত্রসন্তান অসংখ্য বন্য হইয়া এবং শিল-গোমন্ড নামের দেশে ভূপতি হইলেন। দৈবজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদগণ আরোহী তাঁ-হাদের প্রাণের প্রায় বিনশাছিল, যে তাঁহারা পর তৎকালের দ্বারা তত্ত্ব বৎসর ১০০ কাশ্মীরের সিংহাসনে স্থাপিত হইবেক। রাজা এই ভবিষ্যৎ বাক্যকে কার্য করিবাব নিমিত্ত স্বীয় কন্যাকে আশীর্বাদ করি-লেন। কিন্তু দৈবনিবন্ধন ছলভবন্ধন ম-মক এক জন ভূপতির প্রিয় সন্তানদ ভূপ-বালার মতিশয় প্রতি-ভাজন হইয়াছিলেন,

এবং গোপনে তাঁহার পাণিগ্রহণ করিয়া ছিলেন। সুতরাং রাজার মৃত্যু হইলে পর প্রধান কর্মচারীগণের সহায়তায় তিনিই রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন।

চুলভ-বর্দ্ধন কর্কেট নাগের বংশোদ্ভব ছিলেন। তিনি স্বয়ং ধর্মপরায়েণ ছিলেন এবং প্রজাদিগের ধর্মোন্নতির প্রতি বিশেষ মনোযোগ করিতেন। তিনি ৩৬ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার পর তৎপুত্র প্রতাপাদিত্য রাজা হন। ইনি স্বীয় নামে এক নগর স্থাপন করিয়াছিলেন এই নগর অল্প কাল মধ্যে অতিশয় সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল। এই নগর মধ্যে নোনা নামক এক জন মহাপনাত্য বণিক বাস করিত। এই ব্যক্তির সহিত রাজার গরম বন্ধুত্ব হইয়াছিল। এক দিবস বণিক নরপতিকে নিমন্ত্রণ দ্বারা স্বীয় গৃহে আশ্রয় করিয়া রাত্রি কালে দীপালোক পরিবর্তে রাশীকৃত স্বীক দ্বারা গৃহকে আলোকিত করিয়াছিল। রাজা ইহা দেখিয়া আশ্চর্য ও হর্ষে পুলকিত হইয়াছিলেন, ইত্যবসরে বণিকের একটি পরম রূপবতী ভোগ্যা নারী অকস্মাৎ রাজার দৃষ্টি পথে পতিত হইবা মাত্র রাজা তাহার রূপ লাভণ্যে একেবারে বিমোহিত হইলেন। কিন্তু লজ্জা ও কলঙ্ক ভয়ে স্বীয় মনের ভাব ব্যক্ত করিতে অসম্মত হইয়া উপস্থিত মনোবিকারকে দমন করিলেন। পরন্তু তাহাতে তদবধি তিনি বিষম রোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাগত হইয়া পড়িলেন, এবং তাঁহার জ্ঞান পর্য্যন্ত সংশয়াপন্ন হইয়া উঠিল। ইহাতে বণিক রাজার মনোবিকারের ও পীড়ার কারণ অবগত হইবামাত্র অবিলম্বে সেই যুবতীকে নৃপসদনে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু নৃপতি ধর্মভীত ছিলেন তিনি পর স্ত্রীকে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন। পরে বণিক

ভূপতির সহিত অনেক তর্ক বিতর্কের দ্বারা তাহাকে বুঝাইলে পর, তিনি সেই নারীকে গ্রহণ করিলেন, এবং তাহার নাম মরেন্দ্র-প্রভা রাখিলেন। এই স্ত্রীর গর্ভে রাজার সাতটি সন্তান হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে চন্দ্রাপীড় তারাপীড় এবং ললিতাদিত্য নামক তিন পুত্র রাজার মৃত্যু হইলে পর একাদিক্রমে রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছিলেন। ললিতাদিত্য অতিশয় বিখ্যাত ও বিক্রমশালী নরপতি ছিলেন। তিনি স্বীয় বিজয়ী সৈন্য সমাভিযাহারে লইয়া প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষ মধ্যে একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রথমে তিনি অন্তর্কর্ষদী নামক দেশ জয় করেন, তৎপরে যশোবর্ম্ম নামক কানকুজ নগরাধিপতির প্রতিকূলে গমন করিয়া তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত ও রাজ্যচ্যুত করিয়াছিলেন। যশোবর্ম্ম এক জন বিদোৎসাহী ভূপতি ছিলেন। তাঁহার ভায় কবির ভবভূতি কবিবাচস্পতি এবং রাজশ্রী বাস করিতেন। ললিতাদিত্য তদনন্তর গোড় ও কলিঙ্গ দেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং তথায় স্বীয় জয়পতাকা উড্ডীলমান করিয়া দক্ষিণে কণাট দেশে প্রস্থান করিলেন, তথা হইতে পশ্চিম সমুদ্রতীর-বর্তী হইয়া দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন। দ্বারকা হইতে নির্গত হইয়া বিজ্ঞাপন লঙ্ঘন করিয়া অবস্থানগরে প্রবেশ করিলেন; এবং এই রূপে সমুদায় ভারতবর্ষ প্রদক্ষিণ করিয়া ও বহুতর রাজগণকে পদানত করিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন। কাশ্মীরে আগমনান্তর স্বীয় সেনাপতি ও প্রধান প্রধান কর্মচারীদিগকে পুরস্কার স্বরূপ অধিকৃত ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের শাসন-কার্যের ভারার্পণ করিলেন। কিন্তু তিনি অধিক কাল স্থির থাকিতে পারেন নাই, জয় লাভের তুর্কায় উত্তেজিত হইয়া পুন-

রায় হিমালয়ের উত্তর উত্তর-কুরু নামক পুরাণ এসিক্‌ দেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই স্থান কুবেরাসুচর সক্ষদিগের বাসস্থান বলিয়া খ্যাত, ইহা মনুষ্যের অগম্য। কিন্তু ললিতাদিত্য স্বীয় পৌরুষ বর্জনার্থ এই স্থানের অশ্বেষণে হিমালয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। কিয়দূর গমনান্তর তিনি মহাক্লেশে পতিত হইলেন, পথ অতিশয় দুর্গম হইয়া উঠিল, এবং পর্বত-বাণী বন্য জাতির নানা দিক হইতে তাঁহার সেনা গণকে নিহত করিতে লাগিল। এই প্রকার প্রমাদ দেখিয়া নৃপতি পত্র দ্বারা স্বীয় মন্ত্রীকে জ্ঞাপন করিলেন যে তাঁহার প্রতি-গমনের আশা নাই, তুরাকাজ্জাই তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইল, সুতরাং যুবরাজ রাজ-সিংহাসনে অধিরোহণ করুন। তদবধি রাজার আর কোন সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া গেল না। ললিতাদিত্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুব-লয়াপীড় রাজা হইয়া, পাছে তাঁহার ক-নিষ্ঠ ভ্রাতা রাজহু পাইবার জন্য বিদ্রোহ উপস্থিত করে, এই আশঙ্কায় তাহাকে অগ্রে কারারুদ্ধ করিলেন। পরে কিয়ৎ কাল রাজকার্য্য নিরূহ করিয়া তিনি উ-দাসচিত্ত হইলেন, এবং পুনরায় স্বীয় ভ্রাতা বজ্রাদিত্যকে কারারুদ্ধ করণান্তর তাহাকে রাজপদে স্থাপন করিয়া যোগ সাধনার্থ সম্রাটসম্মত অবলম্বন করিলেন, এবং এই রূপে দূক-পথ নামক পর্বতের এক গুহাতে বাস করিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। বজ্রাদিত্য অতি নিষ্ঠুর ও ইন্দ্রিয়-পরায়ণ হইয়া উঠিলেন। তিনি কেবল স্বীয় ভোগ্য রমণীদিগের বেশ ভূষাতেই খন্যার শূন্য করিয়াছিলেন, এবং অর্থের বিমিত্ত আপন প্রজা সকলকে মৌচ্ছদিগের নিকট বিক্রয় করিতেন। ভাগ্যক্রমে এই নৃপতির রাজহু স্বপেক্ষাশ্রম্য ছিল। বজ্র-

দিত্যের তিন পুত্র ক্রমে রাজহু করিয়াছি-লেন, তন্মধ্যে কনিষ্ঠ জয়াপীড় যিনি শেষে সিংহাসনস্থ হইয়াছিলেন তিনি অনেক-শুণানরুত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তিনিও অপরাপর বীর্ষাবন্ত নরপতির ন্যায় অনেক দেশে স্বীয় জয়পতাকা লইয়া গিয়া-ছিলেন। অপর তিনি স্বদেশে সংস্কৃত শাস্ত্রের চালনার প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইয়াছিলেন। তিনি আর্ষ্যাবর্তের প্রায় সমুদায় অখান ও দিখ্যাত পণ্ডিতগণকে স্বায় মতায় আনয়ন করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই সকল পণ্ডিতের মধ্যে সর্ব প্রধান ব্যক্তিদিগের নাম ভট্ট ও দামোদরগুপ্ত এবং কবিগণের মধ্যে মনোবধ, মজ্জ-দত্ত, চাতক সঙ্কীর্মান, এবং বামন, এই কএক ব্যক্তির নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই প্র-কারে কিছুকাল রাজ্যের কুশল বর্জন করিয়া জয়াপীড় নেপাল রাজ্য আক্রমণ করিতে গেলেন। কিন্তু এই দেশে প্রবেশ করি-বার পহাদি তিনি জানিতেন না, সুতরাং কিয়দূর গমন করিয়া এক নদী পার হই-বার সময়ে চট্টাং নদীর জগ ও স্রোত রুদ্ধ হওয়াতে তাঁহার সমুদায় সৈন্য ভাসিয়া ও জলমগ্ন হইয়া গেল। রাজারও এই রূপে প্রাণভাগ হইত কিন্তু বিপক্ষ সৈন্যেরা তাঁহাকে ভাসিতে দেখিয়া জল হইতে উদ্ধার করিয়াছিল। এবং নেপালরাজ তাঁহাকে লইয়া গণ্ডলীনদী তীরস্থ এক দুর্গ মধ্যে রাখিয়া রাখিলেন। কাশ্মীরে গই দুঘটনার কথা শুনিবামাত্র প্রজাগণ মহাব্যাকুল হইল। প্রধান মন্ত্রী অপরাপর রাজকর্ম্মচারিদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া আপনি কিছু সৈন্য লইয়া নেপালে গমন করিলেন। এবং তথাকার ভূপতির সহিত সন্ধি স্থাপনের কথা ধার্য্য করিয়া একবার দুর্গ রুদ্ধ কাশ্মীর রাজ্যের সুহিত সাফা করিতে চাহিলেন।

তাহাতে নেপাল নরপতি সহজেই সম্মত হইলেন। পরে নজিবর জয়াপীড়ের সহিত সাক্ষাৎ হইলে পর তাঁহাকে পলায়নের পরামর্শ দিলেন। কিন্তু রাজা বিরূপে একাকী গণ্ডকী পার হইবেন তাহা কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া প্রভুভক্ত মন্ত্রী কহিলেন যে মহারাজ আমি আপনার নিমিত্ত প্রাণত্যাগ করিতেছি, আপনি আমার মৃতদেহ নদীতে ভাসাইয়া তদবলম্বনে পার হইতে পারিবেন। এই বলিয়া মন্ত্রী দুর্গ-প্রাচীর হইতে আপনি পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। এবং রাজা তাহার দেহাবলম্বনে নদী পার হইয়া ছদ্মবেশে কাশ্মীরে প্রত্যগমন করিলেন তাহার কিছুকাল পরেই তাঁহার মৃত্যু হইল।

অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা।

১৮৮২ সৎসকে পরিবার ৭৮ পৃষ্ঠার পর।

(আপ)

ব্রাহ্মদিগের অনুষ্ঠান কি কি এবং সেই সকল অনুষ্ঠান কতদূর কার্যকর তাহা কথঞ্চিৎ আলোচিত হইল, এক্ষণে তাহার সঠিক বিষয়ে যে সকল আপত্তি উঠিয়াছে তাহার আশঙ্কিত খণ্ডন করিতেছি।

একটি আপত্তি এই যে ব্রাহ্মদিগের অনুষ্ঠানসকল প্রায় পৌত্তলিকদিগের অনুষ্ঠানের ন্যায় কুসংস্কার দ্বারা ভূষিত হইয়া গিয়াছে। ইহার অর্থ আমি প্রকৃতরূপে বুঝিতে পারিতেছি না। তবে ব্রাহ্মেরা কি আপনার অনুষ্ঠান কালে পৌত্তলিকদিগের মত দেব দেবীর পূজা করিবেন? আবার কি এমন পুণ্যস্থান হইবে যখন শিশু প্রস্তুতের পূজা না করিলে ব্রাহ্মদিগের অনুষ্ঠান সকল সম্পন্ন হইবে না? ইহা প্রশ্ন করা যাইতে পারে যে যদি এক দৈবের সকলেরই প্রত্যক্ষ বিশ্বাস থাকে যদি সকলেরই এ জ্ঞান থাকে দেব দেবী নিপা, তবে কি প্রকারে পুনর্বার পৌত্তলিকতায় সংস্কৃত হইবে? পৌত্তলিকদের প্রকৃতির বিনাশ এবং ধর্ম-বিষয়ে অজ্ঞানতা, ভ্রান্ততা ব্রাহ্মদিগের ক্রিয়াতে কুসংস্কার সকল বিলুপ্ত হইবে। তাহারা বিশ্বাস করে পিণ্ডদান করিলে পিতা পিতৃ হইতে ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হন, তাহার প্রত্যক্ষার সহিত পিণ্ড দান করে; তাহারা বিশ্বাস করে গঙ্গার জলে মম্বরের অস্থি খণ্ডমাত্র পতিত হইলেই সে উদ্ধার পায়, তাহারা

মম্বরকে গঙ্গার গর্ভে নিক্ষেপ করিলে না পারিলে মহা ক্লিষ্ট ও দুঃখ হয়, তাহারা দেব দেবীর পূজাকে পরম মঙ্গল জ্ঞান করে, সুতরাং অনুষ্ঠানকালে তাহাদিগকে পূজা না করিয়া সুস্থির হইতে পারে না। কিন্তু যখন ব্রাহ্মদিগের সম্পূর্ণ বিশ্বাসীত বিশ্বাস, যখন তাহারা গঙ্গাকে দেবী জ্ঞান করেন না, ইহর তিন আর কাহাকেও প্রজ্ঞা করেন না, পিতা স্বর্গ হইতে পিণ্ড ভোজন করেন যখন তাহারা ইহা জন্ম বলিয়া জানেন, তখন তাহাদের ক্রিয়াতে কিরূপে পৌত্তলিক কুসংস্কার দৃষ্ট হইবে। তবে হয়ত এমন জাতি থাকিতে পারে যাহাদের ভিতরে তেমন বিদ্যার চালনা নাই, যাহাদের প্রাকৃতিক ঘটনা ও অন্যান্য বিষয়ে অনেক কুসংস্কার রহিয়াছে, অথচ ব্রাহ্মধর্মকে গ্রহণ করিয়া তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এরূপ জাতির ক্রিয়াতে কুসংস্কার দৃষ্ট হইবার নিত্যম্ভ অসম্ভাবনা নাই। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম গিয়া যে তাহাদিগকে কুসংস্কারে জড়ীভূত করিয়াছে তাহা নহে, তাহাদের আত্মা কুসংস্কার জালে জড়িত থাকিতেই ব্রাহ্মধর্ম অথায় উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পাইতেছেন নাই। ফলতঃ যে জাতি আপনার আত্মাকে যত উন্নত করিবে, তাহার মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম তাই সমুজ্জ্বল বেশে প্রকাশিত হইবে, এবং যে জাতির আত্মা যত হীন অবস্থায় থাকিবে, ব্রাহ্মধর্ম সেখানে ততই মলিন রূপে আবিস্কৃত থাকিবে। অপিচ ইহা যেন আমাদের স্মরণ থাকে যে যে দেশে অনুষ্ঠান অল্প সেই দেশেই যে কুসংস্কার অল্প এমন নাহি। কুসংস্কারের অর্থ—অজ্ঞানতা। অজ্ঞানতা এক দিক দিয়া পথ না পায় অন্য দিক দিয়া পাকিরাই হইবে। মুসলমানেরা এত ভয়রূপে বিশ্বাস করিয়াও অজ্ঞানতা দশভুজ অশ্বাচ্ছিত অনুষ্ঠান সকলে প্রবৃত্ত না হইয়া থাকিতে পারে নাই। কুসংস্কার সকল দূর করিব না; অথচ ব্রাহ্মধর্মের সুন্দর রূপ অনুষ্ঠান করিব ইহা যেন করা যুগ্ম। এক্ষণে হাত কেহ কেহ বলিবেন তবে ব্রাহ্মেরা আগে দেশের কুসংস্কার সকল দূর করিয়া পরে কেন অনুষ্ঠান সকল প্রবর্তিত না করান? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, ব্রাহ্মেরা কি এই দেশকে জ্ঞানালোকে উজ্জ্বল করিতে প্রবৃত্ত হন নাই? তাহারা কেনই বা লোকদিগের আশংকার্থে বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়াছেন, কেনই বা তাহারা অস্ত্রপুর্বে জীলিশকার নিয়ম প্রবর্তিত করিতেছেন। কেহ বলিবেন ইহাই কি সংকল্প হইল, ব্রাহ্মেরা কেবল সামান্য কার্যেই কি সন্তুষ্ট থাকিবেন? না, ব্রাহ্মেরা ইহা জানেন যে তাহারা তাহাদের ইচ্ছানুসারে সকল কার্য সমাধা করিতে অদ্যাপি পারগ হইবেন নাই। তাহারা এখনো হুগুপ্ত আছেন। অপিচ তাহাদের যদি

ভেদময় সঙ্গতি থাকিত, জ্ঞানালোক প্রদান করিতে বাহা বাহা প্রয়োজন তাহা যদি তাঁহারা বিশেষ রূপে সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইতেন, তবে তাঁহারা এ দেশকে মত্তাও জ্ঞান রত্নে বিভূষিত করিতেন সন্দেহ নাই। বঁহারা এ দেশকে বিদ্যাধনে সম্পন্ন করিতে অক্ষিলাবী হয়েন, তাঁহারা ব্রাহ্মদিগকে সাহায্য করিয়া দেখুন, দেখিতে পাইবেন এ বাক্য কত দূর স্বার্থ। ঈশ্বর করুন যেন ব্রাহ্মেরা এ দেশকে দিন দিন জ্ঞানালোকে আলোকিত করিতে পারেন।

অনুষ্ঠানের বিপক্ষে দ্বিতীয় আপত্তি এই যে তদ্বারা কেবল অর্থ-ব্যয় হয়। বৃথা ব্যয় কাহাকে বলে বলিয়া দিতে হইবে। অর্থ কি নিমিত্ত? আমাদের প্রয়োজন সাধনের নিমিত্তই কি মুদ্রার প্রচলন নহে? অনুষ্ঠান সকল যে আমাদের জীবনের মত উপকারী পূর্বেই তাহা সিদ্ধান্ত হইয়াছে, সুতরাং অনুষ্ঠান সকল কি আমাদের প্রয়োজনীয় বিষয়ের মধ্যে পরিগণিত হইবে না? তাহা যদি আবশ্যক হইল তবে তাহাতে অর্থ লাগে দিতেই হইবে। এ কথা উপস্থিত হইতে পারে যে বিদ্যা মত দূর আনন্দ্যক অনুষ্ঠান তত দূর আনন্দ্যক নহে। ব্রাহ্মেরা বিদ্যাকে অনাদর না করুন, কিন্তু ইহা কি সত্য নহে কিম্বা অপেক্ষা ধর্মোত্তে অধিকতর প্রয়োজন? এ কথা শুনিয়া কেত কেত অবাচ্ উত্তরে পারেন, কিন্তু ইহা অমূল্য সত্য। তবে লোকে ধর্মের জন্য অর্থ প্রয়োগ করিতে কেনই কাতর হইবেন? যদি বলা যায় আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান করিলেই ধর্ম হইতে পারে, বাহ্যিক অনুষ্ঠান না করিলাম? কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা কর অনুষ্ঠানের প্রকৃত ফল আছে কি না? অনেক বলেন সমাজে না বাটিলে কি ধর্ম হয় না। ঈশ্বর মনুষ্যের প্রকৃতি এমন করিয়া দিয়াছেন বটে যে যেখানে ব্রাহ্মসমাজ নাই, যেখানে অনুষ্ঠান সকল প্রচলিত নাই, যেখানে মনুষ্যের ভেদময় সামাজিক চেটা নাই সেখান কার লোকেও ধর্মের উজ্জ্বল মুখ দর্শন করে। কিন্তু সে সত্য ঈশ্বরের অনন্ত মহিমাই প্রকাশ করে, অনুষ্ঠানের অনাবশ্যকতা সপ্রমাণ করে না। যেখানকার লোকে আজার উন্নতি সাধনার্থে সর্ববেত হইয়া চেষ্টা না করে, সেখানকার ধর্মোন্নতি কখনই তত শীঘ্র সম্পাদিত হয় না। আমি অনেক সময় দেখিয়াছি যে “সমাজে না বাটিলে কি ধর্ম হয় না” এই কুহক বাক্য দ্বারা সরল যুবাঙ্গির মন মুগ্ধ হইয়া সমাজ হইতে দূরে কালযাপন করিতে ক্রমে তাহার জন্ম ও অধ্যয়ন-পক্ষে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে। সেই রূপ যে সকল ব্রাহ্ম অনুষ্ঠানে পরাজু হইয়াছেন, তাঁহারাও ক্রমে পৌত্তলিকতার দাস হইয়া পড়িয়াছেন।

যাহা হউক অনুষ্ঠানচর্য যখন মনুষ্যের স্বাভাবিক ক্রিয়া এবং মহত্ব সাধন কারী বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, তখন বাহার অর্থ-ব্যয়ভয়ে ভুৎপালনে বিরত হন তাঁহারা নিভাস্ত জন্মসকল যুক্তির অনুসরণ করেন। আর এক্ষণে ইহাও জিজ্ঞাসা করা বাইতে পারে, ব্রাহ্মদিগের অনুষ্ঠানে অধিক অর্থ ব্যয় হইবে ইহারই বা সম্ভাবনা কি? পৌত্তলিকদিগের অনুষ্ঠানে যে অধিক অর্থ-ব্যয় হয় তাহার প্রভূত কারণ আছে। তাহাদের মন প্রায় ধর্মের দিকে বড় দৃষ্টি করে না, তাহারা অনুষ্ঠান কালে প্রায়ই যশঃ মান আনন্দ প্রমোদ অভিমান দ্বারা উত্তেজিত হইয়া থাকে।

ক্রমশঃ প্রকাশ।

নূতন পুস্তক প্রাপ্তি।

“কোফিল দ্বত” কাব্য। এই কাব্য খানি কতিপয় আদিরম সংঘটিত, তাহার সঙ্ঘলিত সংস্কৃত কবিতার সমষ্টি। কবিতাগুলি স্থানে স্থানে স্বয়ং-পিপিত ও সুন্দর, কিন্তু অপিকাংশই শকুন্তলা পদ্যকল্পিত প্রভৃতি সংস্কৃত কাব্যচর্যের অনুকরণ মাত্র। বাহা হউক সংস্কৃত রচনার চেটাই মহৎ। লেখক মহাশয় যে যত্ন ও ব্যয় সজকারে সংস্কৃত ভাষায় নিজ বিদ্যার এবং দেশীয় প্রাচীন ভাষার উৎকর্ষ সাধন চেষ্টা করিয়াছেন আমরা তজ্জন্য তাঁহাকে সাধুবাদ দিতেছি।

“চিন্তাবালা”। এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি বিবিধ বিষয়ক কতকগুলি চিন্তা দ্বারা পরিপূর্ণ। শব্দের ব্যুৎপত্তি নিবন্ধন সর্বত্রই গ্রন্থকার মহাশয়ের চিন্তার্থ সংগ্রহ সাধা নহে, কিন্তু স্থানে স্থানে গ্রন্থ-খানিতে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট সত্য উল্লিখিত হইয়াছে, যথা মানব জীবন সম্বন্ধে এক স্থলে কথিত হইয়াছে,—

“মানবের ভাণ্ড সর্বদাই চঞ্চল, কিন্তু চঞ্চল-ভাবই মানবের জীবনী শক্তি।”

প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে;—

“বর্গ আর নরক, আনন্দ আর বস্ত্রণা ভোগের দুইটী বিশেষ অবস্থা মাত্র। কপালনার বসন হইতে সেই দুই অবস্থাকে শূন্য কর, আপন অন্তরেই তাহার আভাস পাইবে।”

পুনর্জন্মের এক স্থানে কথিত আছে;—

“সত্য, দয়া, ক্ষমা প্রভৃতি গুণ সমূহ পৃথক পৃথক নহে। সে সকল সেই নিরাকার জ্ঞানেরই গুণ মাত্র, এবং সে জ্ঞানের ভাব অনন্ত এবং অখণ্ড। সুতরাং তাহাশ জ্ঞানই পরম জ্ঞান।”

“লোকে যদি পৃথক পৃথক রূপে সত্য, জ্ঞান, দয়া, ক্ষমা, উপাসক হইল; যদি আলোচনা করিয়া তাহার একটিকেও শেষ করিতে না পারিল,

এবং যদি তাহার মধ্যে একটিকেও ছাড়িয়া না চলিতে পারিল, তবে তাহিরা দেখ দেখি মোকে একরূপে অনন্ত, অখণ্ড, নিরবয়ব, সত্যরূপে মঙ্গল-রূপ পরম জ্ঞানের উপাসক হই কি না ?”

“স্বাধার ক্ষণকাল অপরূপ, সে সেই পরমজ্ঞানকে ভক্ত বিভাগ করিয়া ও অপরূপ তাহিরা উপাসনা করে। কিন্তু স্বাধার আত্মা যত পূর্ণ, তিনি তাঁহাকে ভক্ত পূর্ণ ও অখণ্ড তাহিরা পূজা করিয়া থাকেন।”

পুনর্বার অপর এক স্থানে—

“দর্শ্যজ্ঞানী ব্যক্তি ধর্মকোষায় ? ইনি দর্শ্যজ্ঞানী ও বিদ্যাজ্ঞানী অপেক্ষাও যুগিত। ইহা বুঝিয়া সাধুভক্ত ব্যক্তিদিগকে সাবধান হওয়া কর্তব্য।”

“অতি বন্দ্যে নিষ্ঠুর সেও সময়ে সময়ে ধর্মের অভিমান করে। অভিমান বিশ্বাসের হস্তকারক।”
এক সময়ে কথিত হইয়াছে।

“একই সংসারের জীবন, এবং ধর্ম সেই একের বন্ধন। ধর্মকে পরিভ্রাণ কর, একা শিথিল হইবে। একা শিথিল হইলে সংসার জীবন-জীল হইবে।”

আমরা অবগত হইলাম বর্তমান ব্রাহ্মসমাজের কোন কল্যাণী ভাবা এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছে, যাহা শুভক সময়ে সময়ে ইচ্ছা ও প্রকাশিত হইলে দেশের অনেক মঙ্গলের সন্ধান।

“প্রজ্ঞাদেশ অমরো।” প্রজ্ঞা দেশ, আশ্রয় (refuge) বিষয়ের একান্ত-বন্দ্য ও উদ্দেশ্য বিচারের জন্য এই পুস্তকখানি একটি কৃত্তবিদ্য ব্রাহ্ম দ্বারা বিরচিত হইয়াছে। ইহার বিষয়ে মতামত ভবিষ্যতে প্রকাশ করা যাইবেক।

“শেষকর্তব্য” নামী একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক আমরা প্রাপ্ত হইলাম। ইহার বিষয়ে কোন মতামত প্রকাশ করা আবশ্যিক বোধ হইতেছে না।

বিজ্ঞাপন

বিবিধ উপায়ে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার ও ভারতবর্ষ সমুদায় ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে একা সমস্তপন উদ্দেশ্যে আগামী ১৫ কার্তিক রবিবার সন্ধ্যা ৭১০ ঘটিকার সময় কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয়তম বৃহৎ ব্রাহ্মদিগের একটি “প্রতিনিধি সভা” প্রতিষ্ঠিত হইবে। প্রতি শাখা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকদিগের

প্রতি নিবেদন হে, তাঁহার। সমাজ সংক্রান্ত ব্রাহ্মদিগের অভিমতানুসারে কলিকাতা-প্রবাসী (অথবা নিবাসী) কোন ব্রাহ্মকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া সেই সেই প্রতি-নিধির নাম নিজ স্বাক্ষর কাগির নিকট পাঠাইয়া দেন, এবং এই দিবসে উক্ত সভায় উপস্থিত থাকিতে তাঁহাদিগকে উপদেশ প্রদান করেন।

শ্রী কেশবচন্দ্র সেন।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের
সম্পাদক।

১৪ই আশ্বিন ১৩৮৩ শক।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ২৩ সে আশ্বিন রবিবার সন্ধ্যা ৭১০ ঘটিকার সময়ে ঘোড়ামার্কেট প্রান্ত-স্থিক ব্রাহ্মসমাজের চতুর্থ দায়ঃসম্মেলন সভা হইবেক।

রতন সরকারের গাড়ের

ফীট, ৪৭ সংখ্যক ভবন।

প্রতিপাদক চন্দ্র।

উপাচার্য।

Recently Published.

“THE RELIGIOUS PROSPECTS OF INDIA.”

To be had at the

CALCUTTA BRAHMO SOMAJ.

Price 4 Annas. By Post 5 Annas.

নিম্ন লিখিত পত্র।

পৃষ্ঠা

বিপদকালে ব্রাহ্ম স্তোত্র	৮১
উপাসনা	৮২
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	৮৭
মনোবিদ্যান	৯০
রাজতরঙ্গিনী	৯১
অনুষ্ঠানের আবশ্যিকতা	৯৪
মৃতের পুস্তক প্রাপ্তি	৯৫

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা নগরে ঘোড়ামার্কেট ব্রাহ্মসমাজের কার্যালয় কক্ষে প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। ১৪ই আশ্বিন শুক্রবার সন্ধ্যা ১৩২১ কলিকাতা ১৩৮৩।

একমেবাদ্বিতীয়

দ্বিতীয় ভাগ

২৫৫ সংখ্যা

কার্তিক ১৭৮৬ শক

বট কংপ

বট কংপ

তত্ত্ববোধিনী প্রবন্ধিকা

ব্রহ্মবাদ একমিতমত্রাসীদ্বাদ্বিতীয়ঃ কিত্তনাসীদ্বাদ্বিতীয়ঃ সর্বমসংজ্ঞাঃ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমসংজ্ঞাঃ শিবং সত্যজ্ঞানবদবসমেক-
মেবাদ্বিতীয়ং সর্বব্যাপি সর্বনিয়ন্ত সর্বস্বায়সর্ববিৎ সর্বশক্তিমদ্বাদ্বিতীয়ং সর্বমুখমসংজ্ঞামিতি। একমত্র্য তদসৌন্দর্যপাদনমাত্র্য পার-
ত্রিকমৈতিকক শুভস্তুবতি। তদ্বিন প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্যসাধনক তদুপাগমনমেব।

কলিকাতা-ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা।

১৬ ফাল্গুন ১৭৮৩ শক।

পাপকিন্তু যতে তৈব প্রীতি চ করোতি চ।

তস্যার্থো প্রবিন্দ্য হৃদানশ্যন্তি নানবঃ।

যে ব্যক্তি পাপ-চিন্তা করে, পাপালাপ
করে, পাপানুষ্ঠান করে, তাহার সাধু গুণ-
সকল নষ্ট হয়। যেমন অগ্নি ছিদ্র পাইলে
গৃহে নৌকাও জলে মগ্ন হয়; সেই প্রকার যদি
গুণ-সম্মিপাতে একটি দোষকেও পোষণ করা
যায়, তবে তাহা মনুষ্যের সমুদায় ভাবকেই
কলঙ্কিত করে। “ইন্দ্রিয়াণাম্ভ সর্বেষাং
বদোকং ক্ষরতীন্দ্রিয়ং। তেনাস্ত ক্ষরতি
প্রজা দৃতেঃ পাতাদিবোদকং।” চক্ষু
যেমন বায়ু-কণা পড়িলে তাহা তখন আর
উত্তম-রূপে দেখিতে পায় না, সেই প্রকার
অন্তরে পাপ-রেণু প্রবিন্দ্য হইলে তাহার
জ্ঞান-চক্ষুও আর পূর্ববৎ সম্ভাবকে সন্ধান
করিতে পারে না—তাহার যে সকল সাধু
গুণ, তাহা ক্রমে ক্রমে বিনাশ পায়। অত-
এব বীহারা আপনাদিগকে পুণ্য-জ্যোতিতে
জ্যোতিমান রাখিতে চাহেন; তাহার। যে
চিন্তা করিবার সময়ে পাপ-চিন্তা না করেন,

আলাপ করিবার সময়ে পাপালাপ না করেন,
অনুষ্ঠানের সময়ে পাপানুষ্ঠান না করেন।
এই হইল নিষেধ বাক্য, আর বিধি কি,
অনুষ্ঠা কি, না, ইহার যাহা বিপরীত, তাহাই
আচরণ করিবেক। কল্যাণ-চিন্তা করি-
বেক, কল্যাণ-কথা করিবেক, কল্যাণ-অনু-
ষ্ঠান করিবেক। যিনি এই প্রকার উপদে-
শানুযায়ী কর্ম করেন, তাহার সাধু গুণ
নিয়তই উদ্দীপ্ত থাকে। পাপ তো এই
ভিন প্রকার, পাপ-চিন্তা, পাপালাপ,
পাপানুষ্ঠান। কিন্তু এই ত্রিবিধ পাপের মূল
কোথা? মূল সেই মনেতে—প্রথমে পাপ-
চিন্তা উপস্থিত হয়, পরে জিহ্বা তাহা ব্যক্ত
করে, পরে আচরণে তাহা প্রকাশ পায়।
যে ব্যক্তি একাকী নির্জনে মনে মনে পাপ
চিন্তা করে, সে একত্র হইয়াও পাপালাপ
পাপানুষ্ঠান করিতে চাহে; অতএব পাপকে
মনেতে কদাপি চিন্তা করিবেক না। যেমন
পাপ মনেতে অঙ্কুরিত হইবে, অমনি তা-
হাকে মন হইতে উৎপাটন করিয়া তাহার
মূলোচ্ছেদন করিবেক। যে ব্যক্তি কেবল
লোক-তরে পাপালাপ পাপানুষ্ঠান না করে;
সে কখন সাধু নয়, তাকে বিশ্বাস নাই।

নিষ্কর্মন স্থান পাইলেই তৎক্ষণাৎ সে গুঢ়
পাপে প্রবৃত্ত হইবে, সে কখনই পাপের
প্রলোভন অতিক্রম করিতে পারিবে না।
পাপের হস্ত হইতে প্রযুক্ত হইতে হইলে
অগ্রে পাপ-চিন্তাকে বিদূরিত করিতে হয়,
মনকে পবিত্র করিতে হয়। যেমন কোন
পুরাতন অট্টালিকাকে অশ্মখ-মূল আদর্শক
করিলে কেবল তাহার উপরের শাখা পল্লব
কর্ত্তন দ্বারা সে গৃহের রক্ষা হয় না ; কিন্তু
যে তাহার মূলকে বিনাশ করে, সেই তা-
হাকে রক্ষা করে - তদ্রূপ পাপের মূলকে
যে নষ্ট করে, যে মনের মধ্যে পাপকে আ-
সিতে না দেয়, সেই রক্ষা পায়। যদি
কাহারো অন্তরে পাপ-মূল বদ্ধ থাকে ; আর
যদি সে পাপ কথা নাও কহে, বাহ্যিক পাপ-
পান্থস্থান নাও করে ; তথাপি জানা যায় যে
সে কেবল কপট বান্ধার করিতেছে, তা-
হার রোগের কারণ সম্পূর্ণ রহিয়াছে—যদিও
স্বয়ং এখানো তাহার শরীরে প্রকাশ পায়
নাই, সে অন্তরে দগ্ধ হইতেছে—সে
পাপ কেবল লোকের ভয়ে তাহার মনের
ভ্রূণের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া আছে ; যখন
সে দেখিবে যে তাহার বাহিরের সহায় অল্প,
অমনি সে নিষ্ঠুরে তাহার সকল শরীরকে
আক্রমণ করিবে, পাপ-ব্যাধি তাহার সকল
অঙ্গেতে ফুটিয়া উঠিবে। কিন্তু পাপ বা-
হ্যেতে প্রকাশ বলা প্রকাশ করিতে না পারে,
সে জনো কলুসাময় পরমেশ্বর দেখ কত
প্রকার কৌশল নিম্মাণ করিয়াছেন। প্র-
থমে দেখ পাপের সঙ্গে সঙ্গে কেমন এ-
কটি ঘৃণা, একটি গ্লানি, আসিয়া উপস্থিত
হয়। সেই যে এক পাপের প্রতি ঘৃণা, তাহা
আমাদেরিগকে কেমন রক্ষা করে। যেমন
পাপের ভাব মনে উদয় হয়, অমনি ঘৃণা
ও আত্ম-গ্লানি আসিয়া তাহাকে দগ্ধ করিয়া
কলে। যে আত্ম প্রকৃতিস্থ থাকে, সে

আত্মাতে কি পাপ কণ কালের জন্যও ভি-
স্তিতে পারে ; পাপ উদয় হইবা মাত্র ঘৃণা
ও আত্ম-গ্লানি আসিয়া তাহাকে দূর করিয়া
দেয়। যখন মনের ভাব আর কেহই জা-
নিতেছে না, কেবল এক ঈশ্বরই জানিতে-
ছেন ; সেই সময়ে যদি ঘৃণা ও আত্ম-গ্লানি
আসিয়া পাপকে পরাস্ত করিতে পারে ;
তবে আমাদের পরম সৌভাগ্য। কিন্তু
যদি সেই ঘৃণা-সেতুকে পাপ-প্লাবন আ-
গিয়া প্রবল বেগে অতিক্রম করে, তবে
তাহা তাহাকে লজ্জন না করিতে করিতেই
আর এক সেতু আনিয়া তাহাকে রোধ করে
সেই সেতুটি লজ্জা-সেতু। যখন ঘৃণার উ-
পরে আর নির্ভর না রহিল, প্রথম সেতু য-
খন ভগ্ন হইয়া গেল, তখন সেই দ্বিতীয়
সেতু লজ্জা আসিয়া উপস্থিত হয়—তখন
সে আত্মীয় পরিবার গুরু-জনের লজ্জাতে
প্রকাশ্যরূপে আর পাপচরণ করিতে পারে
না। দেখ ঘৃণা অতিক্রম করিয়াও সে ল-
জ্জার শাসনে পাপ হইতে নিবারণ হইল।
কিন্তু পাপের উচ্ছ্বাস যদি এত অধিক হয়
যে সে এ দুয়ের আর কিছুই মানে না, সে
উদ্ধত ভাবে হৃদয়ের কবাট ভেদ করিয়া
শরীরময় ব্যাপ্ত হয়, ও মনের আর আর
সকল বৃত্তিকে বশীভূত করিয়া কলে ; ত-
খন সে পাপাক্রান্ত মনুষ্য উন্মাদগ্রস্ত হয়।
যখন পাপস্রোত উচ্ছ্বাসিত হইয়া ঘৃণা
লজ্জা উভয় সেতুকেই ভগ্ন করিল, তখন
অবশিষ্ট কি রহিল, না ভয়সেতু। পাছে
গুরু লোকেরা প্রহার করে, বিষয় হইতে
বঞ্চিত করে ; পাছে শাস্তি-রক্ষকেরা দণ্ড
দেয়, কারাগারে বদ্ধ রাখে—এই প্রকার
চিন্তা আসিয়া সেই পাপাত্মার পাপ-গতিক
বাধা দিবার উপায় দেখে। ইহাকেও য-
খন সে অতিক্রম করে, তখন সে রাশি-
পুরাণদিগের হস্তে পতিত হয়, উপযুক্ত

দণ্ডোপভোগ করে। সে লোকের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়, গুরু জন কর্তৃক অবমানিত হয়। যুগা লজ্জা ভয় এই ত্রিবিধ লোহ সেতুই যখন ভগ্ন হইয়া গেল, তখন কি সেই ঘোর পাপীর পরিত্রাণের জন্য আর কিছুই উপায় রহিল না? যখন সকল লোকের যুগা-দৃষ্টি তাহার উপর পড়ে, যখন পরিবারেরা তাহাকে গৃহ হইতে দূর করিয়া দেয়, যখন রাজ-পুরুষেরা তাহাকে দণ্ড বিধান করে; তখন ঈশ্বরও কি তাহাকে পরিত্যাগ করেন? তখন তাহার কি কেহই পরিত্রাতা থাকে না? যখন সকল সেতুই পাপের নিকট পরাস্ত হইল, তখন সেই পাপীর পরিত্রাণের নিমিত্ত স্বয়ং ঈশ্বর গিয়া উপস্থিত হন। যখন আর আর সকলেই তাহাকে হেয়রূপে পরিত্যাগ করে, যখন তার নাম মাত্র শ্রুত হইলেও মনেতে যুগার উদয় হয়; তখন একমাত্র ঈশ্বরই তাহার সহায় থাকেন। যখন আর আর সকল সেতুই ভগ্ন হইয়া গেল, তখন তিনি নিজে পরম সেতু রূপে সেই ঘোর পাপীর নিকটে অবতীর্ণ হন। পাপের কি কখন এ প্রকার প্রবল উচ্ছ্বাস হইতে পারে যে সেই পরম সেতুকেও উল্লঙ্ঘন করে? এ প্রকার কখনই হইতে পারে না। “সমস্তুবিধিত্তিরেবাং লোকনামসন্তেদায়”। তিনি লোক-ভঙ্গ নিবারণার্থে সেতু-স্বরূপ হইয়া এই সমুদয় ধারণ করিতেছেন। তিনি তাহার রুদ্র মূর্তি প্রকাশ করেন, ভয় দেখান এবং সান্ত্বনা করেন। এই প্রকারে কত কত ঘোর পাপীরাও পাপ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া শমনের উপর জয় লাভ করিয়াছে, ঈশ্বরের সুশীতল আলিঙ্গন প্রাপ্ত হইয়াছে, মুক্তির গৃহে প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্যের যেন এক বারও তাহার রুদ্র মূর্তি দেখিতে না হয়। মনে করিয়া কে আর

পিতার নিকট হইতে তিরস্কার খাইতে অভিলষ করে। অতএব আমরা যেন কখনই তাহার আক্সা অবহেলা না করি, আমরা যেন পাপ চিন্তাকে মনে কখনই আসিতে না দিই; কিম্বা যখনি তাহা মনে উদয় হয়, তৎক্ষণাৎ তাহাকে উৎপাটন করিয়া ফেলি। আমারদের পাপের জন্য যুগা যেন নিয়তই থাকে, লজ্জা যেন নিয়তই থাকে, ভয় যেন নিয়তই থাকে এবং সকল হইতে পরম সেতু যে তিনি, তাহাব পাবিত্র্য দৃষ্টি দেখিয়া যেন পাপ হইতে সন্দেহাচ্ছিন্ন বিরত থাকি।

হে পরমাত্মন! আমি যখন তোমার মঙ্গল-মূর্তি প্রত্যক্ষ করি, তখন শরীর মন উত্ত-স্তিত হয়, বাক্য-সকল আড়ষ্ট হইয়া পড়ে। যখন এখানে উপবেশন করিয়া পরলোকের বিষয় ব্যক্ত করিতাম, তখনো তাহার মনো তোমার করুণাই দেখিতাম। আবার এখন যখন তোমার নিয়মিত ধর্ম-সাধন বিষয়েরও আলোচনা করিতেছি, তখনো তোমারই করুণা প্রত্যক্ষ করিতেছি। তোমার সম্মুখে যা কিছু আলোচনা করি, তাহাতে তোমারই করুণা দেখি। বলিতে যাই অনুষ্ঠান, মনে হয় তোমার করুণা। যখন পাপীদিগের উপর তোমার ধর্ম-দণ্ডের কথা কহিতে যাই, সে সময়েও তোমার করুণার ভাব প্রকাশ পায়। হে পরমাত্মন! তুমি আমারদিগকে পাপ হইতে নিষ্কৃতি দাও; আমারদের রক্ষার নিমিত্ত তুমি যে সকল সেতু নির্মাণ করিয়াছ, তাহা যেন আমরা কদাচ উল্লঙ্ঘন না করি। আমরা যেন পাপ-চিন্তা না করি, পাপ-কথা না কহি, পাপানু-ন না করি—পাপের সহিত সংস্পর্শ যেন সম্পূর্ণ রূপে পরিত্যাগ করি, নিষ্পাপ নির্মল-চিত্ত ও তোমার সত্তাতে নিঃসংশয় হইয়া যেন তোমার উপাসনাতেই নিযুক্ত থাকি।

ও একমেবাদ্বিতীয়ঃ

নিবোধই চতুর্দশ সাহস্রাব্দিক ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা।

২৮ আশ্বিন ১৭৮৬ শক।

যাঁহাকে হইয়া আমাদিগের অদ্যকার এই মহোৎসব, আজি কি আমরা তাঁহার অপার প্রেমমাগরে নিমগ্ন হইয়া সমুদয় হৃদয় মন শীতল করব না? অসীম আকাশ যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া আছে, অনন্ত কাশ তাঁহার ত্রোড়ে ক্রীড়া করিতেছে, তিনি আমাদিগের ক্ষুদ্র আত্মাতেও পূর্ণরূপে বিরাজ করিতেছেন; আমরা এক তাঁহার গুরুতাব অনুভব করব না? আজি তাঁহাকে হৃদয়দ্বারা স্পর্শ করব, তাঁহার অনৃত প্রানন্দরস অজস্রধারে পান করিব এই জন্যই তিনি আমাদিগকে সম্মিলিত করিয়াছেন। তিনি আমাদের অন্তরে ক্ষুধার সঞ্চার করিতেছেন, আমরা বহু চাহিতেছি, তিনি মুক্তহস্তে ততই তাঁহার প্রেম প্রবাহিত করিতেছেন। আমাদের জীবন কি পবিত্র সুখাময় হইতেছে! সেই পূর্ণ পরিস্কৃত মহান পুরুষকে প্রত্যক্ষ করিয়া আজি হৃদয়ের দ্বার সকল কেমন উন্মত্ত হইতেছে—শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রীতি, কৃতজ্ঞতা আপনা হইতে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে উচ্ছৃঙ্খল হইতেছে। ধন্য জগদীশ! ধন্য তোমার মহিমা! ধন্য তোমার করুণা! তুমি ধূলধূসরিত মলিন কীটাদিগকে একপ বিমলানন্দে কৃতার্থ করিতেছ।

আহা! এই পবিত্র ব্রহ্মানন্দের আশ্বাদ পৃথিবীর আর কোন জীবই পায় না—মনুষ্যই ইহার অধিকারী। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! আমরা কত সময় ইতর ইন্দ্রিয় সুখে প্রলুপ্ত হইয়া পশুদিগের পশ্চাদ্দর্শী হইতেছি, মানব জন্ম বিফল করিতেছি। সংসারের অনিত্য সুখ সকল কি আত্মাবেত্ত্ব করিতে

পারে? তাহাতে পশু একুতি চরিতার্থ হয়, কিন্তু আত্মার গভীর ক্ষুধার শান্তি হয় না। এই জন্যই পূর্ব কালের স্মৃতিদর্শী ধৃতব্রত ঋষিগণ বিরল অরণ্যে গিয়া জীবন পাত করিতেন। তাঁহারা সেখানে আত্মার তৃপ্তিকর সেই সত্য জ্ঞানমনস্তত্ত্বকে লাভ করিয়া নিত্যানন্দে মগ্ন থাকিতেন, আর কিছুই প্রার্থনা করিতেন না।

যিনি একমাত্র সকল সুখের নিকেতন এবং যাঁহার সহিত আমাদিগের চিরসম্বন্ধ, তাঁহা হইতে যত দিন আমরা বিচ্ছিন্ন থাকি তত দিনই আমাদিগের দুঃখ—তাঁহাকে পাইলেই অমৃত হু লাভ হয়। ব্রাহ্মধর্ম আমাদিগকে এই সময়ে থাকিয়াই সেই নিত্য সম্পদ লাভের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। মনুষ্যের হৃদয়ে যে বশ্মের বীজ নিহিত ছিল, তাহা এত দিন সুচারু রূপে বর্জিত হইয়া অমৃতায়মান কল-দকল প্রদান করিতে পারে নাই। মানব জাতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সেই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া বিবিধ শাখা প্রশাখা বিনির্গত করিয়াছে, কিন্তু তাহা কৃত্রিম পাত্রে স্থাপিত এবং কল্পিত আবরণে নিরুদ্ধ হইয়া আপনার প্রভাব প্রকাশ করিতে পারে নাই। ব্রাহ্মধর্ম সেই সকল বাধা কল্পনা দূরীভূত করিয়া সুপ্রশস্ত মানসক্ষেত্র ইহার তিত্তিভূমি এবং অব্যবহিত অনন্ত আকাশ ইহার উন্নতির আয়তন করিয়াছেন। এখন ধর্ম আর হান-বিশেষ, কালবিশেষ, ব্যক্তিবিশেষ, জাতিবিশেষ বা পুণ্ড্রবিশেষে বদ্ধ নাই। সেই সত্য সুন্দর মঙ্গল স্বরূপ পরমাত্মাকে একমাত্র আদর্শ করিয়া আত্মা তাঁহার পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া মুক্তি ও শান্তি আনিয়া লাভ করিবে। আমাদের চিরজীবন কল্যায়ের পথে একতরফে প্রবাহিত হইবে। আর আমরা অমূল্য জীব; যাহা হইবে

অগ্নি হইয়া পাপে পড়িব ; কিন্তু সেই পতিতপার্বনকে আশ্রয় করিলে তিনি আবার আমাদিগকে উদ্ধার করিয়া তাঁহার পথে চলিতে বলীয়ান করিবেন। তাঁহাকে শ্রীতি করিয়া এবং তাঁহার প্রিয় কার্য সাধন করিয়া যত চলিতে পারিব, ততই আমাদিগের চিরকল্যাণ লাভ হইবে।

ব্রাহ্মধর্ম স্বর্গের জ্যোতি মর্ত্য লোকে আনয়ন করিয়াছেন—দেবভোগ্য অমৃতে মনুষ্যের আত্মাকে দ্রুত ও বলিষ্ঠ করিতেছেন। আমরা এই গাঢ় সংসার-অন্ধকারের মধ্যে যে এক প ধর্মজ্যোতি লাভ করিয়াছি ইহা আমাদিগের সামান্য সৌভাগ্যের বিষয় নয়। কিন্তু এই জ্যোতিতে কি আমাদিগের সমুদায় জীবন জ্যোতিমান হইবেক না? যখন সেই ব্রহ্ম আমাদিগের একমাত্র লক্ষ্য, তাহাতেই আমাদিগের নিত্যোৎসব, তখন আমরা কি সমুদায় জীবন তাঁহার সেবায় অর্পণ করিব না? আমরা শরীর মন, বন জন সকলই যেমন তাঁহার নিকট হইতে পাইয়াছি—সকলই অসঙ্কুচিতচিত্তে তাঁহাকে প্রতীর্ণ করিব ইহাতে আর আপত্তি কি? তাঁহার প্রদত্ত শক্তিতে তাঁহার কার্য করিব ইহাতে আর বাধা কি? কিন্তু কেমন দারুণ আমাদিগের মোহ! আমরা আপনাদিগকে স্বয়ন্ত, এই জীবনকে নিত্য এবং সাংসারিক ধন মান সুখ সম্পত্তিকে সর্বস্ব মনে কর। কিন্তু এক মুহূর্ত্তা আসিয়া আমাদিগের ভ্রান্তি কি সর্বদা অরণ্য করাইয়া দিতেছে না? আমাদিগের নার কত লোক এই মর্ত্য লোকে লীলা করিয়াছিল, কত ধন ঐশ্বর্যের অধীশ্বর ছিল। কিন্তু কোথায় তাহারা, আর কোথায় তাহাদিগের এই পার্থিব অধিকার-সকল! আমাদিগের বিষয়াশা ও বিষয়ধর্ম দেখিয়া যত্ন বিরলে হাস্য করি-

তেছে। বস্তুঃ যাহা আত্মার সহগামী হইবে না, তাহাকে আপনার সর্বস্ব মনে করা কি উপভাসজনক নয়?

বিষয়ে আত্মার লাভ নাই কিন্তু বিলক্ষণ ক্ষতি! একত তাহাতে জীবন এবং সমুদায় শক্তি নিরর্থক নষ্ট হইতেছে; আবার তাহার উপর পাপ সঞ্চার। স্বার্থপরতা যত প্রবল হইতেছে, ততই হৃদয় কুটিল হইতেছে, আবার কত কষ্টে তাহাকে সরল করিতে হইবে। পশুপ্রকৃতি-সকল যতই চরিতার্থ হইতেছে, আত্মা ততই মলিন হইতেছে—আবার তাহা সমুদ্র যত্রে প্রক্ষালন করিতে হইবে; বিষয়-লোভনে যতই মনকে আকৃষ্ট করিতেছে ততই আত্মার স্বাধীনতা বিনষ্ট হইতেছে, তাহা উদ্ধার করা সামান্য সংগ্রামের কার্য নয়। এই সকলত আন্তরিক অপকার; এতদ্ভিন্ন বাহ্যিক অনিষ্ট রাশি রাশি আছে। যাহাকে সুখ বলিয়া গ্রহণ করিতে যাই, তাহাই হয়ত দুঃখরূপে পরিণত হয়, নোখানে পুরস্কারের আশা করি, সেইখানেই হয়ত তিরস্কার লাভ হয়। এই রূপ একে অন্তরে আত্মানিরূপ দুঃসহ নরক ভোগ, তাহার উপর চারি দিকে বিবাদ ও গিরাশা; সংসারী লোকে এইরূপে পাপে তাপে শোকে মোহে জর্জরিত হইয়া অবশেষে অশেষ যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়।

যাঁহারা সাংসারিক জীবনকে বলিদান দিয়া ধর্মজীবন লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সংসারের সমুদায় ভয়, তাপ, ও মোহ শোক হইতে মুক্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের নেত্রে সংসার এক অভিনব মধুর বেশ ধারণ করে। তাঁহারা সর্বত্রই সেই পরম পিতার ক্রোড় প্রসারিত দেখেন, সকল জগৎ তাঁহার প্রেমে অনুরঞ্জিত দেখেন, এবং সকল ঘটনায় তাঁহার মঙ্গলস্বয় সঞ্চারিত দেখিতে পান। তাঁ-

হারি অনন্তরস পান করিতেছেন, “বিপদ রাশি চুৎখ দারিত্রে” কিছুই করিতে পারে না? ইহাই তাঁহাদিগের বল, তাঁহাদিগের আশা ও উৎসাহ, এবং চির কালের উপ-জীবা। সন্তোষ, ঐশ্বর্য, তিতিক্ষা তাঁহাদিগের অভিন্ন সঙ্গী হয়। এই সকল ধর্ম্মশূরেরা সংসারের সহিত—পাপের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করেন; অক্লান্ত হৃদয়ে সকল তাড়না যন্ত্রণা সহ্য করেন; মৃত্যুকেও আনন্দের সহিত আলিঙ্গন করেন, তথাপি ঈশ্বরের মহিমাকে মণীয়মান করিতে—তাঁহার জয়পতাকাকে উদ্‌ভীষমান করিতে নিঃস্বস্ত হইবেন না। “সত্যমেব জয়তে নানৃত্যং” “আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্যানে নবিত্তেতি কুতশ্চনঃ” “যেনাহং নানুতা গাং কিমহং তেন কুর্যাম্” এই সকল মহাবাক্য তাঁহাদিগের কণ্ঠ হইতে সর্বদাই নিঃসৃত হয়। “যদি আসে তাঁর কাজে দিয়াছেন যে শ্রাণ, ছাড়ি যাব অনাগানে তাঁরে করিব দান” এই তাঁহাদিগের প্রতিজ্ঞা। “এন মান চাহি না তোমা হইও, দেও এই আবেকার, নিয়ত নিয়ত যেন মস্তুর অনুচর থাক তোমা’র” এই তাঁহাদিগের প্রার্থনা। ঘাঁহারি ক্ষুদ্র সংসারের দাস, তাঁহারা ই ধর্ম্ম রক্ষা অসাধ্য মনে করেন, কিন্তু একপা ব্যক্তির তাহা অনায়াসসাধ্য দেখিতে পান। এই সাধুরাই দবতা—ইহঁরাই হইত জীবনেই মুক্তির দোপানে আরোহণ করিয়াছেন—অনন্তলোকে তাঁহাদিগের জন্য ‘যোগানন্দ, প্রেমানন্দ ও ব্রহ্মানন্দের উৎস উৎসারিত হইয়াছে”।

হে সংসারপাশবদ্ধ নম্রবাগব! তোমরা তত্ত্বকীটের ন্যায় আর কত কাল আপনাদের কপন-স্বপ্নে আপনাদের জড়িত থাকিবে? অনন্ত আকাশে স্বাধীন রূপে বিহার করিবার জন্য যে স্বর্গীয় পক্ষে ডুবিয়া হইয়াছে,

তাহা কি এক বারও মঞ্চালন করিবে না? এই মৃত্যুর পাশে যত দিন আবদ্ধ থাকিবে, তত দিন হাজার বিষয় বিভব, যান ঐশ্বর্য সংগ্রহ কর সকলই পশুশ্রম—সকলই অনবিষাদের কারণ হইবে। কিন্তু এক বার এ বন্ধন কাটিতে পারিলে আনন্দময় লোকে বিচরণ করিবে, প্রত্যেক নিঃশ্বাসে অন্তর হইতে সমুদায় দূষিত ভাব বিদূরিত হইবে, এবং হৃদয় বিমল হিল্লোলে পূর্ণ হইবে, তখন সমুদায় আত্মা আনন্দস্রোতে ভাসমান হইতে থাকিবে, জ্ঞান উজ্জ্বল হইয়া সেই সত্য স্বরূপকে ধারণ করিবেক, শ্রীতি প্রশস্ত হইয়া তাঁহার মঙ্গল ভাবের অনুকরণ করিবেক, এবং ইচ্ছা পবিত্র ও সবল হইয়া মুক্তভাবে তাঁহারই মঙ্গল ইচ্ছা সম্পন্ন করিতে থাকিবেক;—তখন তাঁহার সহিত সমুদায় বিমল কামনা উপভোগ করিতে পারিবে; সংসার পবিত্র ধর্ম্মক্ষেত্র এবং আনন্দখাম হইবেক।

সেই জগৎপিতার প্রমাদে এই অজ্ঞানাক্র পাণ-প্রপীড়িত বক্ষ দেশে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভা দিন দিন বিকীরিত হইতেছে। যেখানে ইহার আবির্ভাব হইতেছে, সেই স্থানই অপবিত্র ভাবসকল হইতে মুক্ত হইয়া পবিত্র মঙ্গল ভাবে পূর্ণ হইতেছে। সৌভাগ্যক্রমে চতুর্দশ বর্ষ পর্য্যন্ত এই নিবোধই গ্রাম যে ইহঁদের শীতল ছায়া প্রাপ্ত হইয়াছেন, তজ্জন্য সকলে সেই করুণাময়কে ধন্যবাদ দাও। ইহঁরাই প্রমাদে সপ্তাহে সপ্তাহে যে কতিপয় আত্মা ক্রিয় কালের জন্যও সংসারপাশ হইতে মুক্ত হইয়া ঈশ্বরের আনন্দরস পান করিবার জন্য এখানে একত্রিত হন, ইহঁরাও অল্প পরিতোষের বিষয় নয়! কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের যেকোন অর্থাৎ তাহাতে এত ব্যাপক কালে কি ইহা অপেক্ষা অধিক কর পারেন?

ভাষা কহা যায় না? এখানে ত্রাজীবনের
কেবল এক অবস্থা দেখা যায়? ধর্ম কি কে-
বল থাকেতে বন্ধ থাকিবেক, না কণকা-
লের চিন্তাতেই পর্যাবসিত হইবেক? ই-
হাতে কি আমাদিগের হৃদয় অগ্নিময়, আগ্না
উত্তেজিত এবং সমুদায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্র-
সারিত হইবেক না? ইহাতে কি দেশের
সর্ব প্রকার অকল্যাণ বিধ্বংস এবং মঙ্গল
উৎপন্ন করিবেক না? আমরা যদি সেই
সংসারেরই উপাসক রহিলাম, যদি প্রতি
নিমিষে প্রতি মুহূর্ত্তে প্রতি কার্যো ঈশ্বরের
মহিমা অধিকতর রূপে প্রচার করিতে না
 পারি, তবে আর এ স্বর্গীয় সনাতন ধর্ম
অবলম্বন করিবার গৌরব কি?

হে পরমাত্মন! তোমার অনুগ্রহে অদ্য
যে আমরা এই মহোৎসবক্ষেত্রে আসিয়া
আবার অপার আনন্দ লাভ করিলাম, ত-
জ্জনা তোমাকে একান্ত হৃদয়ে বার বার প্র-
ণিপাত করি। তুমিত সকলই দেখিতেছ,
সকলেরই প্রতি তোমার প্রেমদৃষ্টি বিস্তা-
রিত রাখিয়াছ, আমাদিগকে তোমার প্রতি
আকর্ষণ কর। তোমার এই দুর্বল সন্তা-
নগণকে তোমার বশ প্রদান কর, আমরা
সম্পূর্ণ রূপে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করি।
একাল পর্য্যন্ত তোমার কার্যো আমাদিগের
যে অসংখ্য ভ্রম প্রমাদ ও অপরাধ হইয়াছে
তাঁহা মার্জনা কর; যেন পর বৎসর অধি-
কতর উৎসাহ ও আনন্দের সহিত তোমার
মহদুঃখ গান করিতে পারি। এই প্রেমের
আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেরই হৃদয়ে তো-
মার সত্য প্রবিশিষ্ট হউক, ইহার পরিবার স-
কল তোমার প্রিয় পরিবার হউক এবং এ-
খানকার জ্ঞাতা ভগিনীগণ, সকল ত্রাজম-
ণ্ডলীর সহিত একত্রিত হইয়া তোমার মঙ্গল
ভাব প্রচার করুন। নাথ! আদ্যকার য-
হোৎসব যেন অলপই শেষ না হয়, কিন্তু যে

অমৃততোজে আমরা বলিষ্ঠ হইলাম, তা-
হাতে আমাদিগের প্রত্যেকের জীবন যেন
তোমার সহিত দৃঢ় সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিতে স-
মর্থ হয়। তাহা হইলে প্রতিদিন আমাদি-
গের মহোৎসবের দিন হইবে এবং নিত্য
কাল আনন্দময় হইবে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ৩।

রাজ-তরঙ্গিনী ।

২৫৪ সংখ্যা পত্রিকার ২৪ পৃষ্ঠার পর।

জয়্যাপীড়ের পুত্র ললিতাপীড় রাজ্যভি-
ষিক্ত হইয়া কেবল নীচ ও অসৎ সংসর্গে
এবং অতি কুৎসিত আশ্রমে প্রবৃত্ত হইয়া
বাল্যভিত্তিক করিতে লাগিলেন। তাঁহার
পিতার মঞ্চিত রাজত্যাগরস্ব ধনরাশি তিনি
স্বীয় পারিষদ ও ভোগ্য রমণীগণের মধ্যে
মুক্ত হস্তে বিতরণ করিতে লাগিলেন, প্রাচীন
রাজকর্মচারিগণ তাঁহার কুচরিত্র দেখিয়া ক্রমে
তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে লাগিল,
কিন্তু এই চুরাচারী নরপতির রাজত্ব অধিক
কাল স্থায়ী হয় নাই; তিনি দ্বাদশ বৎসর
রাজ্য ভোগ করিয়াই লোকান্তরিত হইলেন।
তাঁহার পর তাঁহার ভ্রাতা সংগ্রামাপীড় রাজ্য
হইরাছিলেন, তাঁহার রাজত্ব সাত বৎসর
ছিল, পরে চিপাতজয় নামক ললিতাপীড়ের
এক জারজ পুত্র রাজ্যভিষিক্ত হইলেন।
এই নরপতি স্বপ্নবয়স্ক ছিলেন, এই
নিমিত্ত তাঁহার পীচ মাতুল মিলিত হইয়া
রাজকার্য্যের ভার গ্রহণ করিল। বাস্তবিক
তাঁহারাই আমাদিগের মধ্যে সমুদায় রাজ্য
বিভাগ করিয়া লইয়া সম্পূর্ণ রূপে আধি-
পত্য করিতে লাগিল। পরে চিপাতজয়
বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া স্বীয় হস্তে রাজ্য ভার লই-
বার মানস প্রকাশ করিলে, তাঁহার মাতুলগণ
পরামর্শ করিয়া গোপনে তাঁহার আগ বধ
করিল, এবং তৎপরিবর্ত্তে ত্রিভুবনাপীড় না-

মক ললিতাপীড়ের একটি পৌত্রকে সিংহাসনে স্থাপন করিল, ও পূর্ববৎ সমস্ত রাজকার্য আপনাই নিৰ্বাহ করিতে লাগিল। এই প্রকারে তাহার নিৰ্বিবাদে ও অতিশয় পরাক্রমের সহিত ৩৬ বৎসর ব্যাপিয়া ত্রিভুবনাপীড়ের নামে রাজা করিয়াছিল। পরে তাহাদের পরম্পরের মধ্যেই ঈর্ষা ও ঘেৰতাব উৎপন্ন হইয়া উঠিল, এবং পরস্পরে যুদ্ধ আরম্ভ করিল, তাহাতে একজন নিহত হইলে অপর চারি ভ্রাতা পুনায় মিলিত হইয়া ত্রিভুবনাপীড়কে রাজ্যচ্যুত করিয়া ইচ্ছামত রাজবংশীয় অপর এক ব্যক্তিকে সিংহাসনাভিষিক্ত করিল। এবং তদবধি তাহার অনেক কাল পর্য্যন্ত এক একটি কাষ্ঠের পুত্তলিকা স্বরূপ নাম মাত্র রাজাকে সিংহাসনে বসাইয়া নিৰ্বিরোধে রাজত্ব করিয়াছিল। এই চারি ভ্রাতার মৃত্যু হইলে পর, তাহাদের অনুচরগণ একত্র হইয়া তাহাদের মধ্যে উৎপল নামক এক ভ্রাতার পৌত্র অবন্তিবর্মাাকে রাজপদ প্রদান করিল; এই রূপে কর্কোট বংশ রাজ্যচ্যুত হইল।

অবন্তিবর্মা সিংহাসনস্থ হইলে অনেকেই শত্রু হইয়া তাঁহার প্রতিকূলে অস্ত্র ধারণ করিল, তাঁহার আপন ভ্রাতৃগণও ঈর্ষাপরবশ হইয়া তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু তিনি স্বয়ং বিক্রমশালী ও অতিশয় বুদ্ধিমান ছিলেন, এবং তাঁহার সুর নামক অতি বিচক্ষণ মন্ত্রীও তাঁহার সহায়তা করিয়া উভয়ে বলে ও কৌশলে অল্পকাল মধ্যে শত্রু দমন করিলেন। পরে রাজা সুরবর্মা নামক এক ভ্রাতাকে যুবরাজ করিয়া ছই জনে মিলিত হইয়া কুশলে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। ভূপতি ও যুবরাজ উভয়েই আপনাদিগের উদার ভাব ও বদান্যতাপূর্ণে প্রজাগণের অতিশয় প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। তাঁহার

ব্রাহ্মণদিগকে প্রচুর অর্থ দান করিতেন এবং স্থানে স্থানে দেবমন্দির প্রস্তুত করিয়াছিলেন। অপর, ভূপতির উৎকৃষ্ট মন্ত্রীদ্বয়ের অনুগামী হইয়া রাজমন্ত্রীও বহুবিধ সহায় দ্বারা বিখ্যাত হইয়াছিলেন, তিনি স্বয়ং সুরপুর নামক এক নগর স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং সুরেশ্বরীক্ষেত্রে এক শিবমন্দির ও অতিথিশালা নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। অপর, তিনি পণ্ডিত ও অধ্যাপকগণের প্রতিপাদন, ও শাস্ত্রালোচনার প্রতি বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিতেন। এই সময়ে যে সকল পণ্ডিত কাশ্মীরে ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে মুক্তকাল, শিবধামী, আনন্দবন্ধন, রত্নাকর এবং রামজ এই কয়েক ব্যক্তির নাম ইতিহাসে খ্যাত আছে। অবন্তিবর্ম্মার শাসনাধীন প্রজাগণ কুশলে ও স্বচ্ছচিত্তে বাস করিতেছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কোন নৈসর্গিক কারণ বশত বিতস্তা নদী উদ্বেল হইয়া কাশ্মীরে জলপ্লাবন হইল, শস্য ক্ষেত্র সকল নষ্ট হইয়া গেল এবং তাহাতে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। এই রূপে বারবার জলপ্লাবন দ্বারা কিছু কাল শস্যোৎপাদন একে বারে নিবারিত হইল। প্রজা সকল অসহ্যভাবে প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল এবং গোমুদাদি শস্যের অশকার দুর্শূল্য হইয়া ছিল যে এক আড়ক পরিমিত শস্য সহস্র দীনার(১) দ্বারা ক্রীত হইতে লাগিল। ভূপতি এই বিপদ হইতে উদ্ধারের কোন উপায় চিন্তা করিতে না পারিয়া হতাশ হইয়াছিলেন। পরে সূর্য্য নামক এক জন সামান্য ব্যক্তি তাঁহার সম্মুখস্থ আসিয়া কহিল যে মহারাজ, অনুমতি হইলে আমি এই দুর্ভিক্ষ উপশমনের উপায় চেষ্টা করিতে পারি। রাজা তাহার কথায় নি-

(১) দীনার।—পূর্ব কালের প্রচলিত মুদ্রা, এ স্থলে যোগ্য হয় ইহা ভাষ্য করা হইবে।

ধাস করিয়া তাহার প্রতি এই চুকহ কার্যের
ভার্যাপন করিলেন। সুজ্জা রাজ ভাণ্ডার
হইতে প্রচুরাংশ লইয়া এক নৌকা করিয়া
চলিলেন এবং জনস্খায়ম হেতু সে যে স্থানে
গভীর জল জমিয়াছিল তথায় তিনি এক
এক মুক্তা পরিপূর্ণ কুন্ড নিক্ষেপ করিতে
লাগিলেন, তাহাতে লোক সকল সেই মুক্তা
পাইবার জন্য বাণ্ড হইয়া নদীর দিকে
প্রস্তুতের দ্বারা বাঁধ প্রস্তুত করিয়া জল নি-
গমন করিতে লাগিল, তাহাতে ক্রমে ক্রমে
জনস্খায়িত ভূমি ও ক্ষেত্র সকল জল শুনা ও
শুক হইয়া আসিল। পরে পুনরায় নদী উচ্চ-
দিত হইয়া জনস্খায়ন না হইতে পারে তা-
হার জন্য সেই সুকৌশলকারী ব্যক্তি
কান্দীর মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ খাল কাটয়া দি-
লেন এবং বিস্তার তীরে উচ্চ বাঁধ নির্মাণ
করিলেন। এই সকল উপায়ে ভূমি
পূর্বাংগে অধিকতর উন্নত হইয়া প্রচুর
শস্য উৎপাদন করিতে লাগিল। রাজা
সুজ্জার প্রতি পরম সম্বন্ধ হইয়া তাহাকে
বহুবিধ পুষ্কার প্রদান করিলেন এবং তা-
হার কীর্তি স্মরণার্থ বিহস্তার তীরবর্তী সুজ্জা-
পুর নামক এক নগর স্থাপিত করিলেন।
এই ঘটনার কিছু কাল পরে রাজার মৃত্যু
হইল, ও তাহার পুত্র শঙ্করবর্মা সিংহাসনস্থ
হইলেন। ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া কতিপয়
প্রধান কর্মচারী রাজবংশীয় অপর এক
ব্যক্তিকে রাজা করিল, এবং শঙ্করবর্মাকে
পদচ্যুত করিবার নিমিত্ত অস্ত্রধারণ করিল।
কিন্তু পরিশেষে তাহার পলায়িত হইয়া
পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। পরে
শঙ্করবর্মা আপন রাজ্যে শান্তি সংস্থাপন
করিয়া দিগ্বিজয় করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।
তাহাতে অপর দুই তিন রাজা ও তাহার
সহিত মিলিত হইলেন এবং তিনি চারি
লক্ষ পদাতিক, এক লক্ষ অশ্বারোহী

ও তিন শত হস্তী সমভিব্যাহারে লইয়া কা-
শ্মীর হইতে বহির্গমন করিলেন।

ভূপতি প্রথমে ত্রৈলোক্যরাজ পৃথিবীচক্ৰ-
কে (২) পরাভূত করিলেন। পরে শুজ্জা বিপ-
তির রাজ্যে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধে তাহার সমস্ত
সৈন্য নিহত করিলেন, এবং তাহাকে একটি
ক্ষুদ্র দেশ প্রদান করিয়া তাহার সমস্ত স্বাধা-
ও রাজভাণ্ডার অধিকার করিয়া লইলেন।
পরে শঙ্করবর্মা ভারত-বিখ্যাত মহাশত-
পশাণী ভোজরাজের দর্শন চূর্ণ করিয়া প-
শ্চিমে গমন করিলেন। তথায় বলদন্ত দরং
ও তুরস্করাজ গণের (৩) নিকট কব প্রদান
করিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত হইলেন। তা-
পরে স্বনাগে এক নগর স্থাপন করিলেন।
শঙ্করবর্মা অতিশয় ধনলোভী ছিলেন, এবং
বহুবিধ উপায়ে প্রজাগণকে নিস্পীড়ন ক-
রিয়া তাহাদিগের অর্থ শোষণ করিতেন।
তিনি প্রচলিত রাজস্ব ও শুষ্ক গুরুতর মা-
ত্ৰায় গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং
ভূমির উৎপন্ন যে নিকৃষ্ট অংশ রাজার
প্রাপ্য, তাহার অধিক লইতে লাগিলেন।
অপর তিনি দেব সেবার্থে প্রদত্ত ভূমি সকল
বন-পুষ্কর স্বরং অধিকার করিয়া ভোগ ক-
রিতেন; এবং চন্দন কাঠ, সুগন্ধ দ্রব্য, তৈল
ও অপরাপর বাণিজ্য দ্রব্য বিক্রয় করিবার
সাধারণের অধিকার রহিত করিয়া, কেবল
বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে তাহা প্রদান ক-
রিতে লাগিলেন। রাজা এই সকল নিষ্ঠুর
নিয়ম ও গুরুতর কর স্থাপন বিষয়ে কতিপয়
কায়স্থ কর্মচারীর পরামর্শ লইয়া চলিতেন।
এবং তাহাদের দ্বারাই সমস্ত কার্য নির্বাহ
করিতেন। এই সকল কর্মচারীর মধ্যে
লবত নামক ব্যক্তিই সর্বপ্রধান ছিল; রাজা
তাহাকে ৩০০০ দীনার বেতন দিতেন। অ-

(২) ত্রৈলোক্য-বর্তমান লাংগার।

(৩) কাশ্মীরের উত্তর পশ্চিমে অম্বাপি বর্মানুসারে
জাতি আছে।

পর রাজসভায় পণ্ডিত, অধ্যাপক ও কবি-
গণ রাস্তা অভাবে অত্যন্ত ক্লেশে পতিত
হইয়াছিলেন। শঙ্করবর্মার এইরূপ নিষ্ঠুর
শাসনে ও অন্যায় ব্যবহারে প্রভাগণ অ-
তিশয় দুঃখাপন্ন ও কাতর হওয়াতে, রাজ-
মন্ত্রী ও রাজপুত্র ভূপতিকে তাহা জ্ঞাপন
করিলেন। কিন্তু ভূপতি পুত্রকে এই মাত্র
উত্তর দিলেন, যত কাল তুমি না স্বয়ং রাজা
হও তত দিন অপেক্ষা কর, তাহার পর তো-
মার ইচ্ছা হয় প্রভাগণের দুঃখমোচন ক-
রিও। শঙ্করবর্মার কিছু কাল অর্থ সঞ্চয় ক-
রিয়া পুনরায় সৈন্য লইয়া উত্তরাভিমুখে
গমন করিলেন, সিন্ধুনদী তীরবর্তী দেশ স-
ফল জয় করিয়া উরস দেশে (৪) প্রবেশ
করিলেন : কিন্তু এই স্থলে পরাক্রম এক
বর্ষের বয়সে বিদ্ধ হইয়া তিনি প্রাণত্যাগ
করিলেন : তাঁহার মেনশীগণ তাঁহার মৃত্যু
সংবাদ গোপন করিয়া সহরে সৈন্য লইয়া
স্বদেশে প্রত্যাগমন করিল, এবং কাশ্মীরের
নিকটবর্তী হইয়া রাজার মৃত দেহ এক
অতি উচ্চ চিত্র প্রস্তুত করিয়া দাঙ করিল ;
তাহার সম্মুখে রাজার তিন রাণী ও জয় সিংহ
নামক একজন পণ্ডিত সমস্থ হইলেন।

শঙ্করবর্মার পর তৎপুত্র গোপালবর্মার
রাজ্য হইলেন। গোপালবর্মার নিতান্ত শিশু
ছিলেন, এই হেতু তাঁহার মাতা রাণী
সুগন্ধা রাজ্য প্রাণি ন্যায় হইয়া সমস্ত রাজ
কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন। কিন্তু রাণী
বীণবদ্ধি ছিলেন, এবং প্রভাকর দেব না-
মক মন্ত্রী তাঁহার প্রিয় পাত্র হইয়া সকল
কর্তব্যে প্রভুত্ব করিতে লাগিল। গোপা-
লবর্মার অল্প বয়সকাল স্থায়ী ছিল। কথিত
অনুসারে প্রভাকর মন্ত্রী মন্ত্ৰ প্রভাবে তাঁ-

হার প্রাণ নাশ করিয়াছিল। তৎপরে গো-
পালবর্মার এক ভ্রাতা রাজা হন, ইনিও কিছু
দিন পরে অকালে মৃত্যুহস্তে পতিত হ-
ওয়াতে রাণী সুগন্ধা সিংহাসনস্থ হইলেন।
কিন্তু দুই বৎসর রাজত্ব করিয়া রাণী রাজ-
পদ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন
এবং তৎপরিবর্তে সুরবর্মার পৌত্র নির্জিত-
বর্মার ভূপতি-পদে অভিষিক্ত হইলেন।

এই সময়ে কাশ্মীর রাজ্য অরাজক হ-
ইয়া উঠিয়াছিল। তত্রি ও একজন নামক দুই
দল রাজসেনা মহাদুর্দান্ত হইয়া স্বাধীন-ভাবে
ধারণ করিয়া আপনাদের স্বৈচ্ছামত ব্যক্তিকে
রাজপদে স্থাপন করিয়া দেশ লুণ্ঠন ও প্র-
জাদিগের নানা প্রকারে পীড়ন করিতে আ-
রম্ভ করিল। এই দুই সৈন্য বিজাতীয় কি-
না তাহার কোন উল্লেখ নাই : বোধ হয় তাহার
তাহার ও আফগান জাতীয় হইবেক, কারণ
ইহারাই সচরাচর বেতনভোগী হইয়া বিদে-
শীয় রাজাদিগের সৈন্য হইয়া থাকে। যাহা
হউক অনেক দিন পর্য্যন্ত ইহারাই অত্যন্ত
পরাক্রান্ত ও স্বৈচ্ছাচারী হইয়া কাশ্মীরে
আধিপত্য করিয়াছিল, এবং এক ভূপতির
পর অপর ভূপতিকে আপনাদিগের সুবিধা
ও স্বৈচ্ছামত সিংহাসনস্থ অথবা সিংহাসন-
চ্যুত করিয়াছিল। এই প্রকারে নির্জিত-
বর্মার পর তৎপুত্র পার্গ, তৎপরে পুনরায়
রাণী সুগন্ধা, পরে চক্রবর্মার, তদনন্তর সুর-
বর্মার ও শঙ্করবর্দ্ধন, ইহারা অল্প কাল মধ্যে
একাদিক্রমে সিংহাসনে উপস্থিত ও তথা
হইতে পুনশ্চ দূরীকৃত হইয়াছিলেন। ইহা-
দিগের মধ্যে চক্রবর্মার রাজচ্যুত হইলে পর
প্রাণ ভয়ে পলায়ন করিয়া ডামর নামক
পর্বতবাসী এক বর্ষের জাতীয় রাজার আ-
শ্রয় লইয়াছিলেন; এবং ডামর রাজ্য তাঁহাকে
পুনরায় সিংহাসনে স্থাপনার্থ বহুসংখ্যক
পর্বতীয় লোক একত্র করিয়া তাহাদের

৪ উরস দেশের নাম উরস তাহা নির্ণয় করা সম্ভ-
ব নয়। উরস নামক রাজ্যের নাম উরস কিন্তু তাহারা ভারত
বর্ষের উরস নামক দেশের নাম নহে। বোধ হয় উরস নামক
কোন একজন পণ্ডিতের নাম।

সহিত কাশ্মীরে গমন করিয়া অপ্রতিহত ভাবে শ্রীনগর পর্য্যন্ত প্রবেশ করিল। ত্রাহাটে শঙ্করবর্দ্ধন বিক্রান্ত তত্রি সেনাগণকে লইয়া আক্রমণকারী ডামর সৈন্যকে পদ্মপুর নিকটে যুদ্ধ প্রদান করিলেন। এই যুদ্ধে তত্রি সেনাগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও ছিন্ন ভিন্ন হইল এবং তাহাদের অবিকংশই নিহত হইল। শঙ্করবর্দ্ধনও সমরক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। চক্রবর্ত্মীয় বিজয়ী ডামর সৈন্য লইয়া অতি সমারোহ পূর্ব্বক রাজধানী মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিক্সিগদে রাজত্ব গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তিনি স্রীম নীচ প্রবৃত্তি হেতু শীঘ্রই প্রজাদিগের অপ্রিয় হইয়াছিলেন। একদা তিনি দুইটি দোস্ত (ডোম) জাতীয় সুন্দরী নর্ত্তকীকে দেখিয়া তাহাদিগকে আপনার পুরস্কা করিলেন; এবং ক্রমে তাহাদের এ প্রকার বশীভূত হইয়াছিলেন যে সমস্ত কার্য্যই তাহাদের অনুমতি ক্রমে করিতেন। অপর তিনি আপনার মাতাশাকারী ডামর সেনাগণকেও সম্পূর্ণ রূপে বিমূৃত হইয়া গিয়াছিলেন; তাহাতে কতিপয় ডামর একত্র হইয়া রাজ্য কালে তাঁহার শয়নাগারে প্রবেশ করত তাঁহার পাণ বধ করিল। তদনন্তর উদ্ভক্তিবর্ত্তি নামক পার্থের এক পুত্র রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন। এই রাজার চরিত্র অতিশয় ঘৃণাজনক ও নিষ্ঠুর ছিল। ইনি নৃত্য গীত ও স্ত্রীসংসর্গেই সমস্ত সময় অতিবাহিত করিতেন, পক্ষিযুক্ত ও বন্য জন্তুদিগের যুদ্ধ দেখিতে তাঁহার বিশেষ আমোদ ছিল। অপর পাছে পরে কোন বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, এই আশঙ্কায় যে যে ব্যক্তির প্রতি তাঁহার বিপক্ষ বলিয়া সন্দেহ ছিল তাহাদিগকে নিহত করিতে আজ্ঞা দিলেন; তিনি আপন ভ্রাতাকে এক অন্ধকারাগারে বদ্ধ করিয়া নিরাহারে বধ করিলেন; এবং তাঁহার

পিতা পার্থকেও কতিপয় অস্ত্রধারী দ্বারা নিহত করিয়াছিলেন। কিন্তু এই শোণিতপিপাসু নরপতি ইহাতেও সন্তুষ্ট হন নাই, তিনি ক্রীড়ার্থে এবং অস্ত্র শিক্ষার্থে স্বয়ং অগ্নি ধারণ করিয়া আপন অনুচরগণের মস্তকচ্ছেদন এবং নারীগণের স্তনচ্ছেদন করিতেন। অপর রুক্ম নামক ডামর সেনাপতি তাঁহার মন্ত্রী হইয়া প্রজাদিগের সর্ব্বস্ব বল পূর্ব্বক অগ্ৰহণ করিতে লাগিল। এই রূপ নিষ্ঠুর শাসন দুই বৎসর মাত্র ছিল, তাহার পবেই এই ভ্রাতার রাজার মৃত্যু হইল এবং তাহার পুত্র শুরবর্ত্মাও মিত্রানন্ত হইয়া স্বপ্ন কাণ মধ্যে লোকান্তর প্রাপ্ত হইল। ইহাতে রাজকন্মচারী ও গণ্ডিতগণ একত্র হইয়া যশস্করদেব নামক এক জন সামান্য ব্যক্তিকে রাজপদে স্থাপন করিল। যশস্কর পিশাচপুর বাসী কামদেব নামক এক ব্যক্তির পুত্র ছিলেন। তিনি বাল্য কালাবধি অসামান্য বুদ্ধি শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন এবং তাহাতে মেরুবর্দ্ধন নামক এক রাজমন্ত্রীর বিশেষ অনুগতভাজন হইয়াছিলেন ও তৎকর্ত্তৃক শঙ্করবর্ত্মার রাজ্য কালে গঞ্জাধিকায়া (৫) পদ প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। যশস্কর স্বভাবত যেমন বুদ্ধিমান ছিলেন, সেই রূপ তিনি রাজকাৰ্য্যেও বিশেষ দক্ষতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি রাজ্য মধ্যে প্রথমে স্ত্রনিয়ম ও শাস্ত্র স্থাপন করিয়া চৌর্য্য ও দস্যুরাতি নিবারণ করিলেন। তাঁহার সময়ে রাজপথ সকল ভয়শূন্য হইয়াছিল এবং বিনা প্রহরী সমস্ত রাত্রি দোকান সকল মুক্তদার থাকিত; এক জাতি অপর জাতির ব্যবসায় গ্রহণ করিতে পারিত না এবং প্রজা সকলে রাজার ন্যায়গুণ ও সুবিচারে পরম সন্তুষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু একটি ছুষ্টিনা উপস্থিত হইয়া যশস্কর

রের সমস্ত জীবনই দুঃখাবহ ও রাজত্বের প্রতি বাঘাত হইয়াছিল। তাঁহার এক জ্যৈষ্ঠপুত্র হইয়া রাজবাটীর এক নীচ জাতীয় ভৃত্যের প্রতি আসক্ত হইয়াছিল; এই বিষয় তিনি জ্ঞাত হইয়া দুঃখ ও লজ্জায় অভিভূত হইলেন; এবং এই কলঙ্ক অপনয়নার্থ প্রয়াস পূর্ব্ব করিয়া লাক্ষণ পণ্ডিতগণকে বিস্তর অর্থ দান করিলেন, আর একটি মঠ স্থাপন করিলেন। কিন্তু তাঁহার মন হইতে এই কলঙ্ক দূরীকৃত হইল না। তিনি তদ্বিষয়ের চিন্তায় নিরন্তর বিমর্শভাবে থাকিতেন; এবং পরিশেষে রাজ্য ত্যাগ করিয়া আপনায় প্রতিষ্ঠিত মঠে প্রবেশ করিয়া গোপনে জীবনের অবশেষটা ত্যাগ আত্মবাহিত করিলেন। তিনি যখন রাজপদ পরিত্যাগ করিয়া বন তখন তাঁহার এক পুত্র ছিল, কিন্তু এই পুত্রের জন্মের প্রতি তাঁহার সন্দেহ ছিল, এই ছেতু মন্দিরগণকে আহ্বান করিয়া তাঁহার এক জ্ঞাত বণীচ নামক ব্যক্তিকে সিংহাসন প্রদান করিতে কাহিয়াছিলেন। কিন্তু মশকরের পুত্র সংগ্রামদেব নিতান্ত শিশু ছিল এই ছেতু মন্ত্রিগণ তাঁহার রাজত্ব হইলে সম্পূর্ণ আধিপত্য করিতে পারিলে এই আশায় সংগ্রামদেবকেই রাজা করিল। এই কপে প্রধান কর্মচারীগণ সমস্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া কিছু কাল মধ্যেই পরস্পর বিবাদ আরম্ভ করিল, এবং তাহাদের মধ্যে পার্শ্বপুত্র নামক মন্ত্রী কতিপয় লোক সংগ্রহ করিয়া এক বিদ্রোহ উপস্থিত করিল, এবং সেই গোপযোগে রাজাকে ও তাঁহার মপক্ষ ব্যক্তিদিগকে নিহত করিয়া আপনি লাহস পুঙ্খক নিষ্কোষিত তরবারি ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিল, আর তাঁহার অনুচরগণ ও ভয়যুক্ত প্রজাগণ তাহাকে রাজা সম্বোধনে প্রণাম করিল। কিন্তু পা-

র্শ্বপুত্রের ক্ষমতা অধিক দিন ছিল না, তাহার প্রতিপক্ষেরা পুনরায় প্রবল হইয়া তাহাকে পক্ষাত ও নিহত করিল, তাহাতে তৎপুত্র ক্ষেমপুত্র রাজা হইলেন। ক্ষেমপুত্র অতিশয় ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও ভোগসুখাসক্ত ছিলেন সুতরাং তিনি রাজকাৰ্য্যের প্রতি কিছু মাত্রই মনোযোগ করিতেন না, ইহাতে দেশমধ্যে রাজশাসন নিতান্ত শিথিল হইয়াছিল, এবং পার্শ্ববাসী বর্ষরগণ আশিয়া নগরাদি লুণ্ঠন ও বৌদ্ধদিগের বিহার সকল দগ্ধ করিয়া দিতে লাগিল। পরে রাজা লংহোবোধিপতি সিংহরাজের দিদা নারী কন্যাকে বিবাহ করিয়া আপনার চরিত্র ক্রোধে সংশোধন করিতে পারিয়াছিলেন, এবং তদবধি অপর সকল ব্যসন পরিত্যাগ করিয়া মুগ্ধাভিতে প্ররম্ভ হইলেন কিন্তু ইহাতেই তাঁহার অকাল মৃত্যু হইল। তদনন্তর তাঁহার পুত্র অভিমন্যু রাজা হইলেন, কিন্তু দিদা রাণী সমস্ত রাজকাৰ্য্য স্বয়ং নিবাহ করিতেন এবং প্রায় সকলকেই আপনার ক্ষমতাসীম করিয়াছিলেন। ইহাতে কাল্কুন নামক প্রধান মন্ত্রী নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া এক বিদ্রোহ উপস্থিত করিল; কিন্তু নরবাহন নামক রাণীর এক বিশ্বাসী অনুচর দৈন্য সংগ্রহ করিয়া উক্ত মন্ত্রীকে পরাজয় করিল। এই কপে নরবাহন আরও একটা বিদ্রোহদমন করিয়াছিল। অতঃপর অভিমন্যু রাজা লোকান্তরিত হইলেন, এবং তদবধি দিদা রাণী এক একটা শিশুকে রাজ সিংহাসনে স্থাপন করিয়া আপনিই রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

আমাদিগের ইতিবৃত্ত লেখক কহলন পণ্ডিত এই পর্য্যন্ত লিখিয়া দ্বীপ গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছেন সুতরাং তাঁহার ইতিহাস ১০৯ শকাব্দা (ইং ১০২৭) পর্য্যন্ত সমাপ্ত হইয়াছে। তাঁহার পর অপরায়ণ হোবোধিপতি

ভৎসরবর্তী সময়ের ইতিহাস প্রকটিকারিত
রাছেন; কিন্তু তাহার অনুধাবন করিবার
আর প্রয়োজন নাই, কারণ এই সময়েও
কিছু কাল পরেই কাশ্মীর মুসলমানদিগের
অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। সুতরাং হিন্দু
রাজত্ব কালীন কাশ্মীরের ইতিহাস ও অব-
স্থার সংক্ষেপ বিবরণ উল্লেখ করাই আমা-
দিগের যে উদ্দেশ্য তাহা এক প্রকার সমা-
প্ত হইল।

উদ্ধৃত।

ভবানীপুর ব্রহ্ম-বিদ্যালয়।

প্রধান আচার্যের উপদেশ।

প্রথম সংখ্যা।

৮ টি ১৭৮২ শক।

ইহা অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে তিন বৎসর
পরে পুনরায় এই ভবানীপুরের ব্রহ্ম-বিদ্যালয়ে
আমরা গুরু শিষ্যে, পিতা পুত্রে, সম্মিলিত হই-
য়াছি। ইহার মধ্যে পরিচিত প্রায় মুখ অবলো-
কন করিয়া আমার হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হই-
তেছে, আবার সন্তান উৎসাহ-পূর্ণ ব্রহ্ম জিজ্ঞাসুকে
উপস্থিত দেখিয়া আশার অতীত কল লাভ করি-
তেছি। এ তিন বৎসরের মধ্যে কত প্রকার পরি-
বর্তন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ব্রহ্মাগ্নি তেমনি জাজ-
লামান রহিয়াছে। বাহ্যতে ভোমারদের হৃদয়ে
পবিত্র ঈশ্বরকে ধারণ করিতে পার, বাহ্যতে জনের
উন্নতি-সহকারে প্রীতির উন্নতি হয়, বাহ্যতে ধর্ম-
বলে ভোমরা বলীয়ান হও—স্বাধীন হইয়া বিনয়ী
হও, এই আমার লক্ষ্য। এখানে মাসের মধ্যে
কেবল দুই বর্ষ কাল উপদেশ শুনিবার জন্য
উপদেশ নয়। বাহ্যতে ভোমরা শান্ত দান্ত উপ-
রত তিতিক্ষু সমাহিত হইয়া ব্রহ্মধামে উপনীত
হইতে পার, এই আমার লক্ষ্য। ভোমরা চির
জীবন ধর্মের উন্নত পথে ঈশ্বরের সহচর অনুচর
হইয়া থাকিবে, এই গুরুতর অভিশ্রয় সিদ্ধ করি-
বার নিমিত্ত তিন বৎসর পরে আমারদের এখানে
সম্মিলন; আনন্দ মনে বিমল হৃদয়ে বস্তু টুকু
সাধা সাধা করিতে প্রস্তুত আছি। ভোমারদের
ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভের নিমিত্তে যে প্রকার যত্ন, আগ্রহ
ও উৎসাহ, তাহা প্রকাশ করিয়াছি। কিন্তু বৎসর

পূর্বে যে সকল উপদেশ দিয়াছিলাম, তাহা কিছুই
বার্ষিক হয় নাই। ভোমারদের অনেকের হৃদয়ে
ব্রাহ্মধর্মের মধুরতা প্রবেশ করিয়াছে এবং ব্রহ্মকে
আরো বিশেষ রূপে জানিবার নিমিত্তে ভোমার-
দের প্রাথনা অসিয়াছে: ঈশ্বর ভোমারদের সেই
প্রাথনা সিদ্ধ করুন। সেই নিমিত্ত অমৃত অমৃত
কুটিল অণু প্রব পরমেশ্বরের অর্থী হইয়াই এখানে
ভোমরা সমাগত হইয়াছ, ইহাকে ব্রাহ্মধর্মের
উপদেশ রক্ষা করিয়াছ—“তত্ত্বজ্ঞানার্থং স গুরুম্-
বাতিগচ্ছতঃ।” প্রাথনা ব্যতীত শুদ্ধ সত্য
মঙ্গল পুরুষের অনুভবন্য ভাব প্রকাশ পায় না।
তাহাকে জানিবার যোগ্য হইয়াছে, তিনিই
অতীত যত্নসাপা ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ করিতে পারেন।
ব্রহ্ম-জ্ঞানের প্রথম সোপান প্রাথনা; দ্বিতীয়
সোপান যত্ন ও চেষ্টা। ভোমরা যদি বৃত্তকার্য
হইতে চান, তবে ঈশ্বরের নাচার লইয়া অনমা
ননা হইয়া যত্ন পূর্বক আমার উপদেশের মর্ম
সকল প্রণিধান কর। জ্ঞান-প্রকাশের নিমিত্তে
ভোমারদের নিজের অনুষ্ঠান ও যত্নেই তাঁদের যত
নির্ভর করবে, আমার উপদেশের উপর তত্ব
নহে। ভোমরা বিদ্যালয়ে যে ভাবে বিদ্যা শি-
খিতে যাও, যে ভাবে বক্তৃতা শুনিতে যাও,
নেই ভাবে কি এখানে আসিয়াছ? সেই ভাবে
যদি আসিয়া থাক, তবে তাহা উচিত হয় নাই।
এখানে পবিত্র ভাবে অঙ্গিত হইবে। যে ঈশ্ব-
রের জন্য কত লোকে অরণ্যে অরণ্য ভ্রমণ করি-
য়াছে, অথচ তাঁহাকে পায় নাই; কত কত
দার্শনিকেরা তর্ক-জাল বিস্তার করিয়া তাহাকে
জানিতে গিয়া অবসর হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে,
তাঁহারা নিকটে যাইবার জন্য এখানে আসিয়াছ।
পরমেশ্বরের নিকটে যাইতে হইলে পবিত্র হৃদয়ে
সবল হৃদয়ে যাইতে হইবে। যেমন মলিন বেশে
ভ্রম সমাধে যাইতে কুণ্ঠিত হইতে হয়, যেমন
সাধু সমাজে অবিনয়-সভার বর্জনের ন্যায় উপবে-
শন করা যায় না; তেমনি পবিত্র-ধর্মের সন্নি-
ধানে অপবিত্র হইয়া যাওয়া যায় না। যেমন
করিয়া অপবিত্র চক্ষু তাঁহার চক্ষুর প্রতি অর্পন
করিবে? পাপে রক্ত থাকিয়া কি প্রকারে সেই
পরমেশ্বরের পবিত্র মুখ দর্শন করিবে? বিশুদ্ধ-
ভাবে প্রজ্ঞা-ভাবে সেই পরম পিতার নিকটে উ-
পস্থিত হইতে হইবে। তিনি আমারদের পরম
পিতা, আমরা সকলেই তাঁহার সন্তান; তিনি
আমাদের প্রভু, আমরা সকলেই তাঁহার ভূক্তা;
তিনি আমাদের রাজাধিরাজ, আমরা সকলেই
তাঁহার প্রজা, তিনি “একোবশী,” আমরা সকলেই
তাঁহার বশে রহিয়াছি। আইস আমরা হস্তে
হস্ত ধারণ করিয়া, ক্ষেপে ক্ষেপে মিলিত হইয়া, সেই

ঈশ্বরের সমুদানে উপনীত হই—সোপানের
পরে সোপানে আরোহণ করিয়া উচ্চস্থানে সেই
দেব-দেবের সিংহাসনের নিকটবর্তী হই। অত-
নূনকে উন্নত করিয়া সত্যকে লাভ পবিত্রে ইচ্ছা
কর, আগ্রহ-সহকারে সত্যের অনুষ্ঠান দ্বারা হৃদ-
য়কে পবিত্র কর, তবে পাপের পরূপ এখনই আশি-
ভূতি হইবেন। যদি হৃদয় কঠোর হয়, মোক্ষ
মেঘের আবরণে আশা নলিন ভয়। তবে সেই
পবিত্র স্বপ্রকাশিত সত্যের ক্রিয়াকে নেমের নথ্য দিয়া
কি প্রকারে দমন করিবে? যেমন হাতের ইন্দ্রিয়-
সংযমে যত্নশীল হয়েন, যেমন ব্রহ্মচারীরা ব্রত-
পালনে তৎপর থাকেন; সেই প্রকার ভোমারদের
দত্ত-সহকারে ব্রাহ্ম-ধর্ম ব্রত পালন করিতে হইবে।
এখন কি ভোমারদের পবিত্র হইবে ইচ্ছা হই-
বে না? তবে প্রকারাদি কীন্দ্র সংযম করিয়া
পবিত্র হইয়া এখানে আসিবে। হইবে, নিমিত্ত প-
বিত্র থাকিতে যত্ন করিবে। পবিত্র কিংবা হইবে?
পবিত্র নাহি ইন্দ্রিয় সংযম কর, তবে পবিত্র হইবে।
কি সংযম কি? না, ব্রত-উপায়েরূপে ইন্দ্রিয়-
দিগকে দক্ষিণপথে নিয়োগ করা। যেমন অশ্বারূঢ়
অশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করে, তেমনি ইন্দ্রিয়দিগকে নিয়ন্ত্রণ
করিবে। পবিত্র হইবে। ইন্দ্রিয়দিগকে দক্ষিণপথে
নিয়োগ করিতে ইচ্ছা সংযম করা। ইচ্ছাকে
শরীর পুরুষ যখন বাহ্যিক-ভয়, আত্মা স্বতন্ত্র
প্রকাশিত হইয়া পবিত্র পাপের পিছল আশাসমান হয়, সেই
প্রকারে ইন্দ্রিয়দিগকে দমন করিবে। প্রথম সত্য-
লক্ষণ ব্রহ্মকে জানিতে হইলে মনের প্রাথমিক
ব্রত, পরে সেই প্রাথমিক সত্যের নিয়ন্ত্রণ ব্রত চাট।
যখন ব্রত-উপায় নিয়োগ করিবে, তখন সত্যকে
পবিত্র করিবে। ইচ্ছা। কি প্রকারে আপনাকে
পবিত্র করিবে? ইচ্ছা সংযম দ্বারা। কি প্রকারে
সত্য সংযম করিবে? ব্রত-উপায়ে। ইচ্ছা নিয়ন্ত্রণ
ব্রত-উপায়ের পাপ ইন্দ্রিয়দিগকে নিয়োগ করিয়া।
যখন হইলে সত্যকে দেখা যুগ্ম আকাশে যেমন
সত্য প্রকাশ পায়, সেই রূপ নিষ্কাশন যত্নশীল
যখন আশ্রিত ঈশ্বর প্রকাশ পাইবেন। তাঁ-
হাকে সত্যকে সত্য-রূপ হইতে ব্রহ্মার বিস্তারিত
নিয়ন্ত্রণ হইবে, নিয়ন্ত্রণ তাঁহার রূপ হইবে যখন
সত্য সত্য নিয়ন্ত্রিত হইবে। তখনই সত্য-
লক্ষণ ব্রহ্ম উদ্ভাসিত হইবে, ভোমারদের মন
পবিত্র হইবে। পবিত্র হইবে। ও কায় দ্বারা ঈশ্বরের
অভিমান হইবে। যখন তখন আপনাই আশ্রিত
দেব-দেবদিগকে দক্ষিণপথে—পবিত্র পথে লইয়া

যাইবেন। শুদ্ধ কাঠ লেমন অগ্নি সংযোগে আরো
দহন-যোগ্য হয়, ভোমারদের পবিত্র আত্মা পবিত্র-
ব্রহ্মের সংযোগে সেইরূপ আরো পবিত্র-ব্রহ্মের
আবাসের যোগ্য হইবে। ব্রাহ্ম হইয়া যদি বি-
শেষ-রূপে ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর; তবে উ-
পায় কর, আগ্রহ হও, উৎকর্ষ আচরণের সন্নি-
ধানে গমন কর। ঈশ্বরের সিংহাসন অসীম আ-
কাশে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, বাহ্য বিষয়ে সর্বত্র
তিনি দীপ্ত পাইতেছেন, তিনি সকল ঘটনাকে
যথাযোগ্য-রূপে চির কাল নিয়মিত করিতেছেন,
ইচ্ছা কে না জানে? কিন্তু ব্রাহ্মদর্শী বলেন “ত-
দ্বিজ্ঞানসম্ব” তাঁহাকে বিশেষ-রূপে জানিতে ইচ্ছা
কর। তাঁহাকে উপরে উপরে জানিলে হইবে না;
ব্রাহ্মদর্শীর আশ্রয় লইয়াছ, অতএব সকলের অ-
শ্বরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে বিশেষ রূপে জানিতে
ইচ্ছা কর। কি সত্য জ্ঞান, কি বস্তু জ্ঞান,
সকলেরই মনে সেই সর্বব্যাপী সর্বত্র সর্বশক্তি-
মানের সত্যকে বিশ্বাস আছে; কিন্তু ভোমার-
দিগকে সকলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, সকলেতে
নিমগ্ন হইয়া, বিশেষরূপে তাঁহাকে জানিতে হইবে।
ঈশ্বরের মহিমা বাহ্য বিষয়ে যে প্রকার প্রকাশিত
রহিয়াছে, ভবানীপুরের এই বিদ্যালয়ে তিনি বহু-
সংসার পরে তাহা বলা হইয়াছে; এ ক্ষণে অশ্বের
নিয়ন্ত্রণ ব্রহ্ম-সকল ভোমার অনন্যমনা হইয়া সীম
অন্তরে সীম আশ্রিতে অনুসন্ধান কর, তবে বি-
শেষ রূপে তাঁহাকে জানিতে পারিবে। পূর্বে
বলা হইয়াছে যে জগতে যাহা কিছু আছে, বাহ্য
কিছু হইতেছে; সেই প্রাণ-ব্রহ্মের অধিষ্ঠানে
তিনি ও কার-প্রাপ্তপাদ, তিনি সৃষ্টি-ব্রহ্ম প-
লয়-কর্তা। তিনি বহুসংসার পূর্বে এ সকল উপদেশ
হইয়া গিয়াছে; এখন সত্য বলিবে, তাহা সীম
আশ্রিতে নিমগ্ন হইয়া উন্নত জ্ঞান দ্বারা, সুব-
লিত বুদ্ধি দ্বারা, পবিত্র হৃদয় দ্বারা জানিতে
হইবে—শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে জানিতে হইবে।
যখন রাতি কালে নক্ষত্র মণ্ডল উদ্ভিত হয়, যখন
সুপাকর সুপা-জাল আন্তরীর্ণ করেন; তখন সেই
শোভার মধ্যে স্তম্ভিত হইয়া ঈশ্বরের আবির্ভাব
দেখিতে পারি। যখন উষা কালে সূর্য্য উদয়
হয় তখন সমুদায় আকাশে তাঁহার মহিমা অব-
লোকন করি। পূর্বে শিবের, বটচ্ছায়, শম-
কোকে, সেই সত্যকেই মনে হয়। যেখানে বিজ্ঞানে
ব্রহ্মজ্ঞানে তাঁহার শক্তি প্রকাশ পায়। বিষ্ণু
জলে কোটি কোটি কীটপুংগব অন্ন-কোশল দেখিয়া
রক্তনা-কর্তার বিচিত্র শক্তি অনুভব করি, আবার
দ্বীপের মাঝে অশ্বত্থ তিনি বহুসংসার সুন্দর পটনে
তাঁহার জ্ঞানলোক প্রকাশিত দেখি। যখন ব্রাহ্ম-
দর্শী গ্রহণ করিয়াছি, আমরা তখনই সেই সর্ব-

বাণী সর্বনিম্নস্থান সর্বশক্তিমান পূর্ণ পুরুষের
সত্তাকে বিষয় করিয়াছি। এখন কৃত্ত দারণ ক-
রিয়া তোমারদিগকে খীয় খীয় আত্মার অভ্যন্তরে,
ঈশ্বরের অন্তঃপুরে, দহরে ব্রহ্মপুরে, লইয়া যাইব।
বেখানে এখন অঙ্ককার দেখিতেছ, সেখানে পরে
আলোক দেখিবে। আপনার শরীর দেখিতেছ,
ইহাও অঙ্ককার। আত্মার আবাস-স্থান এই দেহ-
পঙ্কজের তমসাত্ত্ব। ব্রহ্মের ভাব যে রূপ, শরীরের
ভাবও সেই রূপ। এই শরীরের অন্তরে নিমগ্ন
হইয়া খীয় আত্মাকে দেখ। আত্মার কিরণে সূ-
র্য্যের আলোক প্রকাশ পাইতেছে। যদি আত্মা
না থাকে, তবে কে দেখিতে পায়! শরীরের মতো
আত্মার প্রভাব দেখ, তাহার অন্তরতম প্রদেশে
পরমাত্মাকে দেখিতে পাইবে। যে সঙ্কল্পের
সম্বন্ধ। এক সময় শরীর পণ্ডিত হইবে, তখন
শরীর হইতে আত্মা অবসৃত হইয়া লোচনান্তরে
গমন করিবে। এখন এই চক্ষু পেল, তখন
আত্মা কোথায়! অন্তরাত্মাকে স্তম্ভাব অস্ত্রের
তখন কি প্রকারে জানিব! যখন যমের ন্যায়
কহিতে না পারিলাম, নি সন্মারগের মতো তাঁ-
হাকে এক প্রকারে জ্ঞান করিব? যখন জ্ঞান-শক্তি
পাকিবেক না, তখন এতদকালের পুণ্যোদ্যানের
মুখকে তাঁহাকে কি প্রকারে উপলব্ধি করিব?
যদিও জ্ঞান থাকিবে, সন্মারগ প্রবাহিত হইবে,
পুণ্যোদ্যান নিয়ত গন্ধ দান করিবে; কিন্তু মৃত
দেহেব সম্বন্ধে উভয় কিছুই থাকিবেক না। তখনো
তো আত্মা নির্বাণ হইবেক না। আত্মার অস্ত-
ন্তরে অন্তরাত্মাকে দেখিতেই পাইব। বাহিরের
সঙ্গে শরীরের যে সঙ্কল্প, তাহা বর্তমানে আছে,
কিন্তু ভবিষ্যতে থাকিবেক না। ইহা সকলেই জা-
নেন; কিন্তু আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার যে চির স-
ম্বন্ধ, তাহা তোমারদিগকে বিশেষ করিয়া জানিতে
হইবে। যখন সমুদায় বাহ্য বিষয় নিজীব ই-
ন্দ্রিয় হইতে তিরোহিত হইবে, তখনো আত্মার
অভ্যন্তরে অনুসন্ধান করিলে পরমাত্মাকে দেখি-
তেই পাইব। এই প্রকার পরমাত্মার সঙ্গে আ-
মাদের আত্মার চির কালের সম্বন্ধ। সূর্য্য চ-
ক্রেস সঙ্গে আমাদের বিচ্ছেদ হইবে, কিন্তু পা-
বনাভার সহিত কদাপি বিচ্ছেদ হইবেক না। যখন
শরীরের মধ্যে আত্মাকে দেখি, তখন শরীরকে
তাহার আবাস-স্থান বোপ হয়; যখন সেই আ-
ত্মাতে আবার পরমাত্মাকে দেখি, তখন এই শ-
রীর পবিত্র দেব-মন্দির হয়। শরীর-মন্দিরে
আত্মা-আলনে তাঁহাকে আলীন দেখিয়া, তাঁহাকে
আত্মার প্রাণ-রূপে আত্মার-রূপে জানিতে পারিয়া
বিস্মিত হই।

বাহিরের এ আকাশ স্থান হচ্ছে, কিন্তু পরম-

ম্বরের পবিত্র সত্তাকে পূর্ণ রহিয়াছে। এই সম-
দায় জগৎ সেই পরম মহেশ্বরের আবাস-স্থান;
এই মন্দির-মন্দির সেই দেব-দেবেরই বিশুদ্ধ মন্দির।
যদি তোমারাও এই মন্দিরের বাহিরে থাকিয়া দূর
হইতে তাঁহাকে প্রণাম করিতে চাও, তবে তোমা-
রদের উন্নত ব্রাহ্মপন্থাকে আশ্রয় করিবার সকল
কল পাইবে না। যদি তোমারা চিহ্ন কর, তবে
ব্রাহ্মপন্থা তোমাদের এই মন্দিরের অন্তঃপুরে ইস্ত
দারণ করিয়া লইয়া যাইবেন, সেখানে তাহার
অপিতৃহীনেতার সাক্ষাৎ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া
তোমরা কৃতার্থ হইবে। এই বিশ্ব-মন্দিরের অ-
ন্তঃপুরে নব-নারীরা আগিয়া, যী আত্মাই ঈশ্বরের উ-
চ্ছিন্ন কোণে কোণে, এই পায় কেই সেই আত্মা। শি-
বমুদেহ-রূপে পরম দেহভাকে উপবিষ্ট দেখিয়া সং-
সার-পার গম-ব্রহ্ম-পানের দেহ লান করিবে।
নিবীক্ষণ করিয়া দেখ, শরীরের যেমন পক্ষ প্রব-
আত্মার তেমনি তিনটি দূর দেখিতে পাইবে
সেই তিন দূর দিয়া ঈশ্বরের জ্যোতি অস্ত্রবে প্র-
বিন্দ হইতেছে। একটি দূর আত্মার জ্ঞান, একটি
দূর আত্মার প্রীতি, আর একটি দূর আত্মার
ধর্ম্ম। জ্ঞান দ্বারা ভূত কাশ-সিদ্ধ সত্তা পুরুষকে
দর্শন করি, বর্তমানে প্রীতি দ্বারা তাঁর মহাজ-ব-
রূপের অচ্চনা করি, তবী কালে কর্তব্য পর্য্যেব
অনুষ্ঠান দ্বারা স্তম্ভ অপাপবিদ্ধ পবিত্র স্বরূপের
সম্বন্ধ করি অনুভব করি। বাহ্য আছে, সেই সিদ্ধ
ব্রহ্ম সত্তা সম্বন্ধে, জ্ঞান দ্বারা জানিতে পারি।
তাঁহাকে বর্তমানে জানিয়া প্রীতি দ্বারা তাঁহার অ-
চ্চনা করি। তখন জানক আমাদের পরমাত্ম
হয় এবং পরমাত্মার আত্মারদের জীবন। কল
ধর্ম্ম প্রীতির মধ্যে যদি একটিরও অভাব হয় তবে
আমরা ঈশ্বরের পাশে যেমন হইতে পারা না।
জ্ঞান দ্বারা যদি তাঁহাকে সাফল্য না পাই, তবে
কাজায় প্রবৃত্তি প্রকাশ করিব! যদি প্রীতি
ভক্তি দ্বারা উপাসনা না করি, তবে ঈশ্বরের কল-
জন-নাশ্ত্র অমলকর-জানিয়াই বা কি হইবে?
যদি তাঁহাতে প্রীতি ভক্তি ভক্তি করিয়াও তাঁহার সা-
দেশ পান না করি, তবে উন্নত জ্ঞান প্রীতিও
পাপমোক্ষ কমে কমে নির্বাণ হইয়া যায়। সকল
সময়ই তাঁহাকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কি উপা-
সনার সময়, কি সাংসারিক কার্যের সময়। অব-
শ্যচরণ করিবার তা কখনই নাই। বাহ্য কিছু
ধর্ম্ম-কাল করিবে, তাহাও ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ রা-
খিয়া করিতে হইবে। যদি ঈশ্বরেক না লক্ষ্য
করিয়া কার্য করি, তবে আপনার কার্য হইল;
যদি ঈশ্বরেক লক্ষ্য করিয়া কার্য করি, তবেই ঈ-
শ্বরের প্রিয় কার্য হইল। ব্রাহ্মপন্থার উপদেশ
এই; বিশুদ্ধ জ্ঞান দ্বারা তাঁহাকে দর্শন করিবে,

নির্মল শ্রীতি দ্বারা তাঁহার পূজা করিবে, পক্ষ্মানু-
ষ্ঠান দ্বারা তাঁহার আদেশ পালন করিবে। স-
মাস রূপে বলা হইতে পারে, জ্ঞান-শ্রীতি-অনু-
ষ্ঠান-দ্বারা দিয়া পরমাণ্যাকে আপনার অন্তরে দে-
খিয়া তাঁহার পূজা আহার্য করিবে। এই ব্রাহ্ম
পন্থ্যে কামের বিষয় অনন্ত-রূপ, শ্রীতির বিষয়
মঙ্গল-রূপ, কৰ্ত্তব্য সাধনের লক্ষ্য পবিত্র, তাহা
পর্যাবহ পরমেশ্বর। যখন এই ব্রাহ্মপন্থী সকল
পন্থী হইতে উৎকৃষ্ট; তখনই ভোমারদিগকে সকল
পর্যাবলম্বীদগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইতে হইবে। যখন
ভোমরা এই মহাবয়ব-সম্পন্ন ব্রাহ্মপন্থী গ্রহণ করি-
য়াছ; তখন ভোমারদিগকে সমুদায় ভক্ষে সম্পন্ন
হইতে হইবে--শরীর মন আত্মা তিনের উন্নতি
সাধন করিতে হইবে, কথোক্তে কানোক্তে ভাবেতে
সৰ্ব্ব প্রকারেই এক হইতে হইবে, ভোমারদের কী-
রনে এই ব্রাহ্মপন্থ্যের বাহ্যতা প্রকাশ করিতে হ-
ইবে। আমার এই হস্তাক্ষিত পবিত্র ব্রাহ্মপন্থী গণ্ডে
ব্রাহ্মবিদ্যার জ্যোতি-রূপ অমূল্য মুক্তা-মণি-সকল
ইতস্ততঃ রাশীকৃত বিকিণ্ড হইয়া রহিয়াছে; ভো-
মরা ইহা হইতে এক একটি মুক্তা বাছিয়া লইয়া আ-
পনার মনোজ্ঞ স্বত্ব দ্বারা কাহার মাল্য গাঁথিয়া
বিধের পক্ষনীয় সকলের স্তবনীয় ব্রহ্মের উরণে অ-
র্পণ কর।

বিজ্ঞাপন

ব্রাহ্মসমাজ-গৃহ সংস্কারের প্রয়োজন
হইয়াছে। যে অবধি ইহার সংস্কার সম্পন্ন
না হয়, সেই অবধি এখানে ব্রহ্মোপাসনা
স্বগত থাকিবেক। অতএব সাধারণ সজ্জ-
নকে অবগত করা হইতেছে, শ্রীযুক্ত দেবে-
ন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের তবনে অতি বুধ-
বারে সাংকালে ব্রহ্মোপাসনা হইবেক।
যাহারা মানস করেন, তথায় বাইরা উপাসনা
করিবেন।

শ্রী আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৩০ কার্তিক সোম বার সন্ধ্যা
৭।।০ ঘণ্টার সময়ে বেঙ্গালী প্রায়ের একাদশ
সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক, ব্রাহ্ম মণ্ড-
লীয়েরা তৎকালে তথাকার ব্রাহ্মসমাজে
উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করিবেন।

শ্রী জগদ্বন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সম্পাদক।

Recently Published.

"THE RELIGIOUS PROSPECTS OF INDIA"

To be sold at the

CALCUTTA BRHMO SOMAJ.

PRICE 4 ANNAS. BY POST 5 ANNAS.

নিবন্ধ পত্র।

পৃষ্ঠা

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	২৭
নিবাপই চতুর্দশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	১০০
রাজতরঙ্গিনী	১০৩
তবানী পুর ব্রাহ্মবিদ্যালয়ের উপদেশ	১০৯

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য নিকপণ।

অগ্রিম মূল্য (কলিকাতার জন্য)	৩/
" (মফঃস্বলের জন্য)	৩।০
মাসিক মূল্য	১০/০
এক খণ্ড	১০/০

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা নগরে বোকা-
নীকোহিত ব্রাহ্মসমাজের দুইদিকের অধুসত্যদ্বারা প্রতি
মাসে প্রকাশিত হয়। ১৩ই কার্তিক স্বত্ববার কলকাতা ১৩২১
কলিকাতা ৪৩০৫।

ଅବସ୍ଥାସ୍ଥାନ ୧୭୮୬ ବକ

আপনাদের আত্মাকে মনে করিয়া দেখ।
যদিও আত্মা, ক্ষুদ্র, দুর্বল, ও আর এক
সর্বশক্তি পুরুষের ইচ্ছার পরতন্ত্র ; তথাপি
ইহার শরীরে ইহার শক্তি কত দূর প্রচাষিত
হইতেছে। আত্মা শরীর ও তে যদিও সম্পূর্ণ
বিভিন্ন, তথাপি আত্মা যখন যে প্রকার ইচ্ছা

করিতেছে, অবয়ব-সকল সুচতুর ভূতোর ন্যায় যেন বুদ্ধি পূর্বক সেই ইচ্ছা সম্পন্ন করিতেছে। আত্মা যখন দেখিতে ইচ্ছা করে, চক্ষু তখনই উন্মীলিত হয়; আত্মা যখন চলিতে ইচ্ছা করে, পদ তখনই তাঁহার অভিপ্রেত স্থানে ধাবিত হয়; আত্মা যখন ধারণ করিতে ইচ্ছা করে, মস্ত তখনই প্রসারিত হয়। আমাদের ক্ষুদ্র আত্মার যতটুকু শক্তি, সেমসেই পারমাণে শরীরকে পরিচালিত করিতেছে। এই দৃষ্টান্ত দেখিয়া জগতের মহিত তাঁহার সমস্ত আধারণ কর; এই অমীম আকাশের সহিত সমুদায় ব্রহ্মাও তাঁহার শরীর, তিনি ইচ্ছাব আত্মা। তিনি যে প্রকার ইচ্ছা করিতেছেন, ইহা তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পন্ন করিতেছে।

কিন্তু আমাদের আত্মা যেমন ক্ষুদ্র, তিনি সে রূপ ক্ষুদ্র নহেন তিনি মহান্ আত্মা তিনি ব্রহ্ম, তিনি নিরাতশয় মহান্। আমাদের আত্মা যেমন শরীরের সহিত একপ মধ্যস্থ যে, শরীরের সুপদুঃখে সে সুখ-দুখী হয়; তাঁহার স্বরূপ সে রূপ নহে; তিনি নির্জগত, তিনি অসঙ্গ, তিনি অপরিবর্তনীয় আনন্দ স্বরূপ। আমাদের আত্মা যেমন তাঁহার ইচ্ছার পরতন্ত্র, তিনি সে রূপ কাহারও পরতন্ত্র নহেন; তিনি স্বতন্ত্র, তিনি সৰ্বশক্তিমান্, “ন তস্মা কশ্চিচ্ছ-নিভা ন চাধিপঃ” আমাদের আত্মা যেমন এক সময়ে ছিল না, তাঁহারি ইচ্ছাতে উৎপন্ন হইয়াছে, তিনি সে রূপ নহেন। “অজোনিতাঃ শাস্ত্রতোয়ং পুরাণঃ।”

অনেকে মনে করিয়া থাকেন, “গৃহ নিৰ্ম্মাণের সময়েই নিৰ্ম্মাতার সহিত গৃহের যোগ থাকে, নিৰ্ম্মাণ কার্য সম্পন্ন হইলে আর তাঁহার সহিত যোগ থাকিবার আশঙ্ক্য নাই। সেই রূপ সৃষ্টির সময়েই স্রষ্টার সহিত ইহার যোগ ছিল, এক্ষণে

আর যোগ নাই, যোগ থাকিবার আবশ্য-কতাও নাই; সেই সৰ্বশক্তিমান্ পুরুষ বা-হ্যকে যে প্রকার স্বভাব-বিশিষ্ট করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, সে সেই স্বভাব অনুসারেই স্ব স্ব নিয়মিত কার্য সম্পন্ন করিতেছে।” ঘাঁহার। একপ বলেন, সৃষ্টি ও নিৰ্ম্মাণ এই উভয়গত্ব বৈলক্ষণ্য তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই: উভয় ক্রিয়াকেই তাঁহার। একবিধ করিয়া ভাবেন। মনুদায় উপকরণ বিদ্যমান আছে, কেবল সংযোগ বিভাগ প্রভৃতি প্রক্রিয়া দ্বারা তাঁহার অবস্থান্তর প্রতিপাদন করাই নিৰ্ম্মাণ; সুতরাং নিৰ্ম্মাণ ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেলে নিৰ্ম্মাতার সহিত যোগ থাকিবার আবশ্যকতা নাই। কিন্তু সৃষ্টি ক্রিয়া সে রূপ নহে। একেবারে অভাবের অবস্থা হইতে বস্তুকে উদ্ভাবন করার নাম সৃষ্টি—স্রষ্টার ইচ্ছা মূর্তিমর্তী হওয়ার নামই সৃষ্টি—স্রষ্টার শক্তি ব্যক্ত হওয়ার নামই সৃষ্টি; সুতরাং সেই ইচ্ছা বা শক্তির অসম্ভাব হওয়াও বাহ্য। সৃষ্টির অসম্ভাব হওয়াও তাই। অত-এব সৃষ্টি হইতে ঈশ্বরকে পৃথক্ করা আর ঈশ্বরের ইচ্ছা বা শক্তি হইতে ঈশ্বরকে পৃথক্ করা, উভয়ই সমান। কিন্তু ইহা কাহার বিশ্বাস যোগ্য হইতে পারে? অত-এব আত্মা হইতে পৃথক্ হইলে শরীর যে রূপ বিনষ্ট হয়, সেই রূপ পরমাঙ্গা হইতে পৃথক্ হইলে সমুদায় সৃষ্টি বিলীন হইয়া যায়।

আমাদের আত্মা জগতেরই এক অংশ, সুতরাং অন্যান্য ভগতের ন্যায় আত্মাও তাঁহার সৃষ্টি ও আশ্রিত; কিন্তু অন্যান্য জগৎ যেমন বস্তু-স্বরূপ, আত্মা সে রূপ নহে। আত্মার সহিত তাঁহার সমস্ত অঙ্গাঙ্গি।

, মেঘ, বায়ু প্রভৃতি জড় জগৎকে তিনি পৃথক্ জ্ঞান দেন নাই, আপনাদেই পূর্ণ জ্ঞানে তাহাদিগকে চালাইতেছেন; এই জন্য তাহার। চির কাল অজান্ত-রূপে

কার্য্য করিয়া আসিতেছে। আত্মাকে তিনি পৃথক্ জ্ঞান দিয়াছেন। তড় জগৎকে তিনি পৃথক্ ইচ্ছা প্রদান করেন নাই, তাঁহার অপরিবর্তনীয় ইচ্ছা উহারদিগকে কার্য্য করা-ইতেছে; এই জন্য উভারদের কার্য্য কখন অবসন্ন হয় না। কিন্তু আত্মাকে তিনি পৃথক্ ইচ্ছা প্রদান করিয়াছেন। আত্মার এই যে পৃথক্ জ্ঞান ও পৃথক্ ইচ্ছা; ইহা প্রতি আত্মাই প্রতীতি করিতেছে, মনেহ নাই। এই পৃথক্ জ্ঞান ও পৃথক্ ইচ্ছা প্রাপ্ত হইয়াছি বলিয়াই আমরা আত্মা শব্দে পুরুষ শব্দে উক্ত হইয়াছি—স্বাধীন হই-
খা ছ—ধর্ম্মের অধিকারী হইয়াছি এবং দণ্ড পুরস্কার লাভ করিতেছি। সুতরাং অনান্য জগতের ন্যায় আত্মা তাঁহার যন্ত্র নয়। স্রষ্টার মন্থিত সৃষ্টির যে সমস্ত এবং আশ্রয়ের সহিত আশ্রিতের যে সমস্ত, তাহা চেতনা-চেতন সকল জগতের সঙ্গে সমান থাকিয়াও আত্মা ও পরমাত্মা উভয়ের মধ্যে আর এক ধর্ম্ম সমস্ত দীপ্যমান রহিয়াছে। তেমন আর একটিও সমস্ত দেখিতে পাওয়া যায় না, বাহার সহত সেই সমস্তের তুলনা হইতে পারে। সংক্ষেপে বলিতে হইলে আমরা আত্মা, তিনি পরমাত্মা; কিছু স্পষ্ট করিয়া বলিতে গেলে এই মাত্র বলা যায় যে তিনি আমাদের পিতা মাতা মখা মুহুর্দ্দ রাজা প্রভু, আমরা তাঁহার পুত্র ও পদানত বন্ধু এবং প্রজা ও কৃত্য।

ধিরোভোর পার্শ্বকররের পত্র।

ধিরোভোর পার্শ্বকর বোক্তনের কঃ দিগেনসনাল নামক সত্যকে যে পত্র লেখেন আমরা তাহা সংকলন করিয়া প্রকাশ করিতেছি।

আমি যখন অল্পবয়স্ক বালক ছিলাম, সেই অবধিই ধর্ম্মমাজকের পদ অবলম্বন

করিতে আমার অন্তঃকরণে একান্ত যত্ন ও উৎসাহ সঞ্চার হইয়াছিল। ঐ কার্য্য অতিশয় প্রশস্ত ও বিস্তীর্ণ। এক্ষণে আমার বোধ হইতেছে আমার প্রকৃতিই বল-পূর্ব্বক আত্মাকে ঐ বিষয়ে প্রবর্তিত করে।

অন্য লোকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া বিদ্যাভ্যাস করিয়া থাকে, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে শৈশবাবস্থায় আমাকে সেক্ষপ করিতে হয় নাই। আমি পিতা মাতা ভ্রাতা ভগ্নীগণের আদেশ ও উপদেশানুসারে শিক্ষাপ্রণালী সুস্পষ্ট অবগত হইয়াছিলাম। আমি নিরবচ্ছিন্ন স্থিরভাবে কোন বস্তুর কেবল অঙ্গসৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ না করিয়া তাহার প্রকৃতি পর্যালোচনা করিতাম। যেমন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সকল বস্তু অস্থানবিত ভাবে ধারণ করিতেছে, আমার স্মরণ শক্তিও তদ্রূপ ছিল। আমি যাহা বাহ্য শুনিলাম তৎসমুদায় অবিকৃত ভাবে স্মরণ করিয়া রাখিতাম এবং স্বেচ্ছাক্রমে সম্পূর্ণরূপে লোকের নিকট ব্যক্ত করিতে পারিতাম। বিচারশক্তি ও কল্পনাসক্তি উন্নত করিতেও আমার গাঢ়তর অব্যবসায় ছিল। এই সমস্ত ব্যতিরেকে আমি নীতি ও ধর্ম্মানুশীলনে অতিশয় যত্ন করিতাম। শৈশবাবস্থাতেই আত্মার স্বাভাবিক সংস্কারকে ইশ্বরের আদেশ বলিয়া সমাদর ও সম্মান করিতাম। অকপটে সত্য ব্যবহার, ন্যায়পরতায় প্রীতি, গদমর্যাদা এবং সজ্জমের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া গুণানুগারে সকলের সমাদর করিতাম। পরম প্রজ্ঞাস্পদ ইশ্বরে বিশ্বাস ও তাঁহার প্রতি প্রীতি স্থাপন করাই সর্ব্বাপেক্ষা আমার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। আমি সর্ব্বপ্রধান মহার্জ্যের ন্যায় তাঁহার আবির্ভাব লক্ষ্য করিতাম না; প্রত্যুত তিনি সম্পূর্ণ ন্যায়পর ও পরিপূর্ণ প্রীতির আকর পরম পূজ্য পিতার ন্যায়

সাধারণের প্রতি তুল্য দৃষ্টি বিতরণ করিতে-
ছেন বলিয়া বোধ করিতাম। সকল বিষয়ে
আপনার প্রতি নির্ভর করিয়া নীতি ও বু-
দ্ধিবৃত্ত অনুসারে কার্যানুষ্ঠান ও স্বচক্ষে
সমস্ত বস্তু অনুসন্ধান করিতাম। যখন অ-
মার বিশ্বাস ও মত ন্যায্যমূলক বলিয়া বোধ
হইত, তাহার রক্ষা বিধানার্থ দৃঢ়তা অভ্যাস
করিতাম। এই রূপে আমার অনুসন্ধান
সকল বিষয়েই উত্তেজিত হইতে লাগিল।

আমি সেই সময়ের অনেক বিরুদ্ধ ও
অসঙ্গত ধর্মমত গ্রহণ করিয়াছিলাম; কিন্তু
বোধ করি আমাদের দেশের তখনকার ধা-
র্মিককুসুমসুপন্ন অল্প লোকেই মেকপ
অল্প কৃষ্ণস্কার শিক্ষা করিয়াছিল। নীতি
ও ধর্মপ্রবৃত্তি যে প্রকৃতিমূলক, ভবিষ্যে
বিশ্বাস স্থাপনের নিমিত্ত কেহই মন্বশীল ছি-
লেন না। আমার পিতা মাতা লোকের ধর্ম-
প্রবৃত্তি স্বাভাবিক বলিয়া প্রতিপাদন ক-
রিতেন, সুতরাং তাঁহাদিগেরই সম্মান বলিয়া
আমারও এই বিশ্বাস অনায়াসে উৎপন্ন হইয়া
ছিল। কিন্তু তাঁহাদিগেরই প্রযত্নে আমার
এ বিশ্বাস হইয়াছিল বলিয়া আমি এ বিষয়ে
কিছুই আপনার গুণগর্ভ করিতে পারি না।
আমি স্থানিয়ছি, তাঁহারা মনুষ্যের চরিত্র ও
বিশ্বাসের সবিশেষ পরীক্ষা করিতেন; কিন্তু
কাঁদার ও চরিত্র বিশ্বাসের অনুকূপ না হইলে
তাঁহারা ঐকপ লোকের প্রতি কদাচ অসম্মা-
নের বাক্য প্রয়োগ করিতেন না।

আমার আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশিগণ
সকলেই গুরুতর শারীরিক পরিশ্রম আয়ত্ত
করয়াছিলেন। ঐকপ সহন্যে কাল যা-
পন করিয়া আমিও দৈনন্দিক শ্রম ও কার্যা-
নুষ্ঠানে পটুতা অভ্যাস করিয়াছিলাম।
আবিলয়ে কার্যোদ্যম এবং প্রাণ ও অটল
মস্তিস্কের উহার স্থায়িত্ব সম্পাদন করা
আমার অন্তরে স্বর্ণাকরে অঙ্কিত ছিল।

আমি শারীরিক পরিশ্রমের ন্যায় মানসিক
পরিশ্রম সহজে আয়ত্ত করিয়া লইলাম এবং
যখন গাঢ়তর অভিনিবেশ সহকারে কোন
বিষয় পর্যালোচনা করিতাম, বাহ্য পদার্থ
কিছুতেই আমার প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতে
সমর্থ হইত না। অধিক কি, যখন স্বহস্তে
কার্য সাধনে প্রবৃত্ত হইতাম, তখনও স্বেচ্ছা-
মতে অন্য বিষয় চিন্তা করিতে পারিতাম।

আমি বালাকালেই উপযুক্ত শিক্ষকের
সাহায্যে উৎকৃষ্ট পুস্তক সকল অধ্যয়ন করি-
য়াছিলাম। ইংলণ্ডীয় পণ্ডিতদিগের গদ্য ও
পদ্য প্রণীত সুললিত গ্রন্থ, বাইবেল এবং
গ্রীক ও রোমকাদিগের সর্কোৎকৃষ্ট সুদৃশ
পুস্তক সকল অনুশীলন করিতাম। কিন্তু
আমি সর্বোপরি ঐ সমস্ত পুস্তকের অনুবাদ
মাত্র পাঠ করি; পরে অনতিকাল মধ্যে মূল
গ্রন্থের মর্ম ও সম্পূর্ণ পরিচিত হইয়াছি-
লাম। এক দার যাহা পাঠ করিতাম, তাহা
সম্যক্ আয়ত্ত ও হৃদয়ঙ্গম না করিয়া ক্ষান্ত
হইতাম না। যদিচ বালাবস্তায় যে সমস্ত
পুস্তক অধ্যয়ন করিয়াছিলাম, তাহার সংখ্যা
অতি অল্প; তথাপি তৎ সমুদায় মারবৎ
ও কলোপধায়ক ছিল তাহার সন্দেহ নাই।

পদার্থ বিদ্যা ও মনো-বিজ্ঞান অনুশীলন
করিবার নিমিত্ত আমার অসাধারণ যত্ন ও
অনুরাগ ছিল; উহা টেশবাহাতেই আমার
অন্তরে প্রীতিকর উৎসাহ সঞ্চার করিয়াছিল
এবং আমার পিতার সুদৃঢ় ও বিচারপটু ও স্ব-
শ্রদ্ধ মনোবৃত্তির গতি ঐ বিষয়ে থাকিতে
আমি তাঁহা হইতেও যথেষ্ট সাহায্য লাভ
করিয়াছিলাম। প্রকৃতির রাজ্য আমার চতু-
দিকেই বিস্তীর্ণ রহিয়াছিল, আমি সবি-
শেষ অভিনিবেশ সহকারে উহার সৌন্দর্য্য
সন্দর্শন ও উপযোগিতা অনুধাবন করিতাম
এবং বালাকালেই স্বদেশের কীট পতঙ্গ
সরীসৃপ ও মৎস্য প্রভৃতি স্থলচর ও জলচর

জীব জন্তু সকল এবং পুষ্প ফল প্রভৃতি ইত্যাদি পদার্থের সমীক্ষা, পরিচয় লাভ করিয়াছিলাম। প্রাকৃতিক ইতিহাসের কয়েক খানি উৎকৃষ্ট পুস্তক এই বিষয়ে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য প্রদান করিয়াছিল।

এই রূপে আমার বিদ্যানুশীলন ক্রমশঃ উন্নত হইলে ব্যবসায়-বিশেষ অবলম্বন করিবার প্রকৃত সময় উপস্থিত হইল। তখন আমি ধর্মযাজকদিগের বিষয় বিশেষ অনু-জ্ঞান করিয়া দেখিলাম, তাঁহারা সকলেই ঐশ্বর্য বিদ্বান্ বুদ্ধিমান ধার্মিক ও সুশীল এবং তাঁহাদিগের চরিত্রও অকলঙ্কিত। কিন্তু তাঁহাদিগের ব্যবসায় কিছুতেই আমার চিন্তা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইল না। উপাস-নার অভ্যুদয়, উপদেশের দরিদ্রতা ও নির-র্থকতা, ঐশিক অভ্রান্ত প্রত্যাশা বিষয়ক মতের অনৈসর্গিকতা ও অস্থিরতা, সামাজিক প্রার্থনার নির্জীবতা এবং উপাসকদিগের অ-মনোযোগিতা দর্শন করিলে ধর্মযাজকের পদ অবলম্বন করিতে বিচক্ষণ ব্যক্তি স্বভা-বতই পরাভ্রাণ হইয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন আমেরিকার ধর্মযাজকেরা লোকের নীতি, বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তির উন্নতি সাধন ক-রিতে তাদৃশ যত্নবান নহেন। যদিও তাঁহারা তদ্বিষয়ে সচেতন হন, তাহা কেবল বাহ্যিক মাত্র। আমি যখন অল্পবয়স্ক ছিলাম, তৎকালে এক ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল : ধর্মযাজকেরা কি শ্রোতৃগণের প্রকৃত দোষের কথা উল্লেখ করিতে পারেন? “আমি কহিলাম” আমি শ্রোতৃগণের দোষ মুক্তকণ্ঠে উল্লেখ করিতে পারি। মহাত্মা ইমার্সন্ শ্রোতৃগণের দোষ দর্শন করিয়া তাঁহাদিগের নিকট অবসর গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। ডাক্তার ট্যানিং আমেরিকার ধর্মযাজকদিগের মধ্যে প্রধান ছিলেন এবং আমার মতে তিনিই সর্বাপেক্ষা মহৎ ব্যক্তি

করিয়াছেন। আমার বন্ধু বাজবেরা ধর্ম-যাজকতা অতি সামান্য কার্য্য এবং উহাতে সমর্থক উপকার সাধনের সম্ভাবনা নাই এই বলিয়া তাদ্বারা আমাকে বারংবার প্রতিবেদন করিতেন; কিন্তু আমি বিবেচনা করিতাম উহাই অতি বিস্তীর্ণ কার্য্যক্ষেত্র এবং লোক সকলকে সৎপথে আনয়ন ক-রিবার অস্থায়ী অবলম্বন।

রাজনীতি সংক্রান্ত কার্য্যো নানা প্রকার প্রলোভন আছে। এই ব্যবসায়ী লোকের মধ্যে অনেকেই উচ্চ-পদস্থ ও রাজনীতিজ্ঞ বলিয়া সাধারণের সম্মান-ভাজন হইয়া থাকেন এবং ধর্মযাজকদিগের অপেক্ষা উহা-দের সমধিক স্বাধীনতাও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এই সমস্ত পর্যালোচনা করিয়া আমি রাজনীতি সংক্রান্ত কার্য্য অবলম্বনে একান্ত অতিলাষী হইয়া উহার অনুশীলন করিতে লাগিলাম; কিন্তু পরিশেষে ঐ বা-বসায়ের দোষ অনুসন্ধান প্রবৃত্ত হইয়া দেখিলাম, ব্যবসায়াজীবীদিগের ধর্মপ্রবৃত্তি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। তদদর্শনে আমি ঐ-রূপ প্রলোভনে আকৃষ্ট না হইবার নিমিত্ত ঈশ্বরের সাহায্য প্রার্থনা করিলাম। যে বি-ষয়টি স্পষ্ট মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে, তাহা কিরূপে সমর্থন করিব এবং কিরূপেই বা প্রাড়ু বাকদিগকে তদ্বিষয়ে অনুমোদন করাইতে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিব! এ-কদা এক ব্যক্তি লর্ড ব্রাউহামের বাক্য উদ্ধৃত করিয়া কহিয়া ছিলেন “মিথ্যাকে সত্যরূপে প্রতিপাদন করিতে না পারিলে কেহ বাব-হারাজীবী বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন না।” আমি দেখলাম অনেক বুদ্ধিমান লোক এই ব্যবসায় প্রবৃত্ত হইয়া যাহা সফলতা বলিয়া অনুমান করেন, আমার বিবেচনায় তাহাই বিনাশ। নির্দোষ লোকের ধনস-ম্পত্তি, স্বাধীনতা, ও জীবন বিনষ্ট করা অ-

পেঁজা নিকট কার্য আর কি হইতে পারে। এই সমস্ত পর্যালোচনা করিয়া আমি এই বাবসায় অবলম্বনে সম্পূর্ণ পরামর্শ হইলাম এবং ধর্মযাজকের কার্য নির্দোষ বিবেচনা করিয়া তাহাতেই জীবন অতিবাহিত করিতে মনোনিবেশ করিলাম। তখন আমার মনোমধ্যে এই তিনটি প্রশ্ন উপস্থিত হইল। আমি কি কোন সম্প্রদায়বিশেষের শিক্ষান্ত বাক্যে অভিভূত না হইয়া প্রকৃত সত্য অনুসন্ধান করিতে পারি এবং উহা সাধারণের অনাদৃত ও অপরিগৃহীত হইলেও জন-সমাজে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে সমর্থ হই? আমি কহিলাম হাঁ ইহা আমার সম্পূর্ণ সাধ্যায়ত্ত। আমি কি সামাজ্যের বিরুদ্ধ, রাজনৈয়মের বিরুদ্ধ ও খ্রীষ্টীয় ধর্মের বিরুদ্ধ প্রকৃত অধিকার অনুসন্ধান পূর্বক তদ্বিশেষে সাধারণকে প্রবর্তিত করিতে পারি? আমি কহিলাম হাঁ ইহা আমার সম্পূর্ণ সাধ্যায়ত্ত। আমি কি প্রকৃত সত্য ও প্রকৃত অধিকার স্বয়ং অবলম্বন করিতে সমর্থ হই এবং যাহা অন্যকে উপদেশ দিয়া থাকি তাহা কি স্বয়ং কার্যো পরিণত করিতে পারি? তখন আমি এই বিষয়ের প্রত্যুত্তর দানে সন্দিগ্ধ হইলাম। উপদেশানুরূপ ব্যবহার করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। কিন্তু আমি কহিলাম আমি তদ্বিশেষে যত্ন ও অধ্যবসায় প্রদর্শন করিতে পারি।

এই তিনটি প্রশ্নে যেকোন দুইরকম ও গভীর ভাব অভিযুক্ত হইতেছে, আমি তৎকালে উহা অতি অল্পই বুঝিয়াছিলাম; কিন্তু এক্ষণে অপেক্ষাকৃত সমধিক জ্ঞানসঞ্চয় করিয়াছি।

এই সমস্ত পর্যালোচনা করিয়া আমি ধর্মযাজক পদে প্রতিষ্ঠিত হইতে অস্বাভাবিক হইলাম। মনুষ্যজাতিকে জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ধর্মোপার্জনে সাহায্য প্রদান

করিবার আশা বলবতী হইতে আরম্ভ হইল। আমি যে বিষয়-প্রত্যয়ে যত্নশীল হইতে পারি, গাঢ়তর মনঃসংযোগে তাহার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইলাম। প্রথমত খ্রীষ্টীয় ধর্মের মর্ম অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম, তাহাতে আমার বিস্তর সংশয় উপস্থিত হইল। তদ্বোধে কতকগুলি এক কালেই অবীকার করিলাম এবং কতকগুলি যথাক্রমে শিক্ষান্ত করিয়া লইলাম। আমি ঈশ্বরবাহুতেই শাস্ত্র-স্বরূপ ঈশ্বরে ক্রোধ-প্রবৃত্তির আরোপ এবং অনন্ত কাল ভয়কর নরক-বস্ত্রণা ভোগ বিষয়ে সম্পূর্ণ অস্বীকার প্রদর্শন করিতাম। যখন আমার বয়ঃক্রম সাত বৎসর, তখনও ঈশ্বর ভয়ের কারণ বলিয়া আমার বিশ্বাস ছিল না সুতরাং তাঁহা হইতে আমার অন্তঃকরণে কদাচ কিছুমাত্র ভয় সঞ্চার হইত না। প্রভূত তিনি চির বিশ্বাস ও স্থির ঐতিহ্যের আধার বলিয়া অবগত হইয়াছিলাম।

দেবত্ববাদী খ্রীষ্টীয়ানদিগের মত নিতান্ত অমূলক, উহা কিছুতেই যুক্তি ও বিচার লিঙ্গ বলিয়া প্রতিপাদন করা বাইতে পারে না। যদিও আমি এক-ঈশ্বরবাদী ইউনিটেরিয়ান খ্রীষ্টীয়ান সম্প্রদায়ের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম, তথাচ এক বৎসর কাল আমেরিকার এটেন্স্ট্যান্ট ধর্মযাজক ডাক্তর লিমান বীচারের উপদেশ শ্রবণ করি। তিনি অবলম্বিত ধর্মের মত অদ্ভান্ত বলিয়া তাহাতেই শিক্ষান্ত বুঝি করিয়াছিলাম। এই মহাত্মা ইউনিটেরিয়ান, ইউনিভার্সালিস্ট, পোপ-মতালম্বী ও নাস্তিকদিগের সহিত ধর্ম সংক্রান্ত মহতঃদ বিবক্ষণ ঘোরতর বিতর্ক করিতেন। আমি তাঁহার সংস্থাপিত মতায় গমন পূর্বক উৎসাহ সম্পন্ন ব্যক্তিদ্বিগের অধিবৎ সতঃক বালা, ভয়কর উপদেশ, সঙ্গীত ও প্রার্থনা শ্রবণ করিতাম।

আমি তাঁহার যুক্তি, যুক্ত ও অধ্যয়নকারের
সম্বিশেষে সমালোচনা করি। তিনি আর্যসমাজ
পরিভ্রমণীকার পূর্বক আমাকে ধর্মশাস্ত্রে
শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন কিন্তু কোন
ক্রমেই আমার অন্তরে বিশ্বাস উৎপাদন
করিতে সমর্থ হন নাই। আমি তাঁহার
প্রবর্তিত মত বহু প্রকার অভিনিবেশ
সহকারে অনুধাবন করিতাম, ততই উহা
অসম্ভব, যুক্ত ও অস্বাভাবিক বলিয়া প্র-
তিপন্ন হইত।

বিশ্বপ্রীতের অনৈসর্গিক জন্ম-বিষয়ে
বিশ্বাস বহুতুল করিবার নিমিত্ত আমি কোন
বিশেষ প্রমাণ প্রাপ্ত হই নাই। বাইবেলে
যে রূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা নি-
তান্ত অসম্ভব ও অমূলক। তাঁহার জননী
মেরি এবং তিনি স্বয়ংও এই বিষয়ে কিছুই
প্রকাশ করেন নাই।

নূতন ও প্রাচীন বাইবেলে নানা প্রকার
অলৌকিক ক্রিয়া কীর্তিত আছে; কিন্তু তৎ-
সমুদায় নিতান্ত অবিশ্বাস্য ও অশ্রদ্ধের।
এই সমস্ত অলৌকিক কার্যের মধ্যে কতক-
গুলি সম্পূর্ণ অসম্ভব, কতকগুলি একান্ত
উপহাস্যাত্মক এবং কএকটি নিতান্ত জুর।
এই সমস্ত কারণে আমি অধিকাংশ এক-
কালে অবিশ্বাস করিলাম এবং অবশিষ্ট
সামান্য-রূপ শিষ্টাচারের উপর নির্ভর করিয়া
অনুমোদন করিলাম। অধ্যয়নের যে প্রা-
কৃতিক নিয়ম অতিক্রম করিবেন, ইহা ক-
খনই যুক্তি ও অনুভব সিদ্ধ হইতে পারে
না। নূতন বাইবেল-প্রণীত এই সমস্ত অ-
লৌকিক কার্য স্ববর্ণ-নির্মিত প্রস্তর পাথরের
নায় নিতান্ত অসম্ভব মনে হয় নাই।

বাইবেল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ও বিশ্বাসের
সাক্ষ্য প্রত্যাশে বলিয়া কোন ক্রমেই
বীকার করিতে পারি না এবং তাঁহার অলৌ-
কিক প্রত্যাশের বিষয়ে বিলম্ব মনে

আছে। তাঁহার বর্ণিত অনেকগুলি বিষয়
ইশ্বরের ম্যায়-পরতার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। নূতন
বাইবেলে যে সমস্ত নীতি ও ধর্ম বিষয়ক
মত নিরূপিত হইয়াছে, তৎসমুদায় যে
দৈব-বল বিরহিত ব্যক্তি কর্তৃক পূর্বে নির্দিষ্ট
হয় নাই ইহা কিরূপে অনুমোদন করা যা-
ইতে পারে। পুস্তক ও বক্তৃ বিশেষের
গহান প্রাপ্ত হওয়াতে প্রত্যাশের বিষয়ক
মতে কিছুতেই বিশ্বাস স্থাপন করিতে
পারিলাম না।

ডুইড মত।

ইউরোপের অসংখ্য গাল, জার্মানি ও
ব্রিটেন দ্বীপে খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারের পূর্বে
যে প্রকার ধর্ম প্রচলিত ছিল তাহাই ডুইড
মত বলিয়া পরিগৃহীত হইতেছে। এই
ধর্ম সংক্রান্ত যাবতীয় কাহা ডুইডদিগেরই
হস্তায়ত্ত ছিল এই নিমিত্তই ইহা ডুইড মত
বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া আছে।

ডুইড নামে একটি স্বতন্ত্র জাতি কোন
কালেই বিদ্যমান ছিল না। এ দেশে যেমন
ডাউচার্চা বলিয়া কোন জাতি নাই, শাস্ত্র
বিশেষের আলোচনার নিমিত্ত ডাউচার্চা নাম
প্রাপ্ত হয় এবং ব্রাক্সগদিগের মধ্যে বাঁহার
ইচ্ছা, সেই এই ব্যবসারে নিযুক্ত হইয়া ডাউ-
চার্চা হইতে পারেন, সেই রূপ বাঁহার ধর্ম সং-
ক্রান্ত কার্য করিতেন তাঁহারা ডুইড বলিয়া
প্রসিদ্ধ হইতেন এবং অন্যান্য উচ্চ বংশের
মধ্য হইতেও যে কেহ ইচ্ছা করিতেন, তাঁহা-
রা ডুইড হইতে পারিতেন। তৎকালের তৎ-
কালীন ভাষাতে ওক বৃক্ষের নাম ডুই;
এই শব্দ বহু বচনে ডুইড হইয়া বাইত।
উক্ত সম্প্রদায় ওক বৃক্ষের উপাসনা ক-
রিতেন বলিয়া ডুইড নামে প্রসিদ্ধ হন।

এক সময়ে ভারতবর্ষে ব্রাক্সগেরাই

সকল সর্পা ছিলেন; অন্যাপি তাহার ছায়া বর্তমান আছে। কজিরের রাজা ছিল বটে, কিন্তু ত্রাঙ্গণেরাই ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেন, বিচার করিতেন, পৌরোহিত্য করিতেন, এবং আচার্য্য হইতেন। কেবল যুদ্ধক্ষেত্রে রাজাদিগকে রাজা বলিয়া বোধ হইত। ডুই-ডুদিগের অধিকারও সেট রূপ ছিল। এক এক রাজ্যে এক এক জন অধিপতি ছিল, তাহার কেবল যুদ্ধ-ক্ষেত্রে সৈন্যগণের অধ্যক্ষতা করিত, অন্যান্য ব্যবসায়ী কর্মতা ডুইডগণের হস্তগত ছিল। তাহার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেন, ব্যবস্থা প্রচার করিতেন, সকল বিষয়ে ন্যায় অন্যায় বিচার করিতেন, দণ্ডাধিক দণ্ড দিতেন। এদেশে ত্রাঙ্গণদিগের মতানুসারে না চলিলে যেমন সমাজ-চ্যুত হইতে হয়, সেই রূপ তাহার ডুইডদিগের দণ্ড বিধান অমান্য করিত, ডুইডেরা তাহাদিগকে যজ্ঞ কার্য্যে আসিতে দিতেন না, তাহার অভিযোগ অগ্রাহ্য হইত; এবং লোকের তাহাদিগকে অভিশপ্ত ও অপবিত্র বোধ করিয়া তাহার সন্মুখ পবিত্র্যাগ করিত।

ডুইডেরা লম্বমান শ্মশ্রু ও মস্তকে অশ্রীকেশ ধারণ করিতেন, মচরাচর প্রশস্ত পরিচ্ছদ ও ধর্ম্মকর্ম্মের সময়ে শুভ্র পরিচ্ছদ পরিহিতেন; ভ্রমণ সময়ে মারাদণ্ড নামে একটি দণ্ড ধারণ করিতেন। তাহাদের গলে একটি করিয়া স্বর্ণময় মাছলী থাকিত; তাহার তাহা স্বর্ণাচ্ছাদিত সর্প-ভিন্ন বলিয়া লোকদিগকে বুঝাইয়া দিতেন এবং এই রূপ প্রচার করিয়াছিলেন যে, অনেক সর্প প্রবৃত্ত হইয়া ভিন্ন উৎপন্ন করে, অনন্তর উহা সর্পগণের নিম্নাঙ্গে আকাশে উৎখিত হয়। ভিন্নার্থী ব্যক্তি ক্রতুগামী অশ্বের আকর্ষণ পূর্ব্বক ঐ ভিন্ন পুনরায় ডুইডেরা না পড়িতে পড়িতেই উহা গ্রহণ করিয়া পলায়ন করিত,

তাহাকে সর্পসংগে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার পশ্চাতে ধাবমান হইত; বতকণ সম্মুখে কোন প্রোহ না পড়িল, বতকণ সর্পেরা ক্রুদ্ধ হইত না। একত ডিগ্ব স্বর্ণাচ্ছাদিত কুরিয়া, মস্তকে নিষ্কপ করিতো আসিতে, আসিতে প্রোহের বিপরীতে গমন করে। উহার বিশেষ গুণ এই যে, উহা স্বর্ণনিওত করিয়া ধারণ করিলে কেহ বিচারে পরাস্ত করিতে পারে না এবং ধনশালী পরাক্রান্ত লোকের আতি-ভাষ্য হওয়া যায়।

ডুইডেরা বিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। এক শ্রেণী এদেশের বন্দীদিগের ন্যায় লোকের বংশোদ্ভূত ও বীরগণের বীর-কার্য্য বর্ণনা করিতেন, আর এক শ্রেণী ভবিষ্যৎ গণনা কান্য রচনা এবং ধর্ম্ম কার্য্যের সময়ে গান ও বাদ্য করিতেন। তৃতীয় শ্রেণীর ডুইডেরাই ধর্ম্ম সংক্রান্ত কর্ম্ম সকল অনুষ্ঠান করিতেন। ডুইডদিগের মধ্যে এক জন ডুইড প্রধান থাকিতেন। ডুইডেরা আপনাদের মধ্যে হইতে কোন সজ্ঞাত ব্যক্তিকে প্রধান পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার অধীন হইয়া চলিতেন।

ডুইডেরা একেশ্বরবাদী ছিলেন এবং ওক বৃক্ষকে তাহার প্রিয় আবাস মনে করিয়া ওক বৃক্ষের সবিশেষ সম্মান করিতেন; এমন কি, ওক বৃক্ষ রূপে ঈশ্বরের পূজা করাই তাহাদের প্রধান উপাসনা ছিল। এ দেশের বিলুপ্ত ও তুলসী পত্রের ন্যায়, ওক বৃক্ষ ব্যক্তিরকে তাহাদের কোন পূজা ও কোন ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্পন্ন হইত না। তাহার ওক বৃক্ষ যাহা কিছু উৎপন্ন হয়, তাহা ঈশ্বর-বস্তু মনে করিয়া মিসিল্টো নামক পরগাছা ওক বৃক্ষে উৎপন্ন হইলে অত্যন্ত সমাদর পূর্ব্বক ভাল সংগ্রহ করিতেন। বৎসরের প্রথম দিবসে ডুইডেরা সম্বারোহ পূর্ব্বক ওক বৃক্ষের মূলে কটে উপস্থিত হইয়া দুটি শেঁক বর্গ বৃক্ষকে

তুই শূন্যে ওক বৃক্ষে বন্ধন করিতেন। তৎপরে প্রধান ডুইড শ্বেত বস্ত্র পরিধান করিয়া স্বর্ণ চুরিকা হস্তে লইয়া বৃক্ষারোহণ পূর্বক মিসিলটো ছেদন করিতেন; আর এক জন ডুইড বৃক্ষতলে শূন্য বস্ত্র পাতিয়া রাখিতেন, এবং ছেদিত মিসিলটো তাহার উপর পতিত হইলে কুড়াইয়া স্বর্ণ পাতে সংস্থাপন করিতেন। তৎপরে নানাবিধ বলিদান করিয়া উৎসব করিতেন। এক সময়ে পারস্য দেশেও মিসিলটো পরগাছার অত্যন্ত সম্মান ছিল।

ডুইডেরা একেশ্বরবাদী ছিলেন বটে, কিন্তু কালক্রমে চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র সপ্ত প্রভৃতি স্বর্গে মন্ত্ৰ এবং মনঃ কল্পিত নানা দেব দেবীরও উপাসনা করিতেন। অতীত দেবতার উদ্দেশে অগ্নিতে আত্মত্যাগ দান এবং পশু ও মনুষ্যের বলিদান তাঁহাদের উপাসনার প্রধান অঙ্গ ছিল। তাঁহারা এই সকল ধর্ম্ম-ক্রিয়া সম্পাদন করিবার নিমিত্ত ঘনের মধ্যে কতক ভূমি পরিত্যক্ত করিয়া বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর দ্বারা তাহার চতুর্দিক বেটন করিতেন; তাহার মধ্যে প্রথমে দুখানি প্রস্তর দিয়া বেদী করিতেন। এই বেদীতে তাঁহাদের ছোম ও বলিদান ক্রিয়া সম্পন্ন হইত; যে সে ব্যক্তি তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিত না। যাহারা ডুইডদিগের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরের চিহ্ন স্বরূপ এক প্রকার শৃঙ্খল ধারণ করিয়া আসিত, ডুইডেরা কেবল তাহাদিগকেই প্রবেশ করিতে দিতেন। ডুইডদিগের বার্ষিক মহোৎসবাদিও এই প্রকার স্থানে অনুষ্ঠিত হইত। ডুইড গণকেরা পশুদিগের বলিদান সময়ে তাহার অস্ত্র সকল দর্শন করিয়া ভবিষ্যৎ ভাষিত গণনা করিতেন। নর বলির সময়ে বলি স্বরূপ মনুষ্যের বক্ষঃস্থলে খড়্গাঘাত করিয়া সেই হতভাগ্য কি প্রকারে ভুতলে পতিত হয়,

কোন দিকে তাহার রক্তধারা নিঃসৃত হয় এবং কি রূপে সে অঙ্গ বিক্ষিপ্ত করে তদ্ব্যেত তাহী শুভাশুভের অবধারণ করিত। কেবল নির্ধারিত মননেই সে বলিদান হইত, তাহা নহে। কেহ যুদ্ধক্ষেত্রে অত্যন্ত বিপক্ষে পতিত অথবা ঘোরতর রোগে আক্রান্ত হইলে, একের পরিবর্তে অপরের প্রাণ দান না করিলে দেবগণ অসম্মত হইবেন না, এই ভাবিয়া নর বলি দিত অথবা তৎক্ষণাৎই নর বলি না দিয়া দেবগণের নিকট নর বলি দিবার অঙ্গীকার করিত। ইহা ভিন্ন আর এক প্রকার ভয়ঙ্কর নরবলির প্রথাও প্রচলিত ছিল। সময় বিশেষে ও ঘটনা বিশেষে লতা নির্মিত মনুষ্যাকার এক পিঙ্গর প্রস্তর করিত এবং রাজ বিচারে যে সকল ব্যক্তি দোষী বলিয়া স্থির হইত, তাহাদিগকে তদ্ব্যেত প্রবিষ্ট করিয়া দিত; তাহার মধ্যে নানা বিধ পশুও থাকিত। যদি অপরাধিগণে সেই পিঙ্গর পরিপূর্ণ না হইত, তাহা হইলে নিতান্ত নির্দোষী ব্যক্তিকেও সেই অপরাধীদিগের সংঙ্গীত হইতে হইত। এই প্রকারে সেই পিঙ্গর পরিপূর্ণ হইলে ভয়মান করা হইত।

ডুইডদিগের চারিটি মহোৎসব ছিল। মার্চ মাসের প্রথম ভাগে (১০ই অথবা তাহার তুই এক দিন অথ পশ্চাৎ) যে দিনে ষষ্ঠী তিথি পাড়িত, সেই দিন নব বর্ষ নিবন্ধন মহোৎসব হইত। দ্বিতীয় মহোৎসব সে মাসের প্রথম দিবসে হইত। এই উৎসবের পূর্ব সন্ধ্যায় সকলের গৃহে যাবতীয় অগ্নি নির্বাণ করা যাইত এবং পর দিন দেব-মন্দিরের চির-প্রজ্জ্বলিত অগ্নি গ্রহণ করিয়া নিজ নিজ গৃহে লইয়া যাইতে হইত। জুন মাসের একবিংশ দিবসের পূর্বাঙ্কে তাঁহাদের তৃতীয় মহোৎসব ও অক্টোবর মাসের শেষ দিনে চতুর্থ মহোৎসব হইত

কালের করাল হস্তে সংসারের সমুদায়ই পরিবর্তিত হইতেছে, কিন্তু আত্মার স্বাভাবিক বিশ্বাসের উপর তাহার কিছু মাত্র অধিকার নাই। ডুইডেরা প্রায় সকল বিষয়েই ভ্রমাক্ষর হইয়াও আত্মার অমরত্ব বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস করিতেন এবং হিন্দুদিগের ন্যায় আত্মার জন্মান্তর অঙ্গীকার করিতেন। ইহা দ্বারা একটি বিলক্ষণ উপকার হইয়া ছিল। যোদ্ধারা এই জন্মান্তরবিষয়ক উপদেশে মৃত্যুকে ভুজ্ঞ জ্ঞান করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অসাধারণ সাহস প্রকাশ করিত।

ডুইডেরা মৃত ব্যক্তির সমাধি প্রদান করিত এবং পর-জন্মে উপকারী হইবে বলিয়া বহু মূল্য অলঙ্কার, বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র, ধূনচী, পান-পাত্র ও কগন কগন কুকুর প্রভৃতি জন্তুদিগকেও শবের সহিত একত্র করিয়া মৃত্যুকার মণ্ডো প্রোথিত করিত।

ডুইডদিগের ধর্ম-শাস্ত্র কেবল পরমার্থ বিষয়ক ছিল না; নীতি, স্মৃতি, কাব্য জ্যোতিষ ও আয়ুর্বেদও ধর্ম শাস্ত্রের অন্তর্গত ছিল। তাঁহারা জ্যোতির্বিদ্যার কোন কোন অংশ ও চাক্রনাম গণনা করিবার রীতি অবগত ছিলেন; কেন না চান্দ্র দিন অনুসারে তাঁহাদের উৎসব সকল অনুষ্ঠিত হইত, যজ্ঞীর্থাধি আরম্ভ করিয়া মাস ও বৎসর গণনা হইত এবং এই অনুসারে ত্রিশ বৎসর অন্তর তাঁহাদের এক এক জ্যোতিষিক মহাচক্র সম্পূর্ণ হইত। জ্যোতির্বিদ্যায় দৃষ্টি না থাকিলে একপন হইবার সম্ভাবনা নাই। এতদ্বিন্ন আশ্রয় প্রমাণ আছে। আয়লগেও রঙ্গ ও তাম্র মিশ্রিত একটি চক্র পাওয়া গিয়াছে। তাহার নৈমিত্ত্যে চন্দের কক্ষ নির্দিষ্ট আছে ও চন্দ্রকলার হাস বুদ্ধি প্রদর্শনের নিমিত্ত তাহাতে আটটি অঙ্গুরীয়ক সংযুক্ত আছে এবং তাহার অভ্যন্তর ভাগে পৃথিবীর কক্ষ প্রদর্শনের নিমিত্ত আর এ-

কটি ক্ষুদ্র চক্র অবস্থিত আছে। বোধ হয় ইহা ডুইড জ্যোতির্বেত্তাদিগেরই ব্যবহার্য ছিল, আয়লগেও ও ওয়েলস দেশে কতকগুলি চক্রাঙ্কর বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর, অদ্যাপি ভূমিতে প্রোথিত আছে, বহুকাল অবধি উহা জ্যোতির্বিদগণের চক্র বলিয়া কিংবদন্তী আছে।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, চিকিৎসা শাস্ত্রও ডুইডদিগের ধর্মশাস্ত্রের অন্তর্গত কিন্তু চিকিৎসা বিদ্যাতে তাঁহাদের কি কপ অভিজ্ঞতা ছিল, তাহা নিশ্চয় বলা যায় না, তাঁহারা সামান্য সামান্য ঔষধ প্রস্তুত করিতে পারিতেন তাহার সন্দেহ নাই। তাহারা ঔষধ সেবন কালে নানাবিধ গণনা দ্বারা ভাবী শুভাশুভ নিরূপণ করিতেন এবং রোগোপশমের নিমিত্ত হিন্দুদিগের ন্যায় বিবিধ দৈব ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতেন। তাঁহারা ঔষধের নিমিত্ত যে সকল উদ্ভিদ ব্যবহার করিতেন তাহা সংগ্রহ করিবার বিশেষ বিশেষ নিয়ম ছিল। তদনুসারে সে সকল সংগ্রহ না করিলে কেবল স্বাভাবিক গুণে আরোগ্যকর হইবে বলিয়া তাঁহাদের বোধ ছিল না।

শিক্ষা কার্যের ভার ডুইডদিগের হস্তেই সমর্পিত ছিল। যাহারা উত্তর কালে ডুইড হইবে, তাঁহারা কেবল তাহাদিগকেই শিক্ষা দান করিতেন। শিক্ষা দিবার নিমিত্ত নিবিড় অরণ্য মধ্যে তাঁহাদিগের চতুষ্পাশী ছিল, তথায় ছাত্রেরা কখন কখন বিংশতি বৎসর পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণ করিত। তাঁহারা বিষয় কর্মের সময়ে পত্র লিখিতেন কিন্তু শিক্ষা দিবার সময়ে লিখন পঠন ব্যবহার ছিল না। তাহাদিগকে কতকগুলি শ্লোক মুখে মুখে আবৃত্তি করিতে হইত।

none could invent the outline portrait of Jesus, no difficulty appears in the way of a theory, that the moral sentiment of the church has cast a soft halo over a character perhaps rather stern and ambitious, than discriminating, wise, or tender.

We cannot recover lost history. Into the narratives and discourses of Jesus so much of legendary error has crept that we may write or wrangle about him for ever: Paul is a palpable and positive certainty. In what single moral or religious quality Jesus was superior to Paul, I find myself unable to say. Is it really a duty incumbent on each of us to decide such questions? Why must the task of awarding the palm of spiritual greatness among men be foisted into religion?

It is a fact on the surface of history, that Paul, more than any one else, overthrew ceremonialism. Hereby he founded a religion more expansive than that of Isaiah, and, in his fond belief, expansive as the human race, as the children of God. He was not the first Jew to propound the nullity of ceremonies. If time allowed, that topic might admit instructive amplification. The controversy against ceremonies was inevitable, and, with or without him, must have been fought out. What he effected, let us thankfully record; but God does not allow us to owe our souls to any one man, as though he were a fountain of life. It is an evil thing to call ourselves a man's followers, to express devotion to him, and blazon forth his name. Every teacher is largely the product of his age; whatever light and truth he imparts, the glory of it is due to the Father of Light alone, from whom cometh down every good and perfect gift. Any glory for it would be inexpressibly painful to a true-hearted prophet: I mean, for instance, to one true-hearted as Paul. He had no wish to be called Master, Master. He could not bear to hear any one say "I am of Paul." "Who then is Paul, and who Apollos, but ministers by whom ye have believed?" What! when a man believes himself to be the channel by which it has pleased the Unseen Lord to pour out some portion of hidden truth for the feeding of hungry souls, can such a one hear to be praised and thanked for his ministrations? Nay, in proportion as he knows himself to speak God's truth by the impulse of God's spirit, in the same proportion he feels his own personality to be annihilated, and he breathes out an intense desire that God in him may be glorified, but the man be forgotten. *Pray then; let not us thwart and counteract such yearnings of the simple-hearted instructor. Hear Paul himself farther on this matter. "Let no man glory in men; for all things are yours: whether Paul and Apollos or Cephas, or the world or life or death, or things present or things to come—all are yours."* He means that the collective children of God are the end, for whom God has provided teachers as *tools* and *instruments*. But this is not all. In proportion as the teachers are elevated, the taught become unable to judge of their relative rank in honour. Paul therefore forbade the attempt, and deprecates praise. "With me," he continues, "it is a very small thing that I should be judged of you, or of man's judgment: you, I judge myself, but not that ye judge me in the Lord. Therefore judge nothing before the time, until the Lord come, who will bring to light the hidden things of darkness, and will make manifest the counsels of hearts, and then shall every man receive his own praise of God."

What else did he mean to say but: Think not to distribute awards among those to whom you look up. To graduate the claims of equals and inferiors is generally more than a sufficient task. Leave God to pass his awards on those who are spiritually above you; who possibly, like Paul, may receive your praise as painful, and be wholly unconcerned at your blame. The glorifying of religious teachers has hitherto never borne any fruit but canonizations and dedications, "voluntary humility and worshipping of messengers," vain competitions and rival sects; stagnation in the letter, quenching of the Spirit.

BY FRANCIS W. NEWMAN.

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ১৭৮৩ শকের তালিকা
আম্বিন, কার্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসের
আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়	২৫৫২
প্রকার হিত	৩৭১
	২৪২০/০
ব্যয়	২৩৭১৫৮/১০
সম্পাদকের হস্তে	৫১০/১০
এতদ্বারা	
বাকী থাকে	৩৮৫
কোং কামজ	৪০০
ব্রাহ্মদিগের প্রতিজ্ঞাত সাহায্যমূলক দান।	
শ্রীযুক্ত রমণীমোহন চৌধুরী	২৫
" শিবচন্দ্র দেব	১২
" কালিকাদাস দত্ত	৫
" গোবিন্দচন্দ্র খর	৫
" রামকানাই সেন	৪
" রাজনারায়ণ দাস	৩
" রামচন্দ্র পাল	২
" নীলমধব মিত্র	২
" ক্রীনাথ দাস	২
" প্রসন্নকুমার দত্ত	২
" মণিলাল মল্লিক	২
" বসন্তকুমার দত্ত	২
" প্রতাপচন্দ্র ঘোষ	১
" মহেন্দ্রলাল মিত্র	১
" নেপালচন্দ্র মল্লিক	১
" ভারকানাই দত্ত	১
" বসুভদ্রম খাড়া	১
" হরিশোভন রায়	১
" একত্রকোষক বিদ্যোগী	১
" প্রসন্ননাথ সাহা	১
" বসন্তকুমার	১
" প্রসন্নকুমার বিশ্বাস	১
" কার্তিকচন্দ্র মল্লিক	১০
" কুমারকান্ত দেওয়ান	১০

মাসিক দান।

শ্রীযুক্ত রাজা নভানন্দ ষোড়শ	৫০
" জি, এন, গজপতিরাও	২৪
" গোপীমোহন ষোড়শ	২০
" রমাকান্ত রাই	২২
" রমণীমোহন চৌধুরী	১২
" অক্ষয়চন্দ্র ষোড়শ	২
" ইন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাসাগর	৮
" রাজা প্রসন্ননারায়ণ রাই	১২
" ঐকান্তনাথ সেন	৬
" উপেন্দ্রমোহন ঠাকুর	৮
" দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৭
" জয়গোপাল সেন	৫
" মদনমোহন সেন	৩
" রায়চন্দ্র ষোড়শ	২
" সাগরলাল দত্ত	২
" নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়	২

১১২

শ্রুতকর্মের দান।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫০
" ঈরাম পালিত	৩
" হলধর মল্লিক	১৬
" দুর্গাচরণ বরুণ	১
" কাশীনাথ দত্ত	১

৫৬/০

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫
" জি, আর, বি	
" জিলাচন্দ বসু	১
" বল্লভীকান্ত ষোড়শ	১০

৬১০

দানাদ্বারা দান প্রা... ৩৬/১০

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের কার্যের ভার
ডাক্তার টুকী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহা-
শয় স্বয়ং গ্রহণ করিতে তৎসংক্রান্ত সম্পত্তির
সহিত আমারদের সম্বন্ধ অব্যাবধি শেষ হইল।

শ্রী তারকনাথ দত্ত।

শ্রী উমানাথ গুপ্ত।

অধ্যক্ষ।

শ্রী কেশবচন্দ্র সেন।

সম্পাদক।

১ পৌষ ১৭৮৬ শক। } শ্রী প্রতাপচন্দ্র মজুমদার।
সহকারী সম্পাদক।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের টুকীভিত্তিক অনু-
যায়ী উপাসনা কার্য সম্পাদকের জনো
শ্রীযুক্ত বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ডাক্তার সম্পা-
দকার কার্যে নিযুক্ত করা গেল এবং দ্বিতীয়
টুকী-সম্পত্তি তাঁহার হস্তে অর্পিত হইল।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের
সহায়তার নিমিত্ত শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ
পাকড়াশী মহাশয়কে সহকারী সম্পাদকের
পদে নিযুক্ত করিলাম।

শ্রী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের টুকী।

ব্রাহ্মধর্ম প্রচার উদ্দেশে কলিকাতা
ব্রাহ্মসমাজের দান সংগ্রহের জার শ্রীযুক্ত
প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়েব প্রত অর্পিত
হইল। তিনি দাতাদিগের অতিমম্ন প্রার্থনা
ব্রাহ্মধর্মের প্রচার কার্যে তাহা ব্যয় করি-
বেন। যাহারা ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা ক-
র্যেব ব্যয় নিকাহ নিমিত্ত দান করিতে ইচ্ছা
করেন, সেই দান তাঁহার শ্রীযুক্ত বিজেন্দ্রনাথ
ঠাকুরের নিকটে প্রেরণ করিবেন।

শ্রী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের টুকী।

আগামী ১১ মাঘ সোম বার অপরাহ্ন
৭ ঘটিকার সময়ে কলিকাতা পঞ্চত্রিংশ
সাপ্তাহিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক। ব্রাহ্মগণ
প্রধান আচার্য্য শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
মহাশয়ের ভবনে আগমন করিয়া ব্রাহ্মোপা-
সনা করিবেন।

শ্রী বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সম্পাদক।

যাহারা ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ পু-
স্তক রাখিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বিজ্ঞাপন দেওয়া
বাইতেছে যে, আগামী ১১ মাঘ অবধি সেই সকল
পুস্তক বিক্রয়ের সুলা হইতে চতুর্থাংশ কমিসান ল-
ওয়া বাইবে। যাহারা অনুবিধা বোধ করেন, বর্ত-
মান পৌষ মাসের মধ্যে যথ পুস্তক লইয়া বাইবেন।

শ্রী অযোধ্যানাথ পাকড়াশী।
সহকারী সম্পাদক।

আগামী ১৯ পৌষ শুক্রবার বহরমপুর ব্রাহ্ম
সমাজের সাপ্তাহিক সভা হইবেক।
বহরমপুর ব্রাহ্মসমাজ। } শ্রী নরীন্দ্রনাথ বসু।
১৭৮৬ শক। } সম্পাদক।

উক্ত।

ভবানীপুর ব্রহ্ম-বিদ্যালয়।

প্রধান আচার্য্যের উপদেশ।

দ্বিতীয় সংখ্যা।

১০ টৈবশাখ ১৮৬৬ শক।

ব্রাহ্ম ধর্মের প্রথম বাক্যের ভাষ্যপর্বোক্তেই এই আশ্রমে সকলের আত্মাতেই ব্রহ্মের অনন্ত-মঙ্গল-ভাব অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিত আছে। ভোমরা দীর্ঘ দীর্ঘ আত্মাতে অনুশ্রবণ করিলেই অনন্ত-স্বরূপ মঙ্গল-স্বরূপ ইশ্বরের পরিচয় প্রাপ্ত হইবে। অতএব অনন্ত-দৃষ্টি দ্বারা দীর্ঘ আত্মাতে অগ্রে দেখ। সাধারণ মনুষ্য জাতির মধ্যেই আত্ম-জ্ঞান আছে। আমি যে আছি, এ জ্ঞান মনুষ্য জাতেরই আছে। আত্ম-জ্ঞান থাকতেই আত্মার অস্তিত্ব বুঝিতে পারিতেছি। আমি কিছুই ন'হ, এই বাস্তব বিষয়-সকলই ভাবও, তবে ইহারদিগকে দেখিতেছে কে? যে দেখিতেছে, ও বাহ্যকে দেখিতেছি, ইহারা পরস্পর অস্তিত্ব ভিন্ন। যে দেখিতেছে, সে আমি; আর বাহ্যকে দেখিতেছি, সে এই প্রাচীর। যে আপনাকে না জানে, সে পরকে কি প্রকারে জানিবে? পরকে জানিবার সঙ্গে সঙ্গেই আপনাকে জানা যায়। আত্মার সহজে এই শরীরও পর। আত্মা যখন এই শরীর হইতে উৎক্রমণ করে, তখন এই শরীরেতে আর এই প্রাচীরেতে বিশেষ কি থাকে? তখন এই শরীরও প্রাচীরের ন্যায় নি-শ্চয় হইয়া যায়। শরীরে নিমগ্ন হইয়া প্রথমে দীর্ঘ আত্মাতে দেখ, সকল সত্যের মূল পত্তন দেখিতে পাইবে; তাহাতে পরমাত্মার উজ্জ্বল-মঙ্গল-ছবি দেখিতে পাইবে। ব্রহ্ম-জ্ঞান-রূপ যে স্বর্গীয় অগ্নি সকলের হৃদয়ে নিহিত আছে, সেই অগ্নিই আত্মার জ্যোতি। সেই আত্মার জ্যোতিতে অনন্ত-দৃষ্টি দ্বারা দীর্ঘ আত্মাকে দেখিলে তাহাতে পর-মাত্মার অনন্ত-মঙ্গল-ভাব দেখিতে পাইবে। সেই অনন্ত-মঙ্গলভাবই অবিনশ্বর অক্ষর। সকলের আ-ত্মাতেই ব্রহ্মের অনন্ত-মঙ্গল-ভাব অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিত আছে, সকলেরই হৃদয়ে ব্রহ্ম-জ্ঞান-রূপ স্বর্গীয় অগ্নি প্রজ্বল্য ভাবে নিহিত আছে; অন্ত-বাহ্যে বিক-রূপ কার্যের আলোচনা দ্বারা সেই অগ্নিকে প্রকট করিলেই আত্মাতে পরমাত্মার অবিনশ্বর-মঙ্গল-বৃত্তি ভোমরাদের জ্ঞান-বোধের প্রত্যক্ষ হইবে। যে আপনায় আত্মাতে পরমাত্মার পরিচয় না পাইল, সে অনন্তের কথাতে ভ্রান্তি বুঝিবে। এখি অনন্তেরই আপনায় আপনায়

আত্মাতে পরমাত্মার অনন্ত-ভাব পাঠ করিতে হইবে। আমি ভোমরাদের নিকটে আত্মার আ-শ্রয় পরমাত্মার পরিচয় করিয়া দিতে চেষ্টা করি-তেছি; ভোমরা নিক্তে নিক্তে দীর্ঘ আত্মাতে ভা-হার পরিচয় না লইয়া কেবল আমার কথার উপরে নির্ভর করিবে না। যখন নিবিশ্ট হইয়া আত্মা দ্বারা আত্মাতে দেখি, তখন দেখি, যে সে পরিমিত আত্মা, সে আমার এক অনির্দেশ্য পুরুষের নিয়ন্তের পরন্তর হইয়া কর্ম করিতেছে। কোন আত্মা কিছু আপনি সংকল্প করিয়া এ পৃথিবীতে আইসে নাই, সে চির কাল এখানে থাকিবার ইচ্ছা করি-লেও শত বৎসরের অধিক থাকিতে পার না। যিনি আমারদিগকে ক্ষুধা তৃষ্ণা দিবার পূর্বে অন্ন পানের বিধান করিয়াছেন, যিনি চক্ষু দিবার পূর্বে সূর্য্য চন্দ্রকে অহোরাত্রের প্রদীপ করিয়াছেন, তিনি জন্ম-বিহীন মহান আত্মা। সেই অনন্ত পূর্ণ পু-রুষের কৃপাতে আমরা জীবন পাইয়া তাঁহারই আশ্রয়ে নিয়ত বাস করিতেছি। তাঁহারই শা-সনে আমরা পুণ্য পাপের বধা উপযুক্ত দণ্ড পুর-স্কার লাভ করিয়া দিন দিন সমুন্নত হইতেছি। যিনি জ্ঞানেতে পরিপূর্ণ, তিনিই আমারদের পরিমিত আত্মাতে জ্ঞান প্রেরণ করিতেছেন; যিনি পূর্ণ-মঙ্গল-স্বরূপ, তিনিই আমারদের আ-ত্মাতে ধর্ম-ভাব, পুণ্য ভাব, সাধু-ভাব, প্রেরণ করিতেছেন। সর্বশক্তিমান পুরুষই আমারদের আত্মাতে এখনকার কর্মোপযোগী শক্তি সংযুক্ত করিয়াছেন। এই প্রকারে আমরা আপনায় আ-ত্মাতে পরিমিত জ্ঞান, পরিমিত শক্তি, পরিমিত সাধু ভাব দেখিয়া সেই অপরিমিত মঙ্গলময় পূর্ণ পুরুষকে উপলব্ধি করি। এই পরিমিত আত্মা এক সময়ে ছিল না; কিন্তু জন্ম-বিহীন পরমাত্মা সকল সময়েই আছে। যিনি এই আত্মাকে প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি নিজে প্রকাশ। যিনি আ-ত্মাকে এই সংসার-ধর্মের নিয়োগ করিয়াছেন, তিনি আপনি কাহারো কর্তৃক নিয়োজিত হন নাই। “মচাসা কশ্চিচ্ছনিতা ন চাপিণঃ।” “ইহার কেহ জনকও নাই এবং অধিপতিও নাই।” যিনি আত্মার শুভা, পাতা, নিয়ন্তা, তিনি পরমাত্মা। যেমন ক্ষুদ্ররাক্ষসের সহজে পরমেশ্বর, যেমন ঐহিক পিতার সমক্ষে পরম পিতা, তেমনি আত্মার সহজে পরমাত্মা। আত্মা জ্ঞানেতে পরিমিত, পরমাত্মা জ্ঞানেতে অনন্ত; আত্মা শক্তিতে পরিমিত, পরমাত্মা শক্তিতে পূর্ণ; আত্মা সাধু ভাবে পরিমিত, পরমাত্মা ধর্মীও ব্রহ্ম-স্বরূপ। এই প্রকারে পরিমিত আত্মা হইতে অপরিমিত আত্মার পরিচয় প্রাপ্ত হই। যখনই দেখিলাম যে আত্মা আশ্রিত ও পরিমিত,

তখনই তাহার পবিত্র আনন্দ-রূপ আনন্দ-রূপ আশ্রয়-দাতার সংযোগ দেখিলাম। আশ্রয়কে প্রত্যাশা করিয়া আশ্রিত বসনো থাকিতে পারে না, আশ্রিতের পবিত্র আশ্রয়ের চিত্র সহজ রহিত। একদা প্রবণ করিলে, ইহার পর নিষ্কল আনন্দোচনা করিয়া দেখিলে যে এই পরিমিত আশ্রয় অন্তর্ভুক্ত আনন্দ-রূপ পরমাত্মা কি না।

“তিনি আপনায় বিস্তৃত মঙ্গল-মঙ্গল এই তাঁহা ভৌতিক পদার্থে এবং মনুষ্যের মনস-পটে প্রতিফলিত করিয়া রাখিয়াছেন।” কিন্তু তাহা দেখিলে পায় কে? তাহার পাঠক ও অদোতা কে হইতে পারে? না মন-নারীর আত্মা। সেই মঙ্গল-রূপকে আত্মা কাহার জ্যোতিতে দেখিলে পায়? তাহার আপনায় জ্যোতিতেই, আত্ম জ্যোতিতেই দেখিতে পায়। সেই আত্ম-জ্যোতি সে কোথা হইতে পাইল? এক ঈশ্বর-প্রসাদ। ঈশ্বর তাহাকে জ্ঞান-জ্যোতি দিয়া পৃথিবীর তাবৎ জীব হইতে উন্নত করিয়াছেন। সেই ঈশ্বর-প্রসাদ জ্ঞান-জ্যোতি নির্মাণ হয় কিসে? পাণ্ডা-চরণ দ্বারা, অদন্ত্য দ্বারা, কুতর্ক দ্বারা? সেই মঙ্গল জ্ঞান-জ্যোতি প্রকাশ হয় কিসে? বুদ্ধিকে, ভাবকে, চরিত্রকে সেই জ্ঞানের অনুচর করিলে। যদি বুদ্ধি, ভাব, চরিত্র সেই মঙ্গল জ্ঞানকে পোষণ করে, তবে সেই মঙ্গল জ্ঞান আবার দিন দিন উজ্জ্বল ও সতেজ হইয়া, বুদ্ধি, ভাব ও চরিত্রকে সজ্জিত ও সংশোধিত করে। পরস্পরের সাহায্যে দিন দিন জ্ঞান, বুদ্ধি; কল্পা, কার্য; সাধনাদি তীক্ষ্ণ-পারশ করে, এবং হৃদয় মন শরীর প্রশান্ত-ভাবে সমবেত হইয়া, আত্মাকে পরম লক্ষ্য জ্ঞানে উন্নত করিতে থাকে। পরম তত্ত্বজ্ঞান মনুজ্ঞান সম্পন্ন নিষ্পাপ হৃদয়ীল মহাত্মারা অনন্ত-রূপ সজল-রূপ পরমেশ্বরকে স্বীয় হৃদয় মন আত্মাতে সাক্ষ্য প্রতীতি করিয়া এবং সকলের মধ্যে তাহার উপদেশ প্রদান করিয়া ব্রহ্মবাদী হন। “ব্রহ্মবিৎ ও ব্রহ্মবাদী তত্ত্বাব জন্মে দেশ-মিশ্রণ কি কাল-বিশেষ কি জাতি-বিশেষের জ্ঞান পোকা নাই। সকল দেশীয় ব্রহ্মবাদীদিগেরই ব্রহ্ম-বিষয়ে উপদেশ দিবার অধিকার আছে।” তা-রতবর্ষের পূর্বতন ব্রহ্মবাদীদিগের জ্ঞান-রসে আ-নারদের আশ্রয়; আমরা ধর্ম-বিষয়ক উপদ্রুত ধর্ম পন্থী। সেই ধর্ম আনারদের শরীর পন্থা এবং তাহা আরা আনারদের পিতৃ-পুত্র হইতে অ-পর্যাপ্ত লাভ করিবার; তাহা অন্য কোরি, কা-রির নিকট হইতে তিক্ত করিতে হইবে না। এই তাবতবর্ষ ধর্মের আদর্শ স্থান। বৈদিক ধর্মের ন্যায় পূর্বতন ধর্ম আর কোন দেশে, আর কোন জাতিতে নাই। পৃথিবীতে প্রথম বৈদিক ধর্ম

ধর্মেরই আবির্ভাব। ভারতবর্ষের সকল সাধু হৃদয় হইতে যে আদর্শের পুরা কালে, যেন-যেন-রূপক বিনির্গত হইয়াছিল; সে কালে আর-কোন দেশ অজান-অজ্ঞানে আত্মত ছিল। হৃদয়ের রচনা প্র-থমে এই তাবতবর্ষেরই হয়, এবং প্রথমেই সেই পবিত্র রচনা ধর্ম-ফল-দাতা ঈশ্বরের চরণেই অ-র্পিত হয়। ঈশ্বর তারত-ভূমিকে ধর্মের আকর-স্থান করিয়াছেন, তাহার অগণা রত্ন-রাজি এখনো নিঃশেষিত হয় নাই। যেমন উত্তর হিমালয় তা-রত ভূমির, যেমন দক্ষিণ লাক্ষ্য তারত-ভূমির, যে-মন গঙ্গা নদী তারত ভূমির; তেমনি বেদ ঈশ-নিষদও তারত ভূমির, তেমনি পুরাণ উপপুরাণও তারত ভূমির। ধর্ম বইয়া তারতবর্ষে বহু আ-শ্রয় হইয়া গিয়াছে, এত আর কোথাও হয় নাই। তারতবর্ষীদিগের ধর্ম-বিষয়ে ঐতিহাসিক অনুরাগ। এখানকার সকলে ধর্মকে যেমন পবিত্র তা-বে দেখিতে পায়, সে পরিমাণে আর কোন দেশের নোকেই পায় না—ধর্মেরই এমন প্রভা, ঈশ্বরেরই এমন নির্ভর, আর কোথাও নাই। তা-হারা ধর্মই প্রতিষ্ঠা করক, ব্রহ্মই বয়ন করক, কোন স্থানেই বা গমন করক, সিজি-দাতা। বি-ধাতা পুরুষকে অগ্রে গ্রহণ করিয়া সকল কর্ম আ-রম্ভ করে। তাহারা সামান্য পত্র লিখিবারও পূর্বে ঈশ্বরকে বিদ্রুত হয় না; ঈশ্বরের নাম লিখিয়া পরে পত্র লিখিতে আরম্ভ করে। যে দেশে ধ-র্মের তাব অধিক নাই, তাহারা ইহার ধর্ম কি-ছুই বুঝিতে পারে না; সেদের আদর্শ অবস্থা হইতে এই প্রকার ধর্মের তাব চলিয়া আসিতেছে। এক এক বিষয়ে এক এক জাতি গণ্য হয়; কেহ যুদ্ধে, কেহ বাণিজ্যে, কেহ শিল্প-শাস্ত্রে, কেহ বা ধর্ম-তত্ত্বে। তারতবর্ষের যদি আর কিছুই নী থাকে, তাহাও এ ধর্ম তা-বে সকলের প্রেত হই-য়াছে। তারতবর্ষীদিগের জীবনের লক্ষ্য ও ব-র্তীত ইহার অধিকতর প্রমাণ দিতেছে। আমরা অন্য জাতির নিকট হইতে রাজকার্যের, শিল্প-শাস্ত্রের, বাণিজ্যব্যবসায়ের, শাস্ত্র-বিদ্যার উদ্ভূত শিক্ষা লাভ করিতে পারি, কিন্তু ধর্ম-বিষয়ের শি-ক্সা নিমিত্তে অপর জাতির সাহায্যের কিছু লাভ প্রয়োজন নাই। অতএব তারতবর্ষের পূর্বতন ব্রহ্মবাদী কবিরা ব্রহ্ম-বিষয়ে যে সকল বর্ণনা কর-ক ও আত্ম-প্রভার দ্বিত্ব লক্ষ্য উপদ্রুত করিয়া লি-খিয়াছেন, তাহাই আমরা বহু করিয়া মানি এবং তাহাই এই প্রকাশের প্রথম ধর্ম-ব্রহ্মবিদ হ-ইয়াছে। ঈশ্বর বিদ্যার ধর্ম-ব্রহ্ম-প্রভার দ্বিত্ব-পাত্র হইতে ব্রহ্মবাদীর উপদেশসকল সত্য হইয়াছে। বহু ভেদময় এই ব্রহ্মবাদ-রূপ ধর্ম-প্রভার প্রকাশ করিতে, তাহাই ইহার আদর্শিক আ-

পূর শোভা দেখিয়া আনন্দে উৎকর্ষ হইবে এবং
কবরের অন্ধত্ব দূর্য্য কর্ত্তব্য করিতে থাকিবে।

THE VOICE OF GOD IN THE SOUL OF MAN.

There is something sublime in that trusting faith which reaches us through all ages and from all nations, asserting God's positive presence and controlling power. "The Lord spake unto me." "The Lord commanded me," &c. The recognition of this actual presence of God has sprung from no external faith, but from an interior recognition of a power within the soul, that was superior to all external commands. It was the sign of the divine life expressing the divine presence.

Philosophy and reason have both come and questioned this faith. What! is God the Infinite speaking to man the finite? Is there any possibility that the life of worlds and universes of worlds individualizes itself, and interferes with the trivial affairs of so insignificant an atom as a man, and with his relations to his fellow man? But philosophy and reason in questioning us do not entirely silence the interior sense of a life, a presence, a power, a oneness in and of what is termed God. Sometimes the spirit in its moments of exaltation recognizes its part and presence within the infinite, and thus knows itself closer to God than to any individual spirit in the universe; but these moments do not satisfy the heart, which calls upon reason and upon philosophy to bring the positive presence of God before the spirit, either as a life or an interior power, or an outward agent individual and supreme.

There is within man a sense, if we may so term it, or a spiritual consciousness, of the divine. It is sometimes scarcely active, but it is always existent. It is a feeling through the myriad channels of life, a bond, a union, a reception of that universal life and that infinite presence which it terms God.

From the highest to the lowest, in living threads of light the presence extends, and man speaks within himself to God, and yet that inward voice reaches through all space and time, for it is life within wed to life without that impels the thought, and that thought vibrates as it goes out, and is an actual power in the universe.

Then prayer to God is an aspiration, an inward sense of an upward destiny. It is the heart's testimony of immortality, of an undying life and an eternal progress. But prayer for special good must have finite means of answer, and thus every aspiration reaches some spirit that with loving thought endeavors to respond, and to pour back not only an answer of life, but so to change the relations of man to man that the good sought shall be gained.

This answer comes as an evidence of infinite love and so the heart says, "God hears me." "I know that I have a Father who is close by my side." It is this inward recognition of spiritual aid that has given to the world such proofs of an actual God—that the idea often becomes individualized and limited. The religious world places Christ between the Infinite and the finite, and he becomes an ever-present individual, so that God is only a name but not a necessity. The irreligious world puts the interior self-hood as the only power of existence and God is not much cared for. The Spiritualist places the spirit-world as the active agency of life and makes God as an incomprehensible infinity, that need not be sought and cannot be recognized. The mediation or coming between the highest and lowest of some positive presence has been made necessary because of the intellectual conception of God as infinitely high, infinitely pure and holy, and thus unapproachable. But the wisest of intelligences can never fully satisfy the spiritual life within man. It knows itself like every other soul except in degree, and it turns from highest Christ and from most exalted angel to that which Christ and angel also turn unto. It is then positively affirmed by the aspiration of the spirit itself that it individually holds its close bond to God, and receives in its inner life testimony of him, even as do the higher intelligences of heaven.

We must then seek God in our own soul, because it is within ourselves that we find the termination, in our individual consciousness, of those threads of divine life that reach out and bind us to the infinite universe and to the infinite God.

Theodore Parker says of himself, "When a little boy in petticoats in my fourth year, one fine day in spring my father led me by the hand to a distant part of the farm, but soon sent me home alone. On the way I had to pass a little pond-hole, then spreading its waters wide; rhodora in full bloom—a rare flower in my neighborhood, and which grew only in that locality—attracted my attention and drew me to the spot. I saw a little spotted tortoise sunning himself in the shallow water at the root of the flowering shrub. I lifted the stick I had in my hand to strike the harmless reptile; for though I had never killed any creature, yet I had seen other boys out of sport destroy birds, squirrels, and the like, and I felt a disposition to follow their wicked example. But all at once something checked my little arm, and a voice within me said clear and loud, 'It is wrong.' I held my up-lifted stick in wonder at the new emotion—the consciousness of an involuntary but inward check upon my actions—until the tortoise and the rhodora both vanished from my sight. I hastened home and told my mother, and asked what was it that told me it was wrong. She wiped a tear from her eye with her apron, and taking me in her arms, said: 'Some men call it conscience, but I prefer to call it the voice

of God in the soul of man. If you listen and obey it, then it will speak clearer and clearer, and always guide you right; but if you turn a deaf ear or disobey, then it will fade out little by little, and leave you all in the dark and without a guide. Your life depends on heeding this little voice.' She went her way, careful and troubled about many things, but doubtless pondered them in her motherly heart; while I went off to wonder and think it over in my poor childish way. But I am sure no event in my life has made so deep and lasting an impression on me."

This "voice of God in the soul of men" is proof of the divine life that awaits every spirit. It is the recognition of a destiny that can never be achieved until purity, and right, and holiness shall prevail.—From the Herald of Progress.

বিজ্ঞাপন।

ধর্মতত্ত্ব-মাসিক পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রচারিত হইয়াছে। ধর্মনীতি; ধর্মতত্ত্ব; সামাজিক উন্নতি; ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি; নীতিগত আখ্যায়িকা; সাধুদিকার জীবন; বেদ পুরাণ বাইবেল কোরাণ প্রভৃতি ধর্ম পুস্তক হইতে সভ্য ধর্ম প্রতিপাদক ভাষা; এই সমুদায় এ পত্রিকার লেখ্য বিষয়। দ্বিতীয় অগ্রহায়ণ মাসিক ২১০ টাকা এবং বার্ষিক ১০ এক টাকা চারি আনা নির্ধারিত হইয়াছে। প্রতি সংখ্যার মূল্য ১০ আনা। মফস্বলস্থ গ্রাহকদিগকে ডাকের মাণ্ডল দিতে হইবে। গ্রাহকে মহাশয়ের কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে অনুসন্ধান করিলে অথবা নিম্ন-লিখিত শিরোনাম দিয়া পত্র লিখিলে প্রাপ্ত হইবেন।

ধর্মতত্ত্ব সম্পাদক।
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ।

প্রবন্ধ পুরস্কার।

নিম্ন লিখিত প্রবন্ধ রচনার জন্য, রোহিল গণ্ডের অন্তর্গত বের্লিনের মিউনিসিপাল কমিটি তিন শত টাকা পুরস্কার দিবেন এই প্রবন্ধ ইংরাজী অথবা কোন ভারতবর্ষ প্রচলিত ভাষায় লিখিত হইবেক।

প্রবন্ধ।

"ভারতবর্ষীয় বালিকাগণের বিদ্যালয়" এবং "ভারতবর্ষীয় ও প্রান্তরদেশের উদ্ভূত উপায়।" পরন্তু প্রবন্ধে নিজ নাম স্বাক্ষর না করিয়া ধর্ম চিন্তামাত্র লিখিতে হইবেক। এবং প্রেরণ করণের উক্ত চিঠি সহস্রাংশ এক অক্ষিত আবরণে রচয়িতার নাম ও নামের পরিচয় প্রদান করিতে হইবেক।

প্রবন্ধ লেখক আগামী ১৩ মার্চ তারিখের পূর্বে, ডাকের মাণ্ডল দিয়া, রোহিল গণ্ডের অন্তর্গত বের্লিনের মিউনিসিপাল কমিটির কেবলারী নিকট পাঠাইতে হইবে।

বের্লিন

৩০ এ আগস্ট। ১৮৬৪ খৃঃ

ডবলিউ. এম. এডওয়ার্ডস
করম গ্রাহক-এ-খাতিরক্ষক।

আগামী ১৩ ই অগ্রহায়ণ রবিবার অপরাহ্ন ৪ ঘটিকার সময় কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় ভল গৃহে সাধারণ প্রতিনিধি সভার দ্বিতীয় অধিবেশন হইবেক। প্রতিনিধি মহাশয়েরা তৎকালে সভায় উপস্থিত হইয়া কার্য সম্পন্ন করিবেন।

কলিকাতা।
৪ অগ্রহায়ণ ১৭৮৩
শ্রী কেশবচন্দ্র সেন
প্রতিনিধি সভার
সম্পাদক।

সাধারণ প্রতিনিধি সভার জন্য কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধি নিযুক্ত করণোদ্দেশে আগামী ১৩ ই অগ্রহায়ণ রবিবার অপরাহ্ন ৩ ঘটিকার সময় কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় ভল গৃহে বিশেষ সভা হইবে। ব্রাহ্মসমাজেরা তৎকালে সভায় উপস্থিত থাকিয় উক্ত কার্য সম্পন্ন করিবেন।
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ
৪ অগ্রহায়ণ ১৭৮৩ কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের
সম্পাদক।

নিষ্পত্তি পত্র।

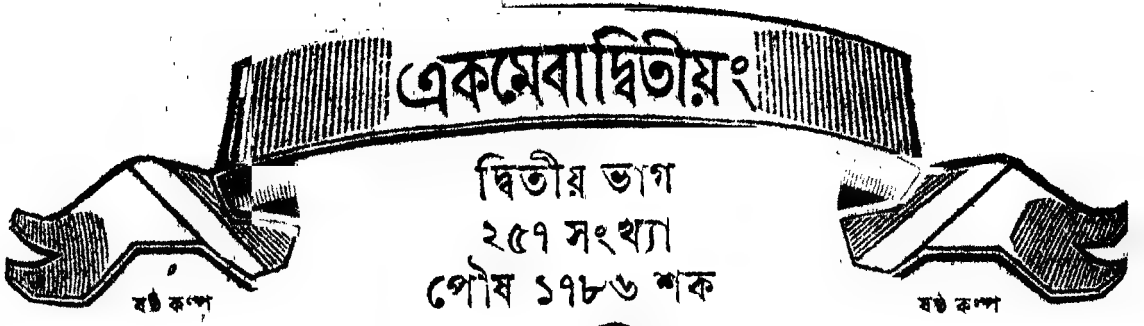
পৃষ্ঠা

ইন্ডের লিখিত জগতের সঞ্চ	১১৩
থিয়োডোর পার্করের পত্র	১১৫
ডুইড মত	১১২
রাজতরঙ্গিনী	১২৩
ঐখ্যা	১২৩
তনানী পুর ব্রাহ্মবিদ্যালয়ের উপদেশ	১২৫
ইংরাজি	১২৭

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য নিকপণ।

অগ্রহায়ণ মূল্য (কলিকাতার জন্য)	৩
" (মফস্বলের জন্য)	৩০
মাসিক মূল্য	১০
এক খণ্ড	১০

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা নগরে বোদ্ধা-সংকলিত ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোগের অধস্তানদের প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। ১৩ অগ্রহায়ণ রবিবার সন্ধ্যা ১২:৩০ কলিকাতা ১৮৬৪।



তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রাসীদ্বান্যং তিষ্ঠনাসীতুদিতং সৰ্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিশুঃ স্বতচ্ছবিরবয়বমেক
মেবাদ্বিতীয়ং সৰ্বব্যাপি সৰ্ববিদ্যু সৰ্বজ্ঞয়সৰ্ববিৎসৰ্বশক্তিমকু সৰ্বস্বৰূপমপ্রতিমমিতি। একস্য তত্বেসাবোপাসনয়া পার্শ্ব
ত্রিকটৈরিকক শতভূততি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্যসাধনক তদুপাসনমিব।

স্যাক্সন মত।

বল্টিক সাগর, উত্তর সাগর ও রাইন নদীর তীরে জুটস্ প্রভৃতি কতকগুলি জাতি বাস করিত; স্যাক্সন জাতি তাহাদিগের অন্যতম। ইহারা কালক্রমে ইংলণ্ডেরও অধিবাসী হইয়াছিল। এই স্যাক্সন জাতি ও তৎকালের ইংলণ্ডীয় জাতি মিশ্রিত হইয়া বর্তমান ইংরাজ জাতিতে উৎপন্ন করিয়াছে।

ইহাদিগের মতে এক অনাদি অনন্ত পরমেশ্বর সকলের উপর আধিপত্য করেন। যখন সকল দেবতা সকল লোক বিনষ্ট হইবে, তখনও তিনি বিদ্যমান থাকিবেন। ইহা তিন্ন ইহারা আপনাদের স্বভাবের অনুকূপ কতগুলি দেব দেবীর কল্পনা করিয়াছিল, তাহাদিগেরই উপাসনা করিত। ইহাদের দেবতার পুরাতন রোমক ও গ্রীকদিগের দেবতার ন্যায় নিত্যস্ত কায়িক ও ছরাসা ছিলেন না বটে, কিন্তু সেই সকল দেবতার সহিত স্যাক্সন দেবতার অনেক আশেপাশে বাদৃশ্য ছিল। অধিকন্তু স্যাক্সন দেবতাদিগের স্বভাব স্যাক্সনদিগের স্বভাবের ন্যায়ই কল্পিত হইয়াছিল।

স্যাক্সনদিগের প্রধান দেবতার নাম ওডিন, ইহার আকার অতি প্রকাণ্ড; বাম হস্তে সজ্জীভূত চক্র ও দক্ষিণ হস্তে এক নিকোষ ধাড়া থাকিত। ইনি সমুদায় দেবতার জনক বলিয়া কীর্তিত হইয়াছেন এবং নিত্যস্ত ভীষণ, রক্তপাতপ্রিয়, রণোৎসাহদাতা, জয়দাতা, যুদ্ধে মৃত ব্যক্তিদিগের নিরস্ত্র ও যুদ্ধের অধিষ্ঠাতা ছিলেন, গমর সায়ী ব্যক্তিয়া ইহার সূখময় ধাম প্রাপ্ত হইত। ইহারই নামানুসারে যুগ বারের নাম ওডেনম্‌ডে বা ওয়েডেনম্‌ডে হইয়াছে। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে ইহার নামে অনেক স্থান ও গ্রামাদি আছে। কুইগা বা ফেরা নামে ইহার এক পত্নী ছিলেন। হিন্দুশাস্ত্রে কামদেবের পত্নী রতির যেরূপ বর্ণনা আছে, ফেরাও প্রায় সেই রূপ ছিলেন।

হিন্দুদিগের পবন দেবের ন্যায় ধরনামে স্যাক্সনদিগের এক দেবতা ছিলেন; ইনি বাত্যা ও জলোচ্ছ্বাসের কর্তা। ইহার মস্তকে নক্ষত্র চক্র থাকিত, ইনি আমাদের কৃষ্ণের ন্যায় গদাধর ও ইস্ত্রের ন্যায় বস্ত্রধরও ছিলেন। ইহার গদা এখন গুরুতর ও

বুঝে যে, দশ জনের মূর্তি তাহা বহন করা
সাহিত না। এই গদা দশ প্রকৃতিত অন-
লের ন্যায় উত্তপ্ত থাকিত। একদা থর দেব
নিদ্রায় অভিভূত হইয়া আছেন, এমন স-
ময়ে অশুরগণ সেই গদা অপহরণ পূর্বক
স্বদেশে লইয়া গিয়া মূর্তিকার চারি ক্রোশ
নিম্নে লুকাইয়া রাখিল। দেবগণ তাহা
জানিতে পারিয়া তাহার পুনঃপ্রাপ্তি বিষয়ে
অনন্যগতি হইয়া কেয়া দেবীর সহিত প্র-
ধান অশুরের বিবাহের প্রস্তাব করিয়া অ-
শুরদিগকে কহিলেন, সেই অপহৃত গদা
কন্যার পণ স্বরূপ প্রদান করিতে হইবে।
অশুরেরা তাহাতে সন্মত হইল। যখন
অমৃত বিভাগের সময়ে বিষ্ণু মোহিনীর
বেশ ধারণ করিয়া অশুরগণকে মোহিত
করিয়াছিলেন, সেইকপ থর দেব কেয়া দে-
বীর বেশ ধারণ করিয়া বিবাহ সম্ভার উপ-
স্থিত হইলেন। অনন্তর ভোজনের আরো-
জন হইল। কপট কেয়া দেবী একটি রুমত
ও আটটি রুহৎ রুহৎ ৩৩শা অনায়াসে উদ-
রসাৎ করিলেন। তদর্শনে অশুরগণ
সাতিশয় চমৎকৃত হইয়া উঠিল। অতঃপর
অশুরপতি গাণিপ্রহরের অভিলাষে বর
বেশে কেয়া দেবীর সন্নিধানে উপস্থিত হই-
লেন, কিন্তু কন্যার ভরসার ঘূর্ণমাণ লোচন
দয় দেখিয়া তরে পশ্চাৎ ভাগে অপস্থত
হইলেন। অমনি থর দেব নিজ মূর্তি
ধারণ করিয়া গদা লইয়া গাত্রাশ্রয়ে অশুর-
গণকে আক্রমণ পূর্বক সংহার করিলেন।
থর দেবের মদ্য পানের শক্তিও অতি
মদ্যুত। অশুরগণের একটি অস্তি রুহৎ ও
অতি গভীর পান পাত্র ছিল। একদা
তাহারা সেই পাত্র মধ্যে পূর্ণ করিয়া থর
দেবকে পণ পূর্বক পান করিতে কহিল।
থর দেব তাহার কিশোরাত্ম পান করিয়াই
ক্রান্ত হইয়া পড়িলেন, সামান্যসারে চেত

করিয়াও সমুদায় নিঃশেষ করিতে পারিলেন
না, তাহাতে তিনি অতিমাত্র অশ্রুত
হইলেন। পরিশেষে প্রকাশিত হইল যে
অশুরেরা ঐ পান পাত্রের নিম্ন দেশে ছিড়
করিয়া তাহার সহিত সমুদ্রের যোগ করিয়া
দিয়াছিল। থর দেব কেবল যে ঐ পান-
পাত্রের সমুদায় মদ্য নিঃশেষ করিয়াছিলেন
এমত নয়, সমুদ্রের লবণাস্ত্রও কতিপয় হস্ত
পর্যন্ত পান করিয়াছিলেন। পূর্বে উল্লি-
খিত হইয়াছে যে থরদেব বহুধরও ছিলেন।
এই নিমিত্ত তাহার নামানুসারেই বজ্রের
নাম থর বা থণ্ডর বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে।
এবং তাহারই নামানুসারে সপ্তাহের পঞ্চম
দিবসের নাম থর্সডে হইয়াছে।

ওডিন ও থর ভিন্ন আরও নয় জন দে-
বতা ছিলেন। বাল্ডর আলোকের দেবতা,
টীর বীরগণের দেবতা, ব্রাগ্‌কবি ও বাগ্মী-
দিগের দেবতা ও হেমডাল স্বর্গ দ্বারের ও
ইন্দ্রবন্ধুর দেবতা ছিলেন। স্যাক্সনেরা
এই একাদশ দেব ও ইহাদের পত্নী একাদশ
দেবীর উপাসনা করিত। এতদ্ভিন্ন অনেক
উপদেবতাও ছিলেন। মনুষ্যের সৌভাগ্য,
ভূভাগ্য ও মৃত্যুকাল নির্ণয়ের ভার তিনটি
উপদেবীর উপর সমর্পিত ছিল। বাল্কির
নামে তিনটি উপদেবী স্বর্গের পরিচারিকা
ছিলেন; ইহারা ওডিন দেবের আজ্ঞাক্রমে
যুদ্ধ-স্থলে যোদ্ধাদিগের জয় পরাজয় দান ও
প্রাণ রক্ষা বা প্রাণ হরণ করিতেন। পাপের
অধিষ্ঠাত্রী দেবতা লক্‌, তাহার সাতিশয়
সৌন্দর্য্য ছিল; কিন্তু অতিশয় মূর্খ, হিংসাপ-
রবশ দেব ও মানবগণের অতিকুলচারী ও
নিভাস্ত অবাধ্য বলিয়া তাহাকে দেবগণ এক
গিরিগুহায় রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন।
নরকের অধিষ্ঠাত্রী হীলা দেবী, কেয়র্স
নামক বৃক্‌, একাধি সর্প ও অশুরগণও
পাপপুরুষদিগের মধ্যে পরিগণিত ছিলেন।

স্যাক্সনদিগের স্বর্গের নাম বালহালা। স্বভাবতঃ যুদ্ধাশুরাগী স্যাক্সনেরা যুদ্ধকেই পরম সুখ-সাধন বলিয়া গ্ৰহণ করিত। সুতরাং তাহাদের স্বর্গও সেই প্রকার সুখেই পরিপূর্ণ ছিল। তাহারা মনে করিত, বালহালা-গত বীরগণ দিবাভাগে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া পরস্পর আঘাতে পরস্পরকে ক্ষত বিক্ষত করে, দিবারমানে সহসা সেই সকল ক্ষত শুদ্ধ হইয়া যায়। তৎপরে তাহারা স্কিম্নর নামক অক্ষয় বরাহমাংস ভোজন ও শত্রুগণের মস্তকনির্মিত পানপাত্রের মদ্য পান করত পরমোন্মত্ত সন্তোষ করিতে থাকে। স্যাক্সনদিগের নরকের নাম নিক্লাইম; পাতালবাসিনী ছিল। দেবী তাহার অধিষ্ঠাত্রী; তাহার আকার ও দৃষ্টিক্ষেপ অতি ভয়ঙ্কর, তদদর্শনেই সকলের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। জলপ্রপাত দ্বারা সেই নরকে প্রবেশ করিতে হয়। তথাকার গৃহ-সকল পরিহাপনয়, বিপণি সকল চুক্তিফর্ময় এবং পরিচারকগণ নিতান্ত দাঘ স্ত্রী ছিল।

এই স্বর্গ নরকের সুখ চূড়ান্ত চিরস্থায়ী নয়। অসংখ্য বৎসরের পর মহাপ্রলয় উপস্থিত হইবে; স্বর্গে ও পৃথিবীতে ভীষণ লক্ষণ-সকল দৃষ্ট হইতে থাকিবে; পাপাশ্রয়ী মুক্তি লাভ করিবে; তাহাদিগের আক্রমণে কতিপয় দেবতা বিনষ্ট হইবেন, কতকগুলি দেবতা পরস্পর আহত হইয়া কালক্রমে প্রবেশ করিবেন; দেবগণের জনক ও অধিপতি ওডিন দেহও পক্ষত্ব পাইবেন। এক প্রচণ্ড অমল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে; তাহার বালহালা, নিক্লাইম প্রভৃতি সমুদায় জগৎ ভস্মাবশেষ হইবে। ইহকাল সেই অনাদি অনন্ত পরমেশ্বর বর্তমান থাকিবেন। অতঃপর বালহালা অপেক্ষা সহস্রগুণ উৎকৃষ্ট এক মৃতন স্বর্গ ও নিক্লাইম অপেক্ষা সহস্রগুণ কষ্টপ্রদ নাম-

ট্রাণ্ড নামক এক মৃতন নরক হইবে। তখন মানব জাতি স্ব স্ব কর্মানুসারে স্বর্গে বা নরকে নিক্ষিপ্ত হইবে।

দেবতাদিগের গুণ-স্তব ও তাঁহাদিগের নিকটে বলিদান স্যাক্সনদিগের উপাসনা ছিল। উপাসকদিগের গাত্রে উৎকৃষ্ট বলিররক্ত প্রোক্ষণ করা হইত। সময় বিশেষে নর বলিদানের প্রথাও প্রবর্তিত ছিল। সাধারণের শুভোদ্দেশ্যে বহুসংখ্যক বন্দী ও দাসকে বলিদান করা হইত। রাজারা যুদ্ধের সময় জয় লাভ বা রোগের সময় আরোগ্য লাভ করিবার নিমিত্ত নিজ নিজ সন্তানকে বলিদান করিতেন। স্যাক্সনদিগের এই প্রকার গাঢ় সংস্কার ছিল যে, নরবলি প্রদান না করিলে মৃত্যুর পর স্বর্গ-লাভের সম্ভাবনা নাই। এই নিমিত্ত তাহারা দুর্ভাগ্য বন্দীকে বলিদান দিয়া স্বর্গের দ্বার উন্মোচিত রাখিত। আলস্য ও ভীকৃত্য স্যাক্সনদিগের একান্ত বিদ্রিষ্ট ছিল; ঐ দুটিকে তাহারা উৎকট পাপ বলিয়া গণনা করিত। তাহাদের বিশ্বাস ছিল, কাপুরুষ ও অলস ব্যক্তি কখনই স্বর্গ প্রাপ্ত হইবে না, শুভ্রত, নিরয়গামী হইয়া নিরতিশয় যন্ত্রণা ভোগ করিবে।

অস্ত্রধারণ ও অশ্বারোহণ করিলে বিশুদ্ধতা বিনষ্ট হইবে এই অতিপ্রায়ে স্যাক্সন রাজকদিগের উচ্চ অত্যন্ত নিষিদ্ধ ছিল। স্ত্রীলোকেরা দৈববাণীপ্রকাশক বলিয়া স্যাক্সনেরা তাহাদের সবিশেষ সম্মান করিত। কখন কখন রাজকুমারীরা ধর্মযাজিকা হইতেন ও লোকদিগকে দৈববাণী অবগত করতেন। এদেশের অনেক লোকে যেমন সর্পের মস্ত্রে, ভূতের মস্ত্রে ও ডাকিমীর মস্ত্রে অদ্যপি বিশ্বাস করিয়া থাকে, স্যাক্সনেরা সেইরূপ মস্ত্রের প্রতি সবিশেষ আস্থা প্রদর্শন করিত। তাহারা বোধ করিত, মস্ত্রবলে ইচ্ছামত শুভাশুভ সংঘটন করা

যাইতে পারে। কর্মকর্তেরা যখন বা বর্ষ নির্মাণ কালে বিশেষ বিশেষ বস্ত্র পাঠ করিলে সেই বস্ত্রের আঘাত অনিবার্য ও সেই বর্ষ নিত্য অত্যন্ত হয়। কোন মস্ত্রে বাত্যা ও জলোচ্ছ্বাস এবং কোন মস্ত্রে তাহা নি-
বারণ হয়, এই সংস্কার থাকিতে স্যাক্সনেরা যোরতর অটিকার সময়েও পোতারোহণ পূর্বক দেশ লুকন প্রভৃতি দয়্যার্ত্তি করিত। ডাকিনী আছে বলিয়াও তাহাদের অত্যন্ত বিশ্বাস ছিল। অদ্যাপি ইউরোপের স্থানে স্থানে ডাকিনী বিশ্বাসের কথা শুনিতে পাওয়া যায়।

স্যাক্সনেরা বায়ুর গতি আকাশের রূপ, পক্ষিগণের গমন ও শব্দ এবং উৎসৃষ্ট ব-
লির অস্ত্র দ্রৌক্ষণ দ্বারা ভাবী শুভাশুভ নির্ণয় করিত; সমাধি ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তি-
দিগকে মনোধান করিয়া অতিলম্বিত বিষয় জিজ্ঞাসা করিত এবং গুরুতর বিষয়ের ভাবী ফল জানিতে হইলে কোন হতভাগ্যকে খজায়াত বা জলে নিক্ষেপ করিয়া, ঐ খ-
জায়াত ব্যক্তির রক্তধারা কি কাপে নিঃসৃত হয় অথবা ঐ জল-নিষ্কৃষ্ট ব্যক্তি কিরূপে নিমগ্ন হয়, তাহা দেখিয়া ভাবী শুভাশুভ অবধারণ করিত।

থিরোডোর পার্করের পত্র।

২৫৬ সংখ্যক পত্রিকার ১১৯ পৃষ্ঠার পর।

অনন্তর আমি ধর্ম-বিজ্ঞান অনুশীলন করিবার নিমিত্ত প্রকৃত সময়ে কেম্ব্রিজের এক বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইলাম। তৎ-
কালে উন্নতশয় ইউনিটেরিয়ান সম্প্রদায়ই উহার তত্ত্বাবধান করিতেন। আমি ঐ বিদ্যা-
লয়ে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলাম, তথায় ধর্ম-
বিজ্ঞান অনুশীলন করিবার নিমিত্তকরণ বিধা আছে, তথাকার ধর্ম-শাস্ত্রাঙ্গীপকেরা

সাধারণ হৃদয়বিরকে প্রকৃত ধর্ম অনুশীলন করিতে নব্বই স্বাধীনতা প্রদান করিয়া থাকেন; আপনাদিগের পরস্পরতা স্বীকার করিতে কাহাকেই পীড়ন করেন না। তাহারা ধর্ম-বিজ্ঞানের বিষয় যে রূপ জানিতেন, সকপটে তাহারই উপদেশ প্রদান করিতেন। আপনাদিগকে সর্বত্র এবং আপনাদিগের মত অভ্যন্ত বলিয়া কদাচ প্রতি-
পাদন করিতেন না। তাহারা সকলেই মতপথের নিয়ন্তা ছিলেন; অন্যান্য সম্প্রদায় অপেক্ষা অধিকতর বিতণ্ডাবাদ করিতেন না। তাহারা ধর্ম-বিজ্ঞানে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন বলিয়া অন্যের নিকট আ-
চার্য্যাকতার ভান করিতে একান্ত পরাঙ্মুগ্ন ছিলেন। দেখিলাম ঐ বিদ্যালয়ে পূর্বতন গ্রন্থকারদিগের সকলিত ভুরি ভুরি গ্রন্থ আছে, কিন্তু ছুঁড়াগা-ক্রমে তদ্ব্যবহা জর্মনির পণ্ডিতদিগের মতন একখানিও ধর্মবিজ্ঞান দৃষ্টি-
গোচর হইল না। আমি ঐ বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া ধর্ম্যানুসন্ধানের প্রচুর স্বাধীনতা ও অবকাশ প্রাপ্ত হইলাম এবং অসাধারণ যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে ধর্ম-বিজ্ঞান অনুশীলন করিতে লাগিলাম। সে সময়ে ধর্মোপদেশকের আসন গ্রহণ করা অতি সহজ ব্যাপার ছিল, কিন্তু দেখিলাম যে স-
মস্ত লোক ধর্ম-যাকত পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, চ্যানিওই তাহারদের সকল অপেক্ষা সমধিক আধা লাভ করেন।

অনন্তর আমি ধর্ম বিষয়ক বিশেষ অ-
ভাব পরিপূর্ণ করিবার নিমিত্ত বহুতর রূপে নানা প্রকার পুস্তক পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এক্ষণে আমি সহজেই ব্যক্ত করিতে পারি যে তৎকালে উদ্দেশ্য না জানিয়া কি একর চেষ্টা করিয়াছিলাম এবং ধর্ম-যাকতের পর গ্রহণ করিবার পূর্বেই ব্যাক্রমে ক্রমে কি রূপ কয় লাভ করিয়াছিলাম।

আমি প্রথমতঃ অতিমিবেশ পূর্বক বাইবেল পাঠ করিতে আরম্ভ হইলাম—বাইবেল কি, এবং কোন্ কোন্ পুস্তক ও কোন্ কোন্ ভাষা লইয়া উহা সঙ্কলিত হইয়াছে, বাইবেলের উদ্দেশ্যই বা কি রূপ, এই সমস্ত বিষয় পর্যালোচনা করিতে আরম্ভ করিলাম। এই রূপে গুণদোষের নবিশেষ পরীক্ষা করিয়া মূল ভাষার বাইবেল অনুশীলন করিতে লাগিলাম। উহার বিশেষ বিশেষ অংশের আদিম রচনাগুলি তন্ন তন্ন করিয়া পাঠ করিলাম। এই সমস্ত আদিম রচনার মর্ম বোধ করিবার নিমিত্ত ইহুদি ধর্ম-যাজকদিগের প্রণীত পুরাতন বাইবেলের টীকা এবং খৃষ্টিয়ান আচার্যাদিগের প্রণীত পুরাতন ও নূতন বাইবেলের টীকা অনুশীলন করিতে লাগিলাম। এবং জন্মন্ গ্রন্থকার দ্বয়ের রচিত বাইবেলের গুণদোষ-বিচারক গ্রন্থ ও টীকাও পাঠ করিলাম। এই সমস্ত পর্যালোচনা করিয়া দেখিলাম, বাইবেল বিভিন্ন প্রকার গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে। এই সমস্ত গ্রন্থে যে, কোন্ সময়ে কি রূপে কাহা কর্তৃক প্রণীত হয়, তাহার কিছুই নির্দেশ নাই। যদিও কোন কোন গ্রন্থে প্রণেতার নাম নির্দিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও কোন ক্রমে বিশ্বাস-যোগ্য হইতে পারে না। বাহাই হউক, এই সমস্ত পুস্তক গ্রন্থ-প্রণয়নের চির-পরিচিত প্রণালী পরিত্যাগ পূর্বক অবাবস্থিত রূপে প্রণীত হইয়াছে। বাইবেল সঙ্কলন কালে এই সকল প্রাচীন গ্রন্থের মধ্যে যে কি নিমিত্ত কোন খানি পরিগৃহীত ও কোন খানি পরিত্যক্ত হইল, তাহা নির্ণয় করা নিতান্ত স্বকঠিন। বাইবেলের কোন কোন অংশে মতের সম্পূর্ণ বিসম্মতি লক্ষিত হইয়া থাকে। পুরাতন বাইবেল যে রূপ ধর্ম নির্দেশ করিতেছে, নূতন বাইবেলে তাহার একান্ত বিপরীত দৃষ্টি গো-

চর হয়। নূতন বাইবেলে প্রণেতাদিগের কেবল রচনা-প্রণালী ও ভাবগত বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয় না কিন্তু তাঁহাদিগের মত-বৈষম্য ও অভিপ্রায়-গত তারতম্যও দৃষ্ট হইয়া থাকে।

অনন্তর আমি বাইবেলের প্রত্যাশিত ও অলৌকিক কার্যের বিষয় পর্যালোচনা করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, কেবল ইহুদি ও খৃষ্টিয়ানদিগের মধ্যেই নানা প্রকার অলৌকিক কাণ্ড ঘটিয়াছিল। অন্যান্য সম্প্রদায় যে কি নিমিত্ত উহার কল ভোগে বঞ্চিত রহিল, তদ্বিষয়ে ঐতিহাসিক বা অন্য কোন রূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তথাচ এই প্রাকৃতিক-নিয়ম-বিরোধী অলৌকিক কার্যে সর্বগতিমান ঈশ্বরের সাক্ষাৎ হস্তক্ষেপ বিষয়ে আমি অপ্রসন্নমনে বিশ্বাস করিলাম। আমি তৎকালে ইতিহাস-ঘটিত প্রমাণের প্রণালী আলোচনা করি নাই এবং সাক্ষ্য বিষয়ে কিরূপ অনুসন্ধান করিতে হয়, তাহাও জানিতাম না, এই নিমিত্ত ঐ অলৌকিক ঘটনা সকল আমাকে নিতান্ত উদ্ভ্রান্ত করিল। প্রত্যাশিত-বিষয়ক মত কথঞ্চিৎ সিদ্ধান্ত করিয়া লইলাম—জড় জগৎ ও মনুষ্য উভয়েই ঈশ্বর আবির্ভূত হইয়া আছেন। এই বিবিধ পদার্থে তাঁহারই কার্য। তিনি এই জড় জগৎ ও মনুষ্যকে আপনার শক্তি দ্বারা পরিচালিত করিতেছেন; সুতরাং যাহার যেকোন ক্ষমতা এবং যে সেই ক্ষমতার যে প্রকার ব্যবহার করিতে সমর্থ হয়, তাহাকে তত দূর প্রত্যাদিষ্ট বলা যাইতে পারে; সত্যই বুদ্ধি-বৃত্তি এবং ন্যায়ই নীতি-বৃত্তির প্রত্যাশিত-বিষয়ক বিশেষ প্রমাণ স্বল। বাইবেলও উল্লিখিত-রূপ প্রত্যাশিত ব্যতীত অন্য প্রকার হইতে পারে না এবং উহাতে যে পরিমাণে সত্য-ও ন্যায়-নিবন্ধিত আছে, সেই পরি-

মাণেই উহাকে প্রত্যাদিষ্ট বলিয়া স্বীকার করিতে পারি। এমন কি, উহার কোন স্থলই অপ্রাস্ত্র ঐশিক বা ক্য বলিয়া হৃদয়-স্বপ্ন হয় না; কেবল এই মাত্র বলিতে পারি যে সকল সত্যই ঈশ্বরের বা ক্য।

অনন্তর আমি ইহুদি ও খৃষ্টিয়ানদিগের ধর্ম ও ধর্ম-বিজ্ঞানের যেকোন উন্নতি হইয়াছিল, তাহারও ইতিহাস অনুশীলন করিলাম। দেখিলাম, বাহ্য এক্ষণে পৃথিবী-মধ্যে অপ্রতিহত প্রভাবে আবিপত্য স্থাপন করিয়াছে, ঐ সাম্প্রদায়িক মতকে ক্রমশই নূতন নূতন পরিবর্তিত মহা করিতে হইয়াছিল। বাইবেলকে যেমন মনুষ্য-কৃত বলিয়া প্রতীতি জন্মিল, তদ্রূপ খৃষ্টিয়ানদিগের উপাসনার স্থান ঈশ্বর-রাজ্য, ওলন্দাজদিগের আপণ ও কৃষকের শস্য ক্ষেত্র অপেক্ষা অধিকতর পুণ্য স্থান বলিয়া নির্দেশ করিতে সমর্থ হইলাম না। কসত আমি বাইবেল ও ভজনালায়ের বিষয় নতই অতিনিবেশ পূর্বক অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম, ততই উহাদের অলৌকিকতা ও মজাদারতা আমার অন্তর হইতে ভিবেহিত হইতে লাগিল। আরও খৃষ্টিয়ানদিগের ধর্মবিজ্ঞানে যেকোন ধর্ম নির্দেশ করিতেই, ইতিহাস তাহার সম্যক বিপরীত।

আমি কেবল যে ইহুদি ও খৃষ্টিয়ানদিগের ধর্ম-বিজ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি-বিষয়ক ইতিহাস আলোচনা করিয়াছিলাম, একপক্ষে নহে; হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, গ্রীক ও রোমক প্রভৃতি অন্যান্য মতাদেশের ধর্ম ও ধর্ম-বিজ্ঞানের যে প্রকার উন্নতি হইয়াছিল, তাহারও অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। আমি বিশ্বস্ত ঈশ্বর-কর্তৃদেবের সহকাৰে অনেক স্থান হইতে হইতেই ঐশ্বরিক প্রমাণের সন্ধান করিয়াছিলাম। ইহা জাতিদিগের বিশেষ প্রকার ধর্ম-পুস্তক দ্বারা

হওয়া যায় না; সুতরাং গ্রীক ও রোমকদিগের কাব্য ও দর্শন শাস্ত্র আলোচনা করিয়া সেই অভাব পরিপূর্ণ করিলাম। আমি অসত্য ও বর্ষের জাতিদিগেরও ধর্মের মর্মাববোধ করিতে লাগিলাম এবং তাহারা চুপ্চাপে বিষয়ের সিদ্ধান্ত করিবার অনেক সাহায্য প্রাপ্ত হইলাম। দেখিলাম, বাহ্যদিগের বা ক্য-ক্ষুণ্ণ করিবার সামর্থ্য আছে, পৃথিবী মধ্যে এমন কোন সম্প্রদায়ই ধর্মের শৃঙ্খল হইতে উন্মুক্ত নহে।

অনন্তর আমি যত্ন সহকারে মনোবিজ্ঞান ও আত্মতত্ত্ব আলোচনা করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, ধর্মজ্ঞান মনুষ্য জাতির সাধারণ আবিষ্কার। সত্যই কি ধর্মজ্ঞান মনুষ্যের স্বাভাবিক? উহা কি মনুষ্যের আত্মাতে অবিচ্ছিন্ন রূপে বিদ্যমান রহিয়াছে? এবং মনুষ্যের উন্নতির সহিত কি উহার উন্নতি হয় না? আমি অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা দেখিলাম ধর্মজ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ ও চূরপনের। তবে আমার নায় সকল মনুষ্যই কি অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা ধর্মজ্ঞানকে স্বতঃসিদ্ধ ও অপরিহার্য বলিয়া অঙ্গীকার করে? বাইবেল ও খৃষ্টিয়ান সমাজ এই প্রশ্নের উত্তর প্রদানে একান্ত অসমর্থ। এই জন্য আমি মনুষ্যের স্বভাব সূক্ষ্ম রূপে পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলাম এবং যে উপাদান হইতে আমার ও অন্যান্য মনুষ্যের অন্তরে ধর্মজ্ঞান প্রাচুর্য হইয়া থাকে, আত্মবিজ্ঞান দ্বারা তাহা উদ্ভাবন করিতে চেষ্টা করিলাম—যে কারণ অবলম্বন করিয়া পরীক্ষা ও অতিজ্ঞতা দ্বারা কোন বিষয় সিদ্ধান্ত করিতে হয়, সেই কারণ অবলম্বন করিয়া, ধর্মজ্ঞান কোন স্থান হইতে উৎপন্ন হইতেছে, তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। ধর্ম শাস্ত্রের সামান্য সামান্য অর্থ পর্যালোচনা করিলে এ বিষয়ে পরিভ্রান্ত হওয়া যায় না। সত্যই কি ঐশ্বরিক প্রমাণ-বিশিষ্ট পুস্তক হইয়াছে,

হবস্, বার্ক্লেই, হিউম্, পেনি এবং ক্রা-
সিস্, ফুড-বানীরা যাহাকে নানা প্রকারে
পরিপোষণ করিয়াছেন এবং রিড্ ও কুয়ার্ড
যাহাকে বিস্তৃত করিয়া গিয়াছেন, তাহা
হইতে যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য প্রাপ্ত হইলাম।
এই বাহ্য দর্শন আমার ধর্ম-বিষয়ক সহজ
জ্ঞান উৎপন্ন করিতে পারে নাই, অথবা
মানব জাতির অন্তঃকরণে কিরূপে ধর্মতাব
প্রাচুর্য্য হইল, তাহারও কোন ইতিহাস
প্রদর্শন করিতে সমর্থ হয় না। এমন কি,
যাহারা সহজ জ্ঞানকে ধর্মের পশ্চন ভূমি
বলিয়া বিশ্বাস করে না, এই মত সেই ব্রি-
টিশ জাতির উপরেও আধিপত্য স্থাপন ক-
রিতে পারে নাই। ক্লার্ক ও বটলরের ন্যায়
বিচক্ষণ, কডওয়ার্থ ও বারোর ন্যায় বিদ্বান
ধর্মশাস্ত্র-প্রণেতাগণও এই জটিল ভাবের
সিদ্ধান্ত করিতে সমর্থ হন নাই। যেমন ভু-
গর্ভ-নিহিত লৌহ চুম্বকের নিরক্ষণ গতি
প্রতিরোধ করে, সেই রূপ অম্প বা
অধিকই হউক নিগূঢ় শাস্ত্রের শাসন উহা-
দিগের বিচার-শক্তির স্বাধীনতা অপহরণ
করিয়া থাকে। ফরাসিস্ দর্শনকার কু-
জিন, যে উজ্জ্বল দর্শন শাস্ত্র প্রচার করিয়া-
ছেন, তদ্বারা বিস্তর উপকার দর্শে। কিন্তু
উহা তাদৃশ প্রীতিকর নহে। চিন্তা-শক্তিতে
অদ্বিতীয় ইমানুয়েল কান্ট জন্মনির মধ্যেও
নিতান্ত নিকৃষ্ট লেখক ছিলেন; তিনি
যদিও এমন কোন সিদ্ধান্ত করিতে পারেন
নাই, যাহাতে আমার ভৃগু হইতে পারে,
তথাচ আমাকে বিস্তৃত প্রণালী ও প্রকৃত
পথ প্রদর্শন করিয়াছেন।

আমি দেখিলাম মনুষ্যের রক্তকণ্ডলি
আত্মপ্রত্যয় আছে। ঐ সমস্ত আত্ম-প্রত্যয়
মনুষ্যের স্বাভাবিক সংস্কার হইতে সমুৎপন্ন,
সকলুটির বিষয়। তৎ সমুদায় মুক্তি ও
তৎকালের উপর নির্ভর করিতেছে না। আমি

একগে ধর্ম সংস্কার তিনটি আবশ্যিক বিষয়
উল্লেখ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

প্রথমত ঈশ্বর বিষয়ক সহজ জ্ঞান—
ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস সহজ জ্ঞান প্রভা-
বেই উৎপন্ন হয়।

দ্বিতীয়ত ন্যায় বিষয়ক সহজ জ্ঞান—
আমাদিগের ইচ্ছার একান্ত অনারত্ত, অবশা-
পালনীয় নীতির অস্তিত্বে বিশ্বাস সহজ জ্ঞান
প্রভাবেই উৎপন্ন হয়।

তৃতীয়ত আত্ম-বিষয়ক সহজ জ্ঞান—
স্বাভাবিক জ্ঞানের মূল কারণ মনুষ্যের আত্মা
অবিনশ্বর ইহাও সহজ জ্ঞান প্রভাবেই
উৎপন্ন হইয়া থাকে।

মানব প্রকৃতিতেই ধর্মের ভিত্তিমূল
নিবদ্ধ রহিয়াছে। নাস্তিক বা উগ্রস্বভাব
গোড়ারা অস্বীকার বা স্বমত-সমর্থন করিবার
নিমিত্ত যতই কেন বিতণ্ডা করুন না, কিছুতেই
ইহা খণ্ডন করিতে পারিবেন না। আমি
সফলতার আশা ও বিফলতার ভয়ের বিষয়ে
বাক্যক্ষুর্ভি না করিয়া আধ্যাত্মিক পরীক্ষা
করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আমি মৌলিক
ক্রমে তিনটি সত্য মনোবিজ্ঞান বলে সংস্থাপন
পূর্বক অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম এবং এইরূপ
একটি প্রণালী উদ্ভাবন করিলাম, যদ্বারা সু-
শিক্ষিত ব্যক্তি বর্গের মনে ঐ তিনটি সত্য
জন্মদায়ক করিতে সমর্থ হউব; কারণ মূলী-
ভূত স্বাভাবিক সংস্কার-সকল আপনা
হইতেই সাধারণকে ঐ সত্যগুলি প্রদান
করিতেছে।

অনন্তর আমি ঈশ্বর নীতি, ও আত্মার
অবিনশ্বরত্ব বিষয়ক আত্মপ্রত্যয়কে উজ্জ্বল
করিতে সত্য দৃঢ়ভূত এবং ঈশ্বরের স্বরূপ,
নীতির স্বরূপ ও অনন্ত জীবনের গতি অনুস-
ন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এই সমস্ত বিষয়
সিদ্ধান্ত করিতে আমাকে দুই প্রকার প্রণালী
অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। প্রথম কারণ

দ্বারা কার্য নিরূপণ, দ্বিতীয় কার্য দ্বারা কারণ নিরূপণ।

প্রথমত আমি সত্য অসত্য, সুশিক্ষিত অশিক্ষিত, সকল প্রকার জাতির ইতিবৃত্ত হইতে ঈশ্বর, নীতি ও স্বর্গ নরকের বিষয়ে কি রূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়াছে তাহা সংগ্রহ করিলাম এবং যে প্রকার মত প্রাপ্ত হইলাম, তদনুসারেই সে সমুদায়কে একপ্রকার শ্রেণীবদ্ধ করিয়া লইলাম, কিন্তু উহাতে আমার তাদৃশ প্রীতি জন্মিল না, কারণ ঈশ্বরের স্রষ্টা, নীতির প্রকৃতি এবং অনন্ত জীবনের গতি বিষয়ে সর্ববাদি-সম্মত কোন সত্য উহা হইতে উপলব্ধ হইল না। কেবল কতকগুলি লোক এই সমস্ত বিষয় কিরূপ অনুভব করিয়াছিল, তাহাই এক প্রকার অবগত হইলাম। তথাচ ইহা দ্বারা তৎকালে আমার বিস্তর উপকার দর্শিয়াছিল, তাহার আর কোন সংশয় নাই।

দ্বিতীয়ত আমি আত্ম প্রত্যয়-নিষ্ঠ অন্তর্দৃষ্টির মূল বিষয় হইতে ঈশ্বর, নীতি ও পরকাল বিষয়ক জ্ঞান সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিলাম। এই রূপে যখন মনুষ্যের প্রকৃতি হইতে সত্য সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, তখন আর মানব জাতির সংকীর্ণ ইতিহাস আমার প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতে সমর্থ হইল না। কিন্তু এই সমস্ত বিষয় যে কি পর্যাঙ্ক কঠিন এবং তত্ত্বানুসন্ধানীয় মনুষ্য বিশ্বজনীন সত্য অনুসন্ধানের প্রবৃত্ত হইয়া যে কত দূর ভ্রমে নিপতিত হন, তৎকালে আমি তাহা বিশেষ অবগত হইতে পারি নাই কিন্তু এ ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত সমধিক হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। এক রেণু রাণকায় আমার তারকা ভ্রম হইয়াছে কিনা তাহার পরীক্ষা করা বিচক্ষণ ব্যক্তির সম্পূর্ণ অায়ত্ত সন্দেহ নাই।

আমি কেবল ভিন্ন ভিন্ন জাতির ধর্ম

শাস্ত্র, ধর্ম সংক্রান্ত কার্য ও দর্শন শাস্ত্রের সাধারণ্য অবলম্বন করিয়া আধ্যাত্মিক প্রতি সঙ্গ-পর্যালোচনার প্রবৃত্ত হই নাই; কিন্তু বাঁহারা স্বপ্ন-সংসারণ, স্বপ্ন, ভবিষ্যদ্বাণী, ভবিষ্যৎ গণনা, দৈববাণী, ডাকিনী, ভূত ও ইন্দ্রজাল প্রভৃতি বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, আমাকে তাঁহাদিগের সংকলিত গ্রন্থেরও আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ধর্মবিজ্ঞানের প্রকৃত পদ্ধতি হইতে, পরিচূত বিখ্যাত ইহুদি ও খৃষ্টিয়ানদিগের বলিয়া প্রথিত অপ্রকৃত পুস্তক, পুরাতন বাইবেলের অমূলক সন্দর্ভ ও নূতন বাইবেলের সন্দিক্ত মত এবং নিয়োগেটেনিষ্ট ও নর্ভিকন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত কল্পনা পাঠ করিলাম। যদিও তৎকালে উৎকৃষ্ট ধর্ম গ্রন্থ সমুদায়ই পর্যালোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, তথাচ মিত্তিক সম্প্রদায়ের সংকলিত প্রবন্ধ অনুশীলন করিতে অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করি নাই। বাঁহারা ধর্ম-বিজ্ঞান সঙ্গত অনুষ্ঠান, জ্ঞান-শিক্ষা ও অন্যান্য নীতি প্রতিপালন না করিয়া কেবল পরোপকার সাধনে যত্নশীল হইয়া থাকেন, আমি তাঁহাদিগের ও বিষয় সবিশেষ পর্যালোচনা করিতে লাগিলাম। আমি এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া আমার অপ্রকৃত কার্য সকল শিক্ষা, যাঁহা সত্য বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে এই রূপ অমূলক কল্পনার বিষয় পরীক্ষা এবং যাঁহা অপ্রতিহত বেগে সহস্র সহস্র বৎসর অতিক্রম করিয়াছে এইরূপ অলীক মনোরথের বিষয়ও আলোচনা করিয়া সাধারণের অপরিজ্ঞাত সত্য সকল সঙ্কলন করিয়া লইলাম।

উক্ত।

ভবানীপুর ব্রহ্ম-বিদ্যালয়।

—৪—

প্রধান আচার্যের উপদেশ।

তৃতীয় সংখ্যা।

৩ ট্যাক্স ১৮৩৩ শক।

অর্থক্স বেদের যুগক উপনিষদের প্রথমে আছে যে মহাশাল শৌনক অত্রিরাতে জিজ্ঞাসা করিলেন “কস্মিন্ জগৎবোবিজ্ঞাতো সৰ্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি” কাহাকে জানিলে হে তপস্বী! সকল জানা যায়? “তন্ময় সহোবাচ” অত্রিরা তাঁহাকে বলিলেন। তুমি যে বিদ্যার প্রশ্ন করিতেছ, সে বিদ্যা কি না “যয়া তদকরমধিগম্যতে” যাকার দ্বারা সেই অক্ষয় পুরুষকে জানা যায় সেই ব্রহ্ম-জ্ঞানেতে সামান্য-রূপে আর সকল জানা যায়। সৰ্ব-অন্তা ও সৰ্বাশ্রয় পরমেশ্বরকে জানিলে যাবতীয় সৃষ্টি ও অপ্রতিত বস্তুর সহিত তাঁহার যে এক সামান্য সম্বন্ধ, তাহা অবগত হওয়া যায়। পরা বিদ্যা এই ব্রহ্ম-বিদ্যা; তদ্বিন যক্ বজ্জ সাম বেদ, ইহার। সকলি অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা। পরা বিদ্যা সকল বিদ্যার প্রতিষ্ঠা। যেমন সকলের মূল ব্রহ্ম, তেমনি সকল বিদ্যার মূলীভূত ব্রহ্ম-বিদ্যা। যেমন ব্রহ্ম সকল বস্তুতে ওতপ্রোত হইয়া আছেন, তেমনি ব্রহ্ম-বিদ্যা সকল বিদ্যাতেই সীপ্তি পাইতেছে। যে কোন বিদ্যা হউক, তাহার দ্বারা ব্রহ্ম-বিদ্যা লাভ করা যায়। কি শারীর-বিধান, কি ভূ-ভব, কি মনো-বিজ্ঞান, কি জ্যোতির্বিদ্যা, সকল বিদ্যাই তাঁহার জ্ঞান শক্তি মঙ্গল-ভাবে শিক্ষা দেয়। ব্রহ্মকে লক্ষ্য রাখিয়া বাহ্য আলোচনা করি, সকল হইতেই তাঁহার উপদেশ পাই। আমরা উপদেশের বোণা হইলে, নদী সাগর, রূক পল্লব, অচেতন নিরুজ্জব হইতেও তাঁহার উপদেশ পাই। আমরা ঈশ্বরে মনো-নিবেশ করিয়া জ্ঞান-গর্ভ যে কোন পুস্তক পড়ি, তাহা হইতেই ব্রহ্ম-বিদ্যা লাভ করি। শারীর-বিধান পড়, দেহের অন্তত কোশলের মধ্যে সেই জ্ঞান-রূপকে প্রত্যক্ষ করিবে। ভূ-ভব পাঠ কর, ভূ-গর্ভের আন্দোলনের মধ্যে তাঁহার মহতী শক্তির পরিচয় পাইবে। আত্ম-জ্ঞান আলোচনা কর, তাহাতে তাঁহারি করুণার নিদর্শন পাইবে। ইতিহাস পুরাত্ত অধ্যয়ন কর, সেই সকল বিচিত্র ঘটনার মধ্যে তাঁহারি মঙ্গল-হস্ত দেখিতে পাইবে। যে বিদ্যা অধ্যয়ন কর, প্রার্থী হইলে সেই বিদ্যাই তোমাকে ব্রহ্ম-জ্ঞান বিস্তরণ করিবে। ব্রহ্ম-বিদ্যা

দ্বারা আমরা এই শিক্ষা পাইতেছি যে এক যাক্ যতাকে আশ্রয় করিয়া সমুদায় জগৎ রক্ষিত হইতেছে; ঈশ্বরই এক যাক্ মূল সত্য, আর সমুদায় সত্য তাঁহা হইতে নিঃসৃত হইয়াছে। সেই মূল সত্যকে জানিলে আর সকল সত্যের অর্থ বোধ হয়, তাহা না জানিতে পারিলে আমাদের অজ্ঞান-অন্ধকার আর কিছুতেই যায় না। অবিনাশ-যামন্তরে বর্তমানাবয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতঃ মন্যমানাঃ। দক্ষম্যমানাঃ পরিযন্তি মৃঢ়া অজ্ঞেনৈব নীরমানা-যথাক্ষাঃ। (কঠোপনিষদ) বাহারা ঈশ্বরকে না জানিয়া অবিন্যাস মধ্যে বর্তমান থাকিয়া আপনাকে ধীর ও পণ্ডিত বলিয়া মনে করে, সেই মূঢ়ের অন্ধ কর্তৃক নীরমান অজ্ঞের ন্যায় দক্ষ-ম্যমান হইয়া ইতস্ততঃ পরিলম্বন করে; জ্ঞানের গম্য স্থান দেখিতে পায় না। অতএব সকল বিদ্যার প্রতিষ্ঠা, সকল বিদ্যার মূল, ব্রহ্মবিদ্যাই পরা বিদ্যা; “যয়া তদকরমধিগম্যতে” বাহার দ্বারা সেই অক্ষয় পুরুষকে জানা যায়।

এ দেশের লোকের এই একটা সংস্কার আছে, যেন ভারত বর্ষে কখনই মতের পরিবর্তন হয় নাই; কিন্তু বাস্তবিক এ সংস্কার অতীব অমূলক। “তত্রাহপরাধগেদোহজ্জুর্বেদঃ সামবেদোহখর্ষবেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং দ্রব্ধো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদকরমধিগম্যতে”। ঋগেদ যজুর্বেদ সাম বেদ অথর্ষ বেদ শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত দ্রব্ধ জ্যোতিষ, এ সমুদায় অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা; বাহার দ্বারা অক্ষয় পুরুষকে জানা যায়, তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। পূর্বকার বৈদিক ভাবের যে কত পরিবর্তন হইয়াছিল, তাহা যুগক উপনিষদের এই বাক্যেতেই জানা যাইতেছে। ঈশ্বরের উন্নতিশীল রাজ্যে পরিবর্তন হইবেই হউবে। যে সময়ে আত্ম-জ্ঞানের ও ব্রহ্ম-জ্ঞানের জিজ্ঞাসা হইয়াছিল, সে সময়ে বৈদিক কর্ম-কাণ্ডের উপর অনেকেরই অপ্রজ্ঞা হইয়াছিল; তখন আর ইচ্ছা মিত্র বরুণ প্রভৃতির উপাসনা দ্বারা তাঁহাদের মনের তৃপ্তি হইত না। এক সময়ে বৈদিক মন্ত পরমোংকুট ও বেদোক্ত যাগ যজ্ঞ নিত্যন্ত অনুষ্ঠেয় বলিয়া সকলের বোধ ছিল, পরে উপনিষদের সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে তৎকালের জ্ঞানবান্ পণ্ডিতের। বেদোক্ত ক্রিয়া-কলাপে পূর্বের ন্যায় প্রজ্ঞাবান্ ছিলেন না। প্রত্যুত তাঁহারা ঋক যজুঃ সাম প্রভৃতি সমুদায় বেদকে নিরুক্ত বিদ্যা, কেবল ব্রহ্ম-বিদ্যাকেই পরা বিদ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। বেদের মধ্যে সংহিতার পর ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের শেষ ভাগ উপনিষদ যে সময়ে আবির্ভূত হইল, সে সময়কার পরিবর্তন অল্প পরিবর্তন নহে। উপনিষদেই

বৈদিক কর্ম-কাণ্ডের নিম্ন-রূপ আছে। “প্রতি-
হোতে অচ্যুতাকরুণা অটীদশোক্তমবং যেনু কর্ম
এভঙ্কে যো যোতিনন্দন্তি সূচ্যজরামৃত্যুস্তে পুন-
রেব পরন্তি”। এই বক্ত-রূপ অগ্রেষ্ঠ কর্ম-সকল অ-
শ্রমী ও অদুঃখ, যাচা অটীদশ-অদিক দ্বারা সম্পন্ন
হয়; যে মৃতেরা ইহাকে প্রেম বলিয়া অভিনন্দন
করে, তাহার পুনঃ পুনঃ জরামৃত্যুকে প্রাপ্ত
হয়।

বৈদিক সময়ের ঋষিরা ঈশ্বরকে কেবল বাহ্য
বিষয়ে দেখিতেন, উপনিষদের সময়ে তাঁহার
তাঁহাকে আত্মাতে অনুসন্ধান করিতে শিক্ষা ক-
রিয়াছিলেন। যত দিন পর্যন্ত তাঁহারদের বা-
হিরেতেই মনের অভিনিবেশ ছিল, তত দিন তাঁ-
হার ঈশ্বরের দীপ্যমান মঙ্গল ভাবকে খণ্ড-খণ্ড-
রূপে দেখিয়াই তৃপ্ত হইতেন। তাঁহার নবীন
নেত্র অগ্নির আভা, সুর্যের প্রভা, উষার সৌ-
ন্দর্য্য, মেঘের কান্তি দেখিয়া হর্ষে উৎফুল্ল ও আ-
শ্চর্য্যো মোহিত হইতেন এবং ঈশ্বরের সেই সকল
অদ্ভুত কার্য্যের মতো ঈশ্বরকেই প্রত্যক্ষ করিতেন।
অনন্ত ঈশ্বরকে পরিমিত ভাবে সকলেতেই দেখি-
তেন। তাঁহার অগ্নির অধিদেবতাকে স্বতন্ত্র
দেখিতেন, বায়ুর অধিদেবতাকে স্বতন্ত্র দেখিতেন,
মেঘের অধিদেবতাকে স্বতন্ত্র দেখিতেন। যেমন
রাজপুরুষদিগের এক এক বিষয়ে অধিকার থাকে,
তেননি তাঁহার প্রত্যেক দেবতার এক এক বি-
ষয়ে অধিকার মনে করিতেন। যিনি তুষিত ধ-
রাকে জল সিঞ্চন দ্বারা তৃপ্ত করেন, তাঁহার বায়ু
সঞ্চালনের উপর কোন অধিকার নাই। যিনি
সমীরণের মধ্যে থাকিয়া সমীরণকে প্রেরণ করেন,
তাঁহার সমুদ্রের উপর কোন কর্তৃত্ব নাই। যিনি
সমুদ্রের তরঙ্গ-কোলাহলে বিরাজ করেন, তিনি
নদীর লহরিতে ক্রীড়া করেন না। যিনি জ্ঞানের
অধিপতি দেবতা, তিনি ধন পানের নহেন।
এই প্রকারে পূর্ব কালে তাঁহার সেই এক ঈশ্বরকে
মানা ভাবে পূজা করিতেন। তাঁহার অখণ্ড
সচ্ছিদানন্দ পরব্রহ্মকে পৃথক পৃথক দেবতা-রূপে
পরিমিত ভাবে অর্চনা করিতেন। তাঁহার ক-
বিত্বের রসায়িত হৃদয়ে অগ্নি বায়ু আদিতো
ঈশ্বরের জীবন্ত মঙ্গল-মূর্ত্তি আরোপ করিয়া স-
দ্যবে সাধুভাবে তাঁহারদের পূজা করিতেন। পু-
ত্রের নিমিত্তে, পশুর নিমিত্তে, শত্রুদিগের উপরে
ক্ষয়-লাভের নিমিত্তে ঈশ্বরের নিকটে তাঁহারদের
প্রার্থনা ছিল। সংসারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারদিগের
প্রজা তত্ত্ব প্রবাহিত হইত, সংসারের অস্তিত্ব
অমৃত পানে তাঁহারদের আশা তখনও উন্নত হয়
নাই।

যেমন ক্রমেতে ঈশ্বরের সত্য রূপ প্রকাশ

পায়, তেমনি হৃদয় হইতেই সেই প্রত্যয় উপস্থিত
হয়। জ্ঞানেতে প্রীতিতে সন্নিবিষ্ট হইয়া আত্ম-
রমের নিকটে সত্যকে উপলব্ধি করিয়া প্রকাশ করে।
জ্ঞান ও তাব পরস্পর পরস্পরকে কাঙ্ক্ষা করে;
জ্ঞান অধিক হইলে তাবকে পরিভ্রম করে, তাব
অধিক হইলে জ্ঞানকে সমুজ্জ্বল করে। পৃথিবীর
আদিম অবস্থায় জ্ঞানের চর্চ্চা অধিক ছিল না,
হৃদয়ই বাহ্য রূপে কার্য্য করিত। তারত বর্ষের
পূর্বতন ঋষিরা আত্মার প্রীতি-দ্বার দিয়াই ঈশ-
্বরের মঙ্গল ভাব দেখিতেন। তাঁহারদের মঙ্গল
হৃদয়ে সকল জীবন্ত ভাবে প্রকাশিত হইত।
আমরা যেমন সূর্যকে অচেতন দেখি, তাঁহার
তাঁহাকে সে রূপে দেখিতেন না। সূর্য যেমন
জীবন্ত পুরুষ, তিনি সীম ইচ্ছাতে কিরণ হান ক-
রিয়া জগতের মঙ্গল সাধন করিতেছেন। আমরা
যেমন মেঘকে বাষ্পাংশ বলিয়া তাঁহাতে ঈশ্বরের
কৌশল উপলব্ধি করি, তাঁহার মেঘকে সে প্রকারে
দেখিতেন না; তাঁহার গভীর বজ্র বিদ্যুতের মধ্যে
স্তুতি হইয়া বায়ু-চালিত মেঘে জীবন আরোপ
করিতেন, মেঘ যেন জানিয়া শুনিয়া জল বর্ষণে
মেদিনীকে শীতল করিতেছে। বৈদিক ঋষিরা
তত্ত্ব-জ্ঞান অভাবে কেবল হৃদয়ের ভাবে এই প্র-
কারে কম্পিত দেবতার পূজা করিতেন। তাঁহার
সেই সকল দেবতাদিগের তুষ্টির জন্য ঋগেদ
হইতে স্তোত্র পাঠ বজ্রবেদ প্রণীত বাগ বজ্রের
অনুষ্ঠান এবং গান বেদের সমীত দ্বারা তাঁহারদের
পূজা করিতেন। পরে যখন তাঁহার বাহিরের
বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়দিগকে স্নিহিত করিয়া স্বীয়
আত্মাকে দেখিতে পাইলেন, তখন সেই আত্মার
সঙ্গে পরমাআর যোগ বুঝিতে পারিলেন—সেই
অবপি বেদান্ত-বিজ্ঞানের আলোচনা আরম্ভ হইল।
বেদেতে আত্মা শব্দ যেমন বিরল, উপনিষদ
তেমনি আধ্যাত্মিক বিদ্যাতে পরিপূর্ণ। বাহিরের
বিষয় যেমন খণ্ড খণ্ড, অন্তরের আত্মা তেমনি
অখণ্ড। বাহিরের বিষয়ে বৈদিকের মন যত দিন
নিবিষ্ট ছিল, তত দিন তাঁহার আত্মাকে দেখিতে
পান নাই; তত দিন সূর্য্য অগ্নি বায়ু প্রভৃতি
সুচী বস্তুতে ঈশ্বরের মঙ্গল ভাবের অর্চনা করিতেন।
যখন তাঁহার আত্মাকে অন্তর্ভুক্তি দ্বারা দেখিতে
পাইলেন, তখন তাঁহাকে একই দেখিলেন। তাঁ-
হার আমি বলিয়া বাহ্যকে জানিলেন, তাঁহা ক-
খনই দুই নহে; আমি একই। সেই আত্মার
অন্তরে আবার যখন পরমাআত্মাকে দেখিলেন, তখন
সকলের অন্তর্যামী ঈশ্বরকে একই অদ্বিতীয় ঋষিরা
জানিলেন। তখন ঋষিদিগের অন্তর হইতে
এই মহাবাক্য উদ্ঘাটিত হইল। “সংসারঃ
পুরুষো বস্তুসাময়িকো ন চকঃ” (ইতিহাস-)

নিকিত) সেই এই যিনি পুরুষে, এই সেই যিনি
আদিতো, তিনি এক। এই প্রকারে কালে কালে
যেদ হইতে উপনিষদের পরিমিত দেবতা হইতে
অসংখ্য পুরুষের জ্ঞান এই ভারত বর্ষে প্রচারিত
হইল।

অতি পুরা কালে ভারত বর্ষে বৈদিক ধর্মের
আলোচনা আরম্ভ হইয়া সেই সূত্র হইতে উপনি-
ষদের সময়ে প্রকৃত কলিযুগে, তাহা এই
বাক্যে বুঝা হইতেছে। “সবশ্চাঃ পুরুষে বশ্চা-
সাবাদিতো স একঃ ৷৮৫৷” সেই এই যিনি পুরুষে
এই সেই যিনি আদিতো, তিনি এক। যিনি আমার
এই আত্মাতে আছেন, তিনি সেই স্বর্গোত্তে আ-
ছেন, তিনি এক। স্বর্গের অধিদেবতা তিস্র আর
আত্মার অধিদেবতা তিস্র, এমত নহে; কিন্তু
যিনি সেই স্বর্গের অন্তর্গামী, ও যিনি এই আত্মার
অন্তর্গামী, তিনি একই। “একো বশী সর্ব ভূতা-
ন্তরাণ্য” তিনি এক, সকলের বশী এবং সর্ব
ভূতের অন্তরাণ্য। ভারত ভূমির ধর্ম-বীজ এই
দেশের লোকের যত্নেই প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, অন্য
দেশের জল সিঞ্চন দ্বারা হয় নাই। ঈশ্বরকে
স্বীয় আত্মাতে দেখ, ইহা উপনিষদের আদেশ।
“একমেবাদ্বিতীয়ং” উপনিষদেই প্রকাশিত হই-
য়াছিল; ব্রহ্মের যে অনন্ত মঙ্গল ভাব, সে উপনি-
ষদেরই ভাব। “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম”
এই শব্দ সর্ব জ্ঞান হইতে এই ক্ষণে যে মহানাদে
সকলের কর্ণে প্রবেশ করিতেছে, ইহা অন্য কোন
জ্ঞানের আগ্রয়ে উৎপন্ন হয় নাই। যে ধর্মের
ভাব ভারত ভূমিতে নিহিত ছিল, তাহাই আলো-
চনা দ্বারা প্রস্ফুটিত হইয়াছে। যখন ঋষিরা
আশু-কাম হইয়া “একমেবাদ্বিতীয়ং” এই বাক্য
উচ্চারণ করিলেন, তখন এই ভারত বর্ষের সৌভাগ্য
বলিতে হইবে। তাঁহারা পরব্রহ্মকে অখণ্ড-স-
চ্চিদানন্দ-রূপে প্রাপ্ত হইয়া জ্ঞান-তৃপ্ত হইলেন।
“সং প্রাপ্যোমূহবোধোজ্ঞানতৃপ্তাঃ কৃতাত্মানো বী-
তরাগাঃ প্রশান্তাঃ।” কিন্তু তখনকার ভয়ঙ্কর
অজ্ঞান-ভবসারুভ লোক-সমাজের অবস্থা দেখিয়া
তাঁহারা সাধারণের মধ্যে লে জ্ঞান প্রচার করিতে
উৎসাহী হইলেন না। তাঁহারা এই সামঞ্জস্য স্থা-
পন করিলেন। বাহ্যারা গৃহী থাকিবে তাহারা
যাগ যজ্ঞ দ্বিত্য-কলাপে পরিমিত দেবতার উপাসনা
দ্বারা সময় যাপন করিবেন। “কুর্ষম্বেবেহ ক-
র্ষাপি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ এবং যযি নানা-
বেতোস্তি ন কর্ষি সিপাতে নরো। (ব্রহ্মসংনয়-
সংহিতোপনিষদ) ইহা লোকে যাগ বজ্রাদি
কর্ম-সকল অনুষ্ঠান করত পুত্র বংশের জীবিত
থাকিতে ইচ্ছা করিবেন। এ প্রকার যজ্ঞাৎ যে ভূমি
তোমাতে দ্বারদে অক্ষত কর্ষি লিখ না হয়, তাহার

আর প্রকারান্তর নাই। বাহ্যারা ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ
করিবেন, তাঁহারা সংসার পরিভ্রম করিয়া
অরণ্যে তৈক্ষাচর্য্য অবলম্বন পূর্বক তাঁহার উপা-
সনাতে রত থাকিবেন। “তে হ স্ম পুত্রৈষণাশ্চ
কিত্তৈষণাশ্চ লোকৈষণাশ্চ বাখ্য তৈক্ষাচর্য্য
চরন্তি।” (বৃহদারণ্যকোপনিষদ) বাহ্যারা ব্রহ্মকে
জানিয়াছেন, তাঁহারা পুত্র-কামনা, বিত্ত-কামনা ও
লোক-কামনা হইতে নিবৃত্ত হইয়া তৈক্ষাচর্য্য অব-
লম্বন করেন।

যে কালে উপনিষদের রাক্ষা আরম্ভ হইল,
ঈশ্বরের জ্ঞান আবিষ্কৃত হইল, সে কালে অসংখ্য
লোকেই তাহা জানিবার উপযুক্ত ছিলেন। সাধা-
রণের মধ্যে লে জ্ঞান প্রবেশ করিতে পারিল না,
কতিপয় উন্নত-ভাব-বিশিষ্ট লোকেই উপনিষদের
ধর্ম গ্রহণ করিলেন। বাহ্যারা সমুদায় সমাজের
চূড়া-স্বরূপ, তাঁহাদেরই মধ্যে তাহা বদ্ধ রহিল।
জন-সমাজের সেই নির্বিড় অন্ধকার ভেদ করিয়া
জ্ঞান-সূর্য্য প্রবেশ করিতে পারিল না। অরণ্য-
বাসী সমাসানারাই উপনিষদের অধিকারী হইলেন।
সাধারণের মধ্যে যেমন যাগ যজ্ঞ প্রচলিত ছিল,
তাহাই থাকিল। সূত্রাৎ উপনিষদের দ্বারা
সাধারণের যে উপকার হওয়া, তাহা হইল না।
বাহ্যারা উপনিষদের অধিকারী হইলেন, তাঁহারা
বরং বিবাদ ভঞ্জনের নিমিত্ত সামঞ্জস্য স্থাপন ক-
রিলেন। বাহ্যারা একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মকে না
জানিবে, তাহারা যাগ যজ্ঞ করুক। এখন বা-
হ্যারা সত্য জানিতেছে, তাহারা যেমন তাহা কি
প্রকারে প্রচার করিবে, তাহা আকুল হয়; তাঁ-
হাদের সে উৎসাহ ছিল না। তাঁহারা সত্য লাভ
করিয়া আপনারাই তৃপ্ত হইলেন, আপনারাই
ঈশ্বরের দান ধারণায় নিযুক্ত থাকিতেন। এই
অন্য উপনিষদের নান আরণ্যক। ইহা অরণ্যের
ফল, গৃহী ব্যক্তির ইহাতে অধিকার নাই। আ-
মরা যে সকল সত্য দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতেছি,
সেইটি তাঁহারা অতি যত্নে সাধারণ লোকের নিকট
হইতে রক্ষা করিতেন। উপনিষদ কেবল অরণ্যে
বসিয়াই পড়িতে হইবে, গৃহস্থের ঘরে তাহা প-
ড়িতে নাই। “অরণ্যে তদধীষীত” (সামন্যচার্য্য
দৃষ্ট) অরণ্যে তাহা পড়িবেক। জনশূন্য হি-
মালয়ের চূড়াতে রত্নরাজি নিহিত থাকিলে, যে
রূপ হয়, সমাসাদিগের হস্তে উপনিষদের সেই
প্রকার ভাব ছিল। এক সময়ে ঋষিরা বাহ্য বিদ-
য়ের শোভা সৌন্দর্য্যে অতিভূত ছিলেন, অগ্নি
আদিতাকেই পূজা করিতেন, বাহ্যিক আত্মার
দ্বারা ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি প্রভা প্রকাশ করিতেন।
ক্রমে ক্রমে তাঁহারা বাহ্য বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত
হইয়া অন্তর্ভূতি দ্বারা স্বীয় আত্মাতে সত্য-বহন

পরশাঙ্ককে দেখিলেন; কিন্তু বাঁহারা সেই সভা জানিলেন, তাহা তাঁহারদেরই মধ্যে প্রকাশ হইল। আমরা এখন সেই ব্রাহ্মজ্ঞান দ্বারা সমুদায় সংসারকে তেদ করিয়া ব্রহ্মের পতাকা উড্ডীন করিতে চেষ্টা করিতেছি।

সেই আদিম কাল হইতে এ কাল পর্যন্ত ঐবদিক ধর্মী ক্রমে উন্নত হইয়া ব্রাহ্মধর্মী রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। পূর্ব পুরুষদিগের অধিকারে আমরা অধিকারী, এই আমাদের সৌভাগ্য। ভারত বর্ষ ধর্মের কাঠা-তাহ। এখানকার প্রথম গ্রন্থ বেদ; তাহা ধর্মের জন্ম, ঈশ্বরের জন্ম, অরূপ-কিরণের ন্যায় উদ্ভিত হইয়াছিল; তাহা হইতেই ক্রমে ক্রমে জ্ঞান রূপ স্বর্গের প্রভা আমাদের স্নাত্যে প্রকাশিত হইতেছে। সেই প্রাচীন কালের পূর্ব পুরুষদিগের বেদের মধ্য হইতে যে সকল সভা পাইতেছি, তাহা অতীব আদরণীয়। পূর্ব পুরুষদিগের পরিশ্রম আমরা ব্যর্থ করিতে চাহি না; তাঁহারদিগের পরিশ্রমের ফলের আমরা অধিকারী, তাহা আমরা গ্রহণ করিব। আমরা কিছু সন্তান ধর্ম প্রচার করিতেছি না। চির কাল হইতে যে ধর্ম উন্নত হইয়া চলিয়া আসিতেছে, তাহাই ব্রাহ্মধর্ম। জ্যোতির্বিদ্যা কি আজ প্রকাশিত হইল? ন্যূনতিকা-বিদ্যা আজ রচিত হইল? চির কালই যে বিদ্যা চলিয়া আসিতেছে, তাহাই উন্নত ভাবে অদ্য দণ্ডায়মান হইয়াছে। তেমনি ভারত ভূমিতে যে ধর্ম চির কাল চলিয়া আসিতেছে, তাহাই আজ উন্নত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম নামে পরিণত হইয়াছে। আমরা কি পূর্বকার আচার্যদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আপনারদের জয় ঘোষণা করিতেছি? আমরা আরো নত হইয়া বলিতেছি যে যদি উপনিষদের মধ্যে এমন স্বর্ণীয়া মহাবাক্য সকল না পাইতাম, তাহা হইলে ব্রাহ্মধর্মের এ প্রকার আধ্যাত্মিক উন্নত ভাব হইতে পারিত না। এক সময়ে ঈশ্বর সভা প্রকাশ করিয়াছেন, আর এক সময়ে করেন নাই, এমন ভো নহে। এই পৃথিবীর অবস্থানুসারে তিনি চির কাল সভা প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। পৃথিবীর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ধর্মেরও উন্নতি হইতেছে। কেবল বেদ হইতে যে ব্রাহ্মধর্মের সাহায্য পাইতেছি, এমনো নহে, সকল জ্ঞান হইতেই সাহায্য পাইতেছি। যত ধর্ম আছে, সকল ধর্ম হইতে সাহায্য পাইয়া তাহারদের উপরে ব্রাহ্মধর্ম স্থাপিত হইয়াছে। বেদেতে পরিমিত দেবতার উপাসনা ছিল, উপনিষদে একমোহিতীয়মের উপাসনা কেবল অরণ্যে অরণ্যে হইত, এখন সেই উপাসনা ঈশ্বরের প্রসাদে প্রতি গৃহে প্রতিষ্ঠিত করা হইতেছে।

বহি দেখিয়া পূর্ব কালের ধর্মী সভা প্রচারী জীত হইয়াছিলেন, সেই অজ্ঞান-অন্ধকারকে তেদ করিয়া ঈশ্বরের সভা পরিণত প্রকাশ করিতে হইবে, এই আমাদের সঙ্কল্প। সিদ্ধি-দাতা বিধাতা আমাদের এই সংকল্প সিদ্ধ করুন।

যেমন খনি-মধ্যে প্রস্তুত হইতে রত্নকে উদ্ধার করিতে হয়, তেমনি বেদ বেদান্ত মহাতারত পুরাণ হইতে রত্ন বাহিয়া লইতে হইবে। সকলি যে গ্রহণ করিতে হইবে তাহাও নহে; সকলি যে পরিভাষা করিতে হইবে, তাহাও নহে। বেদ বেদান্ত মহাতারতাদি পূর্বতন শাস্ত্র-সকল আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, ধর্মের সকল ভাবই তাহাতে ইতস্ততঃ বিকল্প হইয়া রহিয়াছে। আবার যেমন ভারত ভূমিতে সকল প্রকার পুস্তক অপেক্ষা ধর্মের পুস্তক অধিক, তেমনি প্রতি জনের ভাব আলোচনা করিয়া দেখিলে ধর্মের ভাব অধিক দেখিতে পাই। আমরা যদি দেশীয় ধর্ম-ভাব রক্ষা করিয়া দেশের উন্নতি সাধন করি, তাহা হইলেই দেশের মঙ্গল হইবে; যদি অন্য দেশের আধুনিক ভাব এ দেশে আরোপ করিতে বাই, তাহা হইলে দিন দিন আরো ইহার অধোগতিই হইবে। তদ্রূপ দিনর প্রীতি দয়া প্রভৃতি জন্মের ভাব যত আগারদের মধ্যে নিহিত আছে, এমন আর কোন দেশেই নাই। আমাদের যে সকল সভ্যতার ভাব, পবিত্রতার ভাব, তাহা রক্ষা করিয়া যদি আপনারদিগকে উন্নত করার অভিলাষ করি, তাহা হইলেই আমরা কৃতকার্য হইব। অন্য দেশের ভাব এ দেশে আরোপণ না করিয়া আপনারদেরই জন্মের সহজ ভাবে ইহাকে উন্নত কর, সর্ব প্রকারে দেশের মঙ্গল হইবে। পৃথিবীর মধ্যে বঙ্গ ভূমির প্রতি সকলেরই অনাদর, ইহাকে কেহই অধর করে না। যদি সভা ধর্ম ইহাকে উন্নত করিতে পারি, যদি ঈশ্বর-প্রসাদে ব্রাহ্মধর্ম এখানে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তবে এই বঙ্গ ভূমি আবার সকলেরই আদরণীয় হইবে। অতএব হে তত্র বিদ্বজ্জন বঙ্গবাসীরা! তোমরা এই ব্রাহ্মধর্মকে অবহেলা করিও না, এই পবিত্র ব্রাহ্মধর্মকে অবহেলা করিও না।

DISCOURSE

AGAINST

HERO-MAKING IN RELIGION.

For more than twenty years we have been made familiar with the phrase Hero-Worship. It has been applied not only in the regions of politics and literature, but in religion, as the phrase itself strictly claims. We have been told, from very opposite quarters, that the excellence, as well as the characteristic, of the Christian religion turns on its veneration of a personal hero in Jesus of Nazareth. Many who regard Jesus as a mere man, yet insist upon inscribing themselves his servants and followers, and on so wedding their honour for him with their adoration to God most high, as systematically to incorporate the two. Nay, some who utterly disown allegiance to Jesus—who think him to have taught many things erroneously, and to have had nothing supernatural in his character, in his powers, in his knowledge, in his virtue, in his birth, or in his communications with God—still maintain that he is fitly called the Regenerator of mankind, and ought to receive—I know not what acknowledgement—as our Saviour. It appears then not superfluous to bestow a little space on the treatment of this question.

I need hardly observe that personal qualities alone in no case constitute a hero. Action and success must be added; and action cannot succeed until the times are ripe. No one knows this better than the true hero. True genius is modest in self-appreciation and is fully aware how many other men could have achieved the same results if the same rare conjuncture of circumstances had presented itself to them. Men of genius are fewer than common men, but they are no accident. God has provided for their regular and continuous recurrence; their birth is ordinary and certain in every nation which is counted by millions. The same is true in every form of mental pre-eminence, whether capacity for leadership, or genius for science, or religious and moral susceptibility. Religion, separate from morals, is, of course, only fanaticism. We venerate religion only when built upon pure morals. Moral religion is notoriously a historic growth, and has depended on traditional culture at least as much as what is specially called science; and its progress is not more wayward and arbitrary than that of science, if the whole of human history be surveyed. The present is ever growing out of the past, with a vigour and a certainty which never allow the fortunes of the race to be seriously dependent on any individual. Each of us is, morally as well as physically, a birth out of antecedents. From childhood we are tutored in right and wrong, not only by professed teachers, but by all elder persons who are around us. Improper deeds or words of a child are reproved by a servant, or by an elder brother, or even by a stranger, as well as by a parent or a priest. We imbibes moral sentiment, as it were, at every pore of our moral nature; nor do we often know from whom we learned to abhor this course of conduct and to love that. Hence no wise man will claim originality for his moral judgments or religious sentiments. A foolish dogma, a fanciful tenet, may easily be original; but a pure sound truth is more likely to have been old. To prove its novelty is impossible, and certainly could not recom-

ment in; on the contrary, the older we can prove it to have been, the greater its ostensible authority. For these reasons, in the theory of morals and religion, a claim of originality can seldom or never be sustained; in this whole field the question is less what a man has taught, than what he has persuaded others. Hundreds of us may have said, truly and wisely: "It is a great pity that Mahomedans, Jews, and Christians of every sect will not unlearn their dissensions, and blend into one religious community." The sentiment must once have been even new; yet its utterance could never have earned praise and distinction. But if any one devoted his life to bring about such union, and succeeded in it, we should undoubtedly regard him as a moral hero; though (as just said) no one could succeed, until the fulness of time arrived and the crisis was seized judiciously.

Thus, in discussing the claims put forth for special and indeed exclusive honour to the name of Jesus, we have to consider, not so much what he said, or is said to have said, as what he effected, what impression he actually produced by his life and teaching; what great, noble, abiding results his energies originated and bequeathed. The moment we ask, What are the facts? we seem to be plunged into waves of most uncertain controversy; into discussions of literature unsuitable for short oral treatment. Yet, before the present audience, I may with full propriety claim as admitted that which greatly clears our way. I presume you to know familiarly, that the picture of Jesus in the fourth gospel is essentially irreconcilable with that in the three which precede, and is neither trustworthy nor credible. The three first gospels, taken by themselves, do present a character, a moral picture, sufficiently self-consistent and intelligible to reason about. But our present question (allow me carefully to insist) is not, Do we see in Jesus a remarkable man, a gifted peasant, a dogmatist by whom we may profit, whose noble sentiments we may admire or applaud? but rather, Do we find one who dwarfs all others before and after him? one to whose high superiority sages and prophets must bow; before whom it is reasonable and healthful for those who have a hundredfold of his knowledge and breadth of thought to take the place of little children? Or, at least, Has Europe and the world (as a fact) learned from him what it was not likely to learn without him? Is that *truth* which is dinned into our ears, that Christendom has imbibed from him a pure, spiritual, large-hearted, universal religion, adapted to man as man, cementing mankind as a family and ennobling the individual by a new and living Spirit, unknown to the philosophies, unknown to the priesthoods, untaught by the prophets, before him?

Even if we had no insight as to the comparative value of the several gospels, one broad certainty affords solid ground to plant the foot upon. The positive institutions and active spirit of the first Christian church are notorious and indubitable. On learning what the Apostles established in their Master's name within a few weeks of his death, we know with full certainty what they had understood him to teach, what impression he actually produced, what was the real net result of his life and preaching and this, in fact, is our main question. Now, it is true beyond dispute—it is conceded by every sect of Christians—that in the first Christian church the Levitical ceremonies were maintained with zealous rigour, and that its only visible religious peculiarity consisted in community of goods. The candidate for baptism professed no other creed but

that Jesus was Messiah; and the obedience of the disciples to the Master was practically manifested in the sudden renunciation of private property. This ordinance was not, in theory, compulsory; but while the fervour of faith was new, it was enforced by the public opinion of the church, so sharply, as to tempt the richer disciples to hypocrisy. The story of Ananias and Sapphira is full of instruction. They did not wish to alienate *all* their goods, though they were willing to be very liberal. In deference to the prevailing sentiment, they sold property and gave largely to the church; yet were guilty of keeping back a *part* for themselves secretly. For this fraud (according to the legend) they were both struck dead at the voice of Peter! Such a legend could not have arisen, except in a church which regarded absolute Communism as the characteristic Christian virtue. Higher proof is not needed that Jesus established this duty as the touchstone of discipleship; but, in fact, the account in the three gospels tallies herewith perfectly. Jesus there mourns over a rich young man, as refusing the law of renunciation, because he hesitates to sell all his goods, give them to the poor, and become a mendicant friar. When his disciples, commenting on the young man's failure to fulfil the test, say: "Lo! we have left all and followed thee: what shall we have therefore?" Jesus in reply promises, that, in reward for having sacrificed to him the gains of their industry and abandoning their relatives, they shall sit upon thrones, and judge the twelve tribes of Israel. (In passing I remark, that the idea of such a reward for such a deed is shocking to a Pauline Christian.)

The Jerusalem church was, alone of all churches, founded by the chosen representatives of Jesus on the doctrine of Jesus himself, while the remembrance of that doctrine was fresh. It was a special community, not unlike a 'religious order' of modern Europe; and could not be discriminated, by Jews any more than by Romans, from a Jewish sect. In the next century, those who seem to have been its direct successors were called Ebionite heretics by the Gentile Christians. When Paul, who ostentatiously refused to learn anything from the actual hearers of Jesus, had put forth what he calls "his own" gospel, namely, "the mystery that Gentiles were to be fellow-heirs" without Levitical purity—he brought on himself animosity and violent opposition from the Christians of Jerusalem, who were the historical fruit of Jesus' own planting. When Paul was in Jerusalem, one of the leaders called his attention to the fact that while many thousands of Jews were believers, they were "all zealous of the law;" he therefore advised him to pacify their misgivings and suspicions of him, by performing publicly certain Judaical ceremonies. Paul obeyed him; nevertheless, no such conformities could atone for his offence in teaching that Gentiles, while free from the law, were equal to the Jews before God; and Paul to his last day experienced enmity from the zealous members of that church. His relations to the other Apostles we know by his own account to have been certainly cold. He seems to be personally pointed at in the Epistle of James, as "a vain man," who preaches faith without works; while he himself (as he tells us) publicly attacked Peter at Antioch as a dissembler and weak truckler to Jerusalem bigotry. When, from first to last, the doctrine of the church at Jerusalem was sternly Levitical, it is quite incredible that Jesus ever taught his disciples the religious nullity of Levitical ceremonies, and the equality of Gentiles with Jews before God. But

why need I argue about this, when it is distinctly clear on the face of the narrative? In the book of Acts the idea that "God is no respecter of persons"—or of nations—breaks upon the mind of Peter as a new revelation, and is said to have been imparted by a special vision. It is not pretended that Jesus had taught it; nor does Paul, in any of his controversies against Judaism, dare to appeal to the authority and doctrine of the earthly Jesus as on his side. In fact, in the Sermon on the Mount, as also in a passage of Luke (xvi. 17), Jesus declares that he is not come to destroy the law; and that "Rather shall heaven and earth pass away, than shall one tittle of the law, fail." I am, of course, aware that Christian theologians would have us believe that Luke is here defective, and that the words in Matthew, "Until all be fulfilled," mean "Until my death shall fulfil all the types." But this would make Jesus purposely to deceive his disciples by a riddle. This is indeed worse than trifling, and a gratuitous imputation on the teacher's truthfulness. He must have known how he was understood. They supposed him to mean that Levitism was eternal; and he did not correct the impression. It was then the very impression which he designed to make simply and truthfully; and the disciples, one and all, rightly understood him, and knew it well.

The verse which follows in Matthew clenches the argument, although (I see I must in candour add) I do not believe that Jesus spoke it in exactly this form. Nevertheless, it emphatically shows how the writer interpreted the verse preceding. For he makes Jesus to add, "Wherefore, who soever shall break one of these least commandments, and shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven; but whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven." I find myself unable to doubt that these words were written to mean: "Wherefore, one like Paul, who breaks the Levitical ceremonies, and teaches the Gentiles to break them, is least in my kingdom; but James, and the Apostles in Jerusalem, who do and teach them, are great in my kingdom." The intensity of feeling on this subject was such, that the Jewish Christians easily believed Jesus to have prophetically warned them against Paul's error. Be this as it may, the formula, "break one of these least commandments, and teach men to break it," is in contrast to "fulfilling the law," and distinctly shows that "fulfilling the law" refers to *doing* and *enforcing* even the least commandments.

The Jerusalem church was the product (and, as far as we know, the only direct product) of the teachings of Jesus. Of its sentiment we have an interesting exhibition in the epistle of James; in whom we see a high and severe moralist, pure and exacting, full of righteous indignation against the oppression of the poor by the rich, and against all haughtiness of wealth. He does not treat all private property as unchristian, but only large property. Evidently no rich man could have seemed venerable to the chief saints in that Church. He assumes the guilt of all rich men, and announces misery about to come on them, as does Jesus in the parable of Lazarus; nevertheless, in him all the harshest parts of Jesus' precepts have been softened by the trial of practical life. In fact, this epistle is much in the tone of the very noblest of the Hebrew prophets. As with them, so in him, the moral element is wholly predominant, and nothing ceremonial obtrudes itself. Nay, what is really re-

markable, he calls his doctrine the "perfect law of liberty;" so little did those gerontocracies oppress him, to which from childhood he had been accustomed. Let due honour be given to this specimen of the first and only genuine Christianity; yet it is difficult to find anything that morally distinguishes it from the teachings of Isaiah or of Joel. There is certainly a diversity in the political elements of thought have disappeared, which under the Hebrew monarchy were prominent. The great day of the Lord was no longer expected to glorify the royalty of Jerusalem and its national laws; and in this diversity lay the germ of great changes.

It would be absurd to censure an epistle because it is not a ritual, or to demand in it the fervours of spirituality found in this or that psalm. Nevertheless, in the present connection, I must claim attention to the fact that neither the three Gospels nor the epistle of James have ever been in high favour with that Calvinistic or Augustinian school which most nearly represents Paul to the moderns. To bring out the argument in hand more clearly, allow me to make a short digression. Morality requires both action and sentiment. No reasonable teacher can undervalue either: yet some moral teachers press more on action, and are said to preach duty and work; and even make a duty of sentiment, laying down as a *command* that we shall love God, love our neighbours, love not ease, love not self. Other teachers endeavour to excite, foster, and develop just sentiment, and trust that it will generate just action; possibly they even run into the error of shunning definite instruction as to what action is good. Finite and one-sided as we are, two schools naturally row up among teachers, who may be classed as the teachers of duty and the preachers of sentiment: not perhaps, if the question be distinctly proposed to the ablest men of either school, "Do we learn duty from sentiment, or sentiment from action?" they would alike reply (as in substance does Aristotle) that both processes necessarily co-exist. From childhood upward, right action promotes right feeling, and right feeling generates or heightens right action. There is no real or just collision of the two schools. Nevertheless, as a fact of human history easily explained, the preaching of duty and of outward action gains everywhere an early and undue ascendancy, perhaps especially where morals and religion are taught by law, which deals in command and threat. The rude man and the child are subjected to rule more or less arbitrary; and it is only when intellect rises in a nation or in an individual at the spiritual side of morals receives its proportionate attention. In Greek history, we know the fact in the philosophy of Socrates and Plato. Among the Hebrews, a secular increase of spirituality in the highest teachers will probably be conceded by critics of every school to have gone on in the time of the judge Samuel to the writer in whom came the last twenty-seven chapters of Isaiah. The characteristic difference of the Greek and the Hebrew is this: that, however spiritual the Greek morality might be, it seldom blended with religion; and (with exceptions perhaps only to be found under Hebrew influences, as at Alexandria); moral affections found no place in religion at all, as it has been recently asserted by a Theist, that as to Jesus that we owe that regeneration of religion which makes it begin and grow from within, is not (it is said) "a mere teacher of pure law," but "his work has been in the heart. He transformed the Law into the Gospel. He has aged the bondage of the alien for the liberty of

the sons of God. He has glorified virtue into holiness, religion into piety, and duty into love." Hence it is inferred that "his coming was to the life of humanity what regeneration is to the life of the individual."*

Deep as is my sympathy with the writer from whom I quote, I am constrained to say that every part of the statement appears to me historically incorrect. It does, in the first place, violent injustice to the Hebrews who preceded Jesus. Did he first "glorify virtue into holiness"? Nay, from the very beginning of Hebrewism this was done—at least as early as Samuel. Did he first "glorify religion into piety"? Is there then no piety in the 42nd Psalm? in the 63rd? in the 27th? in the 23rd? Nay, I might ask; from what utterance of Jesus can piety be learned by the man who cannot learn it from the Psalms? Holiness and piety appear to me to have been taught and exemplified quite as effectively before Jesus as since. Surely in the religion of the psalmists piety dominated, as much as in Fenelon or in the poet Cowper. But finally I have to ask, "Did Jesus glorify duty into love"? And, in order to reply, I turn to the three gospels, as containing our best account of what he taught.

A phenomenon there very remarkable is the severity with which Jesus enforces as duty the most painful renunciations; and the contempt with which he rejects anything short of immediate obedience to his arbitrary demands. I know not whether the narrators have overcoloured him; but they give us, on the one side, examples of prompt obedience to the command, "Follow me," first, in Andrew and Peter; next, in James and John, who "immediately left the ship and their father, and followed him." This is afterwards praised as highly meritorious. On the other side, when Jesus says to a man, "Follow me," and receives the reply, "Lord, suffer me first to go and bury my father," Jesus retorts, "Let the dead bury their dead, but go thou and preach the kingdom of God." Another also said, "Lord, I will follow thee, but let me first go and bid them farewell which are at home in my house." And Jesus said unto him, "No man, having put his hand to the plough and looking back, is fit for the kingdom of God." The peremptory command to abandon their parents, not bury a dead father and not even say a word of farewell to the living is perhaps a credulous exaggeration of the writer; yet it is in close harmony with the whole account, and with the declaration, "He that hateth not his father and mother, and wife and children, cannot be my disciple;" for evidently the following of Jesus, as interpreted and enforced by himself, involved an abandonment (perhaps to starvation) of these near relatives. It is not my purpose to dwell now on the right or wrong of such precepts but on the imperious tone in which they are imposed *from without*, not the slightest attempt being made to recommend them to the heart or understanding. Again, in perfect harmony with the same is the reply, already adduced, of Jesus to the rich young man, who comes to ask, "What shall I do that I may inherit eternal life?" The opportunity was excellent to set forth that no outward actions could

* I quote from the striking treatise of my friend Miss Cobbe, called "Broken Lights." The whole protest against M. Romain, of which the words above are the summary, should be read to understand their relation. I am authorized to say that she has not even the remotest wish to make honour to Jesus part of religion; she intended to write as a *historian* only.

bring eternal life, but that such life was an interior and divine state, to be sought by love and faithfulness. Instead of spiritual instruction, Jesus gives a crushing arbitrary command: "If thou wilt be perfect, go, sell that thou hast, and give to the poor; and thou shalt have treasure in heaven; and come and follow me." Does such a teacher build *from within* by implanting Love? Does he act upon love at all, or rather on selfish ambition? He deals in hard duty and fierce threat; commands too high, and motives too low; thoughts of reward; promises of power; salvation by work; investment of money for returns beyond the grave; prudential adoption of virtue, which may soften judgment, with promotion, deliver from prospective prison and hell fire topics which at best are elements of Law, as opposed to Gospel. In the opinion of an increasing fraction of the most enlightened Christians, the most noxious element in the popular creed is the internal Hell: stronghold of this doctrine is in the discourses of Jesus. But what of Faith? If Faith be a purely spiritual movement, which cleaves to Goodness and Truth for its own sake, and without regard to selfish interest, it is hard to say in what part of the three gospels it is found. In the mind of Jesus all notions seem to stand in the closest relation to the thoughts of *punishment or reward* on a great future day. To lose one's soul means, to be sentenced when that day shall come, cutting off a sin means, escaping mutilated from a future hell. In a religion practically moulded on these discourses, calculation of what we shall hereafter *get* by present obedience inheres as a primary essence. The only faith which Jesus extols, is, faith to work miracles, and faith that he is Messiah and can work them. Inquiry is bowed down and sighed over as unbelief. Power to forgive sin is claimed by him: and, when this is repudiated as impious in a human teacher, the claim is marvellously justified by identifying forgiveness with cure of bodily disease. Add to this the grant of miraculous powers to the Seventy, and a delusion of power to forgive is made out at which Protestants may well shudder. In another place (Luke vii 45) Jesus declares forgiveness of sin to be earned by personal affection to himself; but I am bound to add that, on special grounds, I do not believe the account.

• The narrative in Luke vii 37-50 seems to be an inaccurate duplicate of that in Matt. xxvi. 6. Mark xiv. 3, John xii. 3; which nearly agree as to time and place—viz., it was in Bethany, a little before the last Passover. Matthew and Mark say, it was in the house of Simon the leper; Luke says, of Simon the Pharisee. John calls the woman Mary of Bethany, sister of Lazarus and of Martha; Luke says, a woman notorious for sin. I will here remark, that discussion on the behaviour of Jesus to woman of ill fame, which is called "delight," "beautiful," "characteristic," &c., appears to me wholly without basis of fact. Those who allow no historical character to the discourses in John will not quote John iv. 16-19, nor John viii. 1-11, against this remark; and nothing remains but Luke vii. 37-50, the fair fame of Mary Magdalene has been obtained by believing this story in Luke, and then identifying her with the woman.

I will add that many who must know seem to forget, that so Greek philosopher—neither an Anaxagoras nor a Zeno, to say nothing of Socrates, Plato, Aristotle, Cicero, Seneca—would ever have *put* trade or unjust severity towards a woman's fault. If English sentiment sometimes appear harsh against women who have made a trade of themselves, is it not because sins which are painful to the sinner are more inveterate and more contagious than sins which impoverish him?

Luke has in some parts added softer touches to Jesus, and given us two fine passages which it is astonishing that Matthew and Mark omit, while they retail so many that are *disastrous*. Yet even Luke I seek in vain for anything calculated to implant in the heart a sense of freedom; to excite willing service; or to cherish spiritual desire, gratitude and tranquil love, careless of other reward than love itself. In fact, Luke is sometimes harsher than Matthew. Thus in vi. 20, "Blessed be ye *poor* for yours is the kingdom of God. Blessed are ye *that hunger now*, for ye shall be filled. But woe unto you that are *rich*, for ye have received your consolation. Woe unto you that are *full*, for ye shall hunger. Woe unto you that *laugh now*, for ye shall mourn and weep." So indiscriminately and thoughtless are devotees, that such doctrine meets with the same theoretic glorification as the essentially different version of Matthew's, "Blessed are the poor in spirit. . . . Blessed are ye who *hunger and thirst after righteousness*." If Matthew be correct and Luke wrong, Luke has foisted upon Jesus curses against rich and mirthful men in contrast to the blessings on poverty and weeping; but if the curses came from the lips of Jesus, Luke gives the opposite clauses justly; in which case Matthew has improved monkish into spiritual sentiment. It would be a hard task to prove Lukes version out of harmony with the constant doctrines of Jesus. To borrow Calvinistic phraseology, and (if my memory serves me) the very words of a Pauline spiritualist. "The three gospels may be read in the churches till doomsday, without converting a single soul." The spiritual side of Christianity, inherited from the Hebrew psalmists, not from Jesus was diffused beyond Judaea first by the Jewish synagogues, next by the school of Paul to home the school of Jesus was in fixed opposition, preaching works and the law, while Paul preaches the Spirit and faith. "Though I give all my good to feed the poor," says Paul, "and give my body to be burnt, and have not charity, I am nothing." How vast the contrast hear to the doctrine of Jesus: Every one that hath forsaken houses, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands for my name's sake, shall receive a hundredfold, and shall inherit eternal life." To make ascetic sacrifice for the honor of Jesus was indeed a surpassing merit in his eyes, unless the most important discourses, even in these three gospels extravagantly belie him. I am unable to discover on what just ground the opinion stands that the character of Jesus is less harsh, and his precepts less sourly austere than those of John the Baptist. Little as we are told of the latter (all of which is honourable), the two must have had close similarities. Let it be remembered that Apollon is spoken of in the Acts of the Apostles as "instructed in the way of the Lord, and fervent in spirit, and teaching diligently the things of the Lord," while he "knew only the baptism of John." So also Paul falls in with "certain disciples" at Ephesus, who pass as Christians, yet he presently discovers that they also know only John's baptism. It seems therefore evident, that the two schools had nothing essential to divide them, and were intimately alike. When, on the other hand, the sharp opposition of the Pauline doctrine to that of James and the church of Jesus at Jerusalem is duly estimated, some may think that certain words put into the mouth of John the Baptist will become less untrue if changed as follows: "I baptize and Jesus baptize you with water into repentance and purity; but Paul shall baptize you with the Holy

Spirit and with fire." Do that as it may—give as little weight as you please to Paul's strong points—press as heavily as you will on his weak side, out of which came the worst part of Calvinism—the fact remains, that Jesus did not teach Christianity to the Gentiles, or declare them admissible to his church without observing Mosaism; and that to the Jews themselves he preached merely severe precepts, ethical or monkish, with a minimum of what can be called Gospel;—precepts, on which a religious order might be founded, but totally unsuitable for a world-wide religion.

When people calmly tell me that Jesus first established the brotherhood of man, the equality of races, the nullity of ceremonies; that he overthrew the narrowness of Judaism; that he found a national, but left a universal religion; found a narrow-minded ceremonial, and originated a spiritual principle;—I can do nothing but reply that every one of these statements is groundless and contrary to fact. What his disciples never understood him to teach, he certainly did not teach effectually. It is childish to reply that the fault lay in the stupidity of the twelve Apostles. What! could not Jesus speak as plainly as Paul did? Surely, the more stupid the hearer, the more plainly the teacher is bound to speak. If Jesus had so spoken, never could want of spirituality in the hearer have made the words unintelligible. Did only the spiritual understand Paul when he proclaimed the overthrow of ceremonies? Could the most stupid of mortals have failed to understand Jesus also, if he had avowed that the Levitical ordinances were a nullity and Gentiles the religious equals of Jews? I may seem to insult men's intellect by pressing these questions; but do not they rather insult our intellect? For they would have us believe Jesus to have originated doctrines which are the very opposite of all that his actual hearers and authorized expounders established as his, before there was time for his teaching to fade from their memory and to be modified by novelties supervening.

I have called the primitive church of Jerusalem the only direct product of Jesus. Do I deny that Jesus bore any part at all in setting up the creed known in Europe as Christianity? I wish I could wholly deny it. Gladly would I relieve his memory of all responsibility for dogmas, whence proceed far more darkness and weakness of mind, confusion, bitterness, and untractable enmities, than his moral teaching can ever dispel; dogmas which as effectually break up good men into hostile sects, with fixed walls of partition between them, as ever did the ceremonialism which he is falsely imagined to have destroyed. But, hard as it is to know how much of the gospels is historical, I suppose that no one for three centuries at least has doubted that Jesus avowed himself to be MESSIAH, at first privately, at last ostentatiously; and was put to death for the avowal. If so much be historical, we are on firm ground. There is then no room for transcendental philosophies and imaginative theories, as to what authority and honour Jesus was claiming. The Jews of that day familiarly understood that Messiah was to be a Prince from Heaven, who should rule and judge on earth. As to the great outlines of his character and power, manifestly there was no dispute. If the popular notions on this subject were wrong, the first business with Jesus must have been to set them right. But he never discourses against them, nor shows signs that he be thought to claim supernatural dignity and leadership; nor could his riding triumphantly

on the ass, amid shouts of "Hosanna to the Son of David!" have been intended to discourage the belief that he was to exercise temporal as well as spiritual royalty. The learned and the vulgar were in full agreement that Messiah was to be a supreme Prince and Teacher to Israel, Judge and Lord of all nations; but the rulers regarded it as impious, criminal, and treasonable to aspire to this dignity while unable to exhibit some miraculous credentials. The fixed belief concerning Messiah was gathered, not only from our canonical prophets but also from the book called, "The Wisdom of Solomon" (which was in the Greek Bible of Paul and other Hellenist Jews), and still more vividly from the book of Enoch, which Jude and Peter quote reverentially, and Jude ascribes to the prophet Enoch, the seventh from Adam. With the discovery of that book early in this century a new era for the criticism of Christianity ought to have begun; for it is evidently the most direct fountain of the Messianic creed. The book of Mormon does not stand alone as a manifest fiction which had power to generate a new religion: the book of Enoch is a like marvellous exhibition of human credulity. A recent German critic has given the following summary of its principal contents:—"It not only comprises the scattered allusions of the Old Testament in one grand picture of unspeakable bliss, unalloyed virtue, and unlimited knowledge: it represents the Messiah as both King and Judge of the world, who has the decision over everything on earth and in heaven. He is the Son of Man who possesses righteousness; since the God of all spirits has elected him and since he has conquered all by righteousness in eternity. He is also the Son of God, the Blessed one, the Prince of Righteousness. He is gifted with that wisdom which knows all secret things. The Spirit in all its fulness is poured out upon him. His glory lasts to all eternity. He shares the throne of God's majesty: kings and princes will worship him, and will invoke his mercy."* So much from the book of Enoch: which undoubtedly was widely believed among the contemporaries of Jesus. How much of the self-glorifying language put into the mouth of Jesus was actually uttered by him it is impossible to know. There is always room for the opinion that only later credulity ascribed this and that to him—that (for instance) he did not really speak the parable about the sheep and goats, representing himself as the Supreme Judge who awards heaven or hell to every human soul. But it remains, that this parable distinctly shows the nature of the dignity which Jesus was supposed to claim in calling himself Son of Man; and, even if we arbitrarily pare away from his discourses this and other details in deference to Unitarian surmise, we still cannot get rid of what pervades the whole narrative, that Jesus from the beginning adopted a tone of superhuman authority and obtrusion of his own personal greatness, with the title "Son of man," allusive both to Daniel and to the book of Enoch. According to Daniel, one like unto a Son of Man will come in the clouds of heaven to receive eternal dominion over all nations. It is impossible to doubt, that, in the mind of those to whom Jesus spoke, the character of Messiah implied an overshadowing supremacy, a high leadership over Israel, and hereby

* I quote from a summary of the book of Enoch by the German theologian Kalisch, given in Bishop Colenso's Appendix to his 4th volume on the Pentateuch.

over the gentile, who were to come and sit at Israel's feet: a religious and, as it were, priestly pre-eminence, which only one mortal could receive, who by it was raised immeasurably above all others. If he did not intend to claim this, it was obviously his first duty to disclaim it, and to warn all against false, dangerous, or foolish conceptions of Messiah; to protest that Messiah was only a teacher, not a prince; not a divine lawgiver, not a supreme judge sitting on the throne of God and disposing of men's eternal destinies. Nay, why claim the title Messiah at all, if it could only suggest falsehood? Since he sedulously fostered the belief that he was Messiah, without attempting to define the term, or guide the public mind, he could only be understood, and must have wished to be understood, to present himself as Messiah in the popular, notorious sense. If he was really this, honour him as such. If his claim was delusive, he cannot be held guiltless.

Every high post has its own besettings in, which must be conquered by him who is to earn any admiration. A finance minister, who pilfers the treasury, can never be honoured as a hero, whatever the merits of his public measures. A statesman or prince, entrusted with the supreme executive power, ruins his claims to veneration if he uses that power violently to overthrow the laws. Such as is the crime of a statesman who usurps a despotism, such is the guilt of a religious teacher who usurps lordship over the taught and aggrandizes himself. It is a bottomless gulf of demerit, swallowing up all possible merit, and making silence concerning him our kindest course, if only his panegyrists allow us to be silent. A teacher who exalts himself into our Lord and Saviour and Judge, leaves to his hearers no reasonable choice between two extremes of conduct. Whoso is not with him is against him. For we must either submit frankly to his claims, and acknowledge ourselves little children—abhor the idea of criticizing him, or his precepts, and in short become morally annihilated in his presence—or, on the opposite, we cannot help seeing him to have fallen into something worse than ignominy.

I digress to remark, that a teacher supposed by us to be the infallible arbiter of our eternity would detain our minds for ever in a puerile state if he taught dogmatically, not to say imperiously. If he aimed to elicit our own powers of judgment, and not to crush us into submissive imbecility, the method which Socrates carried to an extreme appears alone suited to the object; namely, to refrain from expressing his own decisions, but lay before the hearers the material of thought half-prepared, and claim of them to combine it into some conclusion themselves. In fact, this is fundamentally the mode in which the Supremely Wise, who inhabits our infinite world, trains our minds and souls. His greatness does not oppress our faculties, because it is ever silent from without. Displaying before us abundantly the materials of judgment, he lights our powers; never commanding us to become little children, but always inviting our minds to grow up into manhood. But, if there were also an opposite side of teaching, healthful to us—if it were well to start from dogmas guaranteed to us from heaven, which it is impious to question—the matter of first necessity would be, that the altered decrees to which we are to submit should be free from all omnia, all extravagances, of hyperbole, all parable, dark allusion, and hard metaphor, all apparent self-contrariety; and, moreover, that we should have, in uncertainty what was the teacher's precise words, no more multiplied versions and inconsistent duplicates, but a reliable genuine

copy of every utterance of his. There is to be no criticism. To sum up, I will say. Nothing can be less suited to minister the Spirit, and raise the powers of the human soul, than to be subject to a superhuman dictation of truth; and nothing could be more unlike a divine law of the latter, than the incoherent, hyperbolic, enigmatical, inconsistent fragment of discourses given to us authoritatively as teachings of Jesus.

But I return to my main subject. I have shown what conclusions seem inevitable, as soon as we cease to believe that Jesus is the celestial Prince Messiah of the book of Enoch, popularly expected in his day. To lay stress on his possession of this or that gentle and beautiful virtue is quite away from the purpose. Let it be allowed that Luke has rightly added this and that soft touch to the picture in Matthew and Mark. Let it be granted that the nobler as well as the baser side of the Jerusalem church came direct from Jesus himself. Whether any of the actual virtues of European Christians have been kindled from fires which really burnt in Jesus, it appears to me impossible to know. The heart of Paul gushed with the tenderest and warmest love, and he believed *Christ* to be its source. But the Christ whom he loved to glorify was not the Christ of our books, which did not yet exist; nor a Christ reported to him by the Apostles, to whom he studiously refused to listen; but the Christ whom he made out in the Messianic Psalms, in parts of Isaiah, in the apocryphal book called Wisdom, and perhaps also in the book of Enoch. With such sources of meditation and information open, the personal and bodily existence of Jesus was thought superfluous by a number of Christians considerable enough to earn denunciations in the epistles of John. A great and good man, Theodore Parker, tells me that it would take a Jesus to invent a Jesus. I reply, that, though to invent a Jesus was undoubtedly difficult, to colour a Jesus was very easy. The colouring drawn from a suffering Messiah was superimposed on Jesus by the perpetual meditation of the churches, which, after he had disappeared, sought the Scriptures diligently, not to discover whether Jesus was Messiah, which was already an axiom, not to discover *what*, and what sort of a person, Messiah *was*. According as the inquirers studied more in one or in another book, the conception of Messiah came out different; and here we have an obvious explanation of the variation of portrait in different gospels. The first disciples, who thus by prophetic* studies supplemented the dry outlines which alone could be communicated by the actual hearers of Jesus, would naturally add to him many traits not strictly human, nor laudable except on the theory of his superhuman character. Nevertheless, in a church exalted by moral enthusiasm and self-sacrifice, in which the highest spirits were truly devoted to practical holiness, it is to be expected that whatever, in most beautiful and tender, pure and good, in the traits of character which, in Isaiah or elsewhere, were believed to belong to Messiah, would be eagerly appropriated to Jesus, as they evidently were by Paul. Some of these would be likely to tinge often-repeated narratives, so that although

* To my personal knowledge, this is the exact matric practice of Pauline Christians in the present day. They read of Jesus in the Psalms, in the prophets, in the "types" of Revelation, in the Song of Solomon, in the Proverbs, and in the Wisdom of Solomon, and they find in these books more zeal and pleasure than in the Gospels, and they insist on finding more in these books than in the Gospels.

রাজ-তরঙ্গিনী।

২৫৫ সংখ্যা পত্রিকার ১০১ পৃষ্ঠার পর।

এই প্রস্তাবের আরম্ভে ইহা উক্ত হইয়াছে যে রাজতরঙ্গিনীর বৃত্তান্ত সম্পূর্ণরূপে প্রকৃত ও অকাঙ্ক্ষনিক, তাহাতে কাশ্মীরের প্রাচীন অবস্থা ও ইতিবৃত্ত যথা বিহিত প্রকৃতি হইয়াছে, সুতরাং তাহা জানিতে পারিলে ভারতবর্ষের অপরাপর প্রদেশেরও অবস্থার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। কারণ যদিও কাশ্মীর দেশ ভারতবর্ষের এক কোণে অল্প স্থান ব্যাপিয়া আছে, তথাপি তাহার প্রচলিত আচার ব্যবহার ও ধর্ম হিন্দুধর্মী অনুযায়ী এবং তাহার রাজগণও হিন্দু ছিলেন, অতএব তাহার অবস্থা যে অপরাপর দেশের অবস্থা হইতে ভিন্ন হইবে এমনতরো বোধ হয় না। এই হেতু ইতিহাসে কাশ্মীরের যে প্রকার অবস্থা আমরা দেখিতে পাই তাহা অনেকাংশে ভারতবর্ষীয় হিন্দু রাজত্বের আদর্শ স্বরূপ। এক্ষণে এই সুপ্রণালীবদ্ধ সুদীর্ঘ ইতিবৃত্ত হইতে হিন্দু রাজত্ব বিষয়ে আমরা কি কি উপদেশ প্রাপ্ত হইতে পারি, তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ ইহা দৃষ্ট হইতেছে যে সমুদায় ভারতবর্ষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশে বিভক্ত ছিল। এক এক দেশ এক এক নরপতির শাসনাধীন ছিল এবং এই সকল নরপতি আপনাদের বল বিক্রম অনুসারে কখন স্বাধীন কখন বা অপর রাজার অধীন হইয়া থাকিতেন, কিন্তু সকলেই স্ব স্ব রাজ্য মধ্যে একাধিপত্য করিতেন। দ্বিজজন্মের ইচ্ছা ইহাঁদিগের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল ছিল; তাহাতে আপনাদের ও কীর্তি ভারতবিশ্বাস্ত হয় এবং অপরাপর নরপতি করপ্রদ হইয়া পদানত থাকে এইরূপ আকাঙ্ক্ষা তাঁহাদিগের মধ্যে অতিশয় প্রবল

ছিল। কিন্তু বিজয়ী হইয়া অপর রাজার রাজত্ব অধিকার করিয়া লওয়ার অথা ছিল না, ভূপতিগণ প্রায় আপন আপন রাজ্যের সীমা বিস্তার করিতে ইচ্ছা করিতেন না। রাজ্য মধ্যে সমুদায় নিয়ম ও ব্যবস্থা প্রাচীন শাস্ত্র ও চির প্রচলিত প্রথারই অনুযায়ী ছিল; তাহার পরিবর্তন ছিল না ও তাহা নরপতিগণ নিত্যন্ত চুস্তরিজ্ঞ না হইলে প্রায় লজ্জন করিতেন না, কিন্তু তাহা লজ্জন করিলে প্রজাদিগের তন্মিবারণের কোন প্রতীকার ছিল না। নগর স্থাপন ও দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করা এবং ব্রাহ্মণদিগকে ভূমি দান করা এই সকল রাজাদিগের অতি প্রিয় কার্য্য ছিল এবং শাস্ত্রজ্ঞ ও বহুদর্শী পণ্ডিতগণকে প্রতিপালন করাও তাঁহারা একটি কর্তব্য বলিয়া জানিতেন। কিন্তু রাজ্যের কোন নূতন ব্যবস্থা করা অথবা তাহার উন্নতির জন্য কোন বিশেষ চিন্তা ও উপায় অবলম্বন করা তদ্বিষয়ে হিন্দু নরপতিগণ বিশেষ নিপুণ ছিলেন না। অনেকেরই ভোগসুখামগ্ন ছিলেন এবং সকলেই বহুসংখ্যক পুত্রসন্তান রাখিতেন। প্রজাগণ নিত্যন্ত পীড়িত না হইলে প্রায় স্ব স্ব অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিত, এবং রাজার নিষ্ঠুর ও অন্যায় শাসন হেতু প্রজাগণ কর্তৃক কোন বিদ্রোহ ঘটনা হওয়া কুচিত্র দৃষ্ট হইত।

— ১০৫ —

টীকা।

প্রকৃতি

টীকাই হউক অথবা মনুষ্যকৃতই হউক, যে সকল বিপদ প্রতিকার করিবার উপায় অথবা শক্তি নাই তাহাতে অস্থির না হইয়া তাহা পারণ করিয়া পাকাই যথার্থ দৈর্ঘ্য। পৃথিবীতে এমন একটা স্থানও নাই, যেখানে চিরজীবন নির্বিঘ্নে ও নিরাপদে অবস্থান করা যায়। ভূমি বত সাবধান হও না কেন, কখন এমন মনে করিও না যে,

কোন কালে কোন বিপদে পড়িতে হইবে না। ঈশ্বর তোমাকে এমন শক্তি দিয়াছেন যে ভূমি চেষ্টা করিলে অনেক বিপদ অতিক্রম করিতে পার। কিন্তু এমন সকল ঘটনাও আছে, যে ভূমি সমুদায় শক্তি একত্র করিলেও তাহার প্রতিকার করিতে পারিবে না। পৃথিবীতে কত অসামান্য রোগ, কত নিদারুণ শোক, কত ধাক্কা ভুলা মনুষ্য বাস করিতেছে; কখন তোমাকে কাহার হস্তে পড়িতে হইবে, এখন ভূমি তাহার কিছুই জানিবে না। অতএব ঐদর্শ-গুণ অভ্যাস করিতে হইবে। শীল হও, যদি কোন অপ্রতিনিবেশ বিপদে পতিত হও, ঐদর্শী তোমার বর্ষা-স্বরূপ হইয়া তোমাকে শান্ত-চিত্ত রাখিবে। মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বর এই ধর-বর্গাহ মঙ্গল অভিপ্রায়ে রোগ-শোক-বিপত্তি-সমাকীর্ণ পৃথিবীতে আমাদেরদিগকে সংস্থাপন করিয়াছেন যে, আমরা তাঁহার উপর নির্ভর ও ঐদর্শ-গুণ অভ্যাস করিয়া আত্মাকে অটল করিতে পারিব। আজ্ঞা অটল না হইলে অনন্ত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিবে না। যাহারা দাঁঘ কাণে পিতা মাতা প্রভৃতি অনেকের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া লালিত পালিত হইয়াছেন, তাঁহাদের স্বাধীনতা ও কর্ম-দক্ষতা প্রায়ই থাকে না; অতি সামান্য কার্য-সংকট উপস্থিত হইলেই তাঁহারা হতবুদ্ধি, হতাশ ও নিতান্ত বিষম হইয়া উঠেন। আর তাদৃশ বিপদ উপস্থিত হইলে জায়ে ও বিঘাদে চিরকালের জন্য অকর্মণ্য অথবা মৃত্যু-প্রাণে পতিত হইয়া থাকেন। কত লোক অর্থ-শোক বা পুত্র-শোক উদ্ভূত হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু যাহারা অল্প বয়স অবধি নানা অবস্থায় পতিত হইয়া স্ববুদ্ধি-প্রভাবে বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, অথবা ঐদর্শ পূর্ণক ভৎসমুদায় মত্ত করিয়াছেন; তাঁহারা অক্ষাণেগণ্য কার্যক্ষম ও চতুর হইয়া অনায়াসে সংসার নিকরীহ ও স্বাবস্থীবন শান্তি ভোগ করিয়াছেন। অনেক বিচক্ষণ পিতা মাতা সন্তানদিগকে সুচতুর, স্বাধীনবুদ্ধি ও কার্যক্ষম করিবার নিমিত্ত নানাবিধ অবস্থায় নিক্ষেপ করিয়া থাকেন এবং আপনারা অলক্ষ্য-রূপে তাঁহাদের তত্ত্বাবধান করেন। এখন কোন গুরুতর ঘটনা উপস্থিত হয়,

তখন তাহারদিগকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত আপনারা তাঁহাদের সহকারী হন। এই দৃষ্টান্ত দেখিয়া পরম-পিতা পরমেশ্বরের মঙ্গল অভিপ্রায় অবধারণ কর। সেই পরম পিতা তাঁহার প্রত্যেক সম্বন্ধকে অটল স্বাধীনভায়ে উপস্থাপিত ও চির-শান্তিতে নিমগ্ন করিবার নিমিত্ত নানা ঘটনা-সংকুল এই পৃথিবীতে সংস্থাপন করিয়াছেন এবং অলক্ষ্য-রূপে তত্ত্বাবধান করিতেছেন। আমরা প্রতি-বিধেয়, অপ্রতি-বিধেয় ও অসহ এই ত্রিবিধ বিপদে পরিবৃত্ত হইয়া আছি। কখন কোন বিপদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে, আমরা তাহার কিছুই জানি না। কিন্তু প্রথম প্রকার বিপদ উপস্থিত হইলে আমাদেরদিগকে সয়ং তাহার প্রতি-বিধান করিতে হইবে; দ্বিতীয় বিপদে ঐদর্শের প্রয়োজন; তৃতীয় বিপদে আগলে ঈশ্বর স্বয়ং আমাদের আত্মাকে গৃহণ করিয়া উদ্ধার করেন।

ঐদর্শ-গুণে আমরা যে কেবল বিপদ সহ্য করিতে পারি, এমন নহে; তদ্বারা উপস্থিত বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত সূতন সূতন উপায়ও উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হই। বিপদ পড়িলে যদি আমরা একবারে অদৈর্ঘ্য হই, তাহা হইলে বিপদ প্রতীকারের প্রকৃত উপায় সঙ্কেত তাহা উদ্ভাবন ও অবগদন করিতে আমাদের সমর্থ্য হয় না। যে সকল বিপদ বাস্তবিক প্রতি-বিধেয়, ঐদর্শের অভাবে তাহাও অপ্রতি-বিধেয় হইয়া উঠে; তখন অনর্থক তজ্জনিত ক্লেশ ভোগ করিতে হয়।

ঐদর্শগুণ যত বর্দ্ধিত হয়, কার্যের চক্করতা ও বিপদের অপ্রতিবিধেয়তা ততই হ্রাস হইতে থাকে। যে সকল কামা প্রথমে নিতান্ত চক্কর বলিয়া বোধ হয়, দীর্ঘতা সহকারে তাহার অনুষ্ঠান করিতে করিতে ক্রমে তাহাও সহজ হইয়া পড়ে। এবং অদীর লোকের নিকট যে সকল বিপদ নিতান্ত অপ্রতিবিধেয় বলিয়া প্রতীতি হয়, ঐদর্শশালী পুরুষদিগের নিকটে তাহার প্রতীকার হয় ত অনায়াস-সাধ্য হইয়া উঠে। অতএব যাহাতে ঐদর্শ-গুণ ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হয় সেই রূপ অভ্যাস করা সকলেরই আবশ্যক।

একমেবাদ্বিতীয়ং

দ্বিতীয় ভাগ

২৫৮ সংখ্যা

মাঘ ১৭৮৬ শক

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মবাদী একমিতমগ্রাসীদ্বাদ্যৎ কিকনালীতদিদং সর্গমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনস্তং শিবং স্বতন্ত্রমিববরমেক
যোগাদ্বিতীয়ং সর্গব্যাপি সর্গনিয়ন্তৃ সর্গাভয়সর্গবিৎ সর্গশক্তিমন্তু বস্তুপূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পার
ত্রিকমৈত্বিকক শতভূততি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্যসাধনক তদুপাসনমিব।

বিজ্ঞাপন

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ মাঘ সোণ বার
সন্ধ্যা ৭ ঘটীর সময়ে পঞ্চত্রিংশ
সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক।
ব্রাহ্মগণ প্রধান আচার্য্য শ্রীযুক্ত
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের
ভবনে আগমন করিয়া ব্রহ্মোপা-
সনা করিবেন।

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ।

আচার্য্যের উপদেশ।

৭ কাঙ্কন ১৭৮৪ শক।

রুমবার।

ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিবার সময় আমরা
প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, “রোগ বা বিপদ
দ্বারা অক্ষম না হইলে প্রতি দিবস জ্ঞান ও

প্রীতি পূর্বক পরব্রহ্মে আত্মা সমাধান ক-
রিব।” প্রত্যহ নিজ্জনে ঈশ্বরের উপাসনা
করা মনুষ্য মাত্রেরই কর্তব্য। উপাসনাতেই
আমাদের মহত্ত্ব, আমাদের মনুষ্যত্ব : ইহা
হইতেই আমাদের জ্ঞান, পবিত্রতা, বল ও
উৎসাহ। ইহাই ধর্মের জীবন ; আত্মাতে
যাহা কিছু ধর্মের ভাব আছে, তাহা কেবল
উপাসনাকে অবলম্বন করিয়া জীবিত থাকে।
উপাসনা স্বর্গের দ্বার-স্বরূপ ; ব্রহ্মকে লাভ
করিবার, ব্রহ্ম-নিকেতনে প্রবেশ করিবার,
এক মাত্র উপায়। আমরা চক্ষু কর্ণাদি ই-
ন্দ্রিয় দ্বারা যে রূপ বাহ্য বিষয়ের সহিত
আমাদের সন্মুখ নিবদ্ধ করি, উপাসনা দ্বারা
সেই রূপ অপ্রীতিময় মহান্ পদার্থের সহিত
নিত্য কালের যোগ স্থাপন করি। আত্মার
উন্নতির প্রধান কারণ উপাসনা ; ইহা হ-
ইতে বঞ্চিত হইলে কোন প্রকারেই আমরা
সংসারের পাপ-তাপ হইতে মুক্ত হইয়া
ঈশ্বরের পথে চলিতে পারি না। এ জন্য
প্রতিদিন নিয়মিত-রূপে পরব্রহ্মে আত্মা
সমাধান করিয়া তাঁহার উপাসনা করা ক-
র্তব্য। যদিও ইহা আমাদের প্রাত্যহিক
কার্য্য, তথাপি ইহা কঠিন ব্যাপার সন্দেহ

নাই। উপাসনার স্থান জিহ্বাতে নয়, চ-
কুতে নয়, ইহা শারীরিক কার্য্যও নয়। কেবল
কতকগুলি শব্দ উচ্চারণ করিলে উপাসনা
হয় না; সকলে মিলিত হইয়া সমস্তরে
মধুর সামগানেও সামাজিক উপাসনা হয়
না। এ সকল অবলম্বন ইহার উপায় মাত্র।
প্রকৃত উপাসনা অন্তরে, আত্মার সহিত
পরমাশ্রয় সম্মিলনের নাম উপাসনা। যে-
খানে মনুষ্যের চক্ষু কণ্ঠ প্রবেশ করিতে
পারে না, সেখানেই উপাসনা; ইহার ভাব
মনুষ্য দেখিতে পায় না, ইহার স্তুতি প্রা-
র্থনা মনুষ্য শুনিতে পায় না, কেবল সেই
সর্বদাক্ষী সর্বদায়ামী পুরুষই ইহা জানিতে
পারেন, যিনি ইহার এক মাত্র ফল-দাতা,
যাঁহার চক্ষু সর্বত্র। অতএব বাহ্যতে আ-
মাদের উপাসনা মৌখিক ও বিফল না হইয়া
আন্তরিক ও ফল-দায়ক হয়, তাহার জন্য
চেষ্টা কর' কর্তব্য। নতুবা কেবল কতক-
গুলি নির্দিষ্ট শব্দ উচ্চারণ করিলে কপট
ভাবে ঈশ্বরের পূজা করা হয়। সাবধান!
হে ব্রাহ্মগণ! যেন তোমাদের প্রাতিভিক
উপাসনা আত্ম-শূন্য হৃদয়-শূন্য কার্য্য হইয়া
না পড়ে। বাহ্যতে আত্মাতে ঈশ্বরকে
দেখিয়া হৃদয়ের সহিত তাঁহার পূজা করিতে
পার, তাহাই তোমাদের নিত্য কর্ম্ম। প্র-
কৃত উপাসনা হইতেছে কি না, ফল স্বাভা-
বিক পরিচয় পাওয়া যায়। প্রত্যহ নিয়-
মিত রূপে ব্রহ্মোপাসনাতে নিযুক্ত হই-
তেছি, অথচ পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাই-
তেছি না, পুণ্ড্রের নাগ রাশি রাশি পাপ
অন্তরে সঞ্চিত রহিয়াছে, আত্ম-প্রসাদ অনু-
ভব করিতে পারিতেছি না, নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি
সকল অপরাধিত বিক্রমে হৃদয়কে শাসন
করিতেছে এবং সমুদায় জীবনকে মোহ-
শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে; ইহাকে
কখন প্রকৃত উপাসনা বলা যায় না। হে

উপাসনাতে আত্মার উন্নতি হয় না, তাহা
প্রকৃত উপাসনা নয়। যে সাধু ঈশ্বরের
যথার্থ উপাসক হয়, তাঁহার অন্তরে বাহিরে,
তাঁহার সমুদায় জীবনে উন্নতি প্রকাশ পা-
ইবে। মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বর আনন্দিগকে
তাঁহার উপাসক করিয়া পরম মৌজাগ্যবান্
করিয়াছেন; সাবধান! যেন কেহ এই মহৎ
অধিকার লাভ করিয়া ইহাকে বিকৃত না
করেন। প্রত্যহ নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে
উপাসনা করিলে ব্রাহ্মবর্ষের প্রতিজ্ঞা পা-
লন হয় না; প্রকৃত আন্তরিক উপাসনাই
নিত্য আবশ্যিক।

উপাসনা করিবার পূর্বে অনন্যমনা
হইয়া মত্যা-স্বরূপ পরমেশ্বরে আত্ম সমাধান
করবেক। সংসারের পাপ তাপ প্রলোভন
হইতে দূরে গিয়া পরিশুদ্ধ মহান পরমেশ্ব-
রের সম্মুখানে উপস্থিত হইয়াছি, ইহা স্মরণ
রাখিবে। যেখানে বাহ্য আকর্ষণে মন আ-
কৃষ্ট হয়, সেখানে অপবিত্র কামনা মনে
উদয় হয়, সেখানে উপাসনা করা বিধেয়
নয়; যেহেতু বিক্ষিপ্ত চিত্ত হইলে তাঁহার
দর্শন পাওয়া যায় না। সর্ব প্রথমে তাঁহাকে
প্রত্যক্ষ দেখা যায় এ প্রকার চেষ্টা করিবে,
প্রীতি নয়নে তাঁহার প্রীতি ভাব দর্শন ক-
রিবে, বিশুদ্ধ হৃদয়ে তাঁহার পবিত্র নিষ্কলঙ্ক
স্বরূপের প্রতি নিরীক্ষণ করবে। তাঁহাকে
না দেখিলে তাঁহার পূজাতে প্রবৃত্ত হওয়া
সম্ভাবিত নহে। কুতজ্ঞতা-উপহার কাহার
নিকটে অর্পণ করিবে? আত্মার অতাব
মোচন করিবার অন্য কাহার নিকটে প্রার্থনা
করিবে? যাঁহার পূজা করিতে মানস ক-
রিয়াছি, তাঁহার দর্শন না পাইলে কেবল
শূন্য হৃদয় হইতে কতকগুলি বাহ্য নিঃসৃত
হইয়া আকাশে নির্জন হইবে। অতএব
ব্রহ্মোপাসনার প্রারম্ভে ব্রহ্ম দর্শন আবশ-
্যক।

শান্ত সমাহিত হইয়া একান্ত চিন্তে পর-
ত্বের স্বরূপ চিন্তা করিবেন, যিনি সর্ব-
বাপী সর্বাত্মমী, যিনি “বিশ্বতচ্ছকু”
যিনি একাশবান, যিনি প্রোক্তের প্রোক্ত,
চক্ষুর চক্ষু, মনের মন, প্রাণের প্রাণ হইয়া
আমাদের মধ্যে স্তম্ভোত্তর রহিয়াছেন, যিনি
সকল শক্তির মূল শক্তি, যাহাকে অবলম্বন
করিয়া আমরা জীবিত রহিয়াছি, যিনি
স্বাক্ষরের সম্মুখানে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া
হৃদয়ের পূজা-উপহার গ্রহণ করেন; তিনি
আমাদের সম্মুখে, তিনি আমাদের অন্তরে
বিস্তার করিতেছেন। ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া এই
প্রকারে তাঁহার ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার
আবির্ভাব হইল, হৃদয়াকাশে সেই সত্য-
স্বর্ঘ্যের উদয় হইল, এবং বিমল বিশুদ্ধ
জ্যোতিঃ বিকীরণ হইল। সংসারের অন্ধকার
তিরোহিত হইল, অসামান্য কামনা, বিষয় যন্ত্রণা,
লোক ভয়, দুর্বলতা, নিকৃষ্ট ভাব-সকল
অন্তরিত হইল; সেই নিষ্কলঙ্ক পবিত্র পুরু-
ষের দর্শন মাত্র প্রজ্ঞা ও ভক্তি, তাঁহার
মঙ্গল-মূর্তি দেখিবা মাত্র প্রীতি ও কৃত-
জ্ঞতা আপনা হইতেই উদ্ভূত হই-
ল; স্তুতি, ধন্যবাদ, প্রার্থনা, প্রোক্তের ন্যায়
অপ্রতিহত বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল,
ঈশ্বরের মহিমা-গানে আত্মা পূর্ণ হইল এবং
প্রেমাস্রবের উৎস উৎসারিত হইতে লা-
গিল। যখন এই রূপে ব্রহ্ম জ্ঞান, ব্রহ্ম-
ধ্যান, ব্রহ্ম দর্শন সহকরে ব্রহ্মোপাসনা হয়,
তখনই আমরা এই পৃথিবীতে থাকিয়াও
স্বর্গের পবিত্রতা ও আনন্দ অমৃতভব করি।
হে ব্রাহ্মগণ! তোমরা বিশুদ্ধ উপাসনাকে
অবলম্বন কর, অবশ্যই ইহার কল্যে প্রতিদিন
লাভ করিবে। বিকিণ্ড-চিন্তে, অপবিত্র
মনে তাঁহার সম্মুখানে উপনীত হইও না;
হৃদয়গণে জয়কোষরকে আকীর্ণ দেখিয়া
তাঁহার পূজাতে প্রবৃত্ত হইবো এই প্রকারে

তাঁহার উপাসনা করিবে, এই প্রকারে তাঁ-
হার উপাসনা করিবে।

হে পরমাত্মন! আমরা তোমারই উপা-
সক, যাহাতে প্রতি দিবস নিঃস্বপ্নে প্রকার
সহিত তোমার পূজা করিতে পারি, যাহাতে
তোমার পবিত্র সহবাসে থাকিয়া দিন দিন
উন্নত হইতে পারি, এ প্রকার কৃপা বিতরণ
কর। সংসার কোলাহলে যেন তোমাকে
বিশ্রুত না হই; তোমার প্রসাদে প্রতি দিবস
তোমার উপাসনা করিবার মহৎ অধিকার
প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহাতে যেন আমরা কখন
অবহেলা না করি। পরমেশ! কি প্রকারে
তোমার উপাসনা করিব, তুমি তাহা আমার
দিগকে শিক্ষা দেও; আমাদের হস্ত ধারণ
করিয়া তোমার প্রতি আমরা দিগকে উন্নত
কর।

ও একমেবাদ্বিতীয়ং



জীবনের প্রকৃত ব্যবহার।

হে মানবগণ! বিনীত ভাবে সেই বিশ্ব-
নিরন্তর পথসকল অনুসন্ধান কর, এবং
কটন্থকে যদি এক বার তাঁহার নির্দিষ্ট
পথ অবলম্বন করিয়া প্রাপ্ত হও, তাহা হইলে
আর সে পথের বাহিরে গমন করিও না।
যখন তোমরা এক বার তাঁহার পথ জানিলে,
প্রাণ পর্যন্ত পণ করিয়াও সেই পথের প-
থিক হইবে। পৃথিবীর প্রত্যেক বস্তু তাঁ-
হার জ্ঞান ও মহিমার পরিচয় দিতেছে
এবং চতুর্দিকেই তাঁহার অতিশ্রেষ্ঠ কার্য-
সকল জানিবার উপায় রহিয়াছে; চেষ্টা
কর, কখনই বিফল হইবে না। যেখানে
চন্দ্র সূর্য্য বায়ু প্রভৃতির গমনাগমন আছে
এবং যেখানে সর্বাবয়ববিশিষ্ট বুদ্ধি শক্তি
সম্পন্ন জীব আছে, সেই স্থানেই ঈশ্ব-
রের আজ্ঞা এবং নিয়ম জাজ্বল্যরূপে প্র-

কাশমান রাহিয়াছে। তিনি শক্তিতে অনন্ত, জ্ঞানেতে অনন্ত;—তিনি অনন্ত শক্তি প্রভাবে এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রচনা করিয়া পৃথিবীর সমস্ত বস্তুকে বখাওয়ানে রক্ষা করিতেছেন এবং অসীম আকাশ-সিংহাসন হইতে অনন্ত জ্ঞান প্রভাবে এণ্টী কীটগুর ভূত্বা পর্গায় তাঁহার গোচরে রহিয়াছে। হে মানবগণ! তোমরা ইঁহারই রাজ্যে বাস করিতেছ, ইঁহা কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছ; সাবধান যেন তাঁহার আজ্ঞাধীন ভূত্বা হইয়া তাঁহারই আজ্ঞা লঙ্ঘন না করিতে হয়। তাঁহার বিশ্ব-নিঃসৃত গভীর নাদ শ্রবণ কর, শ্রবণ করিয়া তদনুযায়ী কার্য্য কব, মঙ্গলই দেখিতে পাইবে। আত্মা নূতন নূতন বেশ ধারণ করিবে; হে মানবগণ! বিবেচনা করিয়া দেখ তোমাদেরিগকে কি নিমিত্ত ঈশ্বর প্রেরণ করিয়াছেন। তোমাদেরিগের অভাব, সংস্থান, উদ্দেশ্য, ক্ষমতা ও অপরাধের সমস্ত পর্যালোচনা করিয়া দেখ। এখন জানিতে পারিবে তোমাদেরিগের কর্তব্য কি, এবং ইহাও জানিতে পারিবে তোমাদেরিগকে কোন পথ দিয়া যাইতে হইবে।

যে পর্য্যন্ত তোমার ক্ষমতা, এবং যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে যাইতেছ তাহাতে তোমার কি রূপ অভিক্রুতি, ইহা বিলক্ষণ রূপ পরীক্ষা করিয়া না দেখ, সে পর্য্যন্ত সেই কাণ্ডো হস্তক্ষেপ করিবে না; তাহা হইলে তোমার নিকট হইতে লজ্জা, অপমান ও অনুতাপ দূরে অবস্থিতি করিবে। অবিবেচক ব্যক্তিরাই ব্যর্থ বাক্য সকল উচ্চারণ দ্বারা আপনাদেরিগের নির্দোষতা প্রকাশ করে। যিনি কল চিন্তা না করিয়া কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তিনি প্রাণীত্বের অপর পাশ্চ্য কি আছে না দেখিয়াই উল্লঙ্ঘন করিতে গিয়া কুপে পতিত হন। অতএব বিবে-

চনাকে সর্বদা অন্তরে জাগরক রাখ, তিনি যাহা উপদেশ দেন তাহা করিতে সাধ্যানুসারে চেষ্টা কর, তাহা হইলে তিনি তোমাদেরিগকে সত্য এবং মুক্তির পথে লইয়া যাইবেন।

হে মনুষ্য! তুমি কে, যে আপনার জ্ঞানের এবং বিদ্যা বুদ্ধির গর্ভ করিতেছ? যদি জ্ঞানী হইতে চাও; তাহা হইলে প্রথমে জান যে তুমি সম্পূর্ণ রূপে অজ্ঞ; আর যদিও তোমাকে লোকে বাতুল বলিয়া না জানে তাহা হইলে তুমি আপনাকে জ্ঞানী জানিয়া জনসমাজে বাতুলতা প্রকাশ করিও না। যেমন স্বভাব-সুন্দরের সামান্য পরিচ্ছদ ও শোভার কারণ হয়, তেমনি জ্ঞাননমুতা মহাকারে দ্বিগুণ শোভা পায়। ধীর ও জ্ঞানী ব্যক্তির মুখ হইতে যে সকল সত্য নিঃসৃত হয় তাহার জ্যোতি অধিক উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশ পায়। আর যদিও তাঁহার নিকট কোন কোন সময়ে ভ্রম আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাঁহার নমু প্রকৃতি তাঁহার ভ্রমকে আচ্ছাদন করিয়া ফেলে। তিনি কখন আপনার বুদ্ধিকে অজ্ঞানতা-বিয়া কার্য্য করেন না। যদিও কোন সময়ে এমন কোন বিষয় উপস্থিত হয়, যাহা তিনি বুদ্ধিয়া উঠিতে পারেন না, তখন তিনি পার্শ্বস্থিত বন্ধুব সাধ্য্য প্রার্থনায় কখনই লজ্জা বোধ করেন না, স্মৃতরাং তিনি কোন কালেই গর্ভিতদিগের ন্যায় মুখতা প্রকাশ করেন না। তিনি যদি শুনিতেন পান যে তাঁহার কেহ প্রশংসা করিতেছে; তিনি সে দিকে কর্ণপাতও করেন না; এবং যদিও তাঁহার কর্ণকুহরে নৈবাং তাঁহার প্রশংসা প্রবিষ্ট হয়, তিনি তাহা বিশ্বাস করেন না; বরং তিনি আপনার দোষনমুহের প্রতি লক্ষ্য রাখেন। যেমন অবশুষ্ঠন রূপের অধিক সৌন্দর্য্য সম্পাদন করে, সেই রূপ

তাহার গুণসমূহ সমুদায় অবগত হইয়া
ছাদিত থাকিতে আরো শোভা পাইয়া
থাকে। কিন্তু এক্ষণে এক বার গম্বীতের
প্রতি দৃষ্টিপাত কর, যিনি সুন্দর পরিচ্ছদ
ধারণ করিয়া প্রকাশ্য পথে গমন করিতে-
ছেন, এবং এই মানসে চতুর্দিকে দৃষ্টি নি-
ক্ষেপ করিতেছেন, যে তাহাকে যেন সকলে
দেখিতে পায়। তিনি মন্তক উন্নত করিয়া
একপা ভাবে চলিতেছেন বোধ হয় যেন
তিনি তাঁহার নিম্ন-পদবীহ লোকদিগকে
গ্রাসাই কবিত্তেছেন না; কিন্তু তিনি যেমন
তাঁহার নিম্ন-পদবীহ লোকদিগের প্রতি
অবজ্ঞা প্রকাশ করেন, আবার তাঁহার উচ্চ
পদস্থ লোকেরা তাঁহাকেও সেইরূপ অবজ্ঞা
করিতে পারেন তৎকালে ইহা অনুধাবন
করা তাঁহার কর্তব্য। তিনি কাহারো বিচা-
রকে বিচার জ্ঞান করেন না; আপনি যাহা
সিদ্ধান্ত করেন তাহাই অম্রাভ, সুওরাং
অবশেষে তাঁহার সকল কার্যাই বিশৃঙ্খল
হইয়া উঠে। তিনি আপনার মনোমধ্যে
রখা গর্বে ক্ষীণ হইতে থাকেন, এবং
সর্বদা আপনার বিষয় লইয়া আন্দোলন
করিয়াই প্রীতি লাভ করেন। তিনি যেমন
আপনার প্রশংসা আপনি গ্রাস করিতে চান
তেমনি আবার চাটুকারেরা তাঁহাকে সম্পূর্ণ
গ্রাস করিয়া বলিয়া থাকে।

ইহা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে এক
বার সময় গত হইলে আর প্রত্যাগত
হইবে না; এবং যে সময় আসিতেছে
তাহার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করা যা-
ইতে পারে না; “কোহি জামাতি কল্যাণ
হুতুকিলো ভবিষ্যতি।” ভবিষ্যৎ-বিধানে
ভবিষ্যৎ কালের প্রতি আশা না রাখিয়া এবং
গত কালের জন্য শোচনা না করিয়া বর্তমান
সময়ের উত্তম ব্যবহার করিবে। বর্তমান
মুহূর্ত্ত ভবিষ্যৎ-বিধি পত্রিকা

ভবিষ্যতের গর্ভে স্থিতি করিতেছে, কি
আকৃতিতে ভবিষ্যৎ সমুদে আসিয়া উপ-
স্থিত হইবে, তাহার তুমি কিছুই জান না।
যাহা কিছু করিবে বলিয়া শ্রির করিয়া রাখি-
য়াছ, শীঘ্র তাহা নিষ্পন্ন করিয়া ফেল, যদি
প্রাতঃকাল মধ্যে কার্য্য সমাধা করিতে পার
তাহা হইলে আর সন্ধ্যার প্রতীক্ষা করিও
না। আলস্য দরিদ্রতা ও ক্রেশের পিতা
স্বরূপ; এবং পরিশ্রম সুখ সচ্ছন্দতা ও
ধর্ম্মের আকব ভূমি। পরিশ্রমীদিগের নি-
কট হইতে অভাব দরিদ্রতা দূরে পলায়ন
করিয়াছে, এবং সুখ মৌভাগ্য ইহাদিগের
সঙ্গের নঙ্গী হইয়াছে। যিনি আলস্যকে
ক্রমেও নিকটে আসিতে না দেন এবং
ইহাকে শত্রু বলিয়া জানেন, তিনিই ধর্ম্ম,
ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, মান, সম্ভ্রম, যশ প্রভৃতি
লাভ করেন। তাঁহাকেই বহুজনাকর্ষণ রাজ-
সভার মধ্যে দণ্ডায়মান হইতে দেখা যায়।
তিনি যেমন প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করেন,
আবার তেমনি বিলম্বে বিশ্রাম-শয্যা গমন
করেন। তিনি নিয়মিত শবীর সঞ্চালন
দ্বারা যেমন শরীরকে সচ্ছন্দে রক্ষা করেন,
তেমনি আবার নিয়মিত রূপে মনোবৃত্তি
সমুদয়চালনা দ্বারা মনকে সুস্থ রাখেন।
কিন্তু, আবার দেখ, যাহারা অলস তাহা-
দিগের জীবন কেবল ভার স্বরূপ। তাহার
প্রতি মুহূর্ত্ত ক্ষেপণ যন্ত্রণা স্বরূপ। তিনি
কত প্রকার মনেতে উপস্থিত করেন, কিন্তু
কোন বিষয়েই কৃতকার্য্য হইতে পারেন না।
তাঁহার সমস্ত জীবন কেবল ছায়ার ন্যায়
চলিয়া যায়; পৃথিবীতে এমন কিছুই রাখিয়া
যান না, যাহা দ্বারা তাঁহাকে মৃত্যুর পর স্মরণ
করা যাইতে পারে। তাঁহার শরীরের অঙ্গ
প্রত্যঙ্গ বধাবিধি সঞ্চালন অভাবে জড়-
প্রায় হইয়া যায়। তাহার কর্ম্ম করিতে বিল-
ক্ষণ ইচ্ছা আছে, কিন্তু শরীরের অসামর্থ্য

নিবন্ধন তিনি অপারক। তাঁহার মন চির অজ্ঞকারে মগ্ন আছে। তাঁহার চিন্তা স্থান যথাক্রমে সংকলিত না হওয়াতে একপ এক-প্রকার বিশৃঙ্খল হইয়া রহিয়াছে, যে যদিও তিনি জ্ঞানোপার্জনে ইচ্ছা করেন, কিন্তু মনের ঠৈর্যা অত্যাধিক কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন না। আলস্য যেমন তাঁহাকে সংসারের কার্য্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে, তেমন আবার তাঁহার গৃহ হইতে শাস্তিকেও বহিষ্কৃত করিয়াছে। তাঁহার ভূতাবগ তাঁহার বশে থাকেন না; থাকিবেই বা কেন? তাহাদিগের প্রভু যখন আপনার কর্তৃত্ব করিতে পারিলেন না তখন অপরের উপর কর্তৃত্ব করিতে পারিবেন, কখনই সম্ভব হয় না। সুতরাং তাহার অবাধ্যতা ও অমিতাচার তাহাদিগের প্রভুরই নিকট হইতে শিক্ষা পায়। এ সমস্ত বিশৃঙ্খল, তিনি সকলি দেখিতে এবং শুনিতে পাইতেছেন, তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেন এই বার সকলি করিব; কিন্তু করিবেন কি, আলস্য আনিয়া তাঁহাকে একে বারে গ্রাস করিয়া ফেলে। যে জীবনে মনুষ্য বাহা প্রার্থনা করিবেন তাহাই প্রাপ্ত হইবেন, তিনি এই রূপে সেই মনুষ্য জীবনকে, ছুর্বল তার স্বরূপ জ্ঞান করিয়া পরিশেষে শোকে মলিন, রোগে কাতর ও বিনাদে জজ্বরীভূত হইয়া কালের করাল-বদনে লঘুতন পিণ্ডাকারে প্রবিষ্ট হন।

থিরোডোর পার্করের পত্র।

২৫৭ নংখ্যক পত্রিকার ১৩৬ পৃষ্ঠার পর।

অনন্তর সাধারণকে বাহা উপদেশ প্রদান করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে অতি অল্পই শিক্ষা লাভ করিয়াছি এই বলিয়া এবং বহুকাল ধর্ম চিন্তা ও ধর্মামুসন্ধান করিতে হইবে

ইহার নিমিত্তও অমিচ্ছা। পূর্বক ধর্ম বিজ্ঞান লয় পরিচালনা করিলাম। আমি সর্বত্র এখানে যে সমস্ত উপদেশ দিয়াছিলাম, তদ্বিষয়ে আমাকে অন্যের সম্পূর্ণ অনুকরণ করিতে হইয়াছিল। উপদেশ কালে যদিও মৃত্যুর মৃত্যু ভাব সঙ্কলন করিয়া দিতাম কিন্তু পূর্বতন আচার্য্যাদিগের চিরপরিচিত প্রণালীর হস্ত হইতে কিছুতেই পরিচালনা প্রাপ্ত হইতে পারি নাই। আমি যখন ধর্মোপদেশ প্রদান করিতাম, তৎকালে অতিশয় ভীত ও কম্পিত হইতাম। আমি তরুণ-বয়স্ক যুবা; যদিও ধর্ম বিজ্ঞান অনুশীলন ও ধর্ম বিষয়ক বিস্তার চিন্তা করিয়া ছিলাম, তথাচ বহু দিবস জনসমাজের সহিত সমাক্ষ সংস্রব রাখিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারি নাই; সুতরাং বাহারা বয়সের আধিক্য নিবন্ধন বিজ্ঞ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন, তাঁহারা আমার উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিবেন এই জন্য অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইতাম। উপদেশ কালে বাহাতে আমার বাক্য নিঃসৃত না হয়, আমি তদ্বিষয়ে সত্য সত্যক থাকিতাম এবং ধর্মবিষয়ক যে সহজ জ্ঞান বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাতে সকলকে উদ্বোধিত করিবার নিমিত্ত সবিশেষ চেষ্টা করিতাম, এবং মনুষ্য যে পরিমাণে প্রার্জনিক নিয়মের অধীন, আমি সর্বত্রই সর্ব সমক্ষে তাহাই অভিব্যক্ত করিতাম। এই রূপে কয়েক মাস অনেকানেক স্থানে বক্তৃতা এবং মনুষ্যের অন্তর্দৃষ্টিতে প্রবিষ্ট হইতে হইবে এই রূপ অবধারণ করিয়া বাহাতে সমাক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি সেই রূপ ধর্মের উপদেশ প্রদানে অধ্যবসায় করিতে লাগিলাম। আমার যুক্তি-সম্পন্ন ও ধর্মামুসন্ধান উপদেশ শাস্ত্রীর শাসনের সুস্থান হইতে উদ্ভূত হইয়া নিশ্চয়াক্রমে সত্যই প্রমাণিত করিতে পারি। এতদ্বারা সত্যের

পন্থেক আত্মকেউ পন্থেশের সভাটা প্রতি-
পালনার্থে সবিশেষ মতক করিয়া দিয়াছিলেন,
এই নিমিত্ত আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা-
পাশে সংযুক্ত হইয়া আছি। এক্ষণে আমি-
রও সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইতেছে যে আমিও
তাঁহার বাক্য প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হই
নাই। আমি ইংলণ্ডীয় ভাবার ব্যবহার-
নির্ণয় এবং তদ্বিষয়ক সুদীর্ঘ বক্তৃতার
কি তর্ক বিতর্ক অনুশীলন করিয়া
বাক্য বোঝনার পরিপাটি ও পদ ব্যব-
হারের চাতুরী অভ্যাস করিয়াছিলাম।
গ্রীক ও লাতিন ভাষার বক্তৃতা পর্যালো-
চনা করত বাক্যের অলঙ্কার সম্পাদনেও
সমর্থ হইলাম।

অনন্তর আমি ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ইউ-
নিটেরিয়ান সম্প্রদায়ের এবং বোর্ডনের
সম্মিলিত পশ্চিম রক্সবার্ নামক ক্ষুদ্র এক
জনপদের কংগ্রেগেশন নামক এক মা-
মান্য সভার ধর্মযাজকতা পদে অভিষিক্ত
হইলাম। তথাকার খ্রী ও পুরুষদিগের
সহিত আমার বিলক্ষণ মৌলদ্য জন্মিয়া-
ছিল। তাঁহারিগের সহিত মৌলদ্য আমার
সম্পূর্ণ প্রীতিজনক ও কলোপধায়ক হইয়া
উঠে। আমি যখন ধর্ম বিষয়ক চিন্তা করি-
তাম, তখন বিজ্ঞান বিশেষ আমার স্বাধী-
নতা পরিহার করিতে সমর্থ হইত না এবং
যাহা সিদ্ধান্ত করিতাম, তাহাই স্বাধীনতার
সহিত উপদেশ দিতাম। আমার অধিকারে
কেহ কখন অসুপ্তি উপস্থাপন করেন নাই।
ধর্ম-বিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা কেবল ধর্ম-
বিষয়ক শিক্ষা প্রদান করিতেন। তাঁহার ক-
মন্ড বিদ্যাক্ষ হাতবর্গের ধর্মোপদেশ আর আর-
গত হইলেও তাঁহারিগকে কখন নিপীড়িত
করিতেন না। ক্ষুদ্র সভার প্রাণকণ্ডের
ধর্মপুরুষগণের নিয়ম পর্যালোচনা করিয়াই
সত্যিকার সত্য পরিচয় এবং তাঁহারিগকে

ঈশ্বর ও অন্তর্দৃষ্টির অবিরোধে ধর্মসম্বন্ধ
স্বাধীন ভাব উন্নত করিতে অনুমোদন
করিতেন। ইউনিটেরিয়ান খৃষ্টিয়ানের
আম্মার স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা ও
বক্তৃতার স্বাধীনতাকে যে সবিশেষ সমাদর
করিতেন এবং তাঁহারিগকে যে পরীক্ষক ও
পোপের পরতন্ত্রতায় নিপীড়িত হইতে হইত
না, তৎকালে ইহা ঐ ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের
অল্প অফ্রাদের বিষয় নহে। ইউনিটেরিয়ান
ধর্মোপদেশক ও সভাদিগের মধ্যে বিস্তর
মত-বৈষম্য লক্ষিত হইত কিন্তু ধর্ম-বিজ্ঞা-
নের পরিবর্তে ধর্মের একতা সম্পাদনে
সকলেরই যত্ন ছিল। যখন কোন বা-
স্তবিক ধর্মোপদেশক পদে অভিষিক্ত করা
হইত, বিচারক সভা তাঁহার ধর্ম-সংক্রান্ত
বিশেষ অভিপ্রায় কিছুমাত্র অনুসন্ধান ক-
রিত না; সাম্প্রদায়িক লোকেরাই তাঁহার
অভিপ্রায় সুস্পষ্ট অবগত হইয়া যদি
তাঁহারে ধর্মোপদেশকের পদে প্রতিষ্ঠিত
করা সম্ভব বোধ করিত, বিচারক সভার
গোচর করিতেন। তাঁহারিগের মধ্যে এ-
ইকপ এগালিটিরই সবিশেষ সমাদর ছিল।
ইউনিটেরিয়ান সম্প্রদায় এক ঈশ্বরের অ-
স্তিত্বেই সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া থাকেন
তাঁহার। খৃষ্টিয়ানদিগের ত্রিনিতিত্ব মতে
কিছুতেই অনুমোদন করেন না। খৃষ্টিয়ানেরা
কহেন, খৃষ্ট সাধারণের ঈশ্বর; কিন্তু ইউ-
নিটেরিয়ানেরা এই বাক্যের প্রতিবাদ করিয়া
থাকেন। আমি যখন ধর্মোপদেশক পদে
অভিষিক্ত হই, তৎকালে বিচারক সভা আ-
মাকে আমার ধর্মবিষয়ক অভিপ্রায় কিছুমাত্র
জিজ্ঞাসা করেন নাই। আমার সহিত
সভাদিগের মত-বৈষম্য আছে কি না
এবং কোন ধর্মবিজ্ঞান আমার অবল-
ম্বিত তদ্বিষয়েও বাক্য ক্ষুদ্রিক না করিয়া
কেবল আমার নীতি ও ধর্ম পর্যালোচনা

বিষয় সবিশেষ পরীক্ষা করিয়াছিলেন। আমার ধর্মোপদেশক পদে অভিষিক্ত হইবার কালে এক মহাত্মা আমার মস্তকে হস্ত প্রদান পূর্বক প্রার্থনা করিলেন “কাব্য বা দর্শন শাস্ত্রে অনুরাগ এবং কোন প্রকার প্রীতিকর বিষয়ের অনুশীলন এই তরুণ বয়স্ক ব্যক্তিকে প্রকৃত ধর্মের শিক্ষা লাভ ও মানব জাতির মুক্তি সম্পাদনার্থ ধর্মের উপদেশ প্রদান হইতে যেন কদাচ বিরত না করে। আমিও তথাস্ত্ব বলিয়া অন্তরের সহিত তাঁহার বাক্যে অভিনন্দন করিলাম।

আমার ধর্মোপদেশকের পদ গ্রহণ করিবার এক বা দুই বৎসর পরে সভা সংখ্যা আয় সত্তর জন হইয়াছিল। কএকটি বালকও ইহার অন্তর্গত ছিল। আমি অনতিকাল মধ্যে সভার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সভ্যদিগের সহিতও সম্পূর্ণ রূপ পরিচিত হইলাম। তন্মধ্যে দেখিলাম কতগুলি নিতান্ত অসভ্য এবং কতগুলি অতিশয় উদারস্বভাব ও যথার্থ ভদ্র। আমি সাধারণের চরিত্র ও আন্তরিক্য দাব সমুদায় সমাক্ষ অবগত হইয়াছিলাম। সভ্যদিগকে যে সমস্ত উপদেশ প্রদান করিতে হইত, তৎসমুদায় রচনা করিবার নিমিত্ত সমাধিক যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করিতাম। অদ্যাপি সেই সকল উপদেশ আমার চিত্ত হইতে তিরোহিত হয় নাই। উপদেশ রচনা ও উপদেশ প্রদানে আমার সমধিক উৎসাহ ও আমোদ হইত। আমি স্বয়ং শিক্ষা লাভ ও অন্যকে উপদেশ প্রদান উভয় বিষয়েই সুপটু ছিলাম। আপনায় উন্নতি সাধন ও অন্যের উন্নতি সম্পাদন করা আমার একমাত্র কার্য ছিল। কোন মস্তদায় বা ইতিহাস বিশেষের শাসন দ্বারা প্রতিবন্ধ না হইয়া আকৃত্তিক নিয়ম সমুদায়ের উপদেশ প্রদানে প্রবৃত্ত হইতাম। স্ব মত সমর্থন ও নিদর্শন প্রদর্শন করিবার

নিমিত্তই মস্তদায়নিষ্ঠ মত ও ইতিহাসের আশ্রয় অবলম্বন করিতাম। ইতিহাস-ঘটিত বিষয়ের নিমিত্ত ঐতিহাসিক প্রমাণ উদ্ধৃত করিতাম এবং ধর্মতত্ত্বের নিমিত্ত আমার সহজ জ্ঞান ও ধর্ম-পরায়ণ ব্যক্তিদিগের দৃঢ় বিশ্বাসই প্রমাণ বলিয়া অস্বীকার করিতাম। কৃষকদিগের নিস্তক ও শীতল অবস্থা সুকবি রচিত কাব্যের ন্যায় আত্মীয়-মান হইত এবং উপদেশ প্রদান করিবার সময় সমাজ গৃহের সমিহিত বৃক্ষ সমূহ যেমন গবাক্ষ বিবর দ্বারা লক্ষিত হয় সেই রূপ উহা আমার অন্তরে সুস্পষ্ট আঁকিত হইত। সুচতুর মনুষ্যদিগের সহিত সংস্রব রাখিয়া যাল পরিবর্জিত হইয়াছে সেই অস্তুদৃষ্টি প্রভাবে যে বিষয়ে অতি-স্ক্রতা লাভ করিয়াছি আমি তাহারই উপদেশ প্রদান করিতাম এবং যাচাতে সকলে সময়ের প্রকৃত ব্যবহার এবং নির্ণীত সভ্য সকল কার্যে পরিণত করে তদ্বিষয়েও যত্ন-বান ছিলাম।

অনন্তর আমি পদার্থ বিদ্যার আলোচনা এবং যাচাতে প্রকৃত জ্ঞানোপার্জন হয় এই রূপ নানা প্রকার শাস্ত্র স্বতন্ত্র অনুশীলন করিবার বিস্তর অবকাশ প্রাপ্ত হইলাম। একদা ধর্ম বিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক আমাকে কহিলেন “তুমি একটি সামান্য সভার ধর্মোপদেশক। একপ সন্ধীর্ণ স্থানে অবস্থান করা তোমার কর্তব্য হইতেছে না। তুমি জাতি সাধারণ সকলকেই ধর্মোপদেশ প্রদান কর এবং বক্তৃতা দ্বারা যে বিষয় সংসাধনে অসমর্থ হইবে রচনা করিয়া তৎ সম্পাদনে যত্নবান হও।” আমি অবকাশ কাল কঠিন পরিশ্রমের সহিত পুস্তক পাঠ করিয়া অতি-বাহিত করিতাম। আমি যে কেবল আত্মানু-বশতই দিবসের মধ্যে দশ বা পঞ্চদশ ঘণ্টা শাস্ত্রালোচনা করিতাম তাহা নহে;

এ রূপ গাঢ়তর পরিভ্রম দ্বারা প্রভুত আনন্দ ও অনুভব করিতাম। অনন্তর আমি ধর্ম-বিজ্ঞানের সুকঠিন বিষয় নিকপণ করিতে আরম্ভ করিলাম। আমার অবস্থা স্বাধীন ভাব সংস্থাপন ও অধ্যয়ন উভয় বিষয়েই একান্ত অনুকূল হইয়া উঠিল। ধর্মোপদেশের পদ গ্রহণ পূর্বক ধর্ম বিজ্ঞান অনুশীলন আরম্ভ করিলে একটি স্তম্ভৎ পরিবর্তন লক্ষিত হইতে লাগিল, কিন্তু উহা এই রূপ নিস্তদ্ধ ভাবে প্রবর্তিত হইল যে উহা কোন স্থান হইতে প্রবর্তিত ও কোন স্থানে পর্যাবসিত হইবে, তৎকালে কেহ কিছুই নিকপণ কবিত্তে সমর্থ হন নাই। কলত এই পরিবর্তনের সময়টি আমেরিকার ধর্ম সংক্রান্ত ইতিহাসের অত্যন্ত কলোপধায়ক হইয়াছিল, মন্দেহ নাই।

ইজিপ্টীয় মত।

ইজিপ্টীয়দিগের পুণ্যরত্ন একপ কপিত উপাখ্যানে পরিপূর্ণ, যে কোন বিজ্ঞতম পাণ্ডিত্যও তাহা হইতে কোন বাস্তবিক রক্তান্ত নিঃসংশয়ে নিকপণ করিতে পারেন না। কেহ কেহ বলেন, ইজিপ্টীয়েরা পরলোকগত প্রধান প্রধান বীর, কবি, শিল্পী ও পদার্থ বিদ্যাবিৎ পণ্ডিতদিগকেই দেবতা বলিয়া উপাসনা করিত। অনেক খৃষ্টিয়ান যাজকগণ তর্ক দ্বারা অনায়াসে পরাজয় করিবার সুবিধা হইত বলিয়া এই পক্ষই গ্রহণ করিয়াছিলেন। গ্রীস দেশীয় উপহাসনিক গ্রন্থকারেরা ইজিপ্টীয়দিগকে পশু পক্ষীর উপাসক বলিয়া নামা প্রকার উপহাস করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু গ্রীস দেশের দেব-দেবীর কাণ্ড সকল ইজিপ্টীয় পুণ্যরত্ন হইতেই যে সমুদ্ভূত হইয়াছিল, ইহা

তাহারা জানিতেন না। কেহ কেহ বলেন, ইজিপ্টীয়েরা সূর্য্য চন্দ্র নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্কদিগকেই ঈশ্বর জ্ঞানে উপাসনা করিত। সকল জাতির পূর্ব পুরুষেরাই প্রথমে সূর্য্য প্রভৃতি জড় পদার্থের উপাসনা করিত, এই নিমিত্ত কোন সম্প্রদায়ই তাহা লইয়া ইজিপ্টীয়দিগকে উপহাস করেন নাই। ইজিপ্টীয় যাজকগণের লিখিত যে সকল গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্বারা অনেক স্থির করিয়াছেন, ইজিপ্টীয়দিগের চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি উপাসনা করিবার নিগূঢ় অর্থ ছিল। সে যাহা হউক ইজিপ্টীয়েরা চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি জড়, পশু পক্ষী প্রভৃতি জন্তু, ও পরলোকগত প্রধান প্রধান মনুষ্যদিগকেও দেবতা জ্ঞানে উপাসনা করিত, তাহার মন্দেহ নাই। তাহারা পূর্বতন রাজাদিগকে দেবতার পুত্র বলিয়া বিশ্বাস করিত, এই জন্য অনেক রাজা তাহাদের দেবতার মধ্যে পরিগণিত আছেন। ইজিপ্ট দেশে ইজিপ্টীয় দেবতাদিগের তিন পুরুষের লীলা প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রথম দেবতাপুত্র আদ পুরুষ বলিয়া পরিগণিত আছেন; এই শ্রেণীতে দেব ও দেবীকে আটজন ছিলেন। এই আটটি হইতে দ্বিতীয় পুরুষ আর বারটি দেবতা উৎপন্ন হইয়াছিলেন। এই দ্বিতীয় পুরুষ হইতে আর কতকগুলি দেবতা উৎপন্ন হন। প্রাক্ক ও সারিস দেব ও আইসিস্ দেবী এই তৃতীয় সন্তানের শ্রেণীতে পরিগণিত ছিলেন। ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, ওসারিস ও আইসিসের পুত্র ইজিপ্ট দেশে বিংশতিটি দেবতা ছিলেন। কিন্তু আদি দেবতাদিগের মধ্যে মেণ্ডিস বা প্যান নামক দেব ও নুটো বা ন্যাটোনা নামক দেবী এবং দ্বিতীয় সন্ততির মধ্যে ইকুণিস দেব এই তিন নাম ব্যতীত বিংশতি দেবতার মধ্যে আর কোন

নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এবং তাঁহাদি-
গের বিশেষ কোন প্রতিমূর্তিও নাই। এই
দেবতাদিগের মধ্যে যে ক্ষন্ত যে দেবতার
প্রিয়, প্রায়ই তাঁহাকে সেই ক্ষন্তর আকৃতিতে
পূজা করা হইত। এক্ষণে যত দূর প্রাপ্ত
হওয়া যায়, ইজিপ্টীয়দিগের দেবতা ও ধর্ম
বিষয়ক মত প্রকটন করা যাইতেছে।

আমন। খ্রীস্ট দেশীয় ইতিহাস লেখক হিরোডোটস্ বলেন, ইজিপ্টীয়দিগের আমন ও গ্রীকদিগের জোত্ একই দেবতা ছিলেন। আফ্রিকার অন্তর্ভুক্ত থিবস্ প্রদেশে ডায়ম্পলিস্ নামক নগরে আমন দেবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেই স্থানে তাঁহার উপাসনা হইত। ইথিওপিয়া প্রদেশে আতি বৎসর একটি মহোৎসব হইত। সেই সময়ে আমন দেবের প্রতিমা নীল নদীর তীর দিয়া তথায় লইয়া যাওয়া হইত, এবং ইথিওপিয়া লোকেরা অত্যন্ত আড়ম্বরের সহিত প্রতুলোন্নন পুষ্পক ভিড়কে অর্পণ করিত। মহোৎসব শেষ হইলে পুনর্বার সেই প্রতিমা স্বর্গে নৈবেদ্য সংস্থাপিত হইত। ইজিপ্ট দেশীয়দিগের এই রূপ বিশ্বাস ছিল যে, আমন দেব স্বভাবত সমুদায় ইজিপ্টের অগোচর, কিন্তু মন্ত্র পাঠ ও যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি প্রক্রিয়া দ্বারা বশীভূত হইলে ইজিপ্টগোচর কোন মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া ভক্তগণের নান্ন পথে আবির্ভূত হন। ইজিপ্টীয় দর্শনকারেরা যে পাঁটিকে ভূত বলিয়া নির্দেশ করিতেন, আমন ও অথো ওক্সস, হাঁকা দ্বারা এই গ্রীক জন্তুগণের জীবন সাংগ হইত।

ইকুালিস্। ইঞ্জিনিয়ার্সদের মতে
কোন নীচ নদীর পুষ্টি, ইমি হিন্দু দেবগণের
ন্যায় সূর্য্যামণ্ডলে অবস্থান পূর্বক সূর্য্যের
নিকট পৃথিবী পারদেটন করেন। ভারত
বর্ষেরো যেমন সূর্য মণ্ডল-নক্ষত্র-বর্ষা নক্ষত্র

যগকে কিছুকাল চমকুত করিয়া দিয়া
 আকারে পূজা করিয়া থাকেন, ইজিণ্টারিগের
 সেই রূপ তাঁহাকে নানা ভাবে আরাধনা
 করিত। ইজিণ্টারিগের এই রূপ বিশ্বাস
 ছিল যে, জল সমুদায় পদার্থের আদি কারণ;
 জল শুষ্ক হইয়া গেলে মৃত্তিকা উৎপন্ন হয়।
 এই জল ও মৃত্তিকা হইতে সিংহের ন্যায়,
 মুখ ও সর্পের ন্যায় শরীর একটি জন্তু উৎ-
 পন্ন হইয়াছিল। এই জন্তুর মধ্য স্থানের
 নাম হকু'লিস ও কাল। হকু'লিস হইতে
 একটি প্রকাণ্ড ডিম বহির্গত হয়। হকু'লিস
 এই ডিমকে উপযুক্ত সময়ে দ্বিঃ বিভক্ত ক-
 রেন। তাহার উর্দ্ধ ভাগ স্বর্গ ও অধো ভাগ
 ভূমণ্ডল হইল। অনন্তর হকু'লিস পঞ্চ
 ভূতকে যথাবৎ বিভাগ করিয়া রক্ষা করিতে
 লাগিলেন। আমন যেমন জীবদিগের নি-
 যন্তা, হকু'লিস সেই রূপ জড় জগতের নি-
 যন্তা ছিলেন।

মেণ্ডিন্ । ইক্লিপ্টীয়দিগেব যে আটটি
আদি দেবতা ছিলেন, ইনি তাঁহাদেরই অ-
ন্যন্তম । ছাগের আকৃতির ন্যায় ইহঁার
প্রতিমূর্তি । যে নগরে ইহঁার মন্দির
সংস্থাপিত ছিল, সে নগরের নামও মেণ্ডিন

• এই মতের সহিত মমুর মতের অনেক অংশে
সাদৃশ্য আছে, যথা।

সোতিধায় শরীরাতঃ দ্বাং সিন্ধু ক নিবিধাঃ প্রজাঃ ।

অপএন মসজিদো 'আল' বীকমবান, ৯৭ ॥ ৮ ॥

ଉତ୍କଳସୁଧାବିଜୟଃ । ସର୍ବସ୍ତ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀମଦ୍ରାଜାତଃ ।

ଉତ୍ତମଃ କଞ୍ଜେ ସଂସ୍ତୁତଃ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକମିତାମହଃ ॥ ୨ ॥

উদ্ভিদেও সন্তগবানুসিদ্ধ। পরিব্রজসকল ।

अथ दशमोऽध्यायः ।

তাত্ত্বিক শব্দভাষ্য দ্বিতীয় ভাগে নির্মিত।

মধ্যে যেখানে নিশ্চয়ই বিপ্লব হইবে তাহা ১৯৩৭ । ১৩ ।

ଅବସର ଉପାଦାନ ।

তিনি চিত্ত করিয়া স্ব শরীর হইতে বিভিন্ন প্রকার নৃত্য
করিবার ইচ্ছায় প্রথমে জন সৃষ্টি করিলেন ও তা-
হাতে বীজ নিষ্ক্ষেপ করিলেন। সেই বীজ জীবনময় ও
মূর্ত্তির ন্যায় প্রত্যঙ্গসম্বলিত অত্যুৎকৃষ্ট ছিল। প্রা-
থমিক ব্রহ্ম: সেই সত্ত্বে নবমস্বর বাস করিয়া পরেই জগৎকার
ধ্যান প্রভাবত তালা বিধি বিস্তার করিলেন, এবং তিনি
সেই নুই খণ্ড হারা। ব্যাকৌক ও মূলভাক এবং মর্ত্ত্য আ-
কাশ, অর্থ দিক ও মনুষ্য নিবাস করিলেন।

বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়। ইহার বিষয়ে আর অধিক অবগত হওয়া যায় না, কেবল এই মাত্র জানিতে পারা যায় যে এ দেশে বহু দেবীর উপরে যে-যে কার্যের ভার আছে, সেগুলিও সেইরূপ কার্যের অধীশ ছিলেন।

পাণ্ডিনিস। সিদ্ধুঘোটকের আকৃতিতে পাণ্ডিনিস নগরে ইহার পূজা করা হইত। অনেকে অনুমান করেন, সিদ্ধুঘোটক এই দেবতার বাহন। ইজিপ্ট দেশীয়েরা ইহাকে প্রায়কারী দেবতার অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিত।

ভবানীপুর ঐক্য-বিদ্যালয়।

প্রধান আচার্যের উপদেশ।

চতুর্থ সংখ্যা।

১০শা বঙ্গ ১৭৮১ শক।

আমরা অপার সত্যের জ্ঞান-সাগর হইতে যে সত্যকে লাভ করিবার জন্য এখানে যত্ন করিতেছি, সেই সত্যকে ভাবিতে গেলে স্তম্ভিত হইতে হয়। সেই সত্য স্বরূপ আমাদের হৃদয়ে যখন আপনাকে প্রকাশনা করিলে আমরা কখনই তাঁহাকে পাইতে পারি না। তিনি পরিমিত বিষয় নহেন যে আমরা কেবল আপন। বুদ্ধি-বলে তাঁহাকে বুঝিতে পারিব। তিনি মহান, অনাদ্যন্ত; তাঁহার সাহায্য ব্যতীত তাঁহাকে লাভ করা যায় না। অতএব নত হইয়া তাঁহার নিকটে আপনাকে সমর্পণ করিতেছি, তিন আমার জ্ঞানকে উজ্জ্বল করিয়া তাঁহার সত্য প্রেরণ করুন। সেই সত্য অতি গুঢ় বলিয়া আমরা তাঁহার উপার্জনে নিরন্তর থাকিতে পারি না। তাঁহাকে না জানিলে নয়, তাঁহাকে না পাইলেই নয়; সেই সত্যের সত্যকে অনুসন্ধান করিয়া জানিতেই হইবে। ব্রহ্ম-জ্ঞান যত্ন-সাধ্য বলিয়া আমরা যত্নহীন হইতে পারি না, কিন্তু আরো যত্ন-সহকারে তাঁহাকে জানিতে হইবে। যে সত্যকে লাভ করিলে মোহ, পাণ্ড, শোক হইতে উদ্ধার হওয়া যায়; সংসার-সমুদ্র পার হইয়া অমৃত-পানে উপনীত হওয়া যায়; এমন সত্যকে যত্ন-সাধ্য বলিয়া কি অবহেলা করিবে? আমরা মৃত করিলে কিরূপ অবশ্যই সাহায্য করিবেন, আমায় রক্ষা করুন।

করিয়া ক্রমে তাঁহাকে পুষ্টি ও বর্ধিত করিবেন। আমরা ক্ষুদ্র হইয়া মহামের দাস হইয়াছি, আপন হইয়া ভূমির উপাসক হইয়াছি, নত হইয়াই তাঁহার জ্ঞান-অক্ষরে চোটা করিতেছি।

বেদ-সংহিতার মন্ত্র-সকল যদিও কেবল অগ্নি সূর্য্যমিত্র বরুণ পরিমিত দেবতার স্তুতিতে পরিপূর্ণ, তথাপি মধ্যে মধ্যে ভাষাতেও অন্যের আভাস স্ফুটিত হইয়াছে। "যো জাগার তমূচঃ কাময়ন্তে যো জাগার তমু সানানি যন্তি যো জাগার তময়ং সোম আত।" (ঋগ্বেদ-সংহিতা) যিনি জাগিয়া আছেন, ঋক-সকল তাঁহাকে কামনা করিতেছে; যিনি জাগিয়া আছেন, সোম-সকল তাঁহাকেই প্রাপ্ত হইতেছে; যিনি জাগিয়া আছেন, এই সোম-বাগ তাঁহাকে কহিতেছে। বেদ-মন্ত্রে এই মাত্র আছে; কিন্তু যিনি জাগিয়া আছেন, তিনি যে কে, তাঁহার নিকপণ কোণায়? মন্ত্রকৃত স্ববিরা এক এক বার সুপ্ত হইত বাস্তব নায় জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন "কস্মৈ দেবায় হবিষা বিদেম।" (ঋগ্বেদ-সংহিতা) কোন্ দেবতাকে আমরা হবিষ্য দান করি? কিন্তু তাঁহারা এই মাত্র উত্তর পাইয়াছিলেন যে তাঁহাকে হবিষ্য দান করি, তিনিই সত্য দেবতা। "এনউ হেব সসে দেবঃ" (বাজ-সনের ব্রাহ্মণ) উক্ত মিত্র বরুণমণিঃপ্রবোধ-দিবঃ সমুপর্ণোক্তয়ান্। একং সন্ধিপ্রবহবা বদন্তি অগ্নিঃ যম মাতরশ্চানমাছঃ। (মন্ত্র-বর্ণ) তাঁহাকে ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ করিয়া বলের, তিনি তুমির পক্ষ-সুজ্ঞান বা পক্ষী, বিশ্বেশ্বর এক সংকে বহু প্রকার বলেন, তাঁহাকে অগ্নি, যম, মাতরশ্বা করিয়া বলেন। প্রাচীন বেদ-মন্ত্রের মধ্যেও ঈশ্বরের অনন্ত তাঁর প্রথম পাকিতে পাবে নাই, এক এক বার তাহা চোখে পড়িয়া গিয়াছে। বেদের সংহিতাতে ঈশ্বরের অনন্ত ভাব সেন প্রাকৃতিকালের একাধার নায় প্রকাশিত হইয়াছিল। কত কাল প্রজ্ঞান স্ববিদগেব নিকটে সেই অনন্ত পুরুষ প্রজ্ঞা ব্যাভিতে পারেন। কতকাল আর তাঁহারা এমন স্বয়ং অসীম আকাশে সমুদ্র ভীষ বাস-রূপে সদাশ অগণ্য নক্ষত্রমণ্ডলে বেল পারমিত দেবতাকেই মানিতে পারেন। তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে একট দেবতা সূর্য্য চন্দ্র অগ্নিতে, দাবাপৃথিব্যস্তরীকে, বাস করিতেছেন; তাঁহারই নিঃসঙ্গে বিশ্ব সংসার নিঃসৃষ্ট হইতেছে। তাঁহার জ্ঞান-প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই অনন্ত আকাশে অনন্ত দেবের হস্ত অধোতে উজ্জ্বলিত প্রসারিত দেখিলেন। বাহু বিস্তার ফল আকরণ হেদ করিয়াও সেই অনন্তের জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইল। তাঁহারা এই সকল ভদ্র বস্তুর মধ্যে, বাহুর এই প্রসারিত আকাশ, মর্পণে, অনন্ত পুরুষকে

দেখিতে পাইলেন। তখনো তাঁহার শরীর উজ্জ্বল
প্রভে কোষ আত্মার মধ্যে পরমাঙ্গকে দেখিতে
পান নাই, তখনো তাঁহাদের রসনা হইতে “এক-
মেবাদ্বিতীয়ঃ” এই মহা বাক্য যিনির্গত হয় নাই।
ইন্দ্রিয়দিগকে বাহ্য বিষয় হইতে প্রতিনিরৃত্ত ক-
রিয়া একমেবাদ্বিতীয়ঃ সত্য পুরুষকে স্বীয় আত্মাতে
দেখিবার উপদেশ উপনিষদেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।
“পরাঞ্চি ধানি বাতুগং স্বয়মুত্তম্যং পরাণ্ডপশ্যতি
নাস্তরাশ্মন। কশ্চিচ্ছিরঃপ্রতাপাশ্মানমৈকমদারুতচ-
কুরমুতত্তমিচ্ছন”। (কঠোপনিষৎ) বাহিরিঃপ্রদ-
গকে স্বীয় অঙ্গ বলই দিয়াছেন, এই হেতু তাহারা
বাহিরিঃপ্রদই দেখিতে পায়, অন্তরাঙ্গকে দেখিতে
পায় না। এক কটাক্ষে যে চক্ষু অন্ধ জগৎ দেখে,
তাহারও বঙ্গ অঙ্গ, যে হেতু সে অন্তরাঙ্গকে দে-
খিতে পায় না। কোন কোন ধীর আরও চক্ষু
হইয়া, বহিঃপ্রদই হইতে ইন্দ্রিয়দিগকে প্রতিনিরৃত্ত
করিয়া, এবং অমৃতত্বকে ইচ্ছা করিয়া, সকল আত্মা
অন্তরাঙ্গা বে অদ্বিতীয় প্রতাপাশ্মা তাঁহাকে দে-
খেন। যাঁহারা বাহ্য বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়দিগকে
প্রতি-নিরৃত্ত করিয়া আত্মাকে দেখিতে অভ্যাস
করেন নাই, তাঁহারা বলেন যে নিরাকার পরমে-
শ্বরকে দি প্রকারে ভাবিব। তাঁহাদের প্রতি তো
নিরাকার ভাবিবার উপদেশ নয়; তাঁহারা স্বীয়
আত্মাকে ভাবন। জানিবেন যে সে নিরাকার।
আমার অবয়ব নাই, সে নিজে নিরনয়ব হইয়া
সাবয়ব সমুদয় বস্তু প্রকাশ করিতেছে। পরন্তু,
পরন্তু সমান আকাশকে আগ্রয় করিয়া আছে,
তিনি তিন সমান আকাশকে অবলম্বন করিয়া
আছে। যদি সেই তিনকে দশ ভাগ কর, সেই
দশম ভাগেরও আদার তত্ত্ব টুকু আকাশ চাই।
কিন্তু আত্মার সত্ত্ব কিছু মাত্র আকাশের সম্বন্ধ
নাই; সে অণু নহে, সে ত্রুণ নহে সে দীর্ঘ নহে।
এই বলিয়া আত্মা কি বস্তু নয়? আত্মা জড় বিষয়
হইতে মহত্তর বস্তু। আত্মা চেতন বস্তু, তাহার
সংস্কার এই জড় শরীর সঞ্জন হইয়াছে। যখন
শরীরের অন্তরে শরীর হইতে তিন করিয়া আত্মা-
কে ভাবিতে পারিলে, তখনই নিরাকার ভাবিতে
পারিব। বহিঃপ্রদই হইয়া বাহিরে নিরাকার
ন হইতে গণেশ শূন্য দেখিবে। তাহারা বাহিরের
বিষয়েতেই আসক্ত থাকে, তাহারা আকাশস্থিত
বস্তুকেই বস্তু বলিয়া জানে; যে বস্তু আকাশে নাই,
তাহাকে দর্শন করিতে পারে না। যদি নিরবয়ব
হইল, তাহাদের নিকটে তবেই তাহা অবস্থ
হইল। তাহাদের সংস্কার অচেতন, তাহারা অচে-
তনকেই দেখে জড়কেই গণ করিতে পারে;
কিন্তু তাহার চেতন আছে, সেই চেতনকে জানিতে
পারে। হস্ত দ্বারা জড়কে দারণ করা যায়, মন দ্বারা

মনকে মনন করা যায়, জ্ঞান দ্বারা জ্ঞানকে জানা
যায়, আত্মা দ্বারা আত্মাকে অনুভব করা যায়।
যে, হস্ত দ্বারা আত্মাকে স্পর্শ করিতে চায়; যে
চক্ষু দ্বারা আত্মাকে দেখিতে চায়; তাহা হইতে
আর নিরোধ কে আছে? এক বার অন্তরে স্বীয়
আত্মাকে দেখ, দেখিবে যে সে বিজ্ঞানময়। তাহার
আকার নাই, তাহার অবয়ব নাই, তাহার রূপ
নাই; তবে আত্মা কি? তার জ্ঞান আছে, তার
প্রীতি আছে, তার ধর্ম আছে। এই আত্মাতে
আরোহণ করিয়া আরো তাহার অন্তরে প্রবিষ্ট
হও, সেই নির্মল নিরাকার জ্ঞান-জ্যোতি মন-
স্বরূপ অনন্ত ব্রহ্মকে দেখিতে পাইবে এবং আ-
শ্চর্য্য উৎফুল্ল হইয়া প্রেমাত্মক বিসর্জন করিবে।
স্বীয় আত্মাই পরমাঙ্গকে দর্শন করিবার সোপান-
ভূমি। এই আত্মাই ব্রহ্মপুর, এই আত্মাই ব্রহ্মধাম।

কঠোপনিষদের আখ্যায়িকাতে আছে যে বাল্য
কালে শ্রদ্ধাবিট নচিকেতার জায়-জিহ্বায়া উপ-
স্থিত হইয়াছিল। মৃত্যুর পরে কি হয়, তিনি তাহা
স্বয়ং মৃত্যুকেই জিহ্বায়া কবিবার অবসর পাইয়াছি-
লেন। শ্রদ্ধাবান নচিকেতা পিতার সত্য-পালনের
কেনা তিনি রাত্রি অনাহারে গম-ভবনে ছিলেন।
সেই তিন রাত্রি পাবন প্রবাস হইতে গুহে আসিয়া
দেখিলেন যে নমস্ আত্মা তিন রাত্রি তাঁহার
ভবনে উপবাসী রহিয়াছেন। তিনি আপনাতঃ এই
দোষ আপনমনের নিমিত্তে তাঁহাকে তাঁর ভুক্তি-
সাধন তিনটি বর দিবার প্রার্থনা করিলেন। নচি-
কেতা প্রথম বর এই চাহিলেন যে এই ভয়ঙ্কর
গম-ভবনে আসিতে আমার পিতা যে শোকাবিট
ও ব্যাকুলিত হইয়াছেন, তাঁহার সেই শোক ও
ব্যাকুলতার উপশন হউক—তিনি শান্ত ও প্রসন্ন-
মন হউন। তিনি দ্বিতীয় বরে স্বর্গ সাধন বাগ-
যজ্ঞ-অনুষ্ঠানের প্রকরণ জানিবার অভীলা করি-
লেন। তৃতীয় বরে তিনি প্রার্থনা করিলেন “যেয়ং
প্রোতে বিচিকিৎসা মনুষ্যো অস্তীত্যোকে নায়মস্তীতি
টচকে। এতদ্বিদ্যামশুশিষ্টশ্রুয়াহং বরাণামেববর-
সুভীয়াঃ।” “প্রোতে মনুষ্যো বা ইয়ং বিচিকিৎসা”
মনুষ্য এ লোক হইতে মৃত হইয়া অবমৃত হইলে
যে এই সংশয় হয়। কি সংশয়? না, “অস্তী-
ত্যোকে নায়মস্তীতি টচকে” কেহ বলেন আত্মা
থাকেন। কেহ বলেন থাকেন না। “এতদ্বিদ্যামশু-
শিষ্টশ্রুয়াহং” আমি তোমার কর্তৃক অশুশিষ্ট
হইয়া ইহার সিদ্ধান্ত জানিতে চাই। “বরাণামেব-
বরসুভীয়াঃ” বরের মধ্যে আমার এই তৃতীয় বর।
যম বালকের মুখে এসত কঠিন প্রশ্ন শুনিয়া চমকিত
হইলেন। এজিহ্বায়া কত দূর তাঁহার হৃদয়ের
ভাব, তাঁহার গুঢ় আশ-জ্ঞান জানিবার মধ্য
ইচ্ছা ও অধিকার হইয়াছে কিনা, ইহা পত্রিকা

করিবার নিমিত্তে স্বয়ং তাঁহাকে বলিলেন। “কোঁঠে-
রতাপি বিচিকিৎসিতং পুরা নহি সুবিজ্ঞয়ং।”
ইহাতে দেবতারাও পূর্বে সংশয় করিয়াছিলেন,
ইহা সুবিজ্ঞের নয়। “অন্য বরং নচিকেতা
ব্রণীষ” হে নচিকেতা! তুমি অন্য বর প্রার্থনা কর।
এ বরের জন্য আর আমাকে অধিক উপরোধ
করও না। নচিকেতা বলিলেন। দেবতারাও
ইহাতে সংশয়যুক্ত ছিলেন এবং তুমিও বলিতেছ
ইহা সুবিজ্ঞের নয়; তোমার ন্যায় এই সংশয়ের
সিদ্ধান্ত-কর্তা এমন আচার্য্যই বা কোথায় পাইব,
“আত্ম-বিদ্যার সমান আর বিদ্যাই বা কি আছে;
অতএব আমাকে এই বর দিতেই হইবে। যম পু-
নর্বার বলিলেন, “শতাব্দুসঃ পুত্রপৌত্রান্ ব্রণীষ”
শতাব্দুসিহী পুত্র-পৌত্র-সকল প্রার্থনা কর।
বহুন্ পশুন্ ইন্দিহিরণ্যমশ্বান্” বহু পশু, হস্তী,
চিহ্না, অশ্ব সকল অর্থনা কর। “ভূম্যে হদ্যতনং
ব্রণীষ” মহদায়তন তুমির প্রার্থী হও। “স্বধর্ম
জীব শরদো বাবদিচ্ছসি” স্বত্ব সংস্ব পৃথিবীতে
জীবিত থাকিতে ইচ্ছা কর, তত কাল জীবিত থাক।
আমি যমের পদে থাকিতে তোমার মুত্যা হইবে
না। হে নচিকেতা! মরণের পর আত্মার যে কি
হয়, এ প্রশ্ন ত্যাগ কর। নচিকেতা এ সকল প্রমো-
দন-বাক্যে মুগ্ধ না হইয়া অক্ষুণ্ণ মহাত্মদেব ন্যায়
শির হইয়া উত্তর করিলেন, “ন বিভেন্ত উপনীয়ো
মনুষ্যাঃ।” হস্তী হিরণ্য অশ্ব প্রভৃতি বিত্ত দ্বারা
মনুবা হৃষ্ট হয় না; প্রত্যুত বত বিত্ত লাভ হয়,
ততই গোলসা বুদ্ধি হয়। অতএব এ সকল আমি
চাই না। যখন তোমার সহিত আমার বন্ধুতা
হইয়াছে, তখন কোন লজ্জা তুমি আর আমাকে
মারিতে পারিবে; অর চিহ্না অশ্ব হস্তি-সকল
তো তোমার অনুগ্রহে পাইব; কিন্তু এ সকল আ-
মার প্রার্থনার বিষয় নহে। মুত্যা পরে মনুষ্যের
আত্মা থাকে কি না, ইহাই আমি তোমার নিকট
হইতে শিকিচ্ছ হইতে চাই। অতএব হে যম।
আমাকে এই ক্ষুণ্ণ বর প্রদান কর, ও তোমার
অঙ্গীকার পালন কর। এই প্রকারে নচিকেতা
বন্ধকে ধরিয়া বলিলেন, আত্ম-বিদ্যা বলিতেই
হইবে। তখন যম ঐতি হইয়া বলিলেন। “হস্তা-
চেষ্টনাতে হস্তং হস্তচেষ্টনাতে হস্তং। উভৌ তৌ
ন বিজানীতেনোং হস্তি ন হনাতো।” হস্তা যদি
হস্তান করিবার নিমিত্তে মনে করে, এবং হস্ত ব্যক্তি
যদি আপনাকে হস্ত বলিয়া মনে করে তবে তাহার
উভয়েই আত্মাকে জানে না; না এই আত্মা হনন
করে, না এই আত্মা হস্ত হয়। নচিকেতার বেদন
প্রশ্ন-বোধের তেমনি উত্তর— “ন হনাতো হনামানে
শরীরে” শরীর নষ্ট হইলে আত্মা নষ্ট হয় না।
অপবদগীভাতেও ইহার অস্তিত্বই আছে। “ইদমং

হিন্দুস্তি শব্দাণি ইদমং ব্রহ্মতি পারকঃ। ন টেনং
ক্লেদয়ন্ত্যাপোন শৌষধতি মারুতঃ।” ইহাকে অস্ত্র
চেদন করিতে পারে না, ইহাকে অগ্নি দহন ক-
রিতে পারে না, ইহাকে জল সটিত করিতে পারে
না, এবং ইহাকে বায়ু শুষ্ক করিতে পারে
না। এই আত্মা অক্ষেন্দ্রা, অদাহা, অক্লেদ্যা,
অশৌষা: শরীরের বিনাশে ইহার বিনাশ হয়
না। নিঃশ্বাস বায়ু যখন বাহিরের অনিল হইয়া
যায়, এই শরীর যখন ভাঙের সহিত ভাঙিয়া
হয়, তখন আত্মা “যথাকর্ম যথাক্রমং” পর-
লোকের সম্বল জ্ঞান ধর্ম লইয়া এই পৃথিবী হইতে
প্রস্থান করে; ইহার উপরে মুত্যা অধিকার নাই।
এই অকাটা গভীর সার সিদ্ধান্ত পূর্ব কালের উপ-
নিষদ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। দেখ, এ সিদ্ধান্ত
কেমন সত্য। যখন মনু-স্মৃতি, রামায়ণ মহাভা-
রত, পুরাণ, কিছুই ছিল না; তখন এই উপনিষদ
ছিল। যদি বলা যায় যে উপনিষদ তিন সহস্র
বৎসরের পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতেও
সুবিজ্ঞ শাস্ত্রের পাণ্ডিত্যের কোন আপত্তি আ-
নিতে পারেন না। এত পুরাতন কালে আত্ম-
বিষয়ক এমন সার সিদ্ধান্ত এত সুবিস্তীর্ণ ভাষিত বর্ষে
প্রচলিত ছিল। ইহাতে কি আশ্চর্য্য হইতে হয়
না; ইহাতে কি আমার দেব যুগ উজ্জ্বল হয় না?
এমত পুরাতন কালে জ্ঞান-ধর্মের এমন মহৎ
কীর্তি আর কোথাও নাই।

উপনিষদে যেমন শরীর হইতে পৃথক্ করিয়া
আত্মার-স্বরূপ জ্ঞান হইয়াছে, এমন আর বেদের
কোন অংশে নাই। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে পর-
লোকের অস্তিত্ব, ও স্বর্গ লোকের সাধন, বেদের
প্রথম হইতে সংজ্ঞাতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।
বেদ-বিহিত যাগ যজ্ঞের ও ইটাপুত্রের এবং সদ-
নুষ্ঠান ও পুণ্য কর্মের ফল যে স্বর্গ লোক প্রাপ্তি,
ইহাতে সত্যন পুরাতন সকল ঋষিদিগেরই বিশ্বাস
ছিল। বেদের ঋষিরা পর লোকের প্রতি কোন
সংশয় আনেন নাই। তাঁহার জন্মের সহজ ধর্ম-
ভাবে প্রভাষ করিতেন যে ইহা লোকে পুণ্যানুষ্ঠা-
নের ফল পর লোকে প্রাপ্ত হইবেই হইবে। উপ-
নিষদের সময়ে জ্ঞানের আলোচনা আরম্ভ হইয়া
এই ব্যতীতিক আত্ম-প্রভাষের উপর সংশয় উপ-
স্থিত হইল। তখন উপনিষদের ঋষিরা সহজ
জ্ঞানের আলোকে নিঃসংশয় হইয়া এই আত্ম-
প্রভাষকে আরো দৃঢ়তর করিলেন। “পুণ্যেন
পুণ্যং লোকং নয়তি পাপেন পাপং।” (প্রমো-
পনিষদ) পুণ্য দ্বারা পুণ্য লোকে গতি হয়, পাপ
দ্বারা পাপ লোকে।

যখন আত্মা হইতে আত্মাকে, দেহ হইতে
দেহীকে, পৃথক্ করিয়া জানা যায়; তখন আর

কি জানা যায়? তখন আর এই জানা যায়, যে শরীরের বিনাশে আত্মার বিনাশ হয় না; যে হেতু উভয় পৃথক্ বস্তু। আর কি জানা যায়? না, সূর্য্য চক্ষুঃ গ্রহ নক্ষত্র সমুদয় বাহ্য বস্তু হইতে আত্মা উৎকৃষ্ট; যে হেতু আত্মার দ্বারাই সমুদয় বাহ্য জগৎ প্রকাশ পায়। আর কি জানা যায়? না, আত্মা অমৃতের নিকটতম, অমৃত পুরুষ ঈশ্বরের আবাস স্থান; জীবাত্মার অন্তরেই পরমাত্মা রহিয়াছেন, তাহা হইতে জীবাত্মা অতি অল্প দূরেও নাই; যে হেতু তাঁহারদের মধ্যে আকাশেরও ব্যবধান নাই। আর কি জানা যায়? না, আত্মা ঈশ্বরকে অবনয়ন করিয়াই স্থিতি করিতেছে। “এযহি দ্রষ্টা স্পৃষ্টা ব্রাতা রসযিতা মস্তা বোদ্ধা কর্তা বিজ্ঞানীয়া পুরুষঃ। সপাৎ অক্ষরে আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে।” (প্রশ্নোপনিষদ্) এই বিজ্ঞানীয়া পুরুষ একটা স্পৃষ্টা ব্রাতা রসযিতা মস্তা বোদ্ধা ও কর্তা, ইনি অক্ষর পরমাত্মাকে সম্প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছেন। আত্মা দ্রষ্টা, চক্ষু দেখে না; আত্মা চক্ষুর দ্বারা দর্শন করে। আত্মাই শ্রোতা, আত্মাই শ্রোতা, আত্মাই রসের ভোক্তা। আত্মাই শক্তি, মন আত্মারই শক্তি বুদ্ধি, আত্মাই মনোবুদ্ধি দ্বারা বিষয়ে আলাভন করে। এই পরিমিত বিজ্ঞানাত্মা কোথায় প্রতিষ্ঠিত আছে? “সপাৎ অক্ষরে আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে।” এই অক্ষর পরমাত্মাতে সংপ্রতিষ্ঠিত আছে। দেখ, এখানে একেবারে দুই আশ্রয় কথা এক নিমেষে বলা হইয়াছে। যে মন্তোর জন্যে এত শাস্ত্র আন্দোলিত হইয়াছে, তাহা এক কথায় ব্যাখ্যা হইতে পারে। এমত পদ্ধতির সত্যকে সংক্ষিপ্ত কবিতা, অক্ষর মধ্যে আত্মা উপনিষদেই দেখিতে পাই। এই পৌরুষে আত্মার বিশেষণে কণা শব্দ আছে। আত্মাকে কর্তা বলিয়া না জানা মনুষ্যের পক্ষে হইতে পারে। চন্দ্র সূর্য্য যদ্যপি ন্যায় ধূরিক, পশু পক্ষী, লোকে ভয়ে শয় শরীর প্রভৃতি বস্তু চলেতেছে। মনুষ্যই কেবল কর্তা কর্তব্য বলে কখনো পরমপথে ইচ্ছাকে নিয়োগ করিয়া উন্নত হইতেছে, কখনো অপর্যায় বিয়া বিনাশে পড়িতেছে। আত্মার কর্তব্য কর্তব্যের শাস্ত্র কর্তব্য কর্ম পরম হইয়াছে। মনুষ্য সূর্য্য পশু পক্ষীর ন্যায় প্রকৃতির নিয়মে বদ্ধ নাহি; সে ধর্ম্মের নিয়মে বণীয় হইয়াছে, নিয়ম হইয়া উৎকৃষ্ট দেবলোকে বাইবার উপহার পাইয়াছে, এবং মুক্তির সোপানে দিন দিন অগ্রসর হইতেছে। প্রকৃতিকে, পরিত্যক্ত, পরমপথে প্রতিষ্ঠা করিতে পারে বলিয়াই জীবাত্মা পুরুষ শব্দে উক্ত হইয়াছে। ধার্মিক নিঃস্বার্থ স্বার্থীন পুরুষের আত্মা মাঝে পরমাত্মার একটি ক্ষুদ্র প্রতিচ্ছবি।

বাহারা অনন্ত ঈশ্বরে মগ্ন হইয়া আপনার কর্তব্যকে তাঁহার সহিত আপনাকে হারাইয়া ফেলেন, তাঁহার কর্তব্য ধর্ম্মকে ভুলিয়া গিয়া বলিতে থাকেন, “কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমভু-সংস্বরেং।” (বৃহদারণ্যকোপনিষদ্) কি ইচ্ছা করিয়া আর কাতার নিমিত্তে শরীরকে দগ্ধ করি। তাঁহার সংসারের কুশলের জন্য পরিগ্রহ করিতে চাহেন না। তাঁহার কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠানে বিরত থাকেন, তাঁহার ঈশ্বরের প্রিয় কার্য সাধনে উৎসাহী হন না। তাঁহারদের জীবন নীরস শুষ্ক ভর ন্যায় কোন ফল প্রদান করে না। তাঁহার ইহা অবগত নহেন যে ঈশ্বর আপনার অনন্ত মঙ্গল তাব আমারদিগকে যে দেখিতে দেন সে ইহারই জন্যে যে আমরা তাঁহার সেই পবন মঙ্গল ভাবে আদর্শ করি, ও নংসারের শুভ কার্যে তাহার অনুকরণ কবি। যদি তাঁহার সুন্দর মঙ্গল ভাব দেখিয়াও আমরাদের কার্যে তাহার অনুকরণ না করিলাম, তবে তাহা দেখবার ফল কি? ব্রাহ্মপণ্ডিত বলেন, আত্মার পরমাত্মার সঙ্গ করিলে কখনো তাহার উন্নতি হইবে না। “মতান প্রগম-ত্বাৎ পরমাত্মা সমদিত্বাৎ কুশলায় প্রমদত্বাৎ।” সত্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেক না, পরমাত্মা বিচ্ছিন্ন হইবেক না, শুভ কর্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেক না। আত্মা-আলোকে আত্মাকে উজ্জ্বল করিয়া সেই মত-স্বকপকে অনন্ত-স্বকপকে দেখ, প্রীতি-ভাবে তাহাকে আর্জ করিয়া সেই মঙ্গল স্বকপকে প্রাপ্ত কব এবং ধর্ম্ম বলে তাহাকে বণীয় করিয়া সেই ধর্ম্মবাহ পবিত্র স্বকপকে অনুকরণ কব প্রতিফলই ব্রহ্মানন্দ পুরস্কার হইবে। ব্রাহ্মপণ্ডিতের এই আদেশ।

DEFENCE OF BRAHMOISM. AND THE BRAHMO SOMAJ.

GENTLEMEN - You are aware that a warm controversy has been raging for some years past between some Christian Missionaries and the leaders of the Calcutta Brahma Somaj about the truth of Brahmoism. The battle is growing thicker day by day, and it is common enough to speak of mightier combatants than those that have already appeared on the field, are gathering their lions for the fight, evidently meaning that Brahmoism to be no ordinary foe. The horizon is growing darker and darker and greater fulminations and thunderings are expected to take place but without however, it may be safely guessed, the useful complement of showers refreshing to those who thirst after truth.

According to one view of the controversy, Gentlemen it cannot but grieve us, Brahmoes, believers in catholic religion as we are, to mark the bitterness of feeling that has been created by it between the Christian and the Brahma, who both believe that the essence of religion is love, "love to God

* Being a lecture delivered at the Midnapore Brahma Somaj.

and love to man." and who are sons of the common Father with whom "verily there is no regard of persons, but in every nation he that worketh righteousness and seareth him is accepted." But in another view we cannot but be glad at the present discussion, for it is certain that our religion will come out brighter and stronger from the fiery ordeal, convincing men of its internal strength, and leading them to a clear recognition of "the light that lighteth every man that cometh into the world," but which is obstructed to our view by the mist of prejudice and passion.

It is my intention to offer, this evening, with reference to this controversy, some remarks on Intuition, and the guiding principles of the Brahmo Samaj, in vindication of our religion and its principal followers, avoiding as much as possible the *ad hominem* theologium.

It shall be my endeavour in this lecture to keep always prominently in my view the principle, that among all religious denominations, the meek followers of the catholic religion, for Brahmoism is essentially the catholic religion, should exhibit in their own persons conspicuous examples of religious toleration and love, never indulging in sarcasm instead of argument, and in vituperation instead of fair reasoning, never asserting evidence for the sake of mere cleverness. My remarks will not have reference to the arguments contained in any single lecture of a single Christian Missionary but to the arguments advanced by Christian Missionaries in general in this country against Brahmoism.

The Christian Missionaries who attack the Brahmo Samaj, say that Intuition is insufficient to give us a clear idea of God. I would as soon tell these reverend gentlemen to consider that revelation always presupposes a being that reveals the goodness of that being, his infallibility and holiness, or else what he says cannot be believed in. Now the infallibility and the perfect holiness of God necessarily imply his other perfections. A revelation is not at all possible unless a Perfect Being exists.

Now if we are able to know so much clearly and distinctly I say, without revelation, what is the necessity of it? Cannot all the other truths of religion, the most important for our salvation be deduced from the above? Has God made a natural provision for the gratification of every one of our natural wants and not for that of the greatest necessity of human nature, thirst after religious knowledge?

Is not belief in God himself, our Creator, Comforter, and Redeemer, whose sweetness should perfume our whole life, and the beauty of whose holiness should ever be present before the eye of the mind, as light that clasps heaven and earth in its lovely embrace is before that of the body--I ask, is not a belief in Him only quite sufficient for salvation without a belief in a Mediator? Is the assistance of a third party required for a son to go to his father? Is every man who loves God with all his heart and strength and who loves his neighbour as himself, but who, from conscientious scruples, cannot believe in Christianity to be roasted in eternal hell fire? If that be not the case why then insist so much on the acceptance of a book revelation as necessary for salvation? Granted that a book revelation exists, what is its test? It cannot be any other thing than Intuition. Its test can neither be the miracles, which the apostles of Christ themselves said every false prophet coming in the name of Christ could work, nor prophecies couched in the most enigmatical language, and

admitting of a thousand different interpretations, but the heart of man on whose fleshy tablets God has written the only true revelation. Suppose if a voice from the heavens cry out: "Oh man! lie! steal! bear false-witness! for lying, stealing, and bearing false-witness is the true road to salvation", could we believe in such a voice? Certainly not. Why could we not believe in it? Because its utterances would not agree with those of our own hearts.

It is plain therefore that "Intuition is our revelation and likewise the evidence of that revelation." The Brahmos cannot believe in any other revelation than what is contained in "The elder Scripture writ with God's own hand Scripture authentic, uncorrupt by man."

Christian Missionaries assert that it is evident that Intuition does not give us a clear idea of God because degrading notions of him are found to prevail among the nations of the earth. It cannot but be admitted that such degrading notions exist among mankind, but what is the cause? The intuition about God is that there is a Perfect Mind in whom we entirely depend but then different nations have got different ideas of perfection. Rude nations believe true goodness to consist in power only. As they are not struck by the sight of evil than that of good they consider it a greater manifestation of power to do evil than good. Hence some nations believe the Deity to be of an evil nature, as did the ancient Jews, who thought God to be a jealous and revengeful god. Rude nations consider such rulers as are stern, may cruel, as greater than those who are not so, but as their ideas of perfection improve with their judgment they believe the greatness to lie in power regulated by justice and mercy.

The law of progress applies to religion as to other things. Is not progress to be perceived in the sacred writings of the Christians? Was it not a great transition from the Flood of Moses to the God of the New Testament? A change passes over the Jewish religion from a love, from power to a love, from the perception of God to the mercy of God, from the nation to the individual from this world to another from the revelation of the sins of the father upon the children, to every soul shall bear its own iniquity from the law of the prophets and the words, to the still small voice.

God revealed truths gradually that it was those who have received correct notions of religion to mankind and that they did not possess them before his appearance. Now this is a statement warranted by all history.

I would recommend, Gentlemen to your attentive perusal of the "Intellectual System of the Universe" by all Dr. Charnworth, whose liberal Christianity the reverend gentlemen in question would do well to imitate. This book contains innumerable proofs of the existence of correct notions of the goodness prevailing among the ancient Greeks and Romans.

The Apostles and the Fathers of the early Christian Church were more liberal in their acknowledgment of the merits of the so-called heathens in this respect than our present Christians. Every one who has read the New Testament must recollect the oft-quoted celebrated saying of St. Paul: "The wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness: because the which may be known of God, manifested in them for God hath showed it unto them. For the invisible

able things of him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and godhead, so that they are without excuse; because that when they knew God they glorified him not as God neither were thankful; but became vain in their imagination and their foolish hearts were darkened."

Now from the expressions "God hath showed it unto them", "clearly seen", and especially "they are without excuse", it is plain that the apostle believed that the light of nature was quite sufficient to give man a correct knowledge of God. Instead of thinking with our modern Christians that the heathens did not possess correct knowledge of God, the said apostle did not think it beneath him to borrow a line from the Greek poet Aratus, "in him we live and move and have our being"; and another from the Dramatist Menander, "evil communications corrupt good manners." One of the Fathers of the early church called Seneca's *Stoic* an account of his noble life and still nobler death. Another was so struck with the beautiful religious and moral sayings found in Greek authors that he said that a man might judge either the poets or Christians were philosophers of the old philosophers are Christians.

Turning from the one branch of the Aryan manifestation of the religious sentiment the Hindu to the other the Indian, (there have been but two great manifestations of the religious sentiment in the world, that is the Aryan and the Shemitic), I would recommend to the religious inquirer the perusal of the compilation named *Brahmo Dharma* published by the Calcutta Sabha many years ago. It contains religious sayings selected from the *Shruti* so accurately simple yet so replete with eloquence and beauty as to justify the assertion of Friedrich Schlegel. "It cannot be denied that the early Indians possessed knowledge of the true God. All their writings are replete with sentiments and expressions noble, clear, severely grand, as deeply conceived and reverentially expressed as in any human language in which men have spoken of their God." The *Brahmo Dharma* also contains beautiful moral precepts rivaling in excellence any found in the Scriptures of other nations.

Our reverend friends lay great stress on the point that it was the Bible that brought life and immortality to light. If that be the case, Why is the belief in a future existence and the distribution of rewards and punishments so prevalent among most of non-Christian nations? Why are there such beautiful descriptions of the destination of the human soul found in their religious Scriptures? This leads us to believe that the immortality of the human soul is as much an intuitive belief as our convictions of the distinctness of the principle within us which we call "I", from the body and of our innumerable superiority to the latter. This belief in future existence afterwards gains ample confirmation from the moral attributes of God which require a just distribution of rewards and punishment is not witnessed in this life. Now belief in an intuitive truth is one thing, and giving demonstration of it to others, another. People may often fail in the latter, tho' they cannot ignore the belief, as was the case with the Grecian philosopher Plato.

Logical demonstrations of the immortality of the soul even in modern times are more satisfactory than those given in ancient times because the Science of theology improves with time just as other sciences, while the primary intuitions upon

which the science of theology is based are the same in all ages and countries.

Some of our reverend friends account for the noble and beautiful sentiments met with in the so-called heathen writers about God, immortality of the soul and the moral duties of man by the theory that they are derived from a primeval revelation. Now this theory rests only on the authority of the Bible. As the lectures of our reverend friends against Brahmoism are intended to edify the educated natives, most of whom do not believe in any revelation at all to hazard an assertion on the authority of the Bible is as absurd as for an orthodox Hindoo to attempt to convince a Christian of the correctness of his opinions by citing in corroboration of them the authority of the Bhagavat Pooana, or Chaitanya Chaitanya.

Our Christian friends maintain that the Gospel has revealed the true plan of redemption for our sins. It will be going beyond my limits if I discuss the question how far the opinions entertained by modern Christians on the subject agree with the Christianity of Christ or even apostolical Christianity, but suffice it to say that those entertained by those whom our Christian friends call heathens, (I beg to be pardoned by them for stating the simple truth) are superior to their own. The idea entertained of God by our Christian friends is that of an oriental despot who while punishing a criminal looks more to his outraged honor than to the good of the state or the amendment of that criminal. The opinion that God punishes exactly in the same way as a human governor does who is not satisfied with only the repentance of a criminal or that punishment in the sense in which it is taken by men is as much necessary in the divine scheme of government as in the human is anthropomorphic. Are not the pangs of remorse sufficient punishment for our sins? If remorse do not take place in the heart of a hardened sinner in this world, is it improbable that it may be awakened in his mind in a future state when his religious and moral susceptibilities along with his other faculties would be more improved than now? Will not then his own heart be a hell to him realizing the following description of Satan by the great author of Paradise Lost.

"For within him bell He brings and round about him, nor from hell One step, no more than from himself, can fly By change of place."

Our reverend friends, if they impartially consider the subject will find it more consonant to the infinite goodness of God to believe that he punishes the sinner as a father does his child in order, to amend his conduct and not as a jealous revengeful eastern tyrant to vindicate his own outraged honor. Our reverend friends maintain that not a single religious or moral truth has been discovered since the time of Christ. Why since the Christ? We may say since the creation of man, for religious and moral truths are as old as the human race, although their purification, which may be compared to that of a valuable metal from its state of rude ore and the discovery of the several modes of demonstrating them are more recent as they are the work of time. If no new religious or moral truth has been discovered since the time of Christ, another sort of discovery has been made that is that of the erroneousness of some of the beliefs of Christ, such as those in the propriety of asceticism in the existence of down, and the efficacy of exorcism and in the occurrence of the universal dissolution in his own generation.

Among those beliefs, I desire to dwell a little on the first of them, that is his belief in the propriety of leading an ascetical mode of life. Christ, though perhaps the greatest religious genius the world has ever seen, was still an ascetic, like those commonly met with in Asiatic countries. His not recognizing his mother when others pointed her out to him and his enjoining his disciples not to care for tomorrow's food or raiment; in short the general mode of life which he led, followed afterwards by his disciples proves that he was an ascetic. Now this asceticism has been relaxed in Protestant countries although it exists in its integrity in Roman Catholic countries which are in this respect more christian than the former.

Christian missionaries remark the diversity of opinions prevailing among the Brahmos. The same might be remarked of Christians by Brahmos. The Brahmos, however have this superiority over the followers of exclusive religions that although an individual may have difference of opinion with the Samaj on minor points, he is reckoned a Brahmo if he agrees in essentials. "Unity in essentials, variety in non-essentials and toleration in all" might be predicated with greater correctness of the Brahmos than of Christians.

After attempting to refute the arguments generally advanced by Christian missionaries against Brahmoism, I now proceed to vindicate the Samaj from the charge of vacillation which our reverend friends have brought against it. They say that the Samaj has passed through three different stages of religious opinion, namely those of Vedantism, Rationalism, and Intuitionism. This statement is not correct.

It must be frankly admitted that minor changes have taken place in the religious opinions of the Samaj but not in essentials. A belief independently of an external revelation in the One True God, One only without a Second, the creator and the preserver of all, in the immortality of the soul and the existence of the moral law, in the distribution of future rewards and punishments and in the paramount necessity of worshipping God with love and leading a pure and blameless life has been the distinguishing characteristic of the Samaj from the time of Ram Mohun Roy to the present. It has never believed in a written revelation except so far as it is consonant to reason.

Ram Mohun Roy cited the authority of the Vedas while writing against popular Hinduism, that of the Bible while disproving the doctrine of the Trinity and that of the Koran while attacking the absurdities of Mahomedanism as in the Persian work "Towfatal Mohaedin" but he was neither a Hindu nor a Mahomedan nor a Christian in his religious opinions. His biographer in the "Calcutta Review" says on the authority of his immediate disciples that before he departed to Europe he told them that after his death the Hindoos will contend that he was a Vedantist, the Christians that he was a Unitarian Christian and the Mahomedans that he was a Mahomedan but he really belonged to no existing religious denomination in the world. The catholicity of Ram Mohun Roy wore a triple aspect; that of Vedantism towards the Hindoos, that of Unitarianism towards Trinitarian Christians and a still purer form towards the Mahomedans in whose case he had not to contend with the doctrines of Multiplicity or Trinity. In the case of the Hindoos and Trinitarian Christians he thought it more proper to attempt to remove first from their minds the belief in many gods or three gods by attacking it with their own weapons than to preach pure theism to them.

The essential catholicity of the religious opinions of Ram Mohun Roy plainly manifested itself in a theoretical form in the "Towfatal Mohaedin" which by-the-by was his earliest work and a very small pamphlet published by him in English, bearing the remarkable title of "Universal Religion" and in a practical form in the primitive constitution of the Calcutta Samaj. In the Trust Deed of the Samaj building it is stated that it is to be used as a place of public meeting of all sorts and descriptions of people without distinction for the worship of the Author of the Universe but not "under or by any other name peculiarly applied to any particular being or beings by any men or set of men whatever". The sermons to be preached and the hymns to be sung therein "should have a tendency to the strengthening the bond of union between men of all religious persuasions or creeds". It is said that, in accordance to this principle, in the very infancy of the Samaj European boys used to sing Psalms of David in English and Hindu musicians religious songs composed by Ram Mohun Roy and his friends in Bengali.

But Ram Mohun Roy was soon after obliged to give a more Hindu aspect to the Samaj for the propagation of the doctrine of the unity of God among his countrymen and that to such a degree that the Vedas which were now pronounced by him to be the chief guide of his followers in matters of religion were read in an adjoining room accessible only to Brahmins before public worship was held in the Samaj Hall and gifts were distributed to them on two or three successive Samaj anniversaries.

It is however plain that Ram Mohun Roy did not consider the Vedas to be inspired compositions because while he acknowledged the Vedas to be inspired he in the same breath admitted the Christian Scriptures also to be inspired. His idea of inspiration was not that of a miraculous process confined to one single age or nation but a gift co-extensive with the human race. In the sense in which he acknowledged the Vedas and Christian Scriptures to be inspired, he admitted even certain portions of the Pooanas and the tantras to be inspired. In his preface to his Bengali translation of the Ishopanishad, he says "Are not the Pooanas and the Tantras Shastras? They are Shastras because they also proclaim the unity of God". In his opinion then, those portions only of the Pooanas and the Tantras possessed sacred authority which proclaimed the unity of God. It is still more curious to relate that he held the works of the celebrated Persian poet Jelaloddin Rumi, called by way of eminence the Moulana, to be inspired in the same sense as the Vedanta. His biographer in the Calcutta Review says that he once expressed his intention to retire in his old age from worldly life and devote himself to the study of the Vedanta and Mesnevi the great work of the said Moulana. It is evident therefore that Ram Mohun Roy's idea of inspiration was that of a process of spiritual illumination and ecstasy shared by all the members of the human race in more or less degree.

The intelligent portion of the immediate disciples of Ram Mohun Roy did not mistake the sense in which he called the Vedas a revelation. They partook of his eclectic spirit, quoted with almost as much enthusiasm a precept from the Tantras as one from the Vedas—a *robass* from a Scofee poet on the agreement between all religions as a *shloka* from the Bhagavat Gita, and spoke with rapture (I state from personal observation) of the religion of themselves and their great teacher as being the

of the wise of all ages and countries, as being in fact the universal religion.

After the death of Ram Mohun Roy, the catholic character of the Samaj was not destroyed. Even while its leaders admitted the Vedas to be a revelation, they did so solely on account of the "reasonableness and cogency of their doctrines" as compared with the other Shasters of the Hindus and the religious Scriptures of other nations. They rejected the idea of a revelation supported by external evidence. "The only ground," they said, "on which the truth of any system of belief can be maintained is that founded on the nature of the doctrines inculcated by it." "If the doctrine of theology and the principles of morality taught in the sacred volumes referred to appear to be consonant to the dictates of sound reason and wisdom, all these tenets and precepts carry the unimpeachable character of truth in themselves; the man who has received them and continues to place his trust in them will have no reason to fear the virgative sentences of ungodliness or respect to his religion." (Vide Vedantic Doctrines Vindicated). The letter of Balu Debendro Nath Tagore published in the Englishman in October 1846 speaks of his religion as one "whose principle are subject to be the dictates of that of nature and of human reason and human heart, and by the voice of the wisest of all ages and countries." The Reverend Mr. Mullens, in his Essay on Vedantic Brahminism and Christianity says: "Though the Brahmins claim the Vedas as a revelation of divine truth, they look primarily upon the works of Vedic as non-reveligious teachers. From nature they learned in fact, because the Vedas (as they respect) agree with nature, therefore they regard them as inspired." He quotes in support of the above assertion the following passage from the Vedantic Doctrines Vindicated: "The knowledge of the Deity, which sources of inspiration deals with eternal truths, which require no other proof than what the whole creation and the mind of man is pervaded by, cannot be reasonings allied in character." It is therefore evident that the leaders of the Samaj at the time considered the Vedas to be revealed solely on account of the reasonableness and cogency of the doctrines. Their error lay in believing that whatever they contained was reasonable and cogent. As soon as they perceived their mistake after a wider study of the Vedas, they shook it off at once. Now why did they do so so easily? The reason is that a higher standard of belief had always predominated in their minds as shown by the extracts from their publications over that of written revelation, that is the standard of reason and cogency; and when they could not continue profession, but be a revelation which was found to be untrue.

The Samaj still holds that only those doctrines and precepts of a religious book that are reasonable or seem worthy of its belief as revealed by God are to be contained of all truth. The present members of the Samaj maintain that the conformity of a doctrine with the dictates of reason in its intuitive and discursive form constitutes its sole claim to our belief. Intuition lays the groundwork, and reason superstructure of religion. As all reasoning is based on intuitive belief and as the Samaj has never denied the importance of reasoning in the determination of religious truth, its recognition of intuition cannot be reckoned as an organic change of principle but as rather a development of the previously entertained.

You see then, Gentlemen, that a belief in the great truths of religion independently of an external

revelation and on the principle that the reasonableness of a doctrine is the only test of its truth has been the chief characteristic of the religious opinions of the Samaj from the time of Ram Mohun Roy to the present. There is also another feature of the Samaj which it has not lost from its first establishment to the present time. I mean its Hindoo aspect as far as such aspect can be maintained in conformity with the principles of true religion. The service of the Samaj contains extracts from the Shastras, books held in veneration by the people of India from ancient times. In discussion with orthodox Hindoos, *Shlokas* are cited from them by the Brahmos in corroboration of their opinions. This practice has been adopted by some Christian missionaries also, giving a greater right to the Brahmos to its observance. The Brahmo Dharma Grantha or the manual of Brahmo faith consists of selections from the Shastras. The same process of selection and reformation but not of extirpation is nowadays being also applied by the Brahmos to the ritual and custom of Bengal. Whatever in them is not opposed to the true religion and to right reason is being kept and whatever is so is being rejected. The Brahmos cannot be blamed for displaying a certain degree of conservatism in the work of reformation. For instance what would an English Theist have done in a similar case? Would he have at once rejected the whole Bible and the whole of the old ceremonial and customs? Certainly not. "The natural result of the right of private judgment is to turn systematic Christianity into philosophy."

a principle of reason applicable to all religions to purify and to spiritualize, by which the Jew applying it to his Bible, the Hindoo to his Shastras, the Greek to his Plato, the modern European of the New Testament the Mohammedan to the Koran and so to the mark might gradually become more united in a brotherly eclectic feeling of piety and reverence, mutually allowing variety of customs, and consenting out of former creeds to "select the weeds and keep the flowers." Although Brahmoism is the purest form of Hinduism and although the Samaj has a Hindu aspect which it would be a suicidal step to destroy, its members, as becomes the followers of universal religion, are not backward to acknowledge their obligations to other religions than Hinduism, especially Christianity to which they are more indebted than to any other of those religions.

The essential features of the Samaj have remained unaltered from the time of Ram Mohun Roy to the present but it has not however remained still since his death without making progress. The catholic religion is essentially of an expansive character. One of its leading doctrines is that religion like other things is subject to the law of progress and that the religious ideas of man develop, expand and purify themselves with time. The Samaj therefore professing as it does the catholic religion would have belied its character had it remained stereotyped on the Vedantic plate of Ram Mohun Roy and not made any progress since his time when its religious opinions admitted of progress. The progress which the Samaj has made since the time of that reformer has been both of a negative and positive character. The negative progress lies in its abandoning its belief that whatever is contained in the Vedas is reasonable. The positive progress consists in the clearer and fuller recognition than before of intuition as the foundation of natural religion. I use the expression "clearer and fuller recognition than before" because such recognition is not of a very recent date as has been asserted to be. The Brahmo Dharma published about fourteen years ago

has the expression একাক্ষর প্রমাণ গ্রহণ taken from the Mandookya Upanishad of the Atharva Veda, meaning that the proof of the existence of God is intuition only. If any one turn over the file of the Tattwabodhini Patrika for Sakabda 1776, he will find an article headed the বস্তুতত্ত্ব বিবরণ in which it is distinctly stated that our belief in the fundamental truths of religion is of an intuitive character. In some other articles published about that period, intuition was stated to be the primary basis of religion.

The progress of Brahmoism will ever keep pace with the age. The latter can never outgrow our religion. When a new science springs up, the members of the Samaj do not require to take the infinite pains which the followers of other religions take to reconcile their faith with the creed they profess. We hold that instead of there being a natural antagonism between religion on the one hand and science on the other, the latter exercises a healthy influence upon the former in refining and purifying it. With regard to the relation between science and religion, the Samaj echoes the following sentiment of an English writer: "True science and true religion are twin-sisters and the separation of either from the other is sure to prove the death of both. Science prospers exactly in proportion as it is religious and religion flourishes in exact proportion to the scientific depth and firmness of its basis." With regard to the relation between philosophy and religion, the members of the Samaj say: "The inauguration of eclectic philosophy is already a fact in the philosophical world and serves to inspire us with the hope that side by side with eclectic philosophy will reign catholic religion that natural religion and natural psychology will triumphantly rise in harmony from the conflicts of contending sects." In conformity with such views, the Samaj has always gladly admitted scientific and philosophical articles into the columns of the Tattwabodhini Patrika. In short the opinions of the Samaj on this point can be thus summed up, that there is no disagreement between Common Sense and Philosophy, between Reason and Revelation, between Theology and Science but that each has its own prescribed functions which must be executed by those of the other in the building up of the grand edifice of Theism.

Brahmo brethren who are present in this Hall, I have a word to tell you before I conclude. In controversy with the followers of other religions we cannot avoid both for purposes of self vindication as of conversion but let us set an example to them in what spirit religious controversy is to be conducted. Appealing to those sentiments which every religion has in common with Brahmoism for Brahmoism is the universal religion, we should try to wean the followers of other religions from their errors and prejudices in the spirit of charity and love, for we are children of the one common father. Let us recollect the remarkable words of the great founder of our religion "strengthening the bonds of union between men of all religious persuasion and creeds." Let us not lose our temper at the time of discussion. Let us not indulge in sarcasm instead of fair argumentation for sarcasm but ill befits the most momentous of all subjects, religion. Let us not sacrifice candour at the altar of liveliness. Let us not for the sake of appearing smart lose sight of the duty of behaving fairly towards the followers of other religions for they are men and as men they are our brethren.

I see some of us are very fond of religious controversy but let us not give way to an over-fondness

a religious being. Let us pay more attention to our own religious and moral improvement and that of our country than to how we will best acquit ourselves in religious controversy. Let us always cherish in our minds a lively consciousness of the Divine presence. Let us in all our actions keep Him before our minds' eye as "an abiding presence not to be put by." While we are engaged in the duties of a worldly life, let us remember we are in the presence of a Task-master whom we cannot deceive though we can deceive our earthly task-master. When we indulge in harmless pleasures and amusements, let us think of Him as a father who is observing the birth of his children. When we are holding a great religious festival let us consider Him as at once its spectator and object. When we hold a meeting for any other purpose connected with religion than worship, let us consider Him as its great president. When we worship Him in the Samaj Hall let us adore Him as the living deity of the temple. Let us in all our thoughts words and deeds keep Him before us.

Let us be pure and holy in our lives. Let us show to the idolater that our religion is not a dead religion, a religion only to be talked of and not acted up to. Let us make sacrifices for our religion and thereby show our countrymen that we love it with all our minds, all our heart, and all our strength, then will they think that Brahmoism is something and that it is not to be in a half-light. Let us think more of our country's than of our own interests. Let us direct our chief attention to the education and social improvement of our women for if one half of our population be in darkness how can the other half prosper? Let us be always up and doing for our country in a state of transition and the duties of those who live at such a period are not light.

Let God! our Father! our Savior! our Redeemer! give us strength to bear the trials of this awfully tried time. To Thee we look up for succour for we are weak. Alas! grant the light of Thy countenance for that alone is our only consolation amid the darkness and dangers of our situation. From Thee alone come strength comfort and bliss. Forsake us not but infuse peace, harmony and fortitude into our souls so that we may stand as witnesses of Thy glory to generations to come.

পুস্তক বিক্রয়।

	মূল্য
ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠান-পদ্ধতি	১০
বংকিমিত্র (টেক্টাট টাকুর প্রণীত)	১০
শিশুপালন ১ম ভাগ	১০
ঐ ২য় ভাগ	১০

বিদেশীয় গ্রাহকদিগের নিকট নগদ মূল্য
বাতীত পুস্তক প্রেরিত হইবে না।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ১৭৮৬ সালের
পৌষ মাসের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	১৭১/০
বক্তালয়	১৪৮/১৫
পুস্তক বিক্রয় .. .	৫২৬০
ভাঙ্গমান .. .	২৬৮/০
পুস্তক ইট বিক্রয়	২১০/১০
গচ্ছিত .. .	২১৮/১৫
	৩২৪৮/১৫

ব্যয়

মাসিক বেতন .. .	৮৭১/০
শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রচারক ..	০
পত্রিকা মুদ্রাক্ষন .. .	৩০
বক্তালয় .. .	১৪২/৮
পুস্তক মুদ্রাক্ষন .. .	৭২
সহকারের কমিশন .. .	৪১/১০
শ্রী যুক্ত ব্যয় .. .	১১০
পত্রিকা .. .	১১১/০
	১৭৭১/১৫

আয় .. .	৩২৪৮/১৫
পূর্বকার হিত .. .	৫১০/১০
	৪৪৫৮/৫
ব্যয় .. .	৩৭৭১/১৫
হিত .. .	৬৮৮/১০

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।



ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণতঃ দান।

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল ভট্টাচার্য্য .. .	৫
" রামমোহন দে .. .	৪
" প্রভাপচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় .. .	২৬০
" দ্বিজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় .. .	২
" শশীনাথ চন্দ্র সর্বাধিকারী .. .	২
" শ্যামলাল পাল .. .	২
" রামকৃষ্ণ মল্লিক .. .	১
" চারুচন্দ্র দত্ত .. .	১
" বলরাম দে .. .	১
" বলদেবী সেন .. .	১

" পীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় .. .	১
" হরগোবিন্দ সেন .. .	১
" পার্শ্বভীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় .. .	১

২৪৬০

ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক দান।

শ্রীযুক্ত এসমকুমার সেন গুপ্ত .. .	১০
" রাক্ষসাম মুখোপাধ্যায় .. .	১
" দিননাথ মজুমদার .. .	১১০
" গোপালচন্দ্র মল্লিক .. .	১

১৩১০

৩৮১০

ব্যয়।

শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ঢাকা গমনের পাথেয় .. .	১০
পাল্‌কী ভাড়া .. .	১০
বিল সরকারের হাওড়া পার্কে ঘাইবার ব্যয় ..	১০
	১০১০

আয় .. .	৩৮১০
ব্যয় .. .	১০১০
হিত .. .	২৭৬০/১০

শ্রী প্রভাপচন্দ্র মজুমদার।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের দান সংগ্রাহক।

নির্ঘণ্ট পত্র।

	পৃষ্ঠা
ভূচর্চার উপদেশ .. .	১৪২
জীবনের প্রকৃত ব্যবহার .. .	১৫১
খ্রীষ্টোডোর পার্কের পত্র .. .	১৫৪
ইজিপ্টীয় মত .. .	১৫৭
ভবানী পুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উপদেশ .. .	১৫৯
ইংরাজি .. .	১৬২
আয় ব্যয়ের বিবরণ .. .	১৬৮

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য নিকূর্ণণ।

অগ্রিম মূল্য (কলিকাতার জন্য) .. .	০৩)
" (মফঃস্বলের জন্য) .. .	৩৬০
মাসিক মূল্য .. .	১০০
এক খণ্ড .. .	১০০

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা অফিসে প্রকাশিত।
সাক্ষ্যিত ব্রাহ্মসমাজের ইঞ্জিনিয়ার অফিসের
প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। ২০ বা ২৫ বা ৩০ বা ৩৫ বা ৪০
কলিকাতা ১৯০৫।

উদার। ইহা আবার জীবন্ত ও বলীয়ান। ইহার আধার নিজীব জ্ঞানও নহে, তরল ভাবও নহে; জীবনই ইহার আদান ভূমি, জীবনেতেই ইহার বখার্প প্রকাশ। যখন নমুদায় জীবন স্বর্গীয় বলে সংসারকে পরাস্ত করিয়া, পাপ, তাপ ও দুঃখকে পদানত করিয়া, ঈশ্বরভিত্তিতে উন্নত হয়; তখনই সত্যের প্রকৃত মহিমা প্রতীয়মান হয়। বাস্তবিক সত্যই আমাদের জীবন, এবং যে পরিমাণে আমরা সত্য হইতে বিচ্ছিন্ন হই, সেই পরিমাণে আমরা জীবন-বিহীন ও কুণ্ড ভাবাপন্ন হই। সত্যের এ রূপ জীবন্ত বল যে ইহার কণামাত্র কিরণে অমানিশার অস্তিত্ব তমোজ্ঞান ছিন্ন তির হয়, ইহাও সম্প্রদায় মাত্রের সহস্রাব্দিক বর্ষ সঞ্চিত রক্ত-নামকন্যে প্রাণ-রাশি চণু হইয়া যায়; নিরাশ যুগ্মসু ব্যক্তি নব জীবন ও নব উদ্যম প্রাপ্ত হয়। অতি তুচ্ছল তীর ব্যক্তি মহা বীরের ন্যায় বীর্যবান হয়, এবং অতি ন্যামান্য ক্ষুদ্র ব্যক্তি ও সমুদ্র পূর্ণ জিত প্রত্যপে সহস্র সমুদ্রের ন্যায় সনকে বণীভূত করিয়া তাহার দেহ দারা ধ্বংসস্থান লক্ষ্য সংসাধন করিয়া লয়। সত্যের বস্তুর নিকটে জ্ঞান-বল ধন-বল দেহ-বল সকলই পরাভূত হয়—কেবল পরাভূত হয় এমন নহে, কিন্তু আবার অল্প ও কালের ন্যায় ইহার পরিচর্যা করে। বহু প্রমাণ দ্বারা ইহা সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে তাহার ভাবের বিকট মূর্তি ধারণ পূর্বক বন্ধ-পার কর ও খড়্গ-হস্ত হইয়া সত্য-পরায়ণ ব্যক্তির আনন্দ মাপনে প্রবৃত্ত হয়, তাহারাই সত্যের চরিত্রবিলয়ে সেই ব্যক্তির সেবা করে।

অনুপ্রাণিত হইয়া তাহার আদেশানুসারে সত্যের মহিমা কীর্তন করিতে থাকে। কি আশ্চর্য্য সত্যের মহিমা।

এই উদার ও জীবন্ত সত্যের উপরে গান্ধীর পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম সংস্থাপিত;

কলতঃ সত্যই ব্রাহ্মধর্ম। এই জন্যই ব্রাহ্মধর্মে সকল মনুষ্যের অধিকার। ইহা যেমন ভারতবর্ষের, তেমনি ইংলণ্ডেরও ধর্ম; ইহা যেমন পূর্বকালের, তেমনি বর্তমান সময়েরও ধর্ম। ইহা যেমন স্বাক্ষরদর্শী নানা-বিদ্যা-বিশারদ পণ্ডিতদিগের, তেমনি সরল-চিত্ত কলকদিগেরও ধর্ম। অন্যান্য ধর্মের ন্যায় ইহা জাতি-বন্ধ বা সম্প্রদায়-বন্ধ নহে। ইহাতে জাতির গৌরব নাই, দেশের গৌরব নাই। সকল মনুষ্যই স্বাভাবিক ব্রাহ্ম। যিনি যে পরিমাণে স্বাভাবিক নিম্নল জ্ঞানের অনুসরণ করেন, তিনি সেই পরিমাণে ব্রাহ্ম। মনুষ্যাত্মার সহিত ব্রাহ্মধর্ম মনব্যাপী; আত্মার স্বধর্মই ব্রাহ্মধর্ম। দেশ কাল ও অবস্থা নির্বিশেষে সকলেরই ইহাতে অধিকার। জগৎ আমারদের দেব-মন্দির, পরমেশ্বর আমরা-দের উপাশা দেবতা, স্বাভাবিক জ্ঞান আমাদের ধর্মশাস্ত্র, উপাসনা আমাদের মোক্ষ পথ, ধ্যানশুদ্ধি আমাদের প্রার্থিত্ত, সাধু ব্যক্তি মাত্রই আমাদের গুরু ও নেতা। এই উদার ব্রাহ্মধর্মে সাম্প্রদায়িক লক্ষণ কিছু নাই, ইহাতে বিরোধের কারণ নাই। ইহা সাধারণ সম্প্রদায়। সুতরাং ব্রাহ্মসমাজ সাম্প্রদায়িক সমাজ নহে; বাঁহারা এক মাত্র অদ্বিতীয় গুরুত্বের উপাসক হইয়া তাঁহাকে ঐতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য সাধন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগেরই এই সমাজ।

পঞ্চত্রিংশ বর্ষ পূর্বে এই ১১ মাঘ দিবসে অসাধারণ-বীর্ষ-সম্পন্ন, অতুল্য-প্রশস্ত-হৃদয়-বিশিষ্ট মহাত্মা রামমোহন রায় এই ব্রাহ্মসমাজের সূত্রপাত করেন। সেই দিবসে ঐতি-বিস্ফারিত হৃদয়ে তিনি সকল দেশীয় সকল জাতীয় লোকদিগকে এক সাধারণ উপাসনা-গৃহে সত্য-স্বরূপ অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনায় জন্য আহ্বান করিলেন; এবং ব্রহ্মোপাসনা-রূপ অমূল্য

খনে সকলেরই যে অধিকার আছে এই গুহ
প্রতিষ্ঠা দ্বারা জগতে এই স্তম্ভাচার ঘোষণা
করিলেন। সেই দিন অবধি কত শত লোকে
এই ব্রাহ্মসমাজের পুণীতল আশ্রয় লাভ
করিয়া ব্রাহ্মধর্মের মাহাত্ম্যে সত্যের প্র-
মাণে, হৃদয়কে প্রশস্ত করিয়াছেন, মনকে
উন্নত করিয়াছেন এবং আত্মাকে পবিত্র
করিয়াছেন। দেখ কেমন আশ্চর্য-রূপে
অপেক্ষা অপেক্ষা ব্রাহ্মসমাজের বিস্তৃতির সঙ্গে
সঙ্গে শান্তির রাজ্য, শ্রীতির রাজ্য, প্রেমারিহ
হইতেছে। কত শত লোক সাম্প্রদায়িক
সকল প্রকাব শৃঙ্খল ছেদন পূর্বক প্রশস্ত
হৃদয়ে সত্যের সাধারণ ভূমিতে সকলের
সহিত উচ্চতম বিমলতম মনস্কো আবদ্ধ
হইতেছেন; বিদ্বেষ, ঘৃণা, বিবাদ, বিম্বাদ
হইতে মুক্ত হইয়া নিরপেক্ষ মনে সকল
জাতি ও ধর্ম-সম্প্রদায় হইতে ধর্মতত্ত্ব সন্ধান
করিতেছেন, সকলের সহিত মিলিত
হইয়া বিবিধ হিতকর কার্য সাধন করিতেছেন,
এবং উন্নত শ্রীতি-যোগে সকলকে ভ্রাতা
বলিয়া আলিঙ্গন করিতেছেন। দেখ, জগৎ
যে পরিবারের গৃহ, ইন্দ্র যে পরিবারের
পিতা মাতা, সেই পরিবার ক্রমে চতুর্দিকে
ব্যাপ্ত হইতেছে। এই মনোহর দৃশ্য স-
ন্দর্শনে কাহার চিত্ত না মহোজ্ঞানে অদ্য
উৎকুল হইতেছে, ব্রাহ্মধর্মের মহিমার পরি-
চয় পাইয়া কাহার শরীর না রোমাঞ্চিত
হইতেছে?

ব্রাহ্মধর্মের উদার ভাব দেখিয়া অদ্য
কেমন মন প্রশস্ত হইতেছে, তেমনি ইহার
আশ্চর্য্য স্বর্গীয় পরাক্রম দেখিয়া আমারদের
আত্মা উৎসাহে অজ্জ্বলিত হইতেছে। এই
পঞ্চত্রিংশ বৎসর মধ্যে ইহার আশ্রয় এ দেশে
কেমন উজ্জ্বল করিয়াছে; কত কত
পরিভ্রমকারি বিষয় বিপত্তি, কত ভয়ঙ্কর কু-
সংস্কার এই অধিনেতৃত্ব হইয়াছে।

শত সহস্র বর্ষে যে সকল কুসংস্কার এদেশে
বজ্রমূল হইয়াছিল, তাহা ব্রাহ্মধর্মের বলে
সমূলে উৎপাটিত হইতেছে, সমুদয় ভারত-
বর্ষে যে সকল ভ্রমের আশ্রয় তাহাও ক্রমে
চূর্ণ হইতেছে। এই ভারতভূমি পৌত্তলিক-
তার দুর্গ স্বরূপ, ইহা কঠিন অভেদ; কুসংস্কার
প্রস্তরে নির্মিত, অগণ্য পরাক্রমশালী বিরোধী
বিপক্ষেরা সত্য-পরায়ণ ব্যক্তির প্রাণ পর্য্যন্ত
বিনাশে প্রতিজ্ঞাকৃত হইয়া নিদ্রাশিত বড় গু-
হারণ পুঙ্খক প্রহরীর ন্যায় নিয়ত এই দুর্গকে
রক্ষা করিতেছে; সেই দুর্গের মধ্যে ব্রাহ্ম
ধর্মের জয়পতাকা উড়িয়ামান, এবং সেই
বিরোধী দলের কত কত লোক একে সত্য
ধর্মের পদাবলুষ্ঠিত হইতেছে। ব্রাহ্ম
ধর্মের সত্যের প্রভাবে আপনাদিগকে ও
পরিবার এবং স্বদেশকে ভয়ঙ্কর কুসংস্কার
হইতে প্রমুক্ত করিয়া আনন্দ মনে সমস্ত
করত সমুদয় ভারতভূমিকে নিদ্রাশিত
হইতেছেন। সমস্তাঙ্গিনান্ ইন্দ্রের সাক্ষাৎ
সত্য, এবং জীবন্ত জগৎ সত্য প্রমাণ
হইতে, তাঁহাদের নিকটে যে নির্ভীক জ্ঞান
ক্রম নিচয় আপনা হইতে বিনাশ প্রাপ্ত
হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ব্রহ্ম
বলের সম্মুখে কি পার্শ্বিক কোন বল স্ফি-
র্তিতে পাটোয় নেক, ক্রমে কেমন পথ পরি-
ষ্কৃত হইয়াছে। পরিবার মধ্যে পিতা মাতা,
পুত্র কন্যা, ভ্রাতা ভগিনী সত্যের মিলিত
হইয়া নিম্নে আদিভীম ইন্দ্রের উপাসনা
করিতেছেন, তাহার গৃহে কবে জ্ঞানের
সহিত আনন্দময় আলিঙ্গন করিতেছেন,
যুবকেরা সত্যের উদ্ভীষ্ট হইয়া ইহার সত্য
সকল অন্যভাবে পরিচিত করিতেছেন, কো-
মল-হৃদয় মহিমায়া বিস্তৃত শ্রীতি-পুষ্প
ব্রহ্ম পুষ্প করিতেছেন। এ মহৎ জয় কেবল
সত্যেরই বলে, এমন রমণীর শোভা কেবল
ব্রাহ্মধর্মেরই মৌল্য।

এই সম্বৎসর যাঁর বরণা অবলম্বন ক-
রিয়া অশাকার উৎসব-ক্ষেত্রে সকলে সম্মি-
লিত হইলাম, সম্বৎসর যাঁর অতঃক্ৰোধে
অবস্থা করিয়া যোগ-শোক ভয় বিপত্তি
হুত্বে উত্তীর্ণ হইয়াছি, যাঁহার প্রেমালিঙ্গন
আমাদের জন্য নিরন্তর প্রসারিত আছে,
যিনি মনো মনো আমাদের আত্মাতে আবি-
ভূত হইয়া আমাদের পাপ তাপ হুত্বে
নিরন্তর কবিরাজেন, অদ্য সমস্ত দিন যাঁহার
পবিত্র স্নানকর্ষ অনুভব করিয়াছি, এখনই
যাঁহার প্রেমপূর্ণ চক্ষু আমাদের জন্য প্রক-
্ষিত দেখিতেছি; তাঁহাকে জ্ঞান-নেত্রে
প্রত্যক্ষ কর, তাঁহার নিকটে হৃদয় দ্বার উ-
ন্মোচন কর, তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা উপহার
দাও, তাঁহার চরণে প্রীতিপুষ্প বিকীরণ কর,
তাঁহার নিকটে শুভ কৃষ্টি ও ধর্ম বল প্রা-
থনা কর, তাঁহার উপাসনা করিয়া এই ক্ষুদ্র
জীবন চরিতার্থ কর।

অনন্তর আদি অশ্ব ব্রহ্ম-সঙ্গীত মহা
কৃত স্বাধাযান্ত ব্রহ্মোপাসনা পরিসমাপ্ত
হইলে, পূজনীয় শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্ত-
বাগীশ মহাশয় উৎসাহসহকারে ব্রহ্মধর্মোব
প্রথম খণ্ডের চতুর্দশ অধ্যায়ের এই তিনটি
শ্রুতি তাৎপর্যের সহিত ব্যাখ্যা করিলেন—

যোঁই ভূমা তৎ সুখং নাস্পে সুখমস্তি।

ভূমিব সুখং ভূমা স্বৈব বিজিজ্ঞাসিতবাঃ। ১।

যিনি ভূমা, যিনি মহান্, তিনি সুখ-
স্বরূপ; ক্ষুদ্র পদার্থে সুখ নাই। ভূমা ঈশ্ব-
রই সুখ স্বরূপ; অতএব তাঁহাকেই জানিতে
ইচ্ছা করিবেক।

মনুষ্যের মন পরিমিত ক্ষুদ্র পদার্থে
কখনই সুখী হইতে পারে না। সেই ভূ-
মাতেই আমাদের সুখ, অস্প বিধয়ে সুখ
নাই। বিষয়-সুখে আমাদের আত্মা তৃপ্ত
হয় না। বিষয়-সুখ সকলই কণ-ভঙ্গুর,
অতীব ক্ষুদ্র—কখনো বা ধর্মের অনুরূপ,

কখনো বা প্রতিকূল; কখনো বা সেবা,
কখনো ত্যাগ। সেই ভূমা ঈশ্বরই অ-
মারদের তৃপ্তির স্থল, আমাদের পবিত্র
শান্তি-নিকেতন। অতএব তাঁহাকেই অ-
স্বেষণ করিবেক, তাঁহাকেই জানিতে ইচ্ছা
করিবেক ॥ ১ ॥

সতগুরুঃ কামিন্ প্রতিষ্ঠিতইতি বে মহিম। ২।

শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্।
তিনি কোথায় প্রতিষ্ঠিত আছেন। আচার্য্য
উত্তর করিলেন, তিনি আপনার মহিমাতেই
প্রতিষ্ঠিত আছেন ॥ ২ ॥

পরমেশ্বর নিরালস্য, স্বতন্ত্র ও মুক্ত স্ব-
ভাব। অন্য সকল বস্তু যেমন তাঁহাকে
অবলম্বন কবিয়া স্থিতি করিতেছে, তাঁহাবই
উপর নিভর করিতেছে, তিনি তত্ত্বের কা-
হাকেও অবলম্বন কবিয়া স্থিতি কবেন না।
এই বিশ্ব-রূপ স্থূল তাঁহাতে আবদ্ধ থা-
কিয়া গমনমান রহিয়াছে, তিনি এক মাত্র
শঙ্কু-স্বরূপ হইয়া সমুদায় ধারণ কবিয়া আ-
ছেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই আবদ্ধ নহেন,
তাঁহাকে কেহ ধারণ করিয়া বধে নাই।
সেই নিরবলম্ব পূর্ণ ব্রহ্ম সশীঘ্র মহিমাতেই
অবস্থিত করিতেছেন, আপনারেই আপনাই
নিত্য রহিয়াছেন; তাঁহার কেহ ধনকও
নাই এবং তাঁহার কেহ আশ্রয়ও নাই ॥ ২ ॥

সংবাদঃ সতপরিচাৎ সম্প্রচাৎ সপুস্ত্যৎ
সদাশ্রিতঃ সততঃ। ঈশানোদিতভবাসা স-
বাদা সতঃ ৩।

তিনি অধোতে, তিনি উর্ধ্বোতে; তিনি
পশ্চাতে, তিনি সম্মুখে, তিনি দক্ষিণে
তিনি উত্তরে। তিনি ভূত ভবিষ্যতের
নিয়ন্তা। তিনি অদাও আছেন, পরেও
থাকিবেন ॥ ৩ ॥

কি উর্ধ্বে, কি অধোতে, কি পশ্চাতে;
কি সম্মুখে; কি দক্ষিণে, কি উত্তরে; আ-
মাদের চতুর্দিকে সকল স্থানেই তিনি

দীপ্যমান রহিয়াছেন। আমরা যদি পক্ষত-
শিগ্রে আরোহণ করি, সেখানেও তিনি
বিদ্যমান, যদি গভীর সমুদ্র-গর্ভে প্রবেশ
করি, সেখানেও তিনি বর্তমান। দিবাকরের
মধ্যস্থ কালের কারণে যেমন তিনি সূর্য-
আলো প্রদর্শন করেন, তদ্রূপ হামাগী বিভাবরীর
অপাঙ্গ তামারে ও জাতক্যমান রহিয়াছেন।
সকল স্থানেই তাঁহার রাজ্য, সকল স্থানেই
তাঁহার দক্ষিণ। যেমন তিনি সর্ব-দেশ ব্যাপী,
তেমনি তিনি সর্ব-কালে বিদ্যমান। তিনি
যেমন ইহা কালের নিয়ন্তা, তেমনি গুরু কা-
লেরও নিয়ন্তা। তিনি আদ্য ও অন্ত, পরেও
থাকিবেন ॥ ১৮ ॥

ওঁ শান্তি শান্তিঃ শান্তিঃ ৩

পরে শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায় মহা-
শয়নমুর গভাব স্বরে এই মহোৎসবের পবিত্র
সংসাদ বাক্য দ্বারা সকলকে স্মিত করিলেন

এখন বাবে একাদশ দিবস, আজ
বঙ্গভূমি-সমুদায় ভারতভূমির একমাত্র
উৎসব দিন। আমরা সকলেই ইচ্ছা করিতেছি—
চুড়া মুখ হইতে বিদ্রুত হইতে। সেজন্য সেই
একটি মহোৎসবের দিন আমাদের ইচ্ছা থাকে
সেই রূপ এই আশাও একাদশ দিবসটি
স্বদেশানুবাগী জ্ঞান-প্রেমী ব্যক্তি মাত্রেরই
অবশ্য পক্ষে চির মুজিত থাকি নিতান্তই
কর্তব্য। কেন না এই দিনে এই অসংখ্য
ভুক্তকণ্ঠে বঙ্গভূমির প্রকৃত প্রাণ সঞ্চার হয়—
এদেশের সকল সুখ সৌভাগ্যের স্তূতপাত
হয়। বঙ্গদেশে যে সকল করুণ কদাচার
এই দিন বন্ধাবস্থা করিতেছিল, এই দিন
চূড়ান্ত এমন একটি কায়ের অভ্যুত্থান হইতে
অবতরিত হইল, যাহার দ্বারা ক্রমে ক্রমে এ
দেশের সকল অভাব বিদূরিত হইতেছে,
এই দেশের সমস্ত প্রতি গৃহের—প্রতি আশ্রয়
স্থান অন্তর বিমোচন হইয়া আমাদের পূর্বের
সকল ভূমি বসন্ত মুখ প্রদর্শন হইতেছে।

চির ছুঃখিনী বঙ্গ মাতার স্বাধীনতাকল্প
অমূল্য হার পরিধানের সময় লক্ষ্য করি-
বারও কাল উপস্থিত হইয়াছে। এখন
ব্রাহ্মধর্ম এ দেশের সকল বাধা বিদূরিত-
কর্ম করিয়া সম্যক-রূপে উদ্ভিত হইবেন নাই,
তখন যে কখনও বঙ্গভূমির ছুঃখের নিশা
অবমান হইবে ইহা ভাবিয়া স্থির করাও
কঠিন হইত। এখন তো আমাদের গণনার
কাল প্রাপ্ত হইয়াছে—এখন তো উন্নতির
সোপান লাভ করিয়াছি। এখন আমরা
এই গণনার সঙ্গে সঙ্গে গণনা করি, যে
দেশের কতদূর শ্রীদ্ধি হইল,—জন্ম কি
পরিমাণে গাণ্ড মলিনতা হইতে বিনূত
হইল,—অত্যা কত দূর উন্নত হইল। কোন
বদাশয় মহাপ্রাণ কর্তৃক আমারদিগের কোন
না কোন একটি অভাব বিদূরিত হইল,
তাঁহার নিকটে বর্তমান হইল, বিনয় বচনে
তাঁহার কত সাধুবাদ প্রদান করি, কিস্তি যিনি
দেশের প্রবর্তক, সকল মঙ্গলের একমাত্র
আয়তন, সাঁহ হইতে দেশের অভাব প্রতি
গৃহ—প্রতি পরিবার—প্রতি দোয়ার গভী-
রতম অভাব বিদূরিত হইয়াছে, সেই ত্রিভু-
বনের রাজার নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা
কি যত্ন ও আয়াস সাধা? তাঁহাকে স্মরণ
করিতে কি আজ উদ্বোধনের প্রয়োজন?
আজ নাগের একাদশ দিবস, আজ ব্রাহ্ম-
সমাজ সংস্থাপনের প্রথম দিন। ইহা
উচ্চারণ করিয়া মাত্রই শরীর লোমাক্ষিত
হইয়া উঠে, নগ্ন যুগল প্রেমাত্মকভাবে পরিপূর্ণ
হয়, জন্মের অভাব হইতে যুগপৎ প্রীতি
অন্ধা ও কৃতজ্ঞতার ভাব ঈশ্বরের প্রতি
উচ্ছ্বসিত হইয়া কর্ণ নিরোধ করিয়া কেলে!
চারিদিকে ঈশ্বরের মহিমা জাজ্বল্যমান
সন্দর্শন করিয়া, এই শোভা সৌন্দর্যের
অভাস্তরে, এই সাধকদের মুখমণ্ডলে তাঁ-
হার সত্য জ্যোতি বিকীর্ণ দেখিয়া বিশ্বাসের

হৃদয় প্রাণিত হইতেছে। অনন্তের মহিমা ব্যক্ত করিতে গিয়া রসনা অসাড় হইয়া যাইতেছে—তঁাহার গুরু তার ধারণ করিতে গিয়া হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে।

সম্মুখে কি মনোহর দৃশ্য! শত সহস্র ব্যক্তি শান্ত সংযতেন্দ্রিয় হইয়া সেই দেব দেবের পূজার নিমিত্ত একত্রিত হইয়াছেন, আনন্দোন্মীলিত—নির্মীলিত নয়নে সকলে আমারদিগের “সাক্ষাৎ পিতা, পুরাতন পিতামহ” পরমেশ্বরের অর্চনার জন্য—তঁাহার ধ্যান ধারণার নিমিত্ত সমাধীন হইয়াছেন, সকলে এক লক্ষ্য এক হৃদয় হইয়া এক বাক্যে ঈশ্বরের প্রসাদ-বারিষাট প্রার্থা করিতেছেন, ইহা সন্দর্শন করিলে মনুষ্য মাত্রেরই তো হৃদয় কনল প্রকৃতি হইবেই, দেবতারূপ এই মনোহর দৃশ্য সন্দর্শন করিতে পার্থক্য করেন।

ঈশ্বর-সকল প্রশাস্ত্যায় গুরুপতিব এই সমুদায় আয়োজন—সমুদায় আনন্দ প্রবেশ ঈশ্বরেরই জন্য। তিন ঈশ্বর হইতে আপনাব মঙ্গল, পরিবারের মঙ্গল, সমুদায় বঙ্গভূমির মঙ্গল লাভ করিয়া আনন্দে উত্তীর্ণ হইয়া চারিদিকে এই সকল মঙ্গলাচরণ করিতেছেন। আজ ত্রিভুবনের রাজার পদধূলি তঁাহার আশ্রমে পতিত হইবে, আজ সেই ভুবনেশ্বরের পূজা তঁাহার গৃহে সুসম্পন্ন হইবে, এই জন্য তো সুপরিবারে হৃদয়-খাল প্রীতি-কুসুমের পূর্ণ কবিতা তঁাহার ঘরে উপস্থিত হইয়াছেন—তঁাহার উৎসব আনন্দ জনিত পবিত্রতর সুখের ভাগী করিবার জন্য আমারদিগকেও আহ্বান করিয়াছেন, আমরা তঁাহার নিমন্ত্রণে—ঈশ্বরের সম্মুখে আস্তানে নানা স্থান হইতে প্রকৃতিত প্রীতিকুসুম লইয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছি, সেই দেব দেবের পূজার উপচার লইয়া সকলে একত্রিত হইয়াছি।

আইস সকলে মিলে ঈশ্বরের পূজা করিয়া কৃতার্থ হই, হৃদয়ের পরিপূর্ণ কৃতজ্ঞতা উপহার তঁাহাকে দিয়া জীবন স্বার্থক করি। আপনাব উন্নতি, দেশের উন্নতি, প্রাণসম ব্রাহ্মধর্মের উন্নতির জন্য সকলে মিলে তঁাহার মঙ্গল প্রার্থা করি।

হে অখিল-মাতা বিশ্ব-বিধাতা পরমেশ্বর! আমরা তোমার পূজার জন্য এখানে উপস্থিত হইয়াছি, তোমাকে লইয়াই আমারদিগের উৎসব আনন্দ সুখ সৌভাগ্য সকল উৎসব। আমরা তোমার চিরাংশিত চিরানুগত দাস—আমাদের প্রতি তোমার এত করুণা! আমারদিগকে নিত্যক নিরন্তর একান্ত মনোহর দেখিয়া তোমার ব্রাহ্মধর্মের শীতল ছায়ায় আনয়ন করিয়াছ, তুমি আমারদিগকে নির্বিন মর্যাদা দেখিয়া রূপা কবিতা দেব জীবিত ব্রাহ্মধর্মের অধিকারী করিয়াছ। তুমি মর্দীন হীন মলিন বস্ত্র দেশের অভাবের হইতে অমৃত-পানি উদ্ভূত কাপড় দিয়া ইহাকে জীবন যৌবনে পুনঃপুষ্টি করিতেছ। পক্ষাঘাত নাথ! ধন! তোমার করুণ। তোমার প্রসাদ গুণে দুর্বল ও বল লাভ করে, ভীক ও মাংসী ভীমা উৎস।

হে দুর্জয়ের বহু, গাত্রী হইনের গাত্র পবনেশ্বর! তুমি এই গৃহে স্বামিব মঙ্গল কর। তুমি ইহা সন্মান সম্মতিগণকে তোমার ধ্যান বশে—তোমার প্রতি পারিতোষিত করিবে। সংসারের পরিত সমান তবাক্ষর মধো তোমার অভয় পদ ভ্রাস্ত্র করিয়া যথ সমস্ত গণ কবিত যেমন ইনি নির্ভয়ে শান্ত উপকূলে উপনীত হইয়া স্বীয় নিবাসিনকেতনের মধ্যে তোমার এই সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তেমনি যেন চির কাল অবোধে এখানে তোমার পূজা সম্পন্ন হয়। তোমার পবিত্র নাম যেমন এখানে বাহিরে স্বর্ণাকরে মুদ্রিত রহিয়াছে, তেমনি যেন ইহার কক্ষ পরম্পরা ক্রমে স-

কলের হৃদয় পটে তোমার পবিত্র ধর্মের
মঙ্গল ভাব সকল চির মুদ্রিত থাকে।

যাঁটার গৃহে আজ সমুদায় বঙ্গভূমির
— ভারত ভূমির শান্তি স্বস্তায়ন হইতেছে,
যাঁটার আত্মানে আমরা সকলে এখানে
উপস্থিত হইয়া তোমাকে লাভ করিতেছি
তাঁটার মঙ্গল প্রাপ্তি না করিয়া কি হৃদয়
শান্তির হইতে পারে?

ও ঈশ্বর! তোমার নাম সর্বত্র ঘোষিত
হউক, তোমার মহিমা মহীয়ান হউক, তো-
মার ধর্ম সমুদায় সুখবী মথ ব্যাপ্ত হউক,
এই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

ও একমেবাদ্বিতীয়ং

অনন্তর প্রবুদ্ধ অযোধ্যানাথ পাকড়াশী
মহাশয় সকলের হৃদয় পথে এই হিতকর
অন্তর্ভেদী উপদেশ প্রদান করিলেন—

বাহিরে বাহুবলগণের আনন্দকর সমাগম,
অন্তরে সেই চির জীবন-সংহার মধুময় আবি-
র্ভাব, অদ্যকার এত মহোৎসবের মধুরতা ও
আমাদের জীবনের চরিতার্থতা সম্পাদন
করিল। যে প্রকার প্রতিশ্রুতি করিয়া এই
মহোৎসবের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, তাহা
পূর্ণিপূর্ণ হইল। স্মৃতিমুখী সুললিতাঙ্গের শ্রীতি
বিশিষ্ট সুখমণ্ডল দর্শন করিবার সঙ্গে সঙ্গে
সেই চির-সুজন্মের আতিভাব অনুভূত হইল।
আত্মা তেজস্বী হইল, মন বিনীত হইল,
হৃদয় কোমল হইল, জ্ঞান পরিভূষিত হইল,
শ্রীতি চরিতার্থ হইল, ইচ্ছা পবিত্র হইল,
প্রাণ শীতল হইল। কি শুভ ক্ষণে ব্রাহ্মধর্ম
প্রাবর্তিত হইয়াছিল। কি আশ্চর্য্য গুণিতে
ইহা প্রদর্শিত হইতেছে! কি মধুর ভাবে
জন সমাজের শুভ সাধন করিতেছে! ভবি-
ষ্যতে কি মনোহর দৃশ্য প্রদর্শন করিবে!

এখন বিজ্ঞানের তীক্ষ্ণতর আলোক
প্রতি আত্মার স্বাধীনতা, আবিষ্কৃত করিল,
মনুষ্যের অজ্ঞাততা বিলুপ্ত করিল, সমুদায়

ধর্মশাস্ত্রে ভ্রম প্রমাদ প্রদর্শন করিতে লা-
গিল, সেই উপযুক্ত সময়ে ব্রাহ্মধর্ম আবি-
র্ভূত হইয়া সেই শ্রুত্যাগাত্মার সহিত প্রতি
আত্মার সাক্ষাৎ যোগ প্রকাশিত করিল;
স্বাধীনতার মধুর ভাব, কর্তব্যের সরল পথ,
শ্রীতির অকুণ্ঠ রীতি শিক্ষা দিতে লাগিল।
এক দিকে চির-সেবিত অন্ধকারে স্নেহ-
বন্ধন-বশত বিদ্যার বিপক্ষে, বিজ্ঞানের
বিপক্ষে, স্বাধীনতার বিপক্ষে, মনুষ্যের বি-
পক্ষে কোলাহল; অন্য দিকে অন্ধকার
হইতে সূর্য্য আলোকে গমন করিয়া
নানাবিধ অন্ধতা, এক দিকে রুদ্ধের ন্যায়—
যন্ত্রের ন্যায় কর্তৃত্ব-হীন হইয়া আলসাকে
ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর ভাবিয়া কাপুরুষতা,
অন্য দিকে ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া
আপনাকে পুতুল ভাবিয়া পৌরুষের পরি-
বর্তে স্বেচ্ছাচারের আনুগত্য; এক দিকে
প্রকৃতির অগীত স্বতন্ত্র পুরুষকে আপনার
সমান নীচ ভূমিতে প্রকৃতির স্থূল্যার মধ্যে
অনিবার নিমিত্ত প্রয়াস, অন্য দিকে এক-
তিকেই প্রকৃতির অগীত গুণে অলঙ্কৃত
করিবার জন্য আশ্রয়; এক দিকে ঈশ্বরের
কর্মক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া ঈশ্বরের
পরিবর্তে শূন্যের উপর শ্রীতি বন্ধনের
চেঁকা, অন্য দিকে ঈশ্বরের কার্য্যে প্রবৃত্ত
হইতে গিয়া ঈশ্বরকেই বিস্মৃত হওয়া;
ব্রাহ্মধর্ম এই উভয় দিকের মধ্য স্থলে
দণ্ডায়মান হইয়া নিত্যন্ত অসঙ্কত পরস্পর
বিরুদ্ধ এই উভয় পক্ষের সামঞ্জস্য বিধান
করিবার নিমিত্ত অবতীর্ণ হইল।

স্বাধীনতা অপহরণ করিয়া কোন আত্মার
অবমাননা করা ব্রাহ্মধর্মের উদ্দেশ্য নয়;
কিন্তু সকল আত্মাকেই বসার্থ স্বাধীনতার
উৎপাদিত করা ইহার অভিলক্ষ্য। জ্ঞানের
আলোক নির্মাণ করিয়া অন্ধকার উৎপন্ন
করা ব্রাহ্মধর্মের উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু জ্ঞানের

যথার্থ পাক্তি নিরূপণ করাই ইহার অভিসন্ধি।
একটি সংকীর্ণ সম্প্রদায় নিষ্কাশন করিয়া পৃথি-
বীর সমস্ত সমাজ হইতে তাহাকে বিচ্ছিন্ন
করা ব্রাহ্মধর্মের উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু সকল
সমাজের পরস্পর বিসম্বাদিতা উৎসন্ন করিয়া
সকলকে এক প্রীতি-স্বপ্নে বন্ধন পূর্বক সেই
সাধারণ শান্তি-নিকেতনে প্রবেশিত করাই
ব্রাহ্মধর্মের অভিসন্ধি। কোন মতের
বিন্দুমাত্রও বিলুপ্ত করা ব্রাহ্মধর্মের উদ্দেশ্য
নয়, কিন্তু সকল স্বানৈব সকল সভা সংগ্রহ
করিয়া সেই সভা স্বরূপের মহিমাকে মহী-
য়ান করাই ব্রাহ্মধর্মের অভিসন্ধি। অজ্ঞা-
নের প্রতি, দুর্ব্বলের প্রতি, পাপীর প্রতি
বৃণা প্রদর্শন করিয়া আপনার অনুদারতা
প্রদর্শন করা ব্রাহ্মধর্মের উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু
সকলের আত্মাকে সাশোধন করিয়া দীপ্ত-
বেব জ্ঞান প্রস্তুত করাই ব্রাহ্মধর্মের অতি
সন্ধি। এই সকল উচ্চতম উদ্দেশ্য সংগ-
ধনের নিমিত্ত ব্রাহ্মধর্মের আবির্ভাব।

আমরা ব্রাহ্মধর্মের একান্ত পক্ষপাতী।
ব্রাহ্মধর্ম আমাদের কাছে যে আনন্দ—যে উৎ-
সব আনিয়া দেয়, তাহা আমাদের হৃদয়ে
সম্পূর্ণরূপে আকর্ষণ করে। ব্রাহ্মধর্ম
আমাদের কাছে যে উপদেশ দেয়, আমাদের
জ্ঞান, ভাব, ইচ্ছা একত্র হইয়া তাহা অঙ্গীকার
করে। যেখানে ব্রাহ্মধর্মের আলোচনা
হয়, মহত্ব কণ্ঠ পরিভাষ্য করিয়াও সেখানে
যাইবার নিমিত্ত হৃদয় বাকুল হয়। ব্রাহ্ম
ধর্মের প্রতি বাঁহার বিন্দুমাত্রও স্নেহদৃষ্টি
দেখিতে পাই, মনের সহিত তাহাকে আ-
লিঙ্গন করিতে যাই। অধিক কি, স্বদেশের
কোন বৃদ্ধান্ত শুনিলে চির প্রবাসীর হৃদয়ের
ভাব যেন অকার হয়, ব্রাহ্মধর্মের নামোন্মেষ
শুনিলে আমাদের মন সেই রূপ হইয়া
আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে।

কেন ব্রাহ্মধর্ম আমাদের কাছে এ অকার

করিল? কেন আমরা ব্রাহ্মধর্মের এমন
পক্ষপাতী হইলাম? কেন ব্রাহ্মধর্ম আমা-
দিগকে চির কালের জন্য আকর্ষণ করিয়া
রাখিল?

এই জন্য যে—ব্রাহ্মধর্ম আমাদের কাছে
সেই আশ্রয় স্থান ব্রহ্মনিকেতনে লইয়া যায়,
সেই প্রাণাধিক বন্ধুকে আমাদের হৃদয়ে
আনিয়া আমাদের তাপিত প্রাণ শীতল ক-
রিয়া দেয়, যখন চাই তখনই সেই সর্ব্ব সম্ভাপ
হারিনী মূর্ত্তি আমাদের সম্মুখে আনিয়া
দেয়; পাপে পতিত হইলে সেই পতিত
পাবনকে স্মরণ করিয়া দেয়, সকল কার্যে
সেই মঙ্গল হস্ত প্রদর্শন করিয়া তাঁহার
প্রতি আমাদের প্রীতিক্রমে দ্বিগুণিত করিয়া
দেয়, শোক দুখে আকুল হইলে সেই
শ্রেয়চকুর সম্মুখে লইয়া মাদ্যুনা প্রদান
করে, এবং অন্তরেব প্রভু সকল আশ্রয় হই-
য়া আমাদের অশ্রয় করবার উদ্দেশ্য ক-
রিলে সেই শান্ত স্বরূপের জগৎ গান করিয়া
শান্তি শিক্ষা দেয়। মরুভূমি সন্দেশ সংসার
ক্ষেত্রে যে এক নাত্র চায়, তাহাদের বিশ্রাম
স্থান, ব্রাহ্মধর্ম প্রতি মহত্বের প্রতি নিকটে
তাহা আমাদের কাছে আনয়া দেয়। আমা-
দের চরম স্থান পবনায়ান নিত্য নিবৃত্তা ন-
হেন, কিন্তু পিতৃ-নাথ হিন্দু, ও জ্ঞানীর
নাথ কোমল, ব্রাহ্মধর্মেরই এই মধুময় ভাব।
তিনি কেবল অপূর্ণ মনুষ্যদিগের দোষ দর্শন
করিবার নামভূই বিশ্বতচ্ছকু নহেন, কিন্তু
ভক্ত জনের বাঞ্ছা সম্পূর্ণ; ব্রাহ্মধর্মেরই
এই আশাকর উপদেশ। তিনি উদাসীন
ও মুক মাফী নহেন, কিন্তু আমাদের চির-
জীবন-সহায় ও চিরন্তন উপদেষ্টা; ব্রাহ্মধ-
র্মেরই এই নিগূঢ় মত। তিনি কেবল পা-
পের দণ্ডদাতা নহেন, কিন্তু পাপী জনের
পরিব্রাজা, ব্রাহ্মধর্মেরই এই শীতলকর সা-
হা। যে তাঁহার একান্ত আশ্রয়কারী,

তিনি কেবল যে তাহাকেই পরিত্যাগ করিবেন এমন নহে, চির জীবন যে তাঁহার বিকল্পাচরণ করিয়াছে, তিনি তাহাকেও পরিত্যাগ করিবেন; ব্রাহ্মধর্মেরই এই অসাধারণ মঙ্গলতা। স্বর্গ-ধামে প্রবেশ করিবার নমিত্ত মৃত্যুর খালিঙ্গন অপেক্ষা করিতে হইবে না, স্বাধীন ভাবে একটি কর্তব্যের অনুষ্ঠান কর, নিজ হৃদয়ের মধ্যেই সেই স্বর্গ দেখিতে পাইবে; ব্রাহ্মধর্মেরই এই মূল্য উপদেশ। আপনার উপর কর্তৃত্ব কর, স্বাধীন হইবে; ঈশ্বরে প্রেম বজ্রন কর, পরিতৃপ্ত হইবে; ইচ্ছাকে মাথু কর, কর্তব্যের পথ নরন হইবে; ব্রাহ্মধর্মেরই এই তুষ্ণিকর আদেশ। ঈশ্বরের মঙ্গল-স্বরূপে নির্ভর কর, আপনার পৌরুষ অবলম্বন কর, পাপের উপর জয় লাভ কর, অকুতোভয়ে চলিয়া যাও, ব্রাহ্মধর্মেরই এই তেজস্বী বাক্য। ব্রাহ্মধর্মেরই এই সকল মহত্তম উপদেশ। এই জন্য ব্রাহ্মধর্মের এত গোপন ও এত আকর্ষণ।

এই সর্বোৎকৃষ্ট ব্রাহ্মধর্মই অদ্যকার উৎসব ভূমি নিম্নাণ করিল, উৎসববার উন্মাদিত কারন, সকলকে আহ্বান পূর্বক এখানে সমবেত করিল, স্বর্গের আনন্দ পৃথিবীতে অবতীর্ণ করিল, আমাদের মুদ্রিত চক্ষু প্রস্ফুটিত করিয়া মনোহর দৃশ্য প্রদর্শন করিল। অতএব আজি ব্রাহ্মধর্মেরই জয় ঘোষণা কর, ব্রাহ্মধর্মের গুণগরিমা গান কর; আর মহোৎসবের আনন্দ, যত পার, উপভোগ কর। কেবল ব্রাহ্মদের জন্য নয়, কেবল বঙ্গের জন্য নয়, কেবল ভারতের জন্য নয়, সমুদায় পৃথিবীর জন্যই এই উৎসব দ্বার উন্মাদিত আছে। সকলের মন সমভাবে আকর্ষণ করিতে পারে, এমন বাহ্য গোন্দর্য্য এ উৎসবে কিছুই নাই; তবে এখানকার এই সামান্য বাহ্য সৌষ্ঠব

যদি কোন দীন দীনের নয়ন মন আকৃষ্ট করে, করুক, কিন্তু ইহার যে স্থান হইতে আকর্ষণ শক্তি বিনির্গত হইতেছে, তাহা তোমাদের সকল ইন্দ্রিয়ার অগোচর। যাঁহারা ধন চান, রত্নগর্ভা পৃথিবীকে খনন করুন, মান সম্ভ্রম চান, রাজ্য প্রাসাদে গমন করুন, কেবল প্রকৃত সকলকে চারিতার্থ করিতে চান, যেচ্চাচারের সহস্র দ্বার উন্মাদিত আছে, তথায় প্রস্থান করুন, প্রভুত্ব চান, আপনার দান দাগীব নিকটেই অবস্থান করুন, যদি ধন্যবল চান, প্রেমবল চান, আরাম চান, শাস্ত্র চান, জ্ঞানকে চান, এই উৎসবের আশতাপী হউন। এখানে ধনের অনুরোধ নাই, সম্মানের অনুরোধ নাই, প্রভুত্বের অনুরোধ নাই, পদের অনুরোধ নাই, এখানে ঈশ্বরের অনুরোধ, প্রেমের অনুরোধ, ধর্মের অনুরোধ, কর্তব্যের অনুরোধ। সংসারে যাহা লইয়া শ্রেষ্ঠত্ব কনিষ্ঠত্বের বিচার হয়, এখানে তাহা নাই, এখানে যিনি ঈশ্বরের যত নিকটবর্তী তিনি তত শ্রেষ্ঠ। এখানে সকলই বিপরীত; যিনি এখানে আপনার শ্রেষ্ঠত্ব কিছুই চান না, তিনিই এখানকার সর্বোপেক্ষ; শ্রেষ্ঠ। যিনি এখানকার কোন কামের প্রভুত্ব করিতে চান না, তিনিই সকল কার্যের প্রভু। যিনি যশের নিতুমাত্রও চান না, তিনিই এখানকার প্রধান যশস্বী। যিনি এখানে মান সম্ভ্রম চান না, এখানে তাঁরই মান সম্ভ্রম আধার। যিনি আপনার সর্বস্ব পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি এখানকার সর্বোপেক্ষ ধনবান। যিনি আপনার জন্য কিছুই রাখেন না, এখানকার সমস্তই তাঁর জন্য থাকে। অধিক কি, সংসারে যখন রাজি, এখানে তখন দিবা, সংসারে যখন দিন, এখানে তখন রাত্রি, সংসারে যিনি নিরন্তর জাগিয়া আছেন, এখানে তিনি

ঘোর নিদ্রায় অভিভূত; সংসারে যিনি নিদ্রিত, এখানে তিনি জাগ্রৎ। আমাদের উৎসবের এই অবস্থা, এই গতি, এই ভাব, এই ভঙ্গী; চোঁড়া হব, উৎসব কেতে প্রবেশ কর; আমাদেরকে আপ্যাবিত কর, আপনারাও আপ্যাবিত হও। বাহিরে থাকিয়া দর্শন করবে উহার আদিত্য নাই, অন্তঃ নাই, তবু ত সকলক বিশৃঙ্খল—সকলই প্রাণহীন দেখিবে। প্রকৃতপক্ষে প্রবেশ কর ইচ্ছা অর্গ বুদ্ধিতে পারিবে। “ত্রৈলোক্যকর্ত্তনমগ্ৰাণীৎ নানাৎ কিঞ্চিনাশীৎ, তবিতং সৰ্ব্বমচ্যুতং।” “পূর্বে কেবল এক পরব্রহ্ম মাত্র ছিলেন, অন্য আর কিছু ছিল না; তিনি এত মনুদায় সৃষ্টি করিলেন।” এই টুকু এত প্রকাণ্ড বাপারের ভিত্তিভূমি। “তদেব নিত্যং জ্ঞানমনসং চিত্তং সত্যত্বং নিরবয়বমেকমব্যাদিতীযং সৰ্ব্বব্যাপী সৰ্ব্বমবহু সৰ্ব্বাশ্রয় সৰ্ববিৎ সৰ্বশাক্তিমদক্ষং পূর্ণমশ্রিতমিত।” “তিনি জ্ঞান স্বরূপ, অনন্ত স্বরূপ, মঙ্গল স্বরূপ, নিত্য, নিষন্ত, সৰ্বজ্ঞ, সৰ্বব্যাপী, সৰ্বাশ্রয়, নিরবয়ব, নির্বিকার, একমাত্র, অদ্বিতীয়, সৰ্বশক্তিমান, স্বতন্ত্র ও পরিপূর্ণ; কাহারও সহিত তাঁহার উপমা হয় না।” ইহার জীবন। “একস্য তন্ন্যাবোপাসনখ্যাপারত্রিকমৈত্ৰিকঞ্চ শুভস্তুবতি।” “একমাত্র তাঁহার উপাসনা দ্বারা ঐত্ৰিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়।” এইটি ইহার কথা। “তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয় কার্য সাধনঞ্চ তত্ত্বপাসনমেব।” “তাঁহাকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয় কার্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা।” এইটি আমাদের উৎসব।

ব্রাহ্মগণ! ব্রাহ্মের আত্মা, স্নেহের আত্মা ব্রাহ্মগণ। আজ যেম তোমাদিগকে বহু দিনের পর দেখিতেছি, কুশল জিজ্ঞাসা করি, উত্তর দাও।

আমাদের সেই করুণা-পূর্ণ পিতা, স্নেহ-পূর্ণ মাতার সংবাদ কি? এই এক বৎসর তিনি কি তোমাদের হৃদয়-মন্দিরে বিরাজমান আছেন? নতুপুত্রর যত দূর উচিত, সেই পরিমাণে এই এক বৎসর কি তাঁহার সেবা কবিতে পারিয়াছ? তাঁহার প্রসন্নতা কত টুকু উপার্জন করিয়াছ? তিনি যখন যাহা বলিয়াছেন, প্রীতির সহিত তাহা পালন কবিতে পারিয়াছ? এখানে কিছু বিপত্তি অনেক, তপস্যার প্রতি হইয়াছে? এখানে লক্ষিত ব্রতের তপস্ পদে পদে শক্ত? নাই? এখানে দয়া প্রদেয় ব্যক্তিদের দূর্ব প্রহারক অনেক, রূপা পাত্রও অনেক, দয়াবত ব্যাঘাত হয় নাই? এখানে অপরাধী হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা, গুণ ত বান্ধিত হইয়াছে? এখানে সংকল্পের প্রত্যক্ষক অনেক, তোমরা ত নিরুৎসাহ হও নাই? এখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় এতখানত ভেদের যথেষ্ট সম্ভাবনা, হৃদয় ত বাধেণ তাব উপস্থিত হয় নাই? এখানে সকলে সমান পুণ্য উপার্জন কবিতে পারে না, তজ্জন্য তোমাদের উদারতা ত ব্যাঘাত হয় নাই? যেখানে ঈশ্বরের কল্প ঘোষণা করা উচিত, সেখানে ত আপনার জয় ঘোষণা করিতে যাও নাই। সেখানে ঈশ্বরের মহিমাকে মহীমান্ব করা উচিত, সেখানে আপনার মহিমাকে ত ক্ষাত করিতে যাও নাই? ব্রাহ্মগণ! আমরা কি জ্ঞান ধর্মো এত দূর উন্নত হইয়াছি, আমাদের আর ভাবিতে হইবে না? ইচ্ছা কখনই না। আমরা সেই সর্বনাশকারী সময়কে যে কত অপরাধ করিয়াছি, তাঁহার আজ্ঞাকারী দাস হইয়া কত বার যে তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছি তাহার সংখ্যা নাই। অতএব আজ

সকলে মিলিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিব। এই সময়ের কাল তিনি যে অনুপম করুণার সহিত আমাদিগকে প্রতিপালন করিয়াছেন, রোগ শোক, ভয় বিপত্তি, পাপ তাপ ইহাতে যে রক্ষা করিয়াছেন, স্বহস্তে কত বিশুদ্ধ সুখ—আনন্দ আমাদের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন, তজ্জনা তাঁহাকে আজি কৃতজ্ঞতা উপহার প্রদান করিব। ভবিষ্যতে তাঁহার আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়া তদানন্তর পাপে পতিত হইতে না হয়, এবং যাহাতে তাঁহার কার্য্য অনায়াসে সম্পন্ন করিতে পারি, তন্নিমিত্ত তাঁহার নিকট শুভ বুদ্ধি ও ধর্ম্ম বল প্রার্থনা করিব।

হে বিশ্বপিতা অখিল-মাতা পরমেশ্বর। তোমারই অনুপম প্রীতি উপভোগ করিতে করিতে আমরা নির্বিঘ্নে সময়ের অতিবাহিত করিলাম। তোমারই স্নেহময় আশ্রয় অধিকৃত হইয়া এক বৎসরের পথ অতিক্রম করিলাম। এই বৎসর মধ্যে কত সুখ—কত আনন্দ তুমি স্নেহের সহিত প্রদান করিয়াছ, তাহার সংখ্যা করিতে পারি না। আমাদের সংশোধনের নিমিত্তে তুমি যে সকল শোক, দুঃখ বিপদ প্রেরণ করিয়াছিলে তাহাতে তোমারই মঙ্গল ভাব অনুভব করিয়াছি, এক্ষণে কোটি কোটি নমস্কার পুষক তোমার চরণে কৃতজ্ঞতা উপহার দিচ্ছি, তুমি গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ কর।

হে মঙ্গল দাতা মুক্তি দাতা পরমেশ্বর। তুমি সকলের অন্তরীক্ষী ও সকল হৃদয়ের অধীশ্বর। আমাদের পাপ পুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম, উন্নতি অবনতি সকল জানিতেছ। তোমাকে আর কি বলিব; আমাদের আত্মাকে গ্রহণ কর, এবং এই মলিন আত্মা দ্বারা যাহাতে তোমার কার্য্য সিদ্ধ হয়, তোমার মঙ্গল ইচ্ছা সম্পন্ন হয়, তাহাই কর। হও পুরুষকার তোমারই হস্তে।

হে মঙ্গলস্বরূপ পরমেশ্বর। তোমার মঙ্গল রাজ্য বিস্তার কর, তোমার প্রেম শিক্ষা দাও, আমাদিগকে তোমার ইচ্ছার অনুগত কর। পৃথিবীর সর্বত্র তোমার জয় ঘোষণা ঘোষিত হউক, তোমার নাম কীর্তিত হউক, নর নারী সকলে মিলিয়া তোমার মঙ্গল ভাব বিস্তার করিতে থাকুক।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং”

অনন্তর ব্রহ্ম-সঙ্গীত হইয়া সমাজ ভঙ্গ হইল এবং সকলের মুখে মস্তকি ও পবিত্রতার চিহ্ন লাগিত হইতে লাগিল।

ইজিপ্টীয় নত।

১৮৮ স খ্রিস্টাব্দে ১৮৭ পৃষ্ঠার পর্ব।

আনুবাস। ইজিপ্ট দেশের মধ্যে আনুবাস অত্যন্ত বিখ্যাত দেবতা ছিলেন। চন্দ্র-দ্বারা ইজিপ্টীয়েরা বিশেষত সাইনাপে'রিস দেশীয়ের ইচ্ছাকে অতিশয় ভক্তি করিত। কুকুরের ন্যায় ইচ্ছার মস্তক ছিল। কুকুরই ইচ্ছার বাহন। তিনি ও'সাবস দেবের বিশেষত্ব আটোমস দেবীর সহচর ছিলেন। ইনি দেবতাদিগের সমুদায় কার্য্যের আরম্ভক ও দূতের ন্যায় ছিলেন। এবং তিনি মৃত লোকদিগকে যথোপযুক্ত স্থানে লইয়া যাইতেন।

খৎ। বিশ্বকর্মা সেমন এ দেশীয় শিল্প করাদগের দেবতা, খৎও অনেক অংশে ইজিপ্টীয়দিগের সেই রূপ দেবতা ছিলেন। গ্রীক ও ল্যাটিন গ্রন্থকারেরা ইচ্ছাকে মাকরি দেব বলিয়া গিয়াছেন। ইনি ইজিপ্টীয়দিগকে সমুদয় নিয়ম এবং অক্ষরবিন্যাস, জ্যোতিষ, জ্যামিতি, আবুকেদ ও অন্যান্য বিদ্যায় শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। আইবিস নামক পক্ষী ইচ্ছার বাহন ছিল এবং ইচ্ছার এই রূপ ইচ্ছা যে মনুষ্যেরা আইবিস পক্ষীর ন্যায় প্রতীয়ুক্তি

আমার পূজা করে। টাইফন * যখন দেবতামণ্ডকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, তখন ইনি আইবিস্ পক্ষীর রূপ ধারণ করিয়া পলায়ন করেন।

ওসিরিস্। ত্রিশত্বে দিনে মাস ধরিলে তিন শত ষাট দিনে বৎসর হয়, ইহাতে মৌর বৃৎসরের আর পাঁচ দিন অবশিষ্ট থাকে। রিমা দেবী এই পাঁচ দিনে সূর্য্য, ইকু'লিস ও শনি (সাটারণ) ইহাতে যথাক্রমে তিনটি পুত্র ও দুটি কন্যা প্রসব করেন। সূর্য্য ইহাতে ওসিরিস্ ও আরিস্ আইবিস্ এই দুই পুত্র, শনি ইহাতে আইসিস কন্যা এবং ইকু'লিস্ ইহাতে টাইফন পুত্র ও নেপথিস্ কন্যা উৎপন্ন হইয়াছিল। অত্র পুত্র তিনটি, পুত্রের কন্যা দুটি, কন্যা গ্রহণ করে। দেব ও দেবীতে এই পাঁচটি তিন তিন পিতা হইতে এক মাতা এই গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন, সূর্য্য ও ইহাদের পরস্পর সহোদর ও সহোদরী সম্বন্ধ আছে। কিন্তু কেবল এই সম্বন্ধটির কোন বর্তমান ছিল না। ওসিরিস্ নিজ সহোদরী আইসিস্ দেবীকে ও টাইফন নিজ ভগিনী নেপথিস্ দেবীকে বিবাহ করেন। ইজিপ্ট দেশে এই পাঁচটির বিশেষত তিনটি দেবের পূজাই অধিকতর প্রচলিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে আরুআরিসের অধিক বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অনেকে অনুমান করেন, ইজিপ্টীয়েরা সূর্য্যকে ওসিরিস ও চন্দ্রকে আইসিস্ বলিয়া পূজা করিত। ইহারা উভয়ে সূর্য্য ও চন্দ্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ছিলেন।

• ওসিরিসের জন্মের সময়ে এই দৈব বাণী হইয়াছিল যে, সমুদায় পৃথিবীর রাজা জন্ম গ্রহণ করিলেন। ইনি সমুদায় পৃথিবীর রাজা

হইয়াছিলেন। ইনি মহাশ্রমোচন, তেজো-ময় ও মঙ্গলদাতা ছিলেন বলিয়া ইহার অক্ষিগ এই নাম হইয়াছিল। ইনি যে সময়ে টাইফনের রাজ্যে গমন করিয়াছিলেন, সেই সময়ে তাঁহাকে সারা'পিস নামে আশ্রয়ন করা হইত। যখন আক্ দেবতা জুপিটারের সহিত টাইটানের, পারসিক দেবতা অশ্বমের সহিত আতিমানের এবং হিন্দু দেবতা ইন্দ্রের সহিত রুদ্রাসুরের বৈর ভাব হইয়াছিল, সেই রূপ ওসিরিসের সহিত টাইফনের নিরন্তর বিবাদ বিসম্বাদ হইত।

একদা ওসিরিস দেব, দেবগণ সমভিরাঃ ধারে পৃথিবী পরিভ্রমণে নির্গত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে তিনি পৃথিবীস্থ লোকদিগকে সভ্যতা বিষয়ে ও কৃষিকর্ম্ম শিক্ষা প্রদান করিলেন, ওসিরিস্ পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া প্রত্যাহৃত হইলে পথ টাইফন একটি ভোজ্যেব মনসে তাঁহাকে মিন্দ্রকের মধ্যে পূরিত্য রুদ্ধ করিয়া ফেলিলেন এবং লৌহকীলকে ঐ মিন্দ্রক বদ্ধ করিয়া নীল নদীতে নিক্ষেপ করিলেন। মিন্দ্রক ভাঙিতে ভাঙিতে নীল নদীর তীরে নামক মুখ দিয়া সাগরে পিয়া নিপতিত হইল। ইজিপ্টীয়ের এই নিমিত্ত টাইফন মুখের নামোচ্চারণ করিলে অত্যন্ত শঙ্কিত হইত। এই সময়ে ওসিরিসের অট্টাবংশতি বৎসর বয়স হইয়াছিল। কোমস দেশের ফনস্ ও মাটিস্ জাহিবা অথমে ঐ মিন্দ্রক দেখিতে পাইয়াছিল। ওসিরিস্ দেবের পত্নী আইসিস্ দেবী এই দুর্ভাগ্যের সংবাদ শুনিবা-মাত্র মস্তকের এক গুচ্ছ কেশ কাটিয়া কে-

* পাতঞ্জল দর্শনে অশ্ববীর্ষী ইশ্বরকে নির্দ্বন্দ্ব-কাধ বলিয়া থাকে তাহার অর্থ এই—নিরাতার ইশ্বর কুন্তকার ও কুন্তক প্রভৃতির শরীর ধারণ করিয়া ঘট নির্মাণ ও কৃষি প্রভৃতির নৃসীল অর্শন করিয়া ছিলেন। এই মতের সহিত আংশিক সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

• ইনি কোন কোন বিষয়ে যম ও কোন কোন বিষয়ে অশ্বরের ন্যায় ছিলেন।

নিগেন এবং শোকসূচক পরিচ্ছদ পরিধান করিলেন। অনন্তর অতিমাত্র ব্যাকুল হওয়া ইত্যন্ত দোহা সিন্দুক অব্বেষণ করিতে লাগিলেন, এবং ঘাহাকে দেখেন, তাহাকেই সেই সিন্দুক কর সংবাদ জিজ্ঞাসা করেন। এমন সময়ে কতক গুণ বালক তাহাকে বামল হে, সিন্দুক নীল নদীর তীর্তিক মুখ দিয়া সমুদ্রে পতিত হইয়াছে। অনন্তর আই-লিন্‌ইন বালী পলা তৎপরে হইলেন যে, সেই সিন্দুক সমুদ্রে পতিত হইলেন অশান্ত তুকান উপস্থিত হয়, তাহাকে সেই সিন্দুক সমুদ্রেব ভীরাভী বড়িবু নামক দেশে উপস্থিত হয়। তখন তুকান তখন শুভ-লম্বের একটি মিলিল। সিন্দুকটি তাহার উদগেবে যেমন সংগ্ৰহ হয় এমনই সেত তখন শুনি পবনস্বর মনোহর হওয়া একটি প্রকাণ্ড রুম দিয়া দিল। সিন্দুকটি সেই প্রকাণ্ড রুমের মধ্যে একে হইব থাকে। তখনকার কাল পর্যন্ত তুকানমন্দির রুম ভাব প্রাপ্তি পায়তে পায়ত এই রুমটি তেমন প্রকারে ভবনের একটি স্তম্ভ নির্মাণ কর গাছেন। আইলিন্‌ইন দেববান্দা দা এই সংবাদ অবগত হইয়া বাটবান দেশে গমন করিলেন এবং এক কন্যা একটি নি-করের পাশে উপবেশন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে বাজভবনের কতকগুলি দাসী মত স্থানে উপস্থিত হয়। তাহারা আইলিন্‌ইন দেবীর সম্বন্ধিত হইলে তাহার গাত্র হইতে মহতঃ আশ্চর্য্য সৌরভ সঞ্চার হওয়াতে লাগিল। দাসীরা এই সংবাদ রাজমহিষীকে প্রদান করে, রাজমহিষী এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া লোক স্বারা আই-লিন্‌ইন দেবীকে অভবনে আনয়ন করিয়া আশ্রয় শিশু পুত্রের খাণ্ডী করিয়া রাখেন। আইলিন্‌ইন দেবী সেই শিশুটিকে স্তন্য না দিয়া অঙ্গুলি পান করাইয়া রাখিতেন। এবং

প্রতি রাজ্যে, তাহাকে অমর করিবার নি-মিত্ত অগ্নি মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া স্বয়ং সেই স্তম্ভটির চতুর্দিকে বিলাপ করিয়া বেড়াই-তেন। কোন কারণে রাজমহিষীর অঙ্ক-করণে সন্দেহ উপস্থিত হওয়াতে তিনি এ-কদা জাগরিত থাকিয়া আইলিন্‌ইন দেবীর এই সকল ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিলেন এবং পুত্রটিকে অগ্নি মধ্যে নিক্ষেপ দেখিয়া ভয়সীংকিত করিতে লাগিলেন। এই কদা তাহার কুমার অমর লাভে বঞ্চিত হওয়া। তখন আইলিন্‌ইন দেবী নিজ মূর্তি ধারণ করিয়া সেই স্তম্ভটি আর্খন করিলেন। অনন্তর সেই স্তম্ভ ভঙ্গ করিয়া তাহা সেই সিন্দুকটি দর্শন করিয়া এমন উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন যে তাহা শ্রবণ করিয়া সেই শিশুটি প্রাণত্যাগ করিল। তখন তিনি রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র ও মেট সি-ল্লুক সমাভিব্যাহারে লইয়া ইজিপ্ট দেশা-ভিমুখে গমন করিলেন। আত্মকালে গৃহে মথো মীডস্ নামক নদীতে তুকান উপস্থিত হইয়া তাহার গমনের ব্যাঘাত করে, তা-হাতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া নদীকে শুষ্ক করিয়া দিলেন। অনন্তর এক অরণের মধ্যে প্র-বিষ্ট হইয়া সেই সিন্দুক উদ্ধাটন পূর্বক ও'সারিস দেবের মূর্তি দেহ লভয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তাহার সমাভিব্যাহারী রাজপুত্র রোদনের কারণ অনুসন্ধান করিতে তাহার সম্বন্ধিত হইয়া মাত্র দেবী তাহার প্রতি কঠোর কটাক্ষপাত করিলেন, রাজ-পুত্রটি অমনি প্রাণত্যাগ করিল। অনন্তর আইলিন্‌ইন দেবী স্বামীর মূর্তি দেহ সঙ্গে ল-ইয়া ইজিপ্ট দেশে আগমন করিলেন।

দিন পরে তিনি স্বামীর মূর্তি দেহকে অতি শুণ্ড স্থানে লুক্কায়িত রাখিয়া বুটস-নগরে নিজ পুত্র হোরস (আপোদো) দেবকে দেখিতে গেলেন। এ দিকে টাইফন স্তম্ভ

পক্ষের ব্যাঘাতে ইতস্ততঃ অশ্রেষণ করিতে
করিতে ওসিরিস্ দেবের মৃত দেহ বাহির
করিয়া ফেলিলেন, এবং তাহা চতুর্দশ
ভাগে ছেদন করিয়া দেশের চতুর্দিকে
মিক্ষিপ্ত করিয়া দিলেন। আইসিস্ দেবী
এই সংবাদ শ্রবণমাত্র একখানি ক্ষুদ্র নৌকা
আবোহণ পূর্বক দেশের চতুর্দিকে অশ্রেষণ
করিতে করিতে হ্রদে দশ গাও প্রাপ্ত হই
লেন। এক গাও নীল নদীর ক্ষেত্রে মিক্ষিপ্ত
হইয়াছিল; লাপ-ডাটস, ফ্রেগস্ ও অ-
ক্সিইপকস্ এই ত্রিবিধ জাতীয় মৎস্য
তাহা ভক্ষণ করিয়া ফলে। এই জনা
ইজিপ্টীয়েরা এই দিন প্রকার মৎস্যের
দৈপন্য অভিযান চুকা করিত। আইসিস্
দেবী আর কি কদম্ব স্বামীর যে অজ
একে দ্বায়ে বিমুগ্ধ হইয়াছিল সেসম নামক
জন্তু তাহা মক্ষ দ্বারা তাহা পূর্ব করিলেন।
এত দিনের পর ওসিরিস্ দেব মৃত্যু ভরন
হইতে প্রত্যাহৃত হইয়া নিজ পুত্র হোবসের
নিকট উপস্থিত হইলেন, হোবস তাহা
পূর্বে পিতার চিত্র-ববোদী চিত্রকল্পকে
যুদ্ধে পরাস্ত ও রুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু
আইসিস্ দেবী তাহাকে মুক্ত করিয়া দেন।
তারস্ সেই কোণে জননীর মস্তকের মুকুট
কাড়া লন। তাহাতে ধৎ রঘনস্তবেদ
নায় একটি মুকুট আনিয়া আইসিস্কে
প্রদান করেন। অনন্তর আইসিসের গর্ভে
ওসিরিসের একটি কুশাক্ষ পুত্র উৎপন্ন হন,
তাহার নাম হার্পোক্রটিস্।

স্ত্রীলোকের রচিত প্রার্থনা।

যেখানে কৌন মনুষ্যের ব্যগ্রতা নাই,
কৌন প্রচারকের যত্ন নাই, কেবল ঈশ্বরের
হস্ত নিহৃত ভাবে কার্য্য করিতেছে, আমা-
দের ত্রাণার্থ সেখানে কি মধুর বেশ ধারণ

করিয়াছে, পাঠ্যমর্গ অবগত হইয়া ঈশ্ব
রকে ধন্যবাদ করুন। কালক্ৰান্তা নবমৌ
কৌন পরিবার হইতে একটি রচনা প্রাপ্ত
হইয়াছে। তাহাতে নিম্ন লেখকের নাম
কৌন আড়ম্বর বা অলঙ্কার নাই, কিন্তু
কেবল পবিত্র স্রদয়ের সরল ভাবে তাহা
অলঙ্কৃত হইয়া আছে। যদিও তাহার
কৌন কৌন স্থানে রচনাগত কিছু কিছু
দোষ লক্ষিত হয়, কিন্তু আমরা তাহার কৌন
পরিবর্তনা করিয়া অবিকল নিম্নে প্রকাশ
করিতেছি।

প্রার্থনা :

হে 'সবমায়াম্' তোমার নিকট আমার এই
প্রার্থনা কবিত্ত্বি, যেন সংসারের ব্যাঘাৎ মুক্ত
হইয়া তোমাকে না ভুলিয়া থাকি ও যত্নে
তোমার পবিত্র চরণে অপেক্ষা না করি, মুখ
তোমার কবিত্ত্বি পারি। এবং যেন বাটীর সকলে
শান্তি বসিয়া তোমার উপাসনা করিতে পারি।
হে 'সবমায়াম্' তোমার সম্মুখে কত অপব্যয় কর
িয়াছি তাহা বদন কাহকে অক্ষত, এই নিমিত্তে
কমা প্রার্থনা করিতেছি, আমার দোষের ক্ষমা হ-
ইতে মুক্ত কর, এবং সংকল্পে নিয়ত্বে কব। তানই
সকল কল্যাণের কারণ তোমাকে পুণ্য, আশ্রয়।
আবন যাপন কাহতেছ। তানই নিমিত্তে গাও
তোমার, হাশ্ব হইতে আমবা। প্রাণ মন মুখ মস্তক
সমুদায় প্রাপ্ত হওয়া জীবন যাত্র নিরীহ কবিত্ত্বি,
কিন্তু হইবে তোমার পুণ্য রক্ষিত, অতএব আমার-
দের সকলের নিমিত্ত যে পশুরও মুক্ত না হইয়া
তোমার আরাধনায় নিযুক্ত থাকি। হে ককণা
মম আমার এই ক্ষুদ্র প্রার্থনা গ্রহণ কর।

হে গুরুদেব পার কর এই সংসার পারাবার।

চাঙ্গিয়া দাসীর প্রতি, তর মম এ দুর্গতি,
আমি অতি মুচনতি, নাহিক পর্যায়ে যতি,

কি হইবে পরে যতি, তাহি ভাই নিরন্তর।

কৃপা চুটে কৃপাসিক্ত, পার কর ভবসিক্ত,

এ অধীন জনের বন্ধু, ভূমি বিনা নাহি আর।

মুদ্রণ পুস্তক

বিজ্ঞাপন

১. প্রাথমিক-বর্ষ। শান্তি-রস পূর্ণ চম্পূকাব্য। শ্রী বরদা
আশান বীর-প্রণীত।

২. কীৰ্ত্তি-বিদ্যা-বিদ্যাসের উচ্চাশী-নীতি-চিত্র
বিশ্বক প্রকাশ। যেন জগি দেহা-হিতৈষী-মজা-পঠিত।
শ্রী স্যামলাল মেন বিবচিত।

৩. দুই বারি পুস্তক চাই। তই-ক জগা-শিত হইয়াছে।
শ্রী বরদা-প্রসন্ন দ্বা-য মজা-য আশান মজা-য জাগ্রৎ
মজা-য জাগ্রৎ করিয়াছেন। পবন-লিখিত চর্চা যত চয়,
২৫৫ বর্ষের বস-প্রাঙ্গণ-উচ্চাশী-নীতি-চিত্র।
৪. নাপা-জাগ্রৎ-মজা-য উচ্চাশী-নীতি-চিত্র।
এক-প-ত-নি-প্রাঙ্গণ-মজা-য জাগ্রৎ-মজা-য
৫. হলে-মজা-য-প্রাঙ্গণ-এক-ব-প্রাঙ্গণ-উচ্চাশী-নীতি-চিত্র।
৬. হলে-মজা-য-প্রাঙ্গণ-এক-ব-প্রাঙ্গণ-উচ্চাশী-নীতি-চিত্র।

৭. হলে-মজা-য-প্রাঙ্গণ-এক-ব-প্রাঙ্গণ-উচ্চাশী-নীতি-চিত্র।
৮. হলে-মজা-য-প্রাঙ্গণ-এক-ব-প্রাঙ্গণ-উচ্চাশী-নীতি-চিত্র।
৯. হলে-মজা-য-প্রাঙ্গণ-এক-ব-প্রাঙ্গণ-উচ্চাশী-নীতি-চিত্র।

১০. হলে-মজা-য-প্রাঙ্গণ-এক-ব-প্রাঙ্গণ-উচ্চাশী-নীতি-চিত্র।
১১. হলে-মজা-য-প্রাঙ্গণ-এক-ব-প্রাঙ্গণ-উচ্চাশী-নীতি-চিত্র।
১২. হলে-মজা-য-প্রাঙ্গণ-এক-ব-প্রাঙ্গণ-উচ্চাশী-নীতি-চিত্র।
১৩. হলে-মজা-য-প্রাঙ্গণ-এক-ব-প্রাঙ্গণ-উচ্চাশী-নীতি-চিত্র।
১৪. হলে-মজা-য-প্রাঙ্গণ-এক-ব-প্রাঙ্গণ-উচ্চাশী-নীতি-চিত্র।
১৫. হলে-মজা-য-প্রাঙ্গণ-এক-ব-প্রাঙ্গণ-উচ্চাশী-নীতি-চিত্র।
১৬. হলে-মজা-য-প্রাঙ্গণ-এক-ব-প্রাঙ্গণ-উচ্চাশী-নীতি-চিত্র।
১৭. হলে-মজা-য-প্রাঙ্গণ-এক-ব-প্রাঙ্গণ-উচ্চাশী-নীতি-চিত্র।
১৮. হলে-মজা-য-প্রাঙ্গণ-এক-ব-প্রাঙ্গণ-উচ্চাশী-নীতি-চিত্র।
১৯. হলে-মজা-য-প্রাঙ্গণ-এক-ব-প্রাঙ্গণ-উচ্চাশী-নীতি-চিত্র।
২০. হলে-মজা-য-প্রাঙ্গণ-এক-ব-প্রাঙ্গণ-উচ্চাশী-নীতি-চিত্র।

২১. হলে-মজা-য-প্রাঙ্গণ-এক-ব-প্রাঙ্গণ-উচ্চাশী-নীতি-চিত্র।
২২. হলে-মজা-য-প্রাঙ্গণ-এক-ব-প্রাঙ্গণ-উচ্চাশী-নীতি-চিত্র।
২৩. হলে-মজা-য-প্রাঙ্গণ-এক-ব-প্রাঙ্গণ-উচ্চাশী-নীতি-চিত্র।
২৪. হলে-মজা-য-প্রাঙ্গণ-এক-ব-প্রাঙ্গণ-উচ্চাশী-নীতি-চিত্র।
২৫. হলে-মজা-য-প্রাঙ্গণ-এক-ব-প্রাঙ্গণ-উচ্চাশী-নীতি-চিত্র।
২৬. হলে-মজা-য-প্রাঙ্গণ-এক-ব-প্রাঙ্গণ-উচ্চাশী-নীতি-চিত্র।
২৭. হলে-মজা-য-প্রাঙ্গণ-এক-ব-প্রাঙ্গণ-উচ্চাশী-নীতি-চিত্র।
২৮. হলে-মজা-য-প্রাঙ্গণ-এক-ব-প্রাঙ্গণ-উচ্চাশী-নীতি-চিত্র।
২৯. হলে-মজা-য-প্রাঙ্গণ-এক-ব-প্রাঙ্গণ-উচ্চাশী-নীতি-চিত্র।
৩০. হলে-মজা-য-প্রাঙ্গণ-এক-ব-প্রাঙ্গণ-উচ্চাশী-নীতি-চিত্র।

৩১. হলে-মজা-য-প্রাঙ্গণ-এক-ব-প্রাঙ্গণ-উচ্চাশী-নীতি-চিত্র।
৩২. হলে-মজা-য-প্রাঙ্গণ-এক-ব-প্রাঙ্গণ-উচ্চাশী-নীতি-চিত্র।
৩৩. হলে-মজা-য-প্রাঙ্গণ-এক-ব-প্রাঙ্গণ-উচ্চাশী-নীতি-চিত্র।
৩৪. হলে-মজা-য-প্রাঙ্গণ-এক-ব-প্রাঙ্গণ-উচ্চাশী-নীতি-চিত্র।
৩৫. হলে-মজা-য-প্রাঙ্গণ-এক-ব-প্রাঙ্গণ-উচ্চাশী-নীতি-চিত্র।
৩৬. হলে-মজা-য-প্রাঙ্গণ-এক-ব-প্রাঙ্গণ-উচ্চাশী-নীতি-চিত্র।
৩৭. হলে-মজা-য-প্রাঙ্গণ-এক-ব-প্রাঙ্গণ-উচ্চাশী-নীতি-চিত্র।
৩৮. হলে-মজা-য-প্রাঙ্গণ-এক-ব-প্রাঙ্গণ-উচ্চাশী-নীতি-চিত্র।
৩৯. হলে-মজা-য-প্রাঙ্গণ-এক-ব-প্রাঙ্গণ-উচ্চাশী-নীতি-চিত্র।
৪০. হলে-মজা-য-প্রাঙ্গণ-এক-ব-প্রাঙ্গণ-উচ্চাশী-নীতি-চিত্র।

শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার কলিকাতা
ব্রাহ্মসমাজের দানসংগ্রাহক পদ পরিত্যাগ
করিয়াছেন, অতএব দাতা বা প্রতিজ্ঞাত সা-
মুদায়িক দান, শুভ কর্মের দান ও দক্ষিণা
প্রভৃতি সমুদায় দান কলিকাতা ব্রাহ্মসমা-
জের সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের
নিকট প্রেরণ করিবেন। দাতাদিগের অধি-
কাংশের অভিমতে এই দানের টাকা ব্রাহ্ম-
বন্দ্য প্রচারের কার্যে নিয়োজিত হইবে।

শ্রী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ট্রাষ্ট

ট্রাষ্টদিগের অনুমতানুসারে শ্রীযুক্ত
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তত্ত্ববো-
ধিনী কত্রিকার সম্পাদক হইলেন, এবং
শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয়
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক
হইলেন।

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক

অনুষ্ঠান পদ্ধতি

জাতকর্ম্যনামকরণোপনয়নদীক্ষা
বিবাহান্ত্যগ্নিশ্রাদ্ধেতি-
নপ্তবিধসংস্কারাত্মিক।

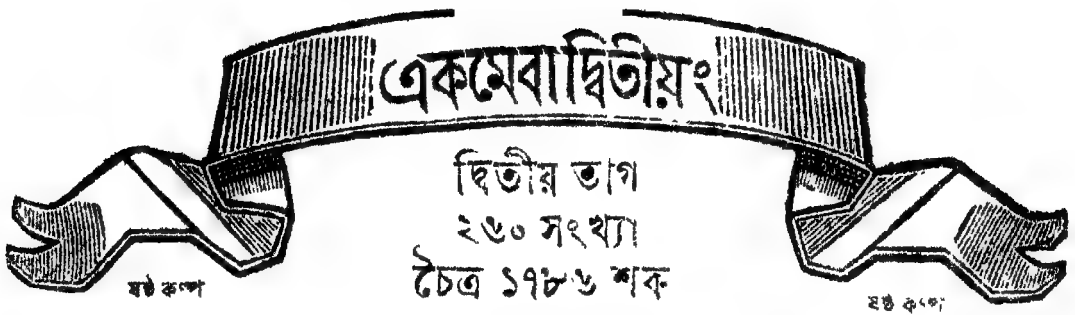
এই পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে, মূল্য ১০ আট
আনা। যে কপে ব্রাহ্মদিগের গৃহধর্ম সকল
অনুষ্ঠিত হয়, ইহাতে তাহার আদর্শ বিবৃত
অছে। যাহারা এই পুস্তক প্রার্থনা করেন,
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে মূল্য প্রেরণ করিবেন।

শ্রী আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক।

নিম্নলিখিত পত্র।

	পৃষ্ঠা
পঞ্চাঙ্গ-বা-সামুদায়িক ব্রাহ্মসমাজ ..	১৩২
ইজিপটীয় মত	১৮০
জীলোকের রচিত প্রার্থনা	১৮৩

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে
প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। ৪ আশ্বিন মঙ্গলবার ১৯২১
১৯২১ কলিকাতা ১৯২১।



তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মবাদিকমিত্যাদিসমীক্ষায়াং বিজ্ঞানাসীতিদিকং সর্জমসৃজৎ। তদেন নিত্যং জ্ঞানমনস্তং শিরঃ সত্ত্বজ্ঞানবদ্যবনেক
 মেবাদ্বিতীয়ং সর্জব্যাপি সর্জনীয়ন্তু সর্জ্যপ্রথমসর্জবিৎসর্জশক্তিমনস্তু স্পৃহমপ্রতিমমিতি। একস্য চৈস্যন্তে, পাসনয়া শিরঃ
 ত্রিকটমৈকিকং স্তম্ভস্তবতি। তস্মিন্ ত্রীচিহ্নস্য ত্রিপ্রকারস্যাদেক ওৎপাদনমমদ

নেদিনীপুরে গোপগিরিতে বসন্ত কালে ব্রহ্মোপাসনা।

অদ্য আমারদিগের বাসস্থান উৎসবের
 দিনস উপস্থিত। অদ্য আমারদিগকে তিন
 প্রকার সৌন্দর্য্য এই স্থানে আকর্ষণ করি-
 য়াছে; বসন্তের সৌন্দর্য্য, সখা ভাবের
 সৌন্দর্য্য এবং ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য। বসন্ত
 কালে জগতে নব জীবন ও নব বসের আবি-
 র্ভাব হয়; বন ও উপবন সকল নব পল্লব ও
 মুকুলকূলে পরিশোভিত হইয়া চিত্ত হরণ
 করে; পক্ষিগণ নূতন ক্ষুর্ভি প্রাপ্তি পূর্ব্বক
 অবরুদ্ধ কণ্ঠ সকল পরিমুক্ত করিয়া সঙ্গীত-
 সুধা বর্ষণ করে; অপূর্ব্ব বলর সমীরণ মন্দ
 মন্দ প্রবাহিত হইয়া শরীর মধ্যে আশ্চর্য্য
 সুখের সঞ্চার করে। কিন্তু বসন্তের সৌ-
 ন্দর্য্য অপেক্ষা সখা ভাবের সৌন্দর্য্য কি
 জ্যেষ্ঠ! যখন হৃদয় হৃদয়কে আকর্ষণ করে,
 যখন এক সরল সত্য-নিষ্ঠ ঈশ্বর-পরায়ণ
 মন অন্য সরল সত্য-নিষ্ঠ ঈশ্বর-পরায়ণ ম-
 নের সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া প্রণয়-পাশে
 বদ্ধ হয়, সে ভাবের সৌন্দর্য্যের নিকট বস-
 ন্তের সৌন্দর্য্য কোথায়? কিন্তু যিনি বসন্তের

সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি কর্তা ও সখা ভাবের সৌ-
 ন্দর্য্যের জনয়িতা, তাঁহার সৌন্দর্য্যের বি-
 গীমা আছে? তিনি সৌন্দর্য্যের প্রস্রবণ,
 তাঁহা হইতে সকল জ্যোতি, সকল শোভা
 ও সকল সৌন্দর্য্য বিনিঃসৃত হইতেছে।
 তিনি গুণের আকর, তিনি সৌন্দর্য্যের সা-
 গর। ঈশ্বরের অনূপম গুণই তাঁহার সৌ-
 ন্দর্য্য। সে সৌন্দর্য্যের সহিত চন্দের স-
 ম্পর্ক নাই, সে সৌন্দর্য্যের সহিত মনোর
 নম্পর্ক নাই। সে সৌন্দর্য্য যে ব্যক্তি নিঃসঞ্জন
 করিতেছে, তাঁহার আর চক্ষু কিরাউবার সাধ্য
 হইতেছে না। ব্যাকুল প্রার্থনাত্মক ভক্তকে
 আছেন, কিন্তু আমাদের ব্যাকুলতা কোথায়?
 প্রেমী যে ভক্ত যে প্রেমাস্পদ তাঁহার প্রতি
 প্রীতি-দৃষ্টি না করিলেন? যে ব্যক্তি ঈশ্বরের
 সৌন্দর্য্য নিরাক্ষণ করিবার নিমিত্ত ব্যাকুল
 হয় ও তাঁহার নিকট প্রার্থনা করে, তিনি
 তাঁহার সমাপে আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন।
 ঈশ্বর যে ব্যক্তিকে স্বীয় সৌন্দর্য্যের প্রকৃত
 উপাগক দেখেন, তিনি তাঁহার মনশ্চকুর স-
 ম্মুখে আপনার সৌন্দর্য্য ক্রমশঃ অধিকতর
 প্রকাশিত করিতে থাকেন। এ অবস্থাতে
 সাধক “উৎসবঃ উৎসবঃ যান্তি স্বর্গাৎ

স্বর্গঃ সুখাৎ সুখঃ" উৎসব হইতে উৎসবে, স্বর্গ হইতে স্বর্গে, সুখ হইতে সুখে উপনীত হইবেন। এই রূপে তাঁহার পবিত্র ঘোবন বিগত হইয়া যখন তাঁহার বার্কুতা উপস্থিত হয়, তখন কি তাঁহার আনন্দের শাস হয়? কখনই নয়। বরং তাহা অশু-কালীন সূর্য্যের জ্যোতির ন্যায় আরো গাঢ় ও পরিপক্ব হয়। বাহ্যে বার্কুতোর চিহ্ন কিন্তু অন্তরে চির-যৌবন ও চির-বসন্ত। এই বাহ্য বসন্ত সেই আধ্যাত্মিক বসন্তকে স্মরণ করিয়া দিতেছে। মিনি বসন্তের মৌন্দর্য্যে, মধ্য ভাবের মৌন্দর্য্যে ও স্বীয় মৌন্দর্য্যে বিরাজ করিতেছেন, আইস অদ্য আমরা একমুখে মিলিত হইয়া তাঁহার গুণ গান করত আমাদের জীবনকে সার্থক করি।

ও একমেবাদ্বিতীয়ং

জীবনের প্রকৃত ব্যবহার।

৫৮ সংখ্যক পত্রিকার ১৫৫ পৃষ্ঠার পর।

জিগীষা।—যদি তুমি গৌরবান্বিত হইতে ইচ্ছা কর এবং যদি তোমার কর্ণকুহর প্রশংসা-ধ্বনি ভূমিতে বাধ করে, তাহা হইলে জড়তা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোন মহৎ বস্তুর প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখ। যখন কোন মহৎ কাৰ্য্য সম্পন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইবে, তখন সর্বদা মনে করিবে যে, কোন কাৰ্য্যই একে বারে নিষ্পন্ন করা যাইতে পারে না। যে বট-ঝুফ লক্ষ লক্ষ ব্যক্তিকে ছায়া প্রদান করিতেছে, ইহা এক কালে কণামাত্র বীজে নিহিত ছিল। যখন যে কাৰ্য্যে প্রবৃত্ত হইবে, মনোমধ্যে প্রতিজ্ঞা করিবে, যাহাতে তোমাকে কোন প্রতিবাসীর অমঙ্গল চিন্তা করিয়া উন্নতির পথে গমন করিতে না হয়। কোন প্রতিবাসীর উন্নতির সহিত তুলনা করিয়া আপনার উন্নতির পরিমাণ করিতে যাইও না। প্রতি দিন নিজ উন্নতির সহিতই

নিজ উন্নতির তুলনা করিবে। অশ্রুতিহত অধ্যবসায় অবলম্বন করিয়া অহরহ আপনাকে অতিক্রম করিতে যাওয়াই যথার্থ জিগীষার লক্ষণ। অন্যের জয় লাভে ঈর্ষান্বিত হইয়া জিগীষা বৃষ্টি চরিতার্থ করিতে ব্যাকুল হইও না। তুমি এই রূপ প্রতিজ্ঞা করিবে, যে অদ্য মন যেকণ অগ্রবর্তী হইয়াছে, কল্যাণি যত্ন সহকারে দৃঢ়ব্রত হইয়া আরও অগ্রে গমন করিব। এই রূপ প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিতে পারিলেই অচিরে মহান লক্ষ্যে উপস্থিত হইতে পারিবে; এবং তোমার জিগীষা বৃষ্টিও যৎপরোনাস্তি চরিতার্থ হইবে। এই রূপ জিগীষা ব্যক্তিই অনন্ত উন্নতিকে লক্ষ্য করিয়া শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠতর লোকে গমন করেন।

সমব্যবসায়ীকে অন্যায় দ্বারা নীচ-পদ-বীথ করিতে চেষ্টা না করিয়া স্বয়ং দৃঢ়ব্রত ও কঠিন পরিশ্রম দ্বারা অধিকতর শ্রেষ্ঠত লাভ করিতে যত্নবান হইবে। তাহা হইলেই যশের সহিত সফলতা লাভ করিবে। জিগীষা বুদ্ধিমান ব্যক্তি যাদৃশ মহৎ কাৰ্য্যের প্রতি লক্ষ্য রাখেন, তাদৃশ মনকে মহৎ করিয়া স্বকাৰ্য্য সাধনে তৎপর হন। তিনি পৃথিবীস্থ সকল বিষয় বিপত্তিকে অবহেলা করিয়া ধৈর্য্য ও সাহস রূপ পক্ষ দ্বয় সহকারে উচ্চতম লক্ষ্য স্থানে উড়ীর-মান হন। তিনি সর্ব ক্ষণ সাধু লোকদিগের দৃষ্টান্ত অন্তরে জাগরক রাখেন, এবং সেই সকল দৃষ্টান্ত আপনার কাৰ্য্যে পরিণত করিতে সর্ব প্রকারে যত্ন পান। তিনি উচ্চ কাৰ্য্যে লক্ষ্য রাখিয়া শরীর মন সকলি পৈশেই কাৰ্য্যের জন্য উৎসর্গ করেন এবং যে পর্য্য-

ন্তক সেই কাৰ্য্য সুসম্পন্ন না হয়, সে পর্য্যন্ত কখনই বিশ্রাম করেন না; কিন্তু যখন তিনি আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেন,

তখন তাঁহার অন্তঃকরণে কি এক অনি-
র্বচনীয় আনন্দের উৎস উৎসারিত হ-
ইতে থাকে, তাহা অন্য লোকের স্বপ্নেরও
অগোচর। কেবলই যে তিনি আনন্দ
উপভোগ করেন এমত নহে কিন্তু তাঁহার
অস্ত্রে পৃথিবী চিরকাল তাঁহার নাম পৃষ্ঠ-
দেশে ধারণ করিয়া থাকিবে। ঈর্ষা-
পরবশদিগের সমস্তই বিপরীত। তাহাদি-
গের অন্তঃকরণ গরলে পরিপূর্ণ। তাহারা
যাহা কিছু করিতে যায়, তাহাতে তত দিন
আপনাদিগকে উন্নত বোধ করিতে পারে
না, যত দিন আশীর্ষের ন্যায় অন্তর্গরল
বাহির করিয়া প্রতিবাসীদিগকে বিবণ ও
অকর্মণ্য করিতে না পারে। তাহাকে
সর্বক্ষণই বিবাদে পরিপূর্ণ দেখা যায়;
বিশেষতঃ যখন তাহার কণ্ঠে তাহার
প্রতিবাসীর উন্নতির সংবাদ অবিকল হয়,
তখন তাহার মস্তকে যেন বজ্রঘাত পড়ে
এবং পাছে প্রতিবাসীরা তাহা অপেক্ষা
অধিক উন্নতি লাভ করে এই আশঙ্কায়
তাঁহার অন্তর্দাহ উপস্থিত হয়। যুগা তা-
হার অন্তঃকরণে সর্বক্ষণ রাজত্ব করি-
তেছে, এক মুহূর্ত্ত কাল যে তিনি মনের
আরাগমে কাল যাপন করিবেন, তাহার কিছু
মাত্র সম্ভাবনা নাই। পরোপকার কাহাকে
বলে, যদিও লোক মুখে এবং বাবছারে
জানিতে পারে, তথাপি তাহাকে তাহার
অনুষ্ঠানে কখন দেখা যায় না। সুতরাং
'আত্মবৎ মন্যতে জগৎ' আপনার ন্যায়
সকলকে দেখিয়া এমম স্তম্ভের সংসার তাঁহার
পক্ষে বিষবৎ হইয়া উঠে। তিনি যদি
তাঁহার সমব্যবসায়ীকে তাহা অপেক্ষা
অধিক উন্নত দেখেন; তাহা হইলে তাঁহার
সমব্যবসায়ী যে যে কার্য্য করিয়া উন্নতি
লাভ করিয়াছেন, সেই সেই কার্য্যের দোষানু-
সন্ধানের রত হইয়া কি উপায়ে তাঁহার আর

উন্নতি না হয়, স্বতঃপরতঃ তাহার চেষ্টা
পান। কিন্তু দেখ এতাদৃশ অন্যায়াচারী
অহিতকারীর মঙ্গল কখনই সম্ভবে না; সে
যাদৃশ লোক সকলের উন্নতির কণ্টক স্বরূপ,
তাদৃশ আপনি আপনার উন্নতির কণ্টক
স্বরূপ। অবশেষে, সে এতাদৃশ স্বাধীন
মমুষ্য হইয়া তন্তুকীটের ন্যায় আপনার
ঈর্ষা জ্বালে আপনিই যত বদ্ধ হইয়া পড়েন,
প্রতিবাসীর মঙ্গল ঘটনা কালসর্পী হইয়া
সময়ে সময়ে তাঁহাকে ততই দংশন করিতে
থাকে, সে মূর্থ আর এক পদও পলায়ন
করিতে পারে না।

স্ববুদ্ধি।—সর্বক্ষণ স্ববুদ্ধিকে তোমা
দিগের অন্তঃকরণে স্থান দিবে, দেখ যেন এক
বারো স্ববুদ্ধির কথা অবহেলা না কর। স্ব-
বুদ্ধি ধর্ম্মের প্রবর্তক এবং ইহাকে অবলম্বন
করিয়াই শান্তি ক্ষুরধারের ন্যায় ধর্ম্ম পথ
দিয়া চলিয়া যাওয়া যায়। জিহ্বাকে সর্ব-
ক্ষণ বশে রাখিবে, নতুবা ইহা তোমাদিগের
এতাদৃশ উপকারী বস্তু হইয়াও উদ্বেগের
কারণ হইবে। কাণ, যন্ত্র ও কুন্ডকে দেখিয়া
কখন উপহাস করিবে না। যাঁহারা লোক
দিগের কিস্কিৎসাজ্ঞা দুর্বলতা দেখিয়া উ-
পহাস করিয়া থাকেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই
উপহাসাম্পদ হন। অধিক বাক্য বায়ে সময়
ক্ষেপণ করা নীচ অন্তঃকরণের কার্য্য, যাঁহারা
অধিক বাক্য বায় করিতে প্রিয়, তাঁহারা
সভাব অত্যন্ত অহিতকারী। তাঁহার বাক্য
শুনিতে শুনিতে কণ্ঠ ক্লান্ত হইয়া পড়ে
এবং অপরোপকার বক্তাগণের বাক্য, যাহা
অবশ্যক অতি আবশ্যক, তাহা তাঁহারি
বাক্য জ্বালে জড়িত হইয়া বক্তার অন্তরেই
নিহিত থাকে। আপনার গুণের কদাচই
গরিমা করিবে না; যে হেতু স্বীয় গুণ প্রকাশের
সঙ্গে সঙ্গে সাধুদিগের তাকুল্য উপস্থিত
হয়। কাহাকে তুচ্ছ জ্ঞান করিবে না,

রণ ইহাতে অনেক আপদ উপস্থিত হই-
 য়া সম্ভাবনা। অধিক কৌতুকে বস্তু-
 বিজ্ঞেয় হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা, যাঁহারা
 জিজ্ঞাসাকে শাসনে না রাখিতে পারেন,
 ইহারা সময়ে সময়ে বিলক্ষণ ক্রেশ পাইয়া
 থাকেন। তোমার যে রূপ অবস্থা, তুমি
 সেই রূপ জীবনের উপযোগী দ্রব্য সকল
 সংগ্রহ করিবে। অধিক আয়স পাইয়া অকি-
 ঞ্চৎকাল বস্তু সংগ্রহ আবশ্যক নহে, যে হেতু
 স্বস্থের উদ্দেশ্যে তুমি সেই দ্রব্য সংগ্রহ
 করিতেছ, তোমার সংগ্রহ করিবার চুংখের
 সহিত তোমার ভবিষ্যৎ স্বস্থের তুলনা করিলে
 স্বস্থের অংশ অতি অল্পই থাকিবে। ইহা
 সংগ্রহ করিলে বুদ্ধাবস্থায় স্বস্থের কারণ
 হইবে, বিবেচনা পূর্বক তাহার সংগ্রহ
 করিবে। দেখ যেন তোমার আশ্রয়
 যথেষ্ট ব্যয়-সাধ্য না হয়, তাহা হইলে পরে
 পশ্চাত্তাপ আসিয়া উপস্থিত হইবে। তা-
 হা সৌভাগ্য যেন তোমার বিজ্ঞান, তাকে
 এবং পরিমিতাচারকে মর্মে না রাখিয়া ফেলে।
 যিনি অধিক আত্মর ভাল বাসেন, তাঁহাকে
 পরে আবশ্যক মত দ্রব্য না পাইয়া খেদ ক-
 রিতে হয়। অন্যকে বিপদে পড়িতে দেখিয়া
 আপনি সতর্ক হইবে, এই স্থানেই লোকের
 বিপদ তোমার সম্পত্তির কারণ হইবে।
 অপরের দোষ দেখিয়া আপনি দোষ সংশো-
 ধন করিবে। সদবোধি না কোন ব্যক্তিকে
 উচ্চরূপে পরীক্ষা করা হয়, সদবোধি তাহাকে
 বিশ্বাস করিবে না; এই জন্য যে তুমি
 সকল লোককে কোন কারণ ব্যতীত অবি-
 শ্বাস করিবে, তাহা নহে, যে হেতু এত-
 দূর কায়ে কদম্বতা প্রকাশ পায়। যদি
 এখন কোন উপায়ে কোন ব্যক্তির অন্তর
 ইহা বিশেষ রূপে জ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে সং-
 নতিয়া বিবেচনা হয়, তাহা হইলে সেই
 ব্যক্তিকে তোমার অন্তর হইতে দবীকৃত

করিও না; এতদূশ ব্যক্তি অল্পাংশ নিধি
 স্বরূপ বলিলেও অত্যাশ্রিত হয় না। অর্থা-
 গণের সঙ্গে সঙ্গে যাঁহাদিগকে প্রাপ্ত
 হওয়া যায়, তাঁহাদিগের রূপা প্রার্থনার
 কখনই হইবে না; তাঁহারা তোমার কাদ
 স্বরূপ নিশ্চয় জানিবে। ইহা কল্যাণ আব-
 শ্যক হইবে, তাহা অন্যই সমস্ত ব্যবহার
 করা কোন মতে বিধেয় নয়; আর যে বস্তু
 কেবল বিপদের কারণ বলিয়া বোধ হইবে,
 তাহা কখনই সংগ্রহ করিবে না। নির্বোধেরা
 সকল সময়ে ক্ষতি সহ্য করে না এবং
 সুবুদ্ধিরাও সকল সময়ে সকল বিষয়ে জর
 লাভ করিতে পারেন না, তজ্জন্য যে নি-
 র্বোধেরা চিব কাল স্বস্থে কাটাইবে এবং
 সুবোধেরা চুংখে কাল যাপন করিবেন, ইহা
 কোন কালে মনে স্থান দেওয়া উচিত নহে।

তিতিক্ষা।—বিশ্বপতি মনুস্যবর্গকে এই
 রূপে পৃথিবীস্থ করিয়াছেন যে তাঁহাদিগকে
 বিপদ, দুঃখ, অভাব, ক্রেশ এবং ক্ষতি
 সহ্য করিতে হইবেই হইবে। তজ্জন্য, হে
 মনুস্যবর্গ! তোমরা পূর্বেই দৃঢ়তা, ঐশ্বর্য
 এবং তিতিক্ষা শিক্ষা কর, ইহাতে তো-
 মাদিগের জীবনের অবশ্যান্তরী আপদ
 হইতে অনায়াসে উদ্ধার পাইবে। উক্ত
 যেমন বালুকাময় প্রান্তরে পতিত হইয়া
 ক্ষুধা তৃষ্ণা এবং প্রচণ্ড সূর্য্যাকিরণ অনা-
 যোগে সহ্য করে, তাদৃশ তিতিক্ষু ব্যক্তি
 অবলীলায় সংসারের সমস্ত বিষ বিপত্তি
 অবিচলিত চিত্তে সহ্য করেন। মহাস্ত-
 করণ মনুস্যবর্গ স্বথ চুংখে স্বর্ষ বা কাতরতা
 প্রকাশ করেন না। তাঁহাদিগের মহৎ
 অন্তঃকরণ চুংখের কবায়তে সমস্ত হইয়া
 চিরমেবিত ধর্ম্য পথের বহির্ভূত হয় না।
 তিত্তক্ষুর স্বথ চুংখ যদি সৌভাগ্য চুতার্গ্যের
 উপর নির্ভর থাকিত, তাহা হইলে তিনি
 চুংখের সময় কাতর হইতেন, এবং স্বস্থের

সময় আত্মদেহ হতচেতন হইতেন : কিন্তু তাঁহার মন তিতিক্ষারূপ রজ্জু দ্বারা ধর্ম-রূপ পরিত্রস্ত মধ্যে ধৈর্য্য রূপ কীলকে আবদ্ধ রাখিয়াছে। সুতরাং বায়ু-স্বরূপ সংসারের সামান্য সূত্র দ্বারা ইহা বিচলিত হইবার বিষয় কি। যথার্থ তিতিক্ষা বাল্কি কেবল সাধুস ও দুঃস্থতার উপর নির্ভর করিয়া অনা-যানে বিপত্তি-সাগর পান হইয়া যান। তিনি বীরের ন্যায় আপদের সম্মুখীন হন, সুতরাং বিপদ তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারে না। যৎকালে বিপদ-সমূহ চতুর্দিক হইতে তাঁ-হার ননকে আক্রমণ করিয়া বিপদ-সমুদ্রে নিপাতিত করিতে যায়, তখন তাঁহার ঈশ্বর তাঁহাকে অক্ষয় কবচে আরম্ভ করিয়া রাখে। কিন্তু ক্ষীণমনা তাঁহা বাল্কির প্রতি লক্ষ্য কর, তিনি চিরকাল লজ্জার দান হইয়া কাল যাপন করিতেছেন, তিনি দরিদ্রতার ভনে কম্পমান হইয়া নীচ কন্ঠে প্ররক্ত হই-তেছেন, এবং মায়া ও বীরা না থাকায় অপমান সহ্য করিতে গিয়া নানা আপদে পতিত হইতেছেন। তাঁহার মন সামান্য ভণ অপেক্ষাও লঘু, তিনি বিপদ সমনে অকূল দুঃখসমুদ্রে মগ্ন হইতে থাকেন, দুঃ-দৃষ্টের সময় হতচেতনপ্রায় হন এবং নৈর-শেষে সময়ে তাঁহার আত্মা একে বারে অভিভূত ও নিরুপায় হইয়া পড়ে।



থিরোডোর পার্করের পত্র।

২৫৮ সংখ্যক পত্রিকার ১৫৭ পৃষ্ঠার পর।

ইউনিটেরিয়ানেরা কুসংস্কার-মূলক ত্রি-
ভিন্ন মত সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া থাকেন,
তন্মিহিত গোটাদিগের সহিত উহাদের
ঘোরতর বিতণ্ডা উপস্থিত হইত। এই সমস্ত
গূঢ়বাদীরা মত-ভেদ নিবন্ধন নিঃসঙ্গতার
সহিত উহাদিগের প্রতি অতি কদর্য্য ব্যব-
হার করিতেন। কিন্তু পরিশেষে ইউনি-

টেরিয়ানেরা উহাদিগকে পরাস্ত করিয়া ত্রি-
নীতির মতে অবিস্থান বন্ধমূল করিয়াছি-
লেন। উহারা মেমেচুনেটদিগেরও ধর্ম-
বিশ্বক বিশ্বর অসঙ্গত মত প্রণয়ন করেন।
অনন্তর তাঁহারা কতকগুলি ভজনগার নি-
র্মাণ ও বহুসংখ্যক পূর্ব হন বিদ্যালয় আ-
পনাদিগের আধিক্যবুদ্ধি করিয়া তৎ সমু-
দায়ের বহুখণ্ডে আত্মিক সাধন করিলেন।
এই সমস্ত কারণে আত্মবিকার ইতব সাধা-
রণ সকলেই তাঁহাদিগকে যথেষ্ট সমাদর
করিতে লাগিল। যদিও তাঁহাদিগের মত
সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইলেও তাঁহারা আপনাদিগকে
স্বতন্ত্র সম্প্রদায় বলিয়া বিবেচনা করিতে
না এবং সাধারণের ধর্ম-সংক্রান্ত স্থাপন ভাব
দর্শন করিয়া মার্জিতময় মনুষ্য হইতেন।
তৎকালে ইউনিভার্সালিষ্টেরা বিদ্যাপ্রদায়
আলোকে আপনাদিগকে উজ্জ্বল করিতে
পারেন নাই, তথাচ যাহা ধর্ম-বিজ্ঞান
মস্ত হইতিহাসকে এক কালে দূরিত কর-
তেছে, সেই অনন্ত ন্যায়রূপ অবিস্তৃত মতে
বিরুদ্ধে গৌরব সহকারে ধোরতর বিতণ্ডা
করিতেন। তাঁহারা সম্প্রদায়নিষ্ঠ অধিকার
অব্যাহত ও নিয়মান্বিত হইতে দেখা দিয়া
নিয়ম গুলি পরিবর্তিত করিয়াছিলেন এবং
জগদীশ্বরকে সাধারণের পাত্ত ভুলারূপ
প্রীতিবিস্তার করিতেছেন—প্রীতি দান যে
তাঁহার সর্ব প্রথম দান, এই দৃষ্টি নিঃস্ক
ও ন্যস্ত ভাবে প্রচার করতেন। সমস্ত
খৃষ্টিয়ান সম্প্রদায় মধ্যে কেবল উহারা
অনন্তরকের মতে মুক্তকণ্ঠে প্রতিবাদ করিয়া
থাকেন। কিন্তু যদিও তাঁহারা খৃষ্টিয় ধ-
র্মের প্র সমস্ত সারাংশে অবিস্থান করেন,
তথাচ কি ইউনিভার্সালিষ্ট কি ইউনিটে-
রিয়ান উভয় সম্প্রদায়ই বাইবেলের অ-
লৌকিকতা বিষয়ে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া
থাকেন এবং কহেন যদি অলৌকিক ও

ব্রাহ্ম বাইবেলে ত্রিনীতি ও অনন্ত নরকের বিষয় সম্প্রদায়ের নির্দেশ করিয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা ইহাতে অবশ্যই আস্থা প্রদর্শন করিব মনে হইবে না।

মার্টার গারিসন আপনার বন্ধুবর্গের সহিত আমেরিকান পিউরিটান সম্প্রদায়দিগের উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট মতের একান্ত পক্ষপাতী হইয়াছিলেন এবং ইহারা ধর্মের নিমিত্ত প্রাণ বিসর্জন করিতেও সজ্জত আছেন, সেই সমস্ত দৃষ্টবশীকরণ মহারা ও চিত্র-দিগের ভবিষ্যদ্বক্তাব ন্যায় সান্ত্বনায় উৎসাহ ও যত্ন সহকারে, যেই সকল মত প্রচার করতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি পিউরিটান সম্প্রদায়, হিব্রুজাটোন ভবিষ্যদ্বক্তা ও ধর্মগত জীবন পরিভাষায় উদ্ভূত ধর্মীয় বাস্তবিকতাকে, এমনকালে আপনার মনুষ্যিক প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যৎকালে তিনি এমন মত প্রচার করিতে আরম্ভ করেন, তখন এই কথা প্রচারের শূন্য হইয়াছিল যে বোষ্টনের রাজপুরুষেরা বিস্তর অনুসন্ধান করিবার পন দেখিলেন একটি এই কার্যে সহায়তা

করিয়াছে। তদ্বশে উহাদিগের মনে পবিত্র কন্যা ভয়ের আশঙ্কিত হইয়াছিল না। তাঁহাদের চিন্তা সম্পূর্ণ ক্ষমতা, সদয়ভাবী ব্যক্তিত্ব ও সমধিক মনুষ্যত্বের নিক্ত মনুষ্যের প্রকৃত গৌরব এবং ধর্ম-মুখির প্রকৃত জীবন স্বরূপ এই দুইটি বিষয়ে সকলকে উত্তেজিত করিয়া আপনার উৎকৃষ্ট ধর্ম-মত প্রত্যেক ব্যক্তি, রাজা ও সম্প্রদায়ের কার্যে পরিণত করিতে সচেষ্ট হইলেন। এই মহাত্মা কহিয়া থাকেন যে ধর্ম প্রভাবে সুরাপারীর পান-দোষ নিবারণ, নিবনের অবস্থার উন্নতি সম্পাদনা ও অনভিজ্ঞের শিক্ষা সমাধা হয়, এবং এই ধর্মই আমেরিকার ক্রীত দাস-

দিগের স্বাধীনতা এখানে প্রকৃত উদারতা প্রদর্শন করে। এই সুবিখ্যাত মহাত্মা যুবক-দিগের সহিত গাঢ়তর সংস্রব রাখিয়া এবং উহাদিগের সহিত বিবিধ বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করিয়া বয়সের উন্নতি অনুসারে জ্ঞানেরও সমধিক শ্রীলঙ্কা করিয়াছিলেন। হোরেস-মান ও তাঁহার কএকটি সহযোগী সাধারণের বিদ্যার উন্নতি সাধনের নিমিত্ত সান্ত্বনায় যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করেন। পিয়ারপট অমহার হইয়াও সুরা পান নিবারণ, ধর্ম যাজকের ন্যায়-পরতার দৃষ্টি স্থাপন, ধর্ম বিবাহক ভাস্কর অসঙ্গতি নিরাকরণ এবং সাধারণের শ্রীতিকর বা অশ্রীতিকর এই দুই প্রকৃত নিষ্ঠার প্রতিবিধানার্থ ধর্ম-যাজকের অধিকার স্থাপন বিষয়ে সমধিক আশ্রয় অবলম্বন করিয়াছিলেন। পান-শেষে ইহার মনের উজ্জ্বল ধর্মশক্তি বোষ্টনে সুপ্রকাশিত হইয়াছিল। উহা স্মৃতির ব্যক্তি বর্গের মন আকর্ষণ করিয়া কৃত্রিম পথ ও কৃত্রিম প্রত্যাশা প্রদর্শন করে। ফলত আমেরিকায় এই রূপ বিশ্বাসবহু বাপার আর কখন প্রত্যক্ষ হয় নাই এবং এখনও ইহা অল্প বিশ্বাসের বিষয় নহে।

কৃত্ত্ব বিশারদ পর্জেন ও কৃষ্ণ মনুষ্যের জড় দেহ পূর্বাপেক্ষা সমধিক অভিনিবেশ সহকারে পর্যালোচনা করিতে সাধারণকে প্রবর্তিত করিয়া প্রাচীন অপ্রাকৃতবাদীদিগের ক্ষমতা সঙ্কুচিত করিয়াছিলেন। ওয়া-উওয়ার্থের রচনা প্রকৃতি-প্রিয় গৃহানুসঙ্গান-পর ব্যক্তিদেগের আভ্যন্তরীণ আদর্শ হইয়া উঠে এবং উহা সাধারণকে প্রাকৃতিক ধর্মের আকৃষ্ট করে। কার্লেলির গ্রন্থ কেবলমাত্র পুনরায় মুদ্রিত হইয়া কি যুবা কি বৃদ্ধ সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল। কোন্স-জের রচনা সকল আমেরিকায় পুনর্মুদ্রিত হইয়া সাধারণকে নিপুণ ভাবে অনুসন্ধান

করিবার প্রচুর সাহায্য প্রদান করিয়াছিল।
এ সমস্ত রচনায় প্রগাঢ় ব্যক্তিজ্যোতি সর্বত্র
বিস্তীর্ণ আছে। এই রচনাগুলি অনেকের,
বিশেষত দেবত্ববাদী ধর্মযাজকদিগের চিন্তা
শক্তি একান্ত উত্তেজিত করে। যদিও তৎস-
মুদায়ে ইতিহাস ও পদার্থ বিদ্যার অসঙ্গতি
ও দৃশ্যক প্রণালীর অসম্ভাব আছে এবং
যদিও গর্ব, কুসংস্কার, রুখা তর্ক, বিশৃঙ্খলতা
ও ভ্রান্তির চিহ্ন সুস্পষ্ট নির্দীক্ষিত হয়, তথাচ
এ সমস্ত রচনা নিতান্ত পরাধীন চিত্তকে স্বা-
ধীনতা প্রদানে সাহায্য করিয়া আমেরিকার
একটি উপকার সাধন করিয়াছিল। কুজি-
নের এই দুই প্রণালী জনের প্রচলিত গভীর
ভাব পরিপূর্ণ ও সাধারণ প্রীতিধন, তিনি
স্বীয় গ্রন্থ মধ্যে যেকোন আদর্শকে ব্যক্ত করি-
য়াছেন, তাহাও প্রায় সর্বদা সত্য। আ-
মেরিকার আশিষ্ট নাস্তাদেশ উক্ত সর্বিশেষ
আলোচনা করিয়া থাকেন। যে স্থানে মূল-
ভাবের গ্রন্থ নিতান্ত দুঃস্বাদ্য হইত, তথায়
নকসে উক্তর অন্তর্ভুক্ত প্রদর্শন করিত।
অন্যান্য পদার্থ বিদ্যা দ্বারা সাধারণের
কুসংস্কার প্রাচুর্য হইত, কুজিনের গ্রন্থ প্র-
দর্শিত হইয়া তাহা এক লাগে নিবাস করে।



ইজিপ্টীয় নত।

১৮১১ সালের পত্রিকার ১৮৩ পৃষ্ঠার পর।

আইসিস্ দেবী। ইজিপ্টীয়দিগের
প্রধান প্রধান দেবতার রক্তান্ত সংক্ষেপে উ-
ল্লিখিত হইয়াছে; এক্ষণে তাহাদিগের ক-
তকগুলি দেবীর রক্তান্ত বর্ণিত হইতেছে।
পুরাণ অনেক গ্রন্থকার ইজিপ্টীয়দিগের
ভূরিভূরি দেবীর কথা উল্লেখ করিয়া গিয়া-
ছেন, কিন্তু নিপুণ রূপে আলোচনা করিলে
জানিতে পারা যায় যে, সেই সমস্ত দেবীর
অধিকাংশই এক আইসিস্ দেবীর মূর্তি

ভেদ মাত্র ছিলেন। এ দেশে যেমন এক
চুর্ণা কালী, জগদ্ধাত্রী, চণ্ডী প্রভৃতি নানা
বিধ আকৃতিতে পূজিত হইয়া থাকেন, সেই
রূপ ইজিপ্ট দেশে এক আইসিস্ দেবী ভিন্ন
ভিন্ন কার্যের তত্ত্বাবধায়িকা রূপে ভিন্ন ভিন্ন
মূর্তিতে আরাধিত হইতেন। ইহার কোন
প্রতিমূর্তি শৃঙ্খলিত ও দেখিতে পাওয়া
নায়। পরস্পর অনুরাগার্থী নায়ক নায়িকার
মিলিত লভের মিমিত্ত বিশেষ রূপে আই-
সিস্ দেবীর আরাধনা করিত। স্লেটো
আইসিস্ দেবীকে দাসী বলিয়া গণনা করি-
তেন। আইসিস্ দেবীর দশ চতুর্দশ নাম
ছিল, এই মিমিত্ত তাঁহার আর একটি নাম
নিরিনিসম। আইসিস্ দেবীর অন্যান্য
রক্তান্ত প্রমত্ত কমে ওসিরিস্ দেবের বিবরণ
মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

বিউবাস্টিস্। ওসিরিসের ঐক্যে আই-
সিস্ দেবীর সঙ্গে বিউবাস্টিস্ দেবীর জগত-
প্রাক্ দেবী ডায়ানার মতই উক্তার অনেক
বিষয়ে সোসাদৃশ্য আছে। ইনি ডায়ানার
নাম অত্যন্ত পতিব্রতা বলিয়া প্রমিত্তি প্রাপ্ত
হন। বিউবাস্টিস্ নগরে ইহার একটি মন্দির
ছিল। বিউবাস্টিস্ নাম দুই নির্মাণ করিয়া
তাঁহার পূজা হইত। এই দুই দেশে যত
বিভাগ করিলে, তৎসমুদায় সর্বাঙ্গতঃ কথিত
বিউবাস্টিস্ নামে পোষিত করিতে হইত।

ইনিথিয়া। শকুনির নাম আকৃতি, দুই
পাশে দুই দক্ষ বিস্তৃত, সর্বাঙ্গ হীরক দ্বারা
খচিত, একটি প্রতিমূর্তি ছিল; তাহারই নাম
ইনিথিয়া। ইনি স্বতন্ত্র দেবতা নহেন,
আইসিস্ বা বিউবাস্টিসের মূর্তি ভেদ মাত্র।
যে দিনে দ্বিতীয়া তিথি পড়িত, সেই দিবস
ইহার পূজা হইত।

নেপথিস্। ওসিরিসের রক্তান্তে উল্লি-
খিত হইয়াছে যে, ইকুয়ালিসের ঐক্যে
রিয়া দেবীর গর্ভে টাইফন পুত্র ও নেপথিস

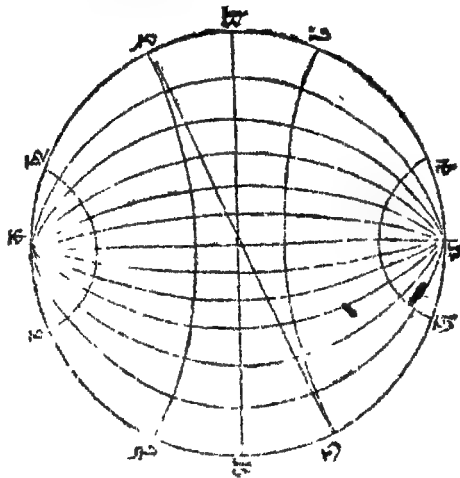
কন। জন্ম গ্রহণ করেন। এই নেপথ্যদেবী নিজ সহোদর টাইফন দেবেব পত্নী হইয়া ছিলেন। গ্রীসদেশীয়েরা এই দেবীকেই অ'ম্বোডাইট বলিত। শ্বেতবর্ণা ধেনুব নায় ইহার মূর্তি। তাঁনি রাত্রি ও অন্ধকারের নামধামী দেবতা। ইন্ডুদিগের অঙ্গো-
শয্যে গ্রীকদিগের বিনস ও ইজিপ্টীয়দিগের নেপথ্যদেবী তুল্য রূপ চিত্রিত হইয়াই মনুম্য-
ণের মনে আবির্ভূত হইয়া ছিলেন।

বুটো বা লাটেচোনা। নীল নদীর মুখে ইন্দুদেশে চতুর্দশ মাসের একটি মন্দিরে বুটো দেবী অবস্থান করিতেন। এই স্থানে বৈবাহিক হইত। মাইগেল নামক পক্ষী ইহার বাসন। এই স্থানের সচিবগণে যে মিন নামক একটি ছাপে তমিরাবের পুত্র হোরস্ দেবের একটি মন্দির ও তিনটি বেদি ছিল। ইজিপ্টীয়েরা এই রূপ বিবাহ ক্রমত যে, এই ছাপটি একটি হুদের উপর নামান হইতেছে :—একদা, এ গ্রীস দেবী নিজ পুত্র হোরসকে বুটো মন্দিরে লইয়া টোনাব নিকটে সমপন করিয়া গান দেন-
দেবী টাইফন নামক ভাবনকে আক্রমণ

গমন কাব্যচ্ছিলেন, সেই সময়ে লাটেচোনা হোরসকে তেমিস্ ছাঁপে রাখিয়া নীপটি জামাইস দেন এবং স্বয়ং টাইফনের চক্ষু হস্তে পরিদ্রাণ পাউবান নিমিত্ত মাইগেল নামক মূর্তি ধারণ করিয়া পলায়ন করেন।

ইজিপ্টীয় দেব দেবীর সঙ্কিত ভারত-
র্ষ্যগণ দেব দেবীর অত্যন্ত সাদৃশ্য দেখিতে পাইয়া যায়। কেবল দেব দেবী বলিয়া নয়, অন্যান্য মত বিষয়েও বিলক্ষণ সৌ-
সাদৃশ্য আছে। ইজিপ্টীয়দিগের অন্যান্য রক্তান্ত বর্ণন হইবার সময়ে তাহা ক্রমে ক্রমে অভিযুক্ত হইবে।

পৃথিবী ও মনুষ্য।



পৃথিবীতে যে সমস্ত ঘটনা উপস্থিত হইতেছে, তাহার কারণ নিকপণ ব্যতিরেকে কেবল দেশ গ্রাম নগরাদির বিভাগ নির্দেশ এবং তত্রতা আধিগণের স্বভাব ও চরিত্রাদির বিবরণ বর্ণন করিলে ভূগোল রক্তান্ত নামের সাধকতা সম্পাদন করা হয় না। ইতিরূপ সংক্রান্ত বিজ্ঞান ব্যতিরেকে যদি কেবল ঘটনাগুলির উল্লেখ করা যায়, তাহা হইলে তাহা যেমন শুষ্ক ও নীরস হইয়া যায়, সেই রূপ ভূগোল রক্তান্ত বর্ণন করিতে পারা যায়, তাহা হইলে উহাও সাধারণের কদাচ প্রীতিকর হয় না। বস্তু মাত্রের বর্ণনা করা ভূগোল রক্তান্তের প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে। পার্শ্বিক পদার্থ সমুদায়ের পরস্পর বিভিন্নতা প্রদর্শন, কার্য কারণের উদ্ভাবন, সচেতন ও অচেতন পদার্থ সমূহের পরস্পর সম্বন্ধ ও কাব্যনিকপণ এবং মানব সমাজের কি রূপে ক্রমশ উন্নতি হইয়াছে, ইহা নির্ধারণ করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। এই সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ না করিয়া কেবল যদি বস্তু মাত্রের বর্ণনা করা যায়, তাহা হইলে ভূগোল রক্তান্ত নিতান্ত অসার ও অকিঞ্চিৎকর হইয়া উঠে। যে সমস্ত বিষয়ের জ্ঞানোপার্জন করিলে

মন যথার্থ পুষ্টি ও প্রকৃত উন্নতি লাভ ক-
বিত্তে পারে, তৎসমুদায়ের অসম্ভাব হইলে
পদার্থ বিদ্যা সহজেই নীরস হইয়া থাকে।
সুতরাং যাহাতে জড় ও চেতন পদার্থ
পরস্পর কি রূপ সম্বন্ধে নিবদ্ধ হইয়া সেই
করণাময় বিশ্বব্রহ্মার মঙ্গল অতিপ্রায় সু-
সিদ্ধ করিতেছে, ইহা সুস্পষ্ট উপলব্ধি করা
যায়; যে মনস্ত কারণে পার্থক্য পদার্থ সমু-
দায় ক্রমশ উন্নতি লাভ করিয়া বিশ্বপতির
অনন্ত ও অচিন্ত্য কৌশলের পরিচয় প্রদান
করিতেছে, যদ্বারা সেই সমস্ত কারণ উদ্ভব
করা যায়; সেই রাজা পরাজ মহাবাজ সে
সমস্ত নিয়ন্তে অবতীর্ণ করিয়া এই জড় জ-
গৎকে নিরন্তর উদ্ধৃত্ত করিতেছেন, যাহাতে
তৎসমুদায়ের উপযোগিতা ও শুভজনকতা
অভিব্যক্ত করা যায়; যাহাতে এই সমস্ত
অচিন্ত্যের অতকন্য আশ্চর্য্য ব্যাপার
সুস্পষ্ট জনসাধারণ করিয়া সোচ বিম্বিত
অখিলমাতার প্রতি প্রীতি ও ভক্তি উদ্ভী-
পিত হয়; এই ভূগোল যন্ত্রান্তের তাহার
উদ্দেশ্য। আমরা এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করি-
বার নিমিত্ত পৃথিবী ও মনুষ্য, সংক্রান্ত
রক্তান্ত বর্ণে প্রবৃত্ত হইতেছি।

কোন কোন অবিচক্ষণ পদার্থ-বিদ্যাবিৎ
পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন যে, পশু পক্ষ্যাদি
জীব জন্ত এবং তরু গুল্মাদি উদ্ভিদ পদার্থের
ন্যায় পাষণ্ড অভূতি অচেতন পদার্থের
জীবন আছে। কিন্তু এই মত নিতান্ত
অলীক ও অমূলক। চেতন ও অচেতন
এই উভয়বিধ পদার্থ পরস্পর বিতিন্ন।
যদিও রক্ষ, রক্ষ ও পশু পক্ষী এবং
পশু পক্ষী ও মনুষ্য যে পরস্পর কত
অন্তর তাহা অনুভবশীল ব্যক্তি মাত্রেই
সহজে সুস্পষ্ট জ্ঞয়ক্রম করিতে পারেন।
অচেতন পদার্থকে মৃত ও সচেতন পদার্থকে
জীবিত বলিয়া নির্দেশ করা যায়; কারণ

পশু পক্ষ্যাদির ন্যায় পাষণ্ড অভূতি অচেতন
পদার্থে জীবনের কোন নিদর্শনই প্রাপ্ত হওয়া
যায় না। তবে এই সকল জড় পদার্থে
কেবল জীবনের প্রতিভা মাত্র প্রতিভাত
হইয়া থাকে। সলিলস্রোত তরঙ্গ জাল
বিস্তার পূর্বক ফেনায় আকুলিত হইয়া
বাবরার শব্দ মহাকারে শব্দ বেগে শব্দ-
হিত হইতেছে, সমীপে ভাস্কর অপ্রতিহত
গতি অবলম্বন পূর্বক পাদপদ উন্মুক্ত ও
ভূতলে নিগাতিত করিতেছে; অন্তরীক্ষে
আমন্ত্রণ প্রভৃতি জ্যোতি পদার্থ সকল
পরস্পর আকর্ষণ শক্তি দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া
যক্ষ নিদ্রাভ্রমে অবস্থান করিতেছে
চুম্বক বৈদ্যুতিক লৌহ বস্তুকণ্ট পটনের
বৈদ্যুতিক ও নিরন্তর উত্তরাভিমুখী হইয়া
পাশে; দুইটি পদার্থ উপযুক্ত পরিমাণে
সংস্পর্শ হইয়া উচ্চাদিগের পরমাণু ও ইলেকট্রন
পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে, এর
মত পাশে অবস্থিত পদার্থ সমুদায়ের
একাত্মক আঘাত করিলে উহা নসরনাশী
হইয়া থাকে। রসায়ন বিদ্যা প্রভৃতি ইহা
অভ্যস্ত হইয়াছে। সে জড় পদার্থের
প্রত্যেক অণুতেই সমান গতি বিঘ্নাদির
নিমিত্ত আছে, এই সমস্ত দোষেরা শুনিয়া
অনেকে অনুমান করিয়া থাকেন যে পশু
পক্ষ্যাদির ন্যায় হইাদের জীবন আছে,
কিন্তু ইহা জীবন নহে, জীবনের প্র-
তিভা মাত্র। আমরা কএকটি পদার্থে এই
অদ্ভুত কায্য দেখিয়া বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন
হই। কিন্তু এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে যে
এই রূপ অত্যাশ্চর্য্য ও অচিন্ত্য কত
শত ঘটনা উপস্থিত হইতেছে তাহার
ইয়ত্তা নাই।

আমরা অচেতন পদার্থের ন্যায় চেতন
পদার্থেও এই রূপ কায্য দেখিতে পাই
কিন্তু এই রূপ ক্রিয়াকে ইহার জীবন বলিয়া

করিলাম; আমারদেরই এই জয়, আমারদেরই এই মহিমা। “অশ্বাক্ষেবায়ং বিজয়েইন্দ্ৰাক্ষেবায়ং মহিমা।” ইশ্বর তাঁহাদের এই অভিমান জানিলেন। তাঁহারা অনিষ্টকারী অমুবাদিগের ন্যায় ব্রথা-অভিমান-দোষে হত না হন, এই জ্ঞান দিবার নিমিত্তে তিনি তাঁহাদের নিকটে স্বয়ং প্রকাশিত হইলেন। তাঁহারা জানিতেও পারিলেন না যে, দীপ্যমান পূজনীয় পুরুষ ইনি কে। তাঁহাদের অপেক্ষা অধিক শক্তি-সম্পন্ন পুরুষ যে কেহ আছেন, তাহা তাঁহারা জানিতেন না; আপনাদিগকেই যত্নস্বয়ম্বু বনিয়া মন করিতেন। এই অপরিমিত পূজনীয়ের অবাক্ত অপরিমিত ভোক্তা তাঁহারা সকলেই হতপ্রভ হইয়া গেলেন; তাঁহাদের জদম ও মন বিকলিত হইল। তাঁহারা আগ্রহে বলিলেন, হে আগ্র! হে জ্ঞাত-বস্তু! তুমি আমাদেব মতো অনীত হেজখ্য, যাও তুমি ইহাঁর নিকটে গিয়া ইহাঁকে অবগত হইয়া আউস। ইনি কে। আগ্র তাঁহার নিকটে গেলেন। ব্রহ্ম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোন?” তুমি কে? অগ্রদূপ করিয়া বলিলেন “অগ্নির্ক’ অহমস্মীতি জাতবেদা বা অহমস্মীতি” অগ্নি বায়ু, আমি বায়ু-বদা। ব্রহ্ম তাঁহাকে বলিলেন “তস্মিন্দ্রাক্ষ্যং বীক্ষ্য” তুমি যে জাতবেদা আগ্র, তেঁহাতে তি শক্তি আছে? তিনি উত্তর করিলেন, “অপীদং মগ্নং দহেৎ যদ্বিদং পৃথিবীনিভা।” এই পৃথিবীতে যেকিছু বস্তু আছে, তাহা সকলই আমি দক্ষ করিতে পারি। ব্রহ্ম তাঁহাকে একটি ভূণ দিলেন ও বলিলেন, ইহাকে দক্ষ কর। তিনি মহাবেগে আপন’ব সকল ভোক্তা তাহাতে নিয়োগ করিলেন, তথাপি যেই ভূণটিকে দক্ষ করিতে পারিলেন না। আপনাকে শক্তিহীন দেখিয়া লজ্জিত হইয়া দেবতাদিগের নিকটে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—আমি চিনিতে পারিলাম না, এই অচিন্ত্য-শক্তি পূজনীয় পুরুষ কে। তখন তাঁহারা বায়ুকে বলিলেন, হে বায়ু! যাও তুমি ইহাঁর নিকটে গিয়া ইহাঁকে অবগত হইয়া আউস। বায়ু তাঁহার নিকটে গেলেন। ব্রহ্ম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? বায়ুদূপ করিয়া বলিলেন, “বায়ুর্ক’ অহমস্মীতি মাতরিশ্বাবা অহমস্মীতি।” আমি বায়ু, আমি মাতরিশ্বা। ব্রহ্ম বলিলেন, তুমি যে মাতরিশ্বা বায়ু তোমার কি শক্তি? তিনি উত্তর করিলেন, পৃথিবীতে বাহা কিছু আছে, আমি সকলই ধারণ করিতে পারি। ব্রহ্ম সেখানে একটি ভূণ রাখিয়া বলিলেন, এখানে ইহঁতে ইহাকে গ্রহণ কর দেখি। তিনি তাহাতে আপন’র সমুদায় বেগ নিয়োগ করিলেন, তথাপি তাহাকে একটুকুও

বিচালিত করিতে পারিলেন না। আপনাকে শক্তিহীন দেখিয়া লজ্জিত হইয়া দেবতাদিগের নিকটে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—আমি চিনিতে পারিলাম না, এই অচিন্ত্য-শক্তি পূজনীয় পুরুষ কে? পরে তাঁহারা ইন্দ্ৰকে বলিলেন, হে মঘবন! তুমি আমাদেব সকলের রাজা, যাও তুমি ইহাঁর নিকটে গিয়া ইহাঁকে অবগত হইয়া আউস। ইন্দ্র তাঁহার নিকটে অগম্য হইলেন। ইন্দ্ৰেব রাজ-পদের অতীব গর্ব ও অভিমান দেখিয়া ব্রহ্ম তথা হইতে বিবোহিত হইলেন; স্বয়ং তিনি অন্য অন্য দেবতাদিগকে দেখা দিয়াছিলেন, ইন্দ্ৰকে এক ছাব দেখাও দিলেন না। যেই স্থানে স্ত্রী কপিনী ব্রহ্ম-বিদ্যা আসিয়া আবির্ভূত হইলেন। ইন্দ্র যেই গুলঞ্চ নবতী ব্রহ্ম-বিদ্যাতে কক্ষমা করিলেন যে সেই দীপ্যমান পূজনীয়, যিনি যেই মাত এখানে ছিলেন তিনি কে? ব্রহ্ম-বিদ্যা বলিলেন, ইহাঁকে তোমরা জান না, ইনি ব্রহ্ম। ব্রহ্ম বিদ্যে তোমরা আপন’ব আপন’ব মতিন যেন করিতে চলে; যাও এই জাম্বব জনা বুধোহ যম গোবোদর। ব্রহ্মবিদ্যা’র এই উপদেশে ইন্দ্র চৈতন্য হইল। তদবধি ইন্দ্র ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া অবসর দেবতা হইতে উন্নত হইলেন। তদবধি আগ্র বায়ু পদভিত্ত দেবতারাও ইন্দ্ৰের নিকটে হইতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া আর অবসর দেবতা হইতে উন্নত হইলেন।

এই অখ্যা যকি তাহা এই উপদেশ পাওয়া বাউতেই যে, যে পন্থা অগ্নেব অগ্নবদেব প’বিত্ত ভাব দৃষ্টকে না পারি, সে পন্থা অনন্ত দেবের মহিমা অবগত হওয়া যায় না। তাহা বহু ইন্দ্র দেবতারা আপন’বদেব জ্ঞান শক্তির সীমা চিন্তে না পারিয়া আপন’বদেব এই সমস্ত সর্ব শক্তমান বলিয়া অভিমান করিতেছেন। যখন তাঁহারা তাপন’বদেব জ্ঞান শক্তির সীমা বুঝলেন; যখন যেই উপদেশ পবম দেবতারা না জানিতে পারিয়া তাঁহাদের জ্ঞান কুণ্ঠিত হইল, যখন একটি ভূণকেও সীম মধ্যে আনিতে না পারিয়া তাঁহাদের বন শূন্য হইল; তখন তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে আমদা ক্ষুদ্র, আমারদের জ্ঞান শক্তি পরিমিত এবং সেই পরিমিত জ্ঞান-শক্তিকেও আমরা আপন’রা সৃষ্টি করি নাই; কিন্তু সেই সর্বস্বটা পূর্ণ পুরুষ হইতে লাভ করিগছি। তাহাঁর সমক্ষে আমারদের সকল ভাব, সকল শক্তি, স্তম্ভ হইয়া গেল। দম্ব ও অভিমান ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতি-বন্ধক। আমি সকল বুঝিতে পারি, আমি সব করিতে পারি, আমারই যশ সর্বত্র প্রকাশিত হউক; এই অভিমান ও নীচ কামনা ব্রহ্মকে বুঝিতে দেয় না। আপন’র হুর্লভতা যিনি জানিয়াছেন,

তিনিই তাঁহার অনুগামী ও শরণাগত হইয়া নবল
ক উপস্থিত হইয়াছেন।

অগ্নি বায়ু ইক্ষু প্রভৃতি ঋকঃসুজুঃ সাম বেদের
দেবতারা। উপনিষদের উপাস্য দেবতা নহেন।
উপনিষদের প্রতিপাদ্য পরম দেবতা এক মাত্র পি-
রব্রক্ষ। উপনিষদের সংকল্প এই যে বিনি সকল
ইহতে বড়, তাঁহাকেই অধ্বষণ করিয়া জানিতে
হইবেক, তাঁহাকেই গীতি করিতে হইবেক, তাঁহা-
কেই পূজা করিতে হইবেক। তাঁহার সকল ইহতে
বড় দলিলা অত্যাশ্রিত জানিলেন, অতএব বলিলেন
“অযমাহ্ম ব্রহ্ম” (মণ্ড্যোপনিষদ্) এই আত্মা
ব্রহ্ম। “যো ঈষ ভূমা তং মুখং নাশ্পে মুখমস্তি
ভূমিঃ মুখং ভূমা দেবঃ ব্রহ্মসমিতব্যঃ।” (চা-
ন্দোগ্যোপনিষদ্) বিনি মহান্ তিনি মুখ-বরুণ
জ্ঞান পদার্থে মুখ নাই, মহান্ পদার্থই মুখ-বরুণ;
অতএব তাঁহাকেই জানিতে ইচ্ছা করিবেক। সেই
ভূমা কোথায়? “সংসারপশ্চাত্তম উপবিষ্টাৎ সপশ্চাত্ত-
মপুরুষাৎ সন্নিহিতঃ সউত্তরতঃ।” (চান্দোগ্যো-
পনিষদ্) তিনি অগ্নিতে, তিনি উজ্জ্বলে, তিনি
পশ্চাতে, তিনি সম্মুখে, তিনি দক্ষিণে, তিনি
উত্তরে। সউ ভূমা কে? এই আত্মাই সেই
ভূমা। “অগ্নিঃ সোমো ব্রহ্মাণ্যোপরিষ্ঠাদাত্মা পশ্চা-
দাত্মা পুরুষদাত্মা দক্ষিণতাত্মা উত্তরতঃ।”
(চান্দোগ্যোপনিষদ্) আত্মাই অপোকে, আত্মাই
উজ্জ্বলে, আত্মাই পশ্চাতে, আত্মাই সম্মুখে,
আত্মাই দক্ষিণে, আত্মাই উত্তরে। ইহাতে এই
অসিদ্ধির হইল যে বিনি সেই সর্বব্যাপী ভূমা ঈশ্বর,
তিনি শূন্য নহেন, তিনি জগতের আত্মা, তিনি
সকলকে পূর্ণ রহিয়াছেন। এখানে জিজ্ঞাসা এই
যে সেই ভূমা কি শরীরী আত্মা? যে আত্মা শরীরে
বদ্ধ থাকে, কাহ্নে কালে বহিরিচ্ছিয় দ্বারা স্থূল
বাহুবীৰ্য্য ভোগ করে, এই আত্মা কি সেই ভূমা?
—ই “জ্ঞানব্রহ্মত্বানোবহিঃপ্রজ্ঞঃস্থূলভূক্” আত্মা
কি ভূমা? উপনিষদ্ বলেন যে না, ভূমা আত্মা
কদাপি শরীরী আত্মা নহেন। ইনি শরীরী জাগ-
রিত আত্মাব্যায় বহিরিচ্ছিয় দ্বারা বহিবীৰ্য্য
উপভোগ করেন না; ভূমা আত্মার শরীরও নাই,
টেক্ষিতও নাই। তবে কি তিনি মনোময় আত্মা?
—এখানে এই জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইতে পারে।
শরীর নিষ্পদ হইলে, ইচ্ছিয়-দ্বার-সকল রুদ্ধ
হইলে, যে আত্মা স্বপ্নেতে স্বীয় মহিমা অনুভব
করে, যে স্বপ্নবস্থ আত্মা বিষয় ও ইচ্ছিয়ের নির-
লক্ষ তটন্য স্বীয় মহিমাতেই বিষয়-সকল সৃষ্টি
করিয়া তাহা উপভোগ করে; যে আত্মা বাহ্য-দে-
খিয়াছে, যাহাও দেখিয়াছে, তাহা দেখে; বাহ্য
শুনিয়াছে, যাহাও শুনিয়াছে, তাহা শুনে; বাহ্য
অনুভব করিয়াছে, বাহ্যও অনুভব করিয়াছে,

তাহা অনুভব করে; যে আত্মা “সর্বং পশ্যতি
সর্বঃ পশ্যতি” আপনি সব হইয়া সব দেখে; সেই
স্বপ্নাবস্থ মনোময় আত্মা কি ভূমা? না। যে
আত্মা স্বপ্নেতে কেবল মনো-দ্বারা বিষয় উপভোগ
করে, সেই “স্বপ্নস্থানোহন্তঃপ্রজ্ঞঃপ্রবিক্তভূক্”
আত্মা ভূমা নহেন। যেমন ভূমা আত্মার শরীর
নাই, তেমনি তাঁহাব মনও নাই। তিনি মনের
দ্বারা মুখ হঃখের অনুভব করেন না। তিনি স্ব-
প্নাবস্থ আত্মাব্যায় শোকও করেন না, কন্দনও
করেন না। অতএব স্বপ্নাবস্থ মনোময় আত্মা ভূমা
নহেন। এখানে তবে আবার এই প্রশ্ন হইতে
পারে যে, সুষুপ্ত আত্মা কি ভূমা? যে আত্মা সু-
ন্দর সুপ্ত হইয়া কোন কামনাও করে না, কোন
স্বপ্নও দেখে না; শোকও করে না, কন্দনও করে
না; এই সুষুপ্ত আত্মা কি সেই ভূমা? এই সুষুপ্ত
আত্মাও ভূমা নহেন, যে হেতু তখন সে আত্মা
“অযমাহ্ম নীতি” (চান্দোগ্যোপনিষদ্) আনি
এই বলিয়া আপনাকেও জানে না। যদিও সুষু-
প্তাবস্থাতে আত্মার শোক নাই, কন্দন নাই;
তথাপি তাহার কোন ভোগা বস্তুও নাই। “নাহ
মত্র ভোগাৎ পশ্যানি,” (চান্দোগ্যোপনিষদ্)
আমি এখানে তাহার কিছুই ভোগা বস্তু দেখি
না। এই সুষুপ্তাবস্থাতে আত্মার না কিছু ভোগা
বস্তু আছে, না কোন ভোগ আছে, কেবল এক
মহাবিস্মৃতি তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। এই
সুষুপ্ত অচেতন আত্মা কখনই ভূমাভা নহেন।
“মহি ভূমাভা, তিনি অপরিলপ্ত টেতন্য-বস্তাব।
তাহার চেতনের কখনো লোপ নাই, তাহা স-
দাই প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছে। সংসারী আত্মাই
শরীরের অধীন, বিষয়ের অধীন, মনের অধীন;
সংসারী আত্মাই জাগ্রদবস্থা, স্বপ্নাবস্থা, সুষুপ্তা-
বস্থা। ভূমাভা কোন অবস্থার অধীন নহেন;
তিনি কখনো জাগ্রৎ, কখনো নিদ্রিত, কখনো
সুষুপ্ত, এত নহেন; তাঁহার জ্ঞান, তাঁহার ভাব,
সদাই দীপ্ত রহিয়াছে। “এব সুপ্তেষু জাগর্তি
কাম কামং পুরুষো নির্মিমাণঃ।” (কঠোপনিষদ্)
যখন সকলে নিদ্রা যায়, তখন এই পুরুষ জাগ্রৎ
থাকিয়া সকলের কাম্য বস্তু বিধান করিতে থাকেন।
অতএব মাণ্ড্যোপনিষদ্ বলিতেছেন, তিনি
“প্রপঞ্চোপশমঃ শান্তঃ শিবমবৈষতঃ।” তিনি
সংসারের অতীত; শান্ত, মঙ্গল, অদ্বিতীয়। “স-
আত্মা সবিজ্ঞঃ” তিনিই সেই আত্মা, তিনিই
জানবার যোগ্য। জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তাবস্থা এই
সংসারী আত্মার প্রতিভা সেই অশরীরী অমৃত
জ্ঞান-বিশীল মহান্ আত্মা। এই শরীরী সংসারী
আত্মার অন্তরতম অঙ্গের সেই অশরীরী অসং-
সারী মহান্ আত্মা অবস্থিতি করিতেছেন। “বা

পেশী সন্তান সখায়া সখানং ব্রহ্মঃ পরিবর্ততে।”
 মুণ্ডকোপনিষৎ) হুই হুন্দর পক্ষী জীবাত্মা
 জ্ঞান পরমাত্মা, উভয়েই এক ব্রহ্ম এই শরীরকে
 অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন; তাঁহার সর্বদা একত্র
 থাকেন এবং উভয় পরস্পরের সখা। “স্বপ্নান্তং
 জাগরিতান্তকোতো বেনানুপশ্যতি। মহান্তং বি-
 ভূমায়নং বদ্বা ধীরোন শোচতি।” (কঠোপনি-
 ষৎ) জীব ঘাঁহার দ্বারা স্বপ্নেব মধ্যে সুখ-দুঃখ
 ভোগ করে, এবং জাগরিত থাকিয়া বিষয়-সকল
 দর্শন করে, সেই সর্বব্যাপী মহান্ আত্মাকে ধীর
 অন্তরে জানিয়া ধীর ব্যক্তি আর শোক করেন
 না। “ইরথ্যে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলং।
 তচ্ছব্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদাদাবিদোবিদুঃ।”
 (মুণ্ডকোপনিষৎ) ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তির আত্ম-রূপ
 উজ্জ্বল ও প্রেষ্ঠ কোষ মধ্যে সেই নির্মল, নির-
 যব, জ্যোতির জ্যোতি, শুদ্ধ পরমাত্মাকে উপলব্ধি
 করেন।

এখানে উপনিষদের সিদ্ধান্ত মনোবোণ পূরক
 প্রণিধান কর। মাণ্ডুক্যোপনিষদের প্রথমে আছে
 “সর্বং হেতুত্বক।” সকলই এই ব্রহ্ম। উপ-
 নিষদ এই কথাতে বেদের পুরাতন মত খণ্ডন
 করিতেছেন। অগ্নি ব্রহ্ম নহেন, সূর্য্য ব্রহ্ম
 নহেন, মিত্র ব্রহ্ম নহেন, বরুণ ব্রহ্ম নহেন; কিন্তু
 সকলই ব্রহ্ম। তিনি আকাশের অতীত হইয়া
 সকল আকাশে ও বিশ্ব সংসারে ব্যাপ্ত রহিয়া-
 চেন; তিনি ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান ত্রিকালের
 অতীত হইয়া সকল কালে ও সকল ঘটনাতে বিদ্য-
 মান রহিয়াছেন। “ভূতং তবং ভবিষ্যদ্বিতি
 সর্বমোক্তারএব ঘটন্যাং ত্রিকালান্তাতং তদপো-
 ক্তারএব” ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান, সকলই ওক্তার;
 তিনি এই ত্রিকালের অতীত, তিনিও ওক্তাব।
 এখানে অবশ্য তোমরা জানিতে চাও; এই ও-
 ক্তার কি? এই ওক্তারের অর্থ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্তা,
 উপনিষদ ঐশ্বর দ্বারা ব্রহ্মকেই ব্যক্ত করেন।
 “ওমিতিব্রহ্ম” (ঐত্তিরীণোপনিষৎ) ঐ ইহা
 ব্রহ্ম। বেদের ঐশ্বর অগ্নি বায়ু ইন্দ্র প্রভৃতি
 যেমন ক্ষুদ্র, উপনিষদের ঐশ্বর ওক্তার-প্রতি-
 শাদ্য পরব্রহ্ম তেমন মহান্। উপনিষদের ক-
 থিয়া যেখন এই ব্রহ্মকে অধেষণ করিয়া আপনার-
 দের অন্তরে দেখিলেন, তখন বলিলেন “অ-
 মংমা ব্রহ্ম” এই আত্মা ব্রহ্ম। পরে তাঁহার
 তাঁহাকে প্রোক্ত করিয়া বলিলেন “সেয়েমাত্মা
 চতুশ্চাপ্যং।” সেই এই আত্মা চারি পাদে বিভক্ত।
 এখন নির্ণয় করিতে হইবে যে ইহার কোন পাদ
 সেই আত্মা, তিনি বিজ্ঞেয়; বাঁহাকে অনুলক্ষ্য
 করিয়া জানা আনারদের নিত্যত প্রয়োজন। এখন
 পাদ আত্মার আগ্রদবস্থা, যে অবস্থাতে আত্মা

বহিরিচ্ছিন্ন দ্বারা বহির্বিষয় উপভোগ করে। দ্বি-
 তীয় পাদ আত্মার স্বপ্নাবস্থা, যে অবস্থাতে আত্মা
 বিষয়-সকল সৃষ্টি করিয়া তাহা উপভোগ করে।
 তৃতীয় পাদ আত্মার সুষুপ্তাবস্থা, যে অবস্থাতে
 আত্মা সুপ্ত হইয়া কোন কামনাও করে না, কোন
 স্বপ্নও বদ্বেন না। এই তিন পাদ আত্মার তিন অবস্থা।
 ইহার কোন পাদ ব্রহ্ম? উত্তর—ইহার কোনো
 পাদই ব্রহ্ম নহেন, ইহার কোনো অবস্থাই সেই
 বিজ্ঞেয় আত্মার অবস্থা নহে। উপনিষদ ইহা
 মুদ্রা-রূপে ব্যক্ত করিতেছেন, “নান্তঃ প্রজ্ঞং”
 সেই বিজ্ঞেয় আত্মা স্বপ্নাবস্থ আত্মা নহেন, “ন
 বহিঃ প্রজ্ঞং” তিনি জাগ্রদবস্থ আত্মাও নহেন, “ন
 প্রজ্ঞানমনং” তিনি সুষুপ্তাবস্থ আত্মাও নহেন।
 তবে সেই বিজ্ঞেয় আত্মা কি? উপনিষদ তাহা
 পরে বলিতেছেন। “অদ্বৈতবানচান্যম প্রাচীনমল-
 ক্ষণমচিন্ত্যব্যাপদেশানেকোক্তান্তমিসংসারং প্রপঞ্চো-
 পশ্যমং শাস্ত্ৰ শিবমদৈবতং চতুর্থং মনাস্ত্রে স
 আত্মা সবিজ্ঞেয়ঃ।” তিনি চক্ষুর অগোচর কর্ণে
 শ্রবণের অগ্রাহ্য এবং অবাক্যার্থ্য ভয়েন। তিনি
 কোন লক্ষণ দ্বারা গম্য নহেন, তিনি কোন শব্দ
 দ্বারা ব্যাপদেশ্য নহেন, তিনি অচিন্ত্য। এক
 আত্ম প্রত্যয়ই তাঁহার অস্তিত্বের প্রতি প্রমাণ
 হইয়াছে। তিনি সমুদায় সংসার ধর্ম্মেব অতীত;
 তিনি শাস্ত, মঙ্গল, অদ্বিতীয়। ব্রহ্মজেরা তাঁ-
 হাকে আত্মাব চতুর্থ পাদ বলিয়া গণনা করেন;
 তিনিই আত্মা, তিনিই নিজ্ঞেয়। উক্তিতে দেখ,
 “অয়মাত্মা ব্রহ্ম,” এই আত্মা ব্রহ্ম, বলিয়া স্থিতি
 বাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াছিলেন তিনি কে, তাহার
 সিদ্ধান্ত হইল। সংসারী ভাগ্যারই তিন পাদ—
 জাগ্রদবস্থা স্বপ্নাবস্থা সুষুপ্তাবস্থা; ইহার যে চতুর্থ
 পাদ, তাহাই সেই বিজ্ঞেয় পূর্ণ আত্মা, বাঁহাকে
 আনারদের অনুসন্ধান করিয়া জানিতে হইবেক;
 সেই আত্মাই ব্রহ্ম। কাণ্ডেশ্বর-সুষুপ্তাবস্থা-স্থিত
 সংসারী আত্মা ব্রহ্ম নহেন; কিন্তু যিনি ব্রহ্ম, তিনি
 সংসারের অতীত; শাস্ত, মঙ্গল, অদ্বিতীয়। এই
 সংসারী আত্মার প্রতিষ্ঠা ব্রহ্ম, এই আত্মাতেই
 আছেন, অতএব ব্রহ্ম ইহার চতুর্থ পাদ বলিয়া
 উক্ত হইয়াছেন। পুরাতন উপনিষদের এই সার
 সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তকে আমরা মনের সহিত
 কেন অঙ্গীকার করি? ইহার হেতু কি? ইহাতে
 আনারদের দৃঢ় বিশ্বাস কোথা হইতে উৎপন্ন হয়?
 এই শরীরী জাগ্রৎ আত্মাই চক্ষুর গোচর নহে;
 ইহার সুষুপ্তাবস্থার যে অচেতন ভাব, তাহার ভো
 আমরা কিছুই সংবাদ জানি না; তবে এই আ-
 ত্মার অন্তরাত্মা ভূম্য ঐশ্বরকে কি প্রকারে জানিতে
 পারি, এবং এই জ্ঞানার উপরে কি প্রকারেই
 বা নিঃসংশয় হইয়া আত্মিক বিশ্বাস স্থাপন

ক কঃ পারি ? ইহাতে উপনিষদ্ বলিতেছেন, আমারদের নির্মাণ জ্ঞানে তিনি প্রকাশ পান, এবং আত্ম-প্রত্যয় তাহাতে বিশ্বাস করে। “ন চক্ষুঃ গৃহ্যতে নাপি বাচা নানৈদে বৈশ্বতপসাঃ কথং বা। জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধমন্তস্তত্ত্বং পশ্যন্তে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ।” (মুক্তকোপনিষদ্) তিনি চক্ষুর গ্রাহ্য নহেন; বাক্যেরও গ্রাহ্য নহেন, তপস্যা বা যজ্ঞাদিকর্ম দ্বারা, তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। শুদ্ধ-সত্ত্ব বাক্তি ধ্যান-যুক্ত হইয়া নির্মাণ জ্ঞান দ্বারা নিরবয়ব ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেন। তাঁহাকে ইন্দ্রিয় গ্রহণ করিতে পারে না, তাঁহাকে মন মনন করিতে পারে না, তাঁহাকে বুদ্ধি আয়ত্ত করিয়া তর্ক দ্বারা সিদ্ধান্ত করিতে পারে না; হৃদয় কেবল এক আত্ম-প্রত্যয় দ্বারা নিঃসংশয় হইয়া তাঁহাতে বিশ্বাস স্থাপন করে। “একায় প্রত্যয়-সংগঃ।” একঃ জগৎকাবদং ব্রহ্মাস্তীতি আয়নঃ প্রত্যয়ঃ সারং জগৎপং যস্যাবিগমে তৎ একায় প্রত্যয়সংগঃ।” এক আত্ম-প্রত্যয়ই তাঁহাব অন্তরেব প্রতি প্রমাণ হইয়াছে। যিনি এই সংসারী আত্মার জাগ্রদবস্থাতে বিষয় গ্রহণের জন্যে ইন্দ্রিয়-মকল দিয়াছেন, যিনি ইহাব স্বপ্নাবস্থাতে ক্রীড়ার নিমিত্ত মনের কল্পনা-শক্তি দিয়াছেন, যিনি ইহাব সুশুপ্তি কালে বিপ্রায়-সুখ দিয়া, অহরহ ইহাতে চরিত্র বন্যপান করিতেছেন, সেই সমস্ত সর্গ-শক্তি অনন্ত পুরুষের অস্তিত্বের প্রমাণ কেবল এক আত্ম-প্রত্যয় নিঃসংশয় প্রমাণ হইয়াছে। যখন আমি আছি, তখন আমার এটা পাতা নিমস্তা এটা আত্মনঃ; এটা আত্ম-প্রত্যয়। যিনি আমার এটা পাতা নিমস্তা পুরুষ তিনি আমার মুক্তদ সখা আশ্রয় ও প্রভু এই স্বতঃসিদ্ধ আত্ম-প্রত্যয়। যিনি আমার পুরুষ সখা আশ্রয় ও প্রভু, তিনি শস্য, ব্রহ্মণ, অবিহীয, এই আত্ম-প্রত্যয়ের সহজ অকাটা সিদ্ধান্ত। এখন ব্রাহ্মধর্ম এই আত্ম-প্রত্যয়ের বিষয়ে কি বলেন, তাহা শুন। “সেই অনন্ত জ্ঞান স্বরূপ পরমেশ্বর চক্ষুর গোচর নহেন, তাঁহাকে হস্ত দ্বারা গ্রহণ করা যায় না, তাঁহাকে মনেব দ্বারা কল্পনা করা যায় না, তাঁহাকে পরি-মিত বস্তুর ন্যায় বুদ্ধি দ্বারা বিশেষ করিয়া বুঝা যায় না। কেবল নির্মাণ সহজ জ্ঞানে তিনি প্রকাশিত হইবেন এবং এক আত্ম-প্রত্যয়ের বলে সেই জ্ঞান-গোচর সত্তা মূন্দর মঙ্গল পুরুষের অস্তিত্বে আমরা বিশ্বাস করি। জ্ঞান যে অকৃত অকৃত অনন্ত পুরুষকে প্রকাশ করে, আত্ম সেই পূর্ণ পুরুষের অস্তিত্বে প্রত্যয় করে। জ্ঞানেতে সত্তা প্রকাশ পায়, এবং সেই সত্তাতে আমারদের আত্মার প্রত্যয় হয়। অতএব এই স্বতঃসিদ্ধ আত্ম-প্র-

ত্যয়ই তাঁহার অস্তিত্বের আদ্যোপাধ্যায়িক এক মাত্র হেতু। যখন আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ অনন্ত পুরুষ সহজ জ্ঞানে প্রকাশিত হন; তখন বুদ্ধি তাঁহার জগৎ-রচনার কৌশল দেখাইয়া তাঁহার বিজ্ঞানের পরিচয় দেয় এবং জগতের মঙ্গলোদ্দেশ্য নিরূপ দেখাইয়া সেই নিয়ন্ত্রার মঙ্গল তার ব্যক্ত করে। যদিও পরিমিত বুদ্ধি অনন্ত পুরুষকে বুঝিয়া শেষ করিতে পারে না, তথাপি সে সহজ জ্ঞানকে অভি-মাত্র পোষণ করে। অতএব ব্রহ্ম বিজ্ঞানমুখক বাক্তি জগৎকার্যের অন্তর্ভাবের আলোচনা দ্বারা বুদ্ধিকে মার্জিত করিতে কদাপি অবহেলা করি-বেন না। বুদ্ধি সুমার্জিত হইলে সহজ জ্ঞান ও আত্ম-প্রত্যয়ের অধিকার ও উদ্দেশ্য আমরা বি-শেষ রূপে সুস্পষ্ট বুঝিতে পারি।” এই আত্ম-প্রত্যয় আমারদের ব্রাহ্মধর্মের সূচী নহে; ইহা পুণ্ড্র উপনিষদে সুস্পষ্ট বাক্তি রহিয়াছে। বাক্তি বিন বুদ্ধি যখনই আপনার পতন ভূমির অবস্থান করে, তখন সে সহজ জ্ঞান ও আত্ম-প্রত্যয়কে দেখিতে পায়।

এই আত্ম-প্রত্যয় সিদ্ধ জ্ঞান-গোচর সত্তা মূন্দর মঙ্গল পুরুষ জন্মবিহীন মহান্ আত্ম। “অপ-য আত্মা, সসেতুর্ভূতীরেবাং লোকানামসমুদায়। যিনি আত্মা, তিনি লোক-ভঙ্গ নিবারণার্থে সেতু-স্বরূপ হইয়া সমুদায় পারণ করিতেছেন। এই আত্ম-রূপ সেতুর এপারে দিন রাত্রি নিঃশব্দ হইতেছে; ও পারে দিনও নাই, রাত্রিও নাই মুকুতও নাই, চকুতও নাই; ইহা পুণ্য-জোততে সদাই পবিত্র বহিয়াছে। জীব ইহাব ও পারে উত্তীর্ণ হইলে সকল পাপ হইতে প্রান্তিরিত হয়; এই নিম্পাপ ব্রহ্ম লোক। এই সেতুর পর-পারে উত্তীর্ণ হইয়া যে অক্ষ সে অনন্ত হয়; যে সংসা-রের চরণ ক্রমশে বিদ্ধ, সে অবিদ্ধ হয়; যে পাপে ও দোষে উপভ্রাপী, সে অনুপভ্রাপী হয়। এই সেতুকে উত্তীর্ণ হইয়া রাত্রি, দিনের সমান আ-লোক ধারণ করে; এই ব্রহ্ম-লোক; ইহার দি-বালোক কখন অন্ত হয় না, ইহার প্রকাশও নির্মাণ হয় না; ইহা সদাই প্রকাশিত রহিয়াছে। “নৈনং সেতুহোরাহে তরতঃ। ন জরা ন-মৃত্যুর্ন শোকো ন মুকুতং ন চকুতং। সর্গে পা-প্পানোন্তোনিবর্তিতে। অপহতপাক্সা চেব ব্রহ্ম-লোকঃ। তস্মাদ্বাএতং সেতুং তীর্ষ। অক্ষঃ সূর্য-নক্ষত্রবতি বিদ্ধঃ সমবিক্রান্তবতি উপাত্তাপী-সমনুপভ্রাপী ভবতি। তস্মাদ্বাএতং সেতুং তী-র্ষাপি নক্ষত্রহরেবাতিনিম্পপাতে। সন্ধিতাতো-ন্যেব ব্রহ্মলোকঃ। (মুক্তকোপনিষদ্)।

মেদিনীপুর উনবিংশ সাহস- সরিক ব্রাহ্মসমাজ।

আজ আমাদের উনবিংশ সাহসসরিক সমাজ। এই মেদিনীপুরস্থ ব্রাহ্মসমাজের বয়ঃক্রম ক্রমে উনবিংশ বৎসর অতিক্রম করিয়া অদ্য বিংশতিতম বর্ষে প্রবর্তিত হইল। এই উনবিংশতি বর্ষে, বিশেষতঃ গত বৎসরে এখানে আমাদের ব্রাহ্ম ধর্মের কত দুর বল ও পুষ্টি সাধন হইয়াছে, আমরা ধর্মের দিকে কত টুকু অগ্রসর হইয়াছি, এ বিষয়ে আজ একবার আমাদের পর্যালোচনা করিয়া দেখা কর্তব্য হইতেছে।

আমরা দেখিতে পাইতেছি, এখানে দিন দিন ব্রাহ্মধর্মের উন্নতি ও বিস্তার হইতেছে। প্রথমে যখন এখানে, ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় তখন ইহার ভাব অতি সঙ্কীর্ণ ছিল। তখন ইহার কোন শক্তির গুহ ছিল না। প্রথমে ইহার প্রতিষ্ঠাতা স্কোমগব নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেবের বাস ভবনে উপাসনাদি সমাজের কাব্য নির্যাত হইত। পরে একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া কিছু দিনের জন্য ভাড়াতে সমাজের কার্য নির্যাত হইত। অনন্ত সমাজের বর্তমান আচার্য্য মহাশয়ের বাস বাড়ীতে কয়েক বৎসর পরিয়া সভার কার্য্য সমাপ্ত হইত। পূর্বে অতি অল্প লোক সমাজে উপস্থিত হইতেন, তৎকালে ব্রাহ্মধর্মের প্রতি এখানকার অনেকেই বিমূঢ় বিবেচনা করিয়াছিল। সমাজের প্রথম অবস্থায় এখানে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা একটি ধর্ম সভা নামী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কিন্তু চিরকাল সভার জয়—ধর্মের জয়ই হইয়া থাকে। ব্রাহ্মধর্ম সমুদায় বিশ্ব বিপত্তি, সমুদায় আত্মবিকলতা, সমুদায় বিদ্বেষাচরণ অতিক্রম করিয়া এখানে দিন দিন বলীয়ান ও পুষ্টি-দেহ হইয়া উঠিতেছে। ব্রাহ্মধর্ম আপনায় নিজের মাহাত্ম্যই আপনি বিস্তৃত ও সন্তোজ হইয়া উঠিতেছে। এক্ষণে এখানে বহু সংখ্যক লোকে বিশেষতঃ এ দেশের অনেকে ব্রাহ্মধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন। এখন ব্রাহ্মসমাজ আর পর-গ্রহ বানী নহেন। এক্ষণে তাহার এই শক্তির গুহ নির্মিত হইয়াছে। বিশেষতঃ আমাদের বিষয় এই যে এই গুহ নির্মাণ বিষয়ে এ দেশীয়েরা অধিক পরিমাণে সাহায্য করিয়াছেন।

আর তিন বৎসর হইল এখানে একটি ব্রাহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহাতে অনেকে ব্রাহ্মধর্মের উপদেশ পাইতেছেন। তদ্বারা অনেক ব্রাহ্মধর্মের বঙ্গপ ও বঙ্গল অবগত হইতেছেন ও ইহার উন্নতি সাধন করিয়া ইহাতে আকৃষ্ট

হইতেছেন এবং অনেকে দ্বিতীয় ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিতেছেন, বস্তুতঃ এই মেদিনীপুরে ব্রাহ্মধর্মের দিন দিন উন্নতির চিহ্নই দেখা বাইতেছে। বিশেষতঃ গত বৎসরে যে দুই প্রকার কার্যের অনুষ্ঠান হইয়াছে, তদ্বারা ব্রাহ্মধর্ম এখানে অনেক অগ্রসর হইয়াছে বলিতে হইবে। প্রথম কার্য্য ধর্ম প্রচার, দ্বিতীয় কার্য্য অনুষ্ঠান।

এই প্রদেশের সকল স্থানে ব্রাহ্মধর্মের প্রচার করিবার নিমিত্ত গত ফাল্গুন মাসে এখানে এক জন প্রচারক নিযুক্ত করা হইয়াছে। প্রচারক গ্রামে গ্রামে ব্রাহ্মধর্মের প্রচার করিতেছেন। যদিও অল্পদিন প্রচার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, তথাপি ইহার মধ্যেই অনেক ফল দেখা বাইতেছে। পূর্বে এই মেদিনীপুর প্রদেশের অন্তঃপাতী পরী নাম বাসীরা ব্রাহ্মধর্ম বলিয়া একটি যে দ্বন্দ্ব ধর্ম আছে, তাহা অবগত ছিল না। এক্ষণে প্রচারক দ্বারা অনেক তাহা অবগত হইতেছে। অনেক এক্ষণে ব্রাহ্মধর্ম লইয়া তৃপ্ত আন্দোলন করিতেছে। কেত কেত ব্রাহ্মধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। অনেক স্থলে আমাদের প্রচারক সমাজের গৃহীত হইতেছেন। অনেক স্থান হইতে প্রচারকের আহ্বান পত্র আসিতেছে। প্রচারকের যত্নে কলেশ্বর ও গড়বেড়ান্ত সমাজের পুষ্টি সাধন হইয়াছে এবং গঙ্গাদাসপুর ও ঘাটালে সমাজ স্থাপনের কল্পনা হইতেছে। তন্মধ্যে কোন কোন স্থানে কোন কোন সমাজ ব্যক্তি, আত্মীয় বন্ধন লইয়া নিয়মিত রূপে উপাসনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বিশেষতঃ আমাদের বিষয় এই যে প্রচারক ও অপর এক মহাত্মার যত্নে কৃষক প্রভৃতি কতক গুলি সামান্য লোকে ব্রাহ্মধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।

গত বৎসর এখানে কয়েকটি ব্রাহ্মধর্ম অনুষ্ঠান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইয়াছে। গত বৈশাখ মাসে আচার্য্য মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার পরিণয় কার্য্য ব্রাহ্মধর্মের পদ্ধতি অনুসারে সম্পাদিত হয়। এইটি এখানকার ব্রাহ্মদিগের প্রথম অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানটী অত্রতা ব্রাহ্মদিগের এক প্রকার পরীক্ষা স্থল হইয়াছিল। তদুপলক্ষে এখানে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে মহা গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। অনেকেই সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়া ছিলেন, কতক গুলি আবার তাহাতে যোগ দিতে বিমুখ হইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় অনুষ্ঠানটী প্রাণ মাসে সম্পন্ন হয়। এই অনুষ্ঠান রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের পৌত্র শ্রীযুক্ত কুমার ব্রজেননারায়ণ দেব বাহাদুরের পুত্রের জাতকর্ম্ম। এই অনুষ্ঠানে অনেকে উপস্থিত ছিলেন। ইহা আমাদের বিদ্যমান লোক হইবে যে প্রথম

অনুষ্ঠানে আগমন করিতে বাঁহাদিরকে কুণ্ঠিত হইয়াছিল, এই অনুষ্ঠানের সময় তাঁহাদের অনেক যোগ দিয়াছিলেন। এই দ্বিতীয় অনুষ্ঠান দ্বারা আমাদের মহোপকার সাধিত হইয়াছে। এই অনুষ্ঠানটী বঙ্গদেশে ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠান বিষয়ে মহৎ চূড়ান্ত স্বরূপ।

তৃতীয় অনুষ্ঠান মেদিনীপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বারু নীলকমল দেব পুত্রের নাম করণ। উহা আশ্বিন মাসে সম্পাদিত হয়। তাহাতেও অনেকের সমাগম হইয়াছিল। এই তৃতীয় অনুষ্ঠানটী এ প্রদেশে বিশেষ ধর্মোৎপত্তি সাধনের চিহ্ন বলিতে চাইবে। ইহার পূর্বে যে দুইটী অনুষ্ঠান হয় তাহা ভিন্ন স্থান নিবাসীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়; এটী এই স্থান নিবাসী দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

গত বৎসবে ব্রাহ্মধর্মের উন্নতি বিষয়ে যে সকল কার্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তন্মধ্যে একটি অত্যন্ত শ্রীতিকর সংবাদ আছে। তাহা এই, — এ প্রদেশের অন্তঃপাতী পল্লীগাম বানী প্রজাবান ব্রাহ্ম শ্রীযুক্ত বারু নবীনচন্দ্র ভূশানী মহাশয় পুণাহ দিবসে বঙ্গ শ্রীতিকর কাণা করিয়াছিলেন। তিনি ঐদিন সমুদায় প্রজা বর্গকে পুণাহের নিমন্ত্রণ করিলেন। যথা সময়ে সকলে উপস্থিত হইল। তিনি উপস্থিত প্রজামণ্ডলীর সমক্ষে পূর্ববৎ পৌত্তলিক কার্য না করিয়া ব্রাহ্মোপাসনা করিতে গমিয়া গেলেন। উপাসনা সমাপ্ত হইলে জগদীশ্বরের নিকট প্রজাবর্গের মঙ্গল কামনা পূর্ণ একটি প্রার্থনা করিয়া পুণাহ কার্য সমাপ্ত করিলেন। এই কয়েকটী অনুষ্ঠান দ্বারা এখানে ব্রাহ্মধর্মের বিশেষ উন্নতি সাধন হইয়াছে বলিতে চাইবে। কতকগুলি ব্রাহ্ম পূর্কোপেক্ষা ধর্মো সমধিক অনুরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহাদের প্রায় সমস্ত কার্য ও ব্যবহার ব্রাহ্মধর্মের দ্বারা অনুশাসিত হইতেছে।

যত দিন না আমরা ব্রাহ্মধর্মকে অনুষ্ঠানে পরিণত করিতে পারিব—যত দিন না আমাদের সমস্ত গৃহ কার্যে ব্রাহ্ম নাম ঘোষিত হইবে—তত দিনই আমাদের ব্রাহ্মধর্মের প্রকৃত উন্নতি ও পুষ্টি সাধন হইবে না—তত দিনই আমরা ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দিবার যোগ্য হইতে পারিব না। অনুষ্ঠান ধর্মের জীবন স্বরূপ। অনুষ্ঠান দ্বারা ধর্মতাব প্রকৃত রূপে প্রকাশিত হয়। ব্রাহ্মধর্ম যদি কেবল আমাদের মনে ও সমাজে বৃহৎ বক্তৃতা, সংসার মধ্যে প্রবর্তি না হয়; আমাদের গৃহ কার্যের সময় ব্রাহ্মধর্ম নেতা না হন; তাহা হইলে আমাদের কি হইল? তাহা হইলে আমরা ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দিতে পারিব না। যখন আমাদের যে ভাব আমরা করি, যদি তাহার বিপ-

রীত ভাব দেখাই, তাহা হইলে কি আমরা কপট ও ভণ্ড বলিয়া পরিচিত হইব না? অন্য সময়ে আমরা কপট বলিয়া পরিচিত হইতে লজ্জিত হই, আর ঈশ্বরের প্রতি কর্তব্য সম্পাদন সময়ে কপটতাচরণ করিয়া কি লজ্জিত হইব না? ঈশ্বরের নিকট কপটতা ও ভণ্ডতাচরণ করিলে আমাদের নিস্তার নাই। অতএব যদি আমরা ব্রাহ্মধর্মের উন্নতি সাধন করিতে ইচ্ছা করি, যদি আমরা পারলৌকিক অনন্ত সুখের প্রত্যাশা করি, তাহা হইলে কপটতাচরণ পরিত্যাগ করা আমাদের সর্বোত্তম কর্তব্য। ব্রাহ্মধর্মকে আমাদের সমস্ত কার্যেব নেতা করা কর্তব্য। আমাদের সকল অনুষ্ঠান সকল ব্যবহার ব্রাহ্মধর্মের অনুমোদিত করা কর্তব্য।

হে জগদীশ্বর! আমরা তোমার অতি ক্ষীণ সন্তান, আমাদের এমন বল নাই যে আমরা নিজে তোমার দিকে অগ্রসর হই, তোমার প্রদত্ত ব্রাহ্মধর্মকে আলিঙ্গন করিতে সক্ষম হই, তোমাকে সাক্ষী রাখিয়া সাংসারিক সমস্ত কার্যের অনুষ্ঠান করিতে পারণ হই। তুমি কখন না করিলে, তুমি পূর্ণবল প্রদান না করিলে, আমরা কখনই তোমার দিকে উন্নত হইতে সমর্থ হই না। হে ধর্মাবহ পুরুষ। তুমি আমাদের মনে একপ বল দেও যেন আমরা সমস্ত জীবন তোমার দিকে অগ্রসর হই, আমাদের সকল কার্য যেন তোমার অনুমোদিত হয়, আমাদের সকল অনুষ্ঠান যেন তোমার ব্রাহ্মধর্মের অনুশাসিত হয়।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

—ঃঃ—

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ১৮৬৬ শকের

মাঘ ও ফাল্গুন মাসের আয় ব্যয়

বিবরণ।

আয়

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	২০৫/০
লভ্য দান	২০৭
এককালীন দান	১৪০
পুস্তক বিক্রয়	১১ (১৫)
ডাকমাংস	১২/০
হস্তালয়	১১৮৬/১০
পুস্তক বিক্রয়ের কমিশন	৩/ ১৫
দক্ষিণ দেশে-দ্রষ্টব্য দান	৩৫
অনিরূপিত	২১/৫
গচ্ছিত	৪০১/১৫

১৮৬৬

ব্যয়	
মাসিক বেতন	২২১।০
পত্রিকা মুদ্রাক্ষন ও কাগজ ক্রয় ..	১০১।/১০
সরকারিদিগের কমিশন ..	১৭।/৫
যন্ত্রালয়	১২৮৫।/১০
ডাকমাসুল	৩০৫।/১০
পুস্তক মুদ্রাক্ষন	৩৪ ০/০
কৃত্ত কৃত্ত ব্যয়	২।/০
পুস্তক বন্ধন	৪৫/১৫
কাগজ পত্রাদি ক্রয়	১৩। ১০
আলোকের ব্যয়	৩।/১৫
দক্ষিণ দেশে ছুটিতে দান	৩৫
পুস্তকালয়ের জন্য পুস্তক ক্রয় ..	৩।০
পুস্তক বি যের কমিশন	২।০
গচ্ছিত	২১/১০
<hr/>	
	৬৩৫।/৬
আয়	৭৮০।/১৫
পূর্জকার স্থিত	৬৮।/০
<hr/>	
	৮৪৮।/১৫
ব্যয়	৬৩৫।/৬
<hr/>	
স্থিত	২১২।/১০

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক।

ব্রাহ্মদিগের প্রতিজ্ঞাত সাহসসরিক দান।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০
" কানীশ্বর মিত্র	৫
" হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ..	৫
" শিবচন্দ্র নন্দী	৫
" হরিনোহন নন্দী	৪
" রাজারাম মুখোপাধ্যায় ..	৩
" মাধবচন্দ্র বসাক	২
" প্রসন্নকুমার ঘোষ	২
" অরোধ্যনাথ পাকড়াশী ..	২
" দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	২
" নভোজনাথ ঠাকুর	২
" হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর	২
" বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর	২
" জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ..	২
" সারদাশ্রম গোপাধ্যায় ..	২
" গোবিন্দকৃষ্ণ সিংহ	২
" মহেন্দ্রনাথ রায়	২

" মরণোপাধি মিত্র	২
" কাশিচন্দ্র মিত্র	১
" গোবিন্দচন্দ্র বসু	১
" অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ..	১
" নীলমণি ধর	১
" মহাতাপচন্দ্র চন্দ্র	১
" ত্রৈলোক্যনাথ বসু	১
" শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ..	১
" প্রমথনাথ মিত্র	১
" উমানাথ গুপ্ত	১
" অরুণচাঁদ মল্লিক	১
" হনুমান মল্লিক	১
" বিশ্বেশ্বর ঘোষ	১
" গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ..	১
" অভয়চরণ গুপ্ত	১
" বননাথী সেন	১
" গোপালচন্দ্র মিত্র	১
" কেরমোহন দত্ত	১
" নগরলাল দত্ত	১
" গণেশচন্দ্র বসু	১
" রামসেবক দে	১
" হরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	১
" বিজয়গোপাল মিত্র	১০
" হরকালি ঘোষ	১০

৭৮

অনুষ্ঠান দান।

শ্রীযুক্ত অরোধ্যনাথ পাকড়াশী ..	২
" প্রসন্নকুমার ঘোষ	১
" শ্যামপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ..	১০/৭

৫০/০

দানার্থে দান	২
--------------------	---

৮৫০/০

আয়	৮৫০/০
-----------	-------

পূর্জকার স্থিত	২৭৫।/১০
----------------------	---------

১১৩/১০

ব্যয়

সরকারিদিগের কমিশন	২৫০
-------------------------	-----

বর্তমান	১১০।/১০
---------------	---------

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়

বিক্রয়ের পুস্তক।

ঋগ্বেদ সংহিতা ১ খণ্ড	১
ঐ ২ খণ্ড	১
অনুষ্ঠান পদ্ধতি	২০
ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান	৪০
ঐ ভাল বাঁধান	৬০
ঐতিহাসিক ব্রহ্মোপাসনা	১০
ব্রহ্ম স্তোত্র	১১০
ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠান	১০
ব্রাহ্মধর্ম সম্বন্ধে উপাসনা	১০
ব্রহ্ম উপাসনা পদ্ধতি	১০
ব্রহ্ম সঙ্গীত	১০
ঐ প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে	১০
ঐ উপাসনার সহিত	১০
প্রার্থনা এবং সঙ্গীত	১০
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	১০
ব্রাহ্ম সমাজের বক্তৃতা	১০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা	১০
সংস্কৃত বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম	১০
ঐ ভাষ্যসহ	১০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম	১০
ঐ ভাল বাঁধান	১০
ঐ দ্বিতীয় খণ্ড	১০
ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস	১০
নিম্নোপাসনা	১০
ধর্ম চক্র	১০
উদ্দেশ্যনাঞ্চলি	১০
হৃদ কর্ম	১০
স্তোত্রমালা	১০
ত্রিসন্ধাস্ত্র	১০
স্তুতিমালা	১০
অগ্নি তত্ত্ববিদ্যা	১০
শিশু পালন—প্রথমভাগ	১০
ঐ দ্বিতীয় ভাগ	১০
সংগীত মুক্তাবলী	১০
ধর্ম দীক্ষা	১০
বহুবিচার	১০
পাদার্থ বিদ্যা	১০
মনুষ্যের মহত্ত্ব	১০
জাত্যভাব	১০
জয়নগর গিরিশিখরোপরি ভ্রমণ	১০
দীর্ঘ শিরার অভিষেক	১০
টেরায়া শতক	১০
চার দীর্ঘাংশ	১০
বৎসিকিৎস	১০
তদানীশ্বর ব্রাহ্মবিদ্যার উপদেশ	১০

বর্ণমালা—প্রথম সংখ্যা	১০
ঐ দ্বিতীয় সংখ্যা	১০
ব্রাহ্ম ব্যবহার	১০
দুর্গোৎসব	১০
সংস্কৃত পাঠোপকারক	১০
হিন্দী ব্রাহ্ম-ধর্ম—দেবনাগরী অক্ষরে	১০
হিন্দী সহিত কঠোপনিষৎ দেবনাগরী অক্ষরে	১০

বিজ্ঞাপন

আশ্বিন মাসের প্রবল কড়িতে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ গৃহ একপ ভগ্ন হইয়াছে, যে সংস্কার না করিলে আর ব্যবহারের উপযোগী হইতে পারেনা। এবার সংস্কার করিতে অনাধিক ২৫০০ টাকা লাগিবে। অতএব বিজ্ঞাপন দিতেছি যে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের প্র. ব. বাঁহাদিগের স্নেহ আছে, ও ইহাকে রক্ষা করা বাঁহারা কর্তব্য বোধ করেন; এই সময়ে তাঁহারা সাহায্য করিবেন।

শ্রী বিজ্ঞাননাথ ঠাকুর।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক।

—৪—

৩০ চৈত্র মঙ্গলবার অপরাহ্ন ৭ ঘটীর সময়ে বর্ষশেষ উপলক্ষে, এবং ১ বৈশাখ বুধবার প্রাতঃকালে ৭ ঘটীর সময়ে নববর্ষ উপলক্ষে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে ব্রহ্মোপাসনা হইবে। ব্রাহ্মগণ প্রাধান্য আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে উপস্থিত হইয়া উপাসনা করিবেন।

শ্রী বিজ্ঞাননাথ ঠাকুর।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক।

বাঁহাদিগের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অগ্রিম মূল্য নিঃশেষিত হইয়াছে, তাঁহারা আগামী বর্ষের জন্য অগ্রিম মূল্য প্রদান করিবেন। অগ্রিম মূল্য অর্থে প্রদান না করিলে পত্রিকার ক্ষতি করা হয়।

শ্রী মানমুখ্যকোষকর্তার।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক।

